মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী

(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ - পাঁচ

গোলাপ মাহমুদ

ইসলামের অজানা অধ্যায়

{ষষ্ঠ খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী

(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ – পাঁচ

গোলাপ মাহমুদ

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.blog

ইসলামের অজানা অধ্যায় {ষষ্ঠ খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী (Psycho-biography): মদিনায় মুহাম্মদ – পাঁচ

গোলাপ মাহমুদ

প্রথম ইবুক প্রকাশ: মার্চ, ২০২১

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: ধ্রুবক

ইবুক তৈরি
ধ্রুবক

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Islamer Ojana Odday-Part-06, by Golap Mahmud

Istishon eBook

First eBook Published in **March, 2021**
Created by: Dhrubok

ষষ্ঠ খণ্ড উৎসর্গ:

“পৃথিবীর সকল মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে, যাঁরা ধর্মকর্মে উদাসীন সন্তানদের **‘বিপথগামী’** ভেবে আমার মাতা-পিতার মত কষ্ট পান!

এবং

বাংলাদেশ সহ জগতের সমস্ত মুক্ত চিন্তা চর্চা, প্রকাশ ও প্রচারকারী মানুষদের উদেশ্যে, যাঁদেরকে ধর্মান্ধরা যুগের পর যুগ ধরে নিপীড়ন ও হত্যা করে চলেছে।”

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

উপক্রমণিকা

ভাবনার শুরু:

১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশীদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন! সবচেয়ে আবেগের দিন! সবচেয়ে কষ্টের দিন! সবচেয়ে আনন্দের দিন এই জন্য যে সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাক হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের পরাজিত করে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সবচেয়ে আবেগের দিন এই জন্য যে পাক হানাদার বাহিনীরা আত্মসমর্পণ করেছে খবরটি শুনার পর আমাদের সবার মনে সেদিন এমন এক অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ঐ দিনের স্মৃতি মনে পড়লে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। সবচেয়ে কষ্টের দিন এই কারণে যে এই দিনটির আগের নয় মাস সময়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লাখের অধিক মা-বোনদের ইজ্জত, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালাও-পোড়াও ও লুট-তরাজের শিকার হয়েছিল পুরো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। এমন কোন পরিবার ছিলো না যারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই! যারা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন তারা তো বটেই, যারা বিপক্ষে ছিলেন তারাও। আমি এমনও পরিবার দেখেছি যে পরিবারের ছেলে ছিলেন রাজাকার কিন্তু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিবার সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে।

সুদীর্ঘ নয় মাস যারা সমগ্র বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ও যারা এই কাজে তাদের সহযোগিতা করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এই কাজের বৈধতা প্রদানে তারা যে যুক্তিটি প্রয়োগ করেছিলেন তা হলো তারা ছিলেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার পক্ষে, আর তাদের এই কাজে যারাই তাদেরকে বাধা প্রদান করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন ইসলামের শত্রু। এই বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় তারা

বাংলাদেশীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছিলেন, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে অতর্কিত হামলা করে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পদ লুণ্ঠন ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ইজ্জত হানী করেছিলেন। লুট-তরাজে অর্জিত ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের যৌন-দাসীতে রূপান্তর করাকে তারা সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত বলে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয়: **'গনিমতের মাল!'**

মহকুমা শহরে আমাদের বাসা। শহরে পাকিস্তান মিলিটারি আসছে এই খবরটি শোনার পর তারা সেখানে আসার আগেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে সবকিছু ফেলে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যুদ্ধের ঐ সময়টিতে আমাদের ইউনিয়নে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে যিনি 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান' হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার হাই স্কুলের অংক শিক্ষকের ছোটভাই সোলায়মান হোসেন। আমাদের অত্র অঞ্চলে তিনি ছিলেন একজন হোমিয়প্যাথ ডাক্তার। শিক্ষকটি ছিলেন আমার আব্বার বন্ধু, সেই হিসাবে ক্লাসের বাহিরে তাকে ও তার এই ছোট ভাইকে আমি চাচা বলে ডাকতাম। আমার এই শিক্ষকটি কে আমি কখনো নামাজ পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার এই ছোটভাই টি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও তার চেম্বারে বসে ধর্ম বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি জামাত-ই-ইসলাম বা অন্য কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে কখনোই জড়িত ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, সদা হাস্যময়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই মানুষটিই হয়ে গেলেন 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান', যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার তাগিদে ইসলামের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 'গনিমতের মাল (Booty)' ইসলাম সম্মত। তাঁর এই ব্যবহারে আমার শিক্ষকটি লজ্জা বোধ করতেন ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া লোকজনদের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৬ই

ডিসেম্বরের কিছুদিন আগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা সোলায়মান হোসেন কে হত্যা করে।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আমার আব্বার সঙ্গে শহরে এসে দেখি যে যেখানে আমাদের ইটের দেয়াল ও টিনের ছাদের বাসাটি ছিলো, সেখানে বাড়ি ঘরের কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের অবর্তমানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিহারী দোসরারা আমাদের বাসার ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। আমরা আরও যা প্রত্যক্ষ করলাম তা হলো, দলে দলে বাঙ্গালীরা বিহারী পাড়ার দিকে যাচ্ছে ও তাদের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঠেলা গাড়িতে করে ভরে ভরে নিয়ে আসছে। এমন কি তাদের বাড়ির দেয়াল ভেঙ্গে ইটগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে নিয়ে আসছে। আমাদের বাসা থেকে সামান্য দূরেই এই বিহারী পাড়া। যুদ্ধের আগে আমার সমবয়সী তাঁদের অনেকের সন্তানরাই ছিল আমার বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী।

দৃশ্যটি কাছে থেকে দেখার জন্য আমরা সামনে বিহারী পাড়ার দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে আমারা যে দৃশ্য দেখতে পাই তা হলো যেমন করে একদা বিহারীরা আমাদের সহায় সম্বল লুট করেছিল, আজ বাঙ্গালীরা মেতেছে সেই একই কর্মে। তখন সকাল ৮-৯টা মত হবে। সেখানে দেখা হয়ে গেল আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে, ফজরের নামাজের পর তিনি সেখানে এসেছেন ও আমাদের মতই দর্শক হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্বারী ও হাফেজ, ইসলাম বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন মওলানা বলেই তাকে আমরা জানতাম। যুদ্ধের আগে আমারা পাড়ার এই মসজিদেই তার ইমামতিতে নামাজ পড়তাম।

আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মওলানা সাহেব আমার আব্বাকে কাছে ডাকলেন, বললেন, **"আপনি কিছু নেবেন না?** আপনাদের বাড়িঘর তো লুটপাট হয়ে গিয়েছে।" আব্বা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "**হুজুর অন্যের সম্পত্তি কী এই ভাবে লুট করে নিয়ে যাওয়া ইসলামে জায়েজ?"** মওলানা সাহেব নির্দ্বিধায় আব্বাকে বললেন, "হ্যাঁ! এখন

যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় পরাজিত পক্ষের সহায় সম্পত্তির ওপর বিজয়ীদের হক। একে বলা হয় 'গণিমতের মাল'। এটা নিতে ইসলামে কোন বাধা নাই।" আমার আব্বা পরহেজগার মানুষ। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, **'আপনি যা বললেন, সে কথা তো সোলায়মান ও বলতো!"** সোলায়মান লোকটি কে তা মওলানা সাহেব যখন জানতে চাইলেন তখন আব্বা তাকে তার পরিচয় দিলেন ও তাকে এও জানালেন যে অল্প কিছুদিন আগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে। মওলানা সাহেব বললেন, "ওরা ছিল অন্যায়ের পক্ষে, আর আমরা হলাম ন্যায়ের পক্ষে।"

গোঁড়া ইসলামী পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় আম্মার কাছে আরবি পড়া শুরু করেছিলাম। অর্থ বুঝতাম না, শুধু পড়া ও সুরা মুখস্থ করা। বিশ্বাসী ছিলাম সর্বান্তকরণে! ইসলাম বিষয়ে তখন কিছুই জানতাম না। তথাপি ঐ বয়সে আমি এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে সোলায়মান চাচা ও এই মওলানা সাহেবের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'জনই ব্যক্তিগত জীবনে অতীব সচ্চরিত্র। দু'জনেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তারা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন; দু'জনেই মনে প্রাণে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রুপক্ষ জ্ঞান করতেন; দু'জনই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বিজয়ী হবার পর শত্রুপক্ষের সহায় সম্পত্তি হলো 'গনিমতের মাল' - ইসলামের বিধানে যার ভোগ-দখল সম্পূর্ণ হালাল।

এরপর বছর চার পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার কাজিনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কাজিনের স্ত্রী, আমার ভাবী **'ইসলামের ইতিহাস (Islamic History)'** বিষয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়াশুনা করছেন। বিষয়টির প্রতি আগ্রহ থাকায় ভাবীর অনার্স সিলেবাসের বইগুলোর একটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কয়েকটি অধ্যায় পড়ার পর আগ্রহ আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে মন্ত্রমুগ্ধের মত যে আট দিন তাদের বাসায় ছিলাম, তার সিলেবাসের সবগুলো বই পড়ে ফেললাম। জানলাম, সরল বিশ্বাসে এত দিন যা আমি জেনে এসেছিলাম, "একজন মুসলমান

কখনোই অন্য একজন মুসলমানকে খুন করতে পারে না, তা ছিলো ভ্রান্ত"। এই আটদিন সময়ে আমার এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এই বইগুলোর পাতায় পাতায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানলাম একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে যে অবলীলায় খুন করতে পারে সে ইতিহাসের শুরু হয়েছে ইসলামের ঊষালগ্নে। এটি ১৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাস, যা আমার জানা ছিলো না। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে যতদিনে না আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

ইসলামের ঊষালগ্নে সংঘটিত সেই ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর নামগুলো ছিলো ভিন্ন, চরিত্র অভিন্ন! আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের পক্ষের পরিবর্তে সেখানে ছিল ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন **উসমান ইবনে আফফান (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ **মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর** ও তাদের দল- যারা অতিবৃদ্ধ উসমান ইবনে আফফান কে কুরান পাঠরত অবস্থায় অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন; সেখানে ছিলো ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ খুলাফায়ে রাশেদিন **আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ উম্মুল মুমেনিন নবী পত্নী **আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা:)** ও তাদের দল ('উটের যুদ্ধ'), যেখানে দুপক্ষের হাজার হাজার মুসলমান খুন হয়েছিলেন; সেখানে ছিলো আলি ইবনে আবু তালিব ও **মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের** ও তাদের দল ('সিফফিন যুদ্ধ'), যে যুদ্ধে দু'পক্ষের অজস্র মুসলমানদের খুন করা হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অসংখ্য পরিবার। ইসলামের ঊষালগ্নের ইতিহাসের এইসব পাত্র-পাত্রী ও তাদের পক্ষের লোকদের বিশ্বাস ও মানসিকতার সঙ্গে ১৯৭১-এ আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের বিশ্বাস ও মানসিকতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তারা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন, অপর পক্ষ হলো শত্রুপক্ষ! গত ১৪০০ বছরে তাদের এই **'ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনার'** গুনগত চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

তখন পর্যন্ত আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম, এই হানাহানির শিক্ষা কোন ভাবেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর কুরানের শিক্ষা হতে পারে না। আমার বিশ্বাসের এই তলানিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো যখন আমি **কুরানের অর্থ ও তরজমা** বুঝে পড়লাম, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখা **'সিরাত' ও হাদিস** গ্রন্থ পড়লাম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ের সাথে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাঁর মৃত্যু পরবর্তী এই সব হানাহানির পার্থক্য এটুকুই যে তাঁর সময়ে এই হানাহানি ও নৃশংসতা সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ অবিশ্বাসী জনপদ-বাসীদের মধ্যে। তাঁর সময়ে মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে কোন বড় ধরণের সংঘাত হয় নাই। মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই, তাঁর লাশ কবরে শোয়ানোর আগেই! জন্মের পর থেকে এতগুলো বছরের লালিত যে বিশ্বাস আমি মনে প্রাণে ধারণ করে এসেছিলাম, সেই বিশ্বাস ভঙ্গের কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যাবে না!

লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব:

ইসলাম ও মুসলমান এই শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ইসলাম হলো একটি মতবাদ, আর মুসলমান হলো মানুষ। মতবাদের কোন অনুভূতি নেই, মানুষের আছে। যখনই কোন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে কেউ ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন তখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথাই বিশ্বাসী মানুষরা কষ্ট পান। তাঁদের এই কষ্ট যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক সে বিষয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করতে পারি, বিতর্কে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সত্য হলো বিশ্বাসীদের এই কষ্ট "সত্য!" আমি এই কষ্ট নিজে অনুভব করেছি। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে একজন মানুষের স্বাধীন মুক্ত মত প্রকাশে "**যে কোন ধরনের বাধা প্রদান গর্হিত বলেই আমি মনে করি**"। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেছিলেন,

সমালোচনা করেছিলেন, তখন পৌত্তলিক আরব ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের কষ্ট ছিলো "সত্য!" কিন্তু তাঁদের সেই কষ্টের কথা ভেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বিশ্বাস করতেন তা প্রকাশ ও প্রচারে পিছুপা হোন নাই।

প্রতিটি **"মতবাদ ও প্রথার"** সমালোচনা হতে পারে ও তা হওয়া উচিত। বিশেষ করে যদি সমালোচনা করার অপরাধে সেই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমালোচোনাকারীকে নাজেহাল, অত্যাচার ও হত্যা করেন! তখন সেই মতবাদের সমালোচনা আরও কঠোরভাবে হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে এই মতবাদে বিশ্বাসী **"মানুষদের"** ঘৃণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কন্যা, পরিবার, সমাজ, দেশের মানুষ - এদেরকে ঘৃণা করার কল্পনাও আমি করতে পারি না। কিন্তু আমি জন্মসূত্রে যে মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী হয়ে আর সবার মত জীবন শুরু করেছিলাম, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও তার পরের কিছু ঘটনা এই মতবাদ সম্বন্ধে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এই মতবাদ সম্বন্ধে এতদিনে যা আমি জেনেছি, কোনরূপ "political correctness" এর আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাইই আমি এই বইতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি মানুষ হিসাবে এ আমার অধিকার।

মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের "Anatomy dissection" ক্লাসে একটা আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেটি হলো, **"মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না** (What mind does not know eye can not see)।" শরীরের কোন মাংসপেশি, শিরা, ধমনী, স্নায়ু কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তা গিয়েছে, যাবার সময় কোন শাখা বিস্তার করেছে কিনা, যদি করে সেটা আবার কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে- ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে তবে চোখের সামনে থাকলেও তা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিংবা যদিও বা তা দেখা যায় তবে তাকে ভুল ভাবে চিহ্নিত করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি এ বিষয়ের বিশদ জ্ঞান থাকে তবে এর উল্টোটি ঘটে।

বইয়ের কথা:

এই বইটির মূল অংশের সমস্ত রেফারেন্সেই **কুরান ও আদি উৎসের** বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত কিতাবগুলোর ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি বাংলায় অনূদিত। এই সব মূল গ্রন্থগুলো লিখা হয়েছে আজ থেকে ১১৫০-১২৫০ বছরেরও অধিক পূর্বে, মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ের লিখা, যা এখনও সহজলভ্য। ইসলামের ইতিহাসের এই সব মূল গ্রন্থের (Primary source of annals of Islam) তথ্য-উপাত্ত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত (Very clearly documented) ঐতিহাসিক দলিল। এই সব মূল গ্রন্থে যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই অজানা। শুধু যে অজানা তাইই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জানা ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই অত্যন্ত স্পষ্ট নথিভুক্ত ইতিহাসগুলো সাধারণ মুসলমানদের কাছে গোপন করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অথবা মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার বিপরীতটি প্রচার করা হয়।

মক্কার নবী জীবনের ইতিহাস আলোচনার আগেই মুহাম্মদের মদিনার নবী জীবনের বর্ণনা শুরু করা হয়েছে এই কারণে যে আদি উৎসে বর্ণিত **'সিরাত'** গ্রন্থে মুহাম্মদের মদিনায় নবী জীবনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে সমগ্র বইয়ের ৮২ শতাংশ জুড়ে। সাধারণ মুসলমানদের সিংহভাগই মুহাম্মদের মদিনা জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে এই বিবেচনায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করা হয়েছে। আদি উৎসের এ সকল রেফারেন্সের ভিত্তিতেই বিষয়ের আলোচনা, পর্যালোচনা ও উপসংহার। আজকের পৃথিবীর ৭৮০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত, বাঁকি ৬০০ কোটি ইসলাম অবিশ্বাসী, যারা মুসলমানদের মত বিশ্বাস নিয়ে এই বইগুলো

পড়েন না। এই বিশাল সংখ্যক অবিশ্বাসী জন-গুষ্টি পক্ষপাতিত্বহীন মানবিক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কোনরূপ **"political correctness"** ছাড়া এই সব নথিভুক্ত তথ্য-উপাত্তের যে ভাবে সম্ভাব্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে পারেন, সেভাবেই তা করা হয়েছে।

প্রকাশকের কথা

স্বভাবসূত্রে প্রতিটি মানুষই দূর্বল, সেইসাথে মানুষ তার জীবনে ঘটমান সকল ঘটনাপ্রবাহের সাথে দোদুল্যমান; তারপরেও মানুষ তার চিন্তাশীল স্বভাবেই বিকশিত হয় এবং এই স্বভাবই তাকে বৈরী পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে। এই ধারাবাহিক ইতিহাস সৃষ্টিকারী সিরিজটির লেখক **"গোলাপ মাহমুদ"**-এর ব্যক্তিজীবনও দোদুল্যমানতার বাইরে নয়; তারপরেও তার চিন্তাশীল শক্তি জন্ম দিচ্ছে এমন এক বোধবৃক্ষের, যার আলোচনা ছড়িয়ে যাবে হাজার বছর পার করার পরেও।

বিগত ১৪০০ বছর ধরে পড়ে থাকা ইসলামের ইতিহাসের আদিউৎসগুলোকে এই সিরিজটির মত করে দেখা এবং বোঝার বুননের চাদরে তৈরি করতে পারেননি পৃথিবীর কোনো গবেষক, আলোচক বা সমালোচক; গোলাপ মাহমুদ যা করে চলছেন তার তুলনা তাই শেষপর্যন্ত কেবল তিনি নিজেই!

ক্রমশ মানুষের জাগতিক-যান্ত্রিক জীবন জটিল থেকে জটিল হয়ে যাচ্ছে, মানুষ তার একজীবনে যাপন করছে একাধিক জীবন, কিন্তু তারপরেও সময় স্বল্পতার যে রোগ প্যানডেমিক থেকে এন্ডেমিক হচ্ছে ক্রমশ, তাতে শতভাগ নিশ্চিত বলা যায় **"ইসলামের অজানা অধ্যায়"** সিরিজটির মত আর কোনো গবেষণাকর্ম বোধের দায়ে প্রকাশ করতে কখনও কেউ ব্রতী হতে পারবে না!

আমরা সাধারণ মানুষেরা কখনও প্রকৃত মেধা-মননের মর্যাদা দিতে শিখিনি; আমরা নির্বোধের মত তাদেরকে প্রাতস্মরণীয় মনে করি, যারা ব্যক্তিজীবনে সুখভোগের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নির্মাণ করতে সমর্থ হয়নি। হয়ত সাধারণদের দায় ততটা নেই; টিকে থাকা, সমাজ, সংস্কার, ধর্মমত এবং পেটের চাহিদা শেষপর্যন্ত আমাদের সংকীর্ণ বৃত্তে ফেরায়; সেই বৃত্ত থেকে বের হতে পারে খুব সামান্য মানুষই...

ইরানী মুক্তচিন্তক আলী দস্তি (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন আর্নেষ্ট রেনানের (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর এমিল লুদভিগের (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; আলী দস্তি বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক গোলাপ মাহমুদ-কে দিয়ে শেষ হতে পারতো! নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আজ আবারও সেই একই কথা বলে শেষ করতে চাই; ১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু গোলাপ মাহমুদ-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা পুরো পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে এটাই প্রথম এবং শেষ!

ধ্রুবক

ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সাল

ষষ্ঠ খণ্ডের মুখবন্ধ

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা আক্রমণ ও বিজয় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুতা অভিযানের তিন মাস পর, হিজরি ৮ সালের রমজান মাসে (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অতর্কিত মক্কা আক্রমণ ও বিজয় সম্পন্ন করেন। অতঃপর বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের ওপর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড, হুনায়েন আগ্রাসন এবং তায়েফ হামলা ও অবরোধ শেষে তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৮ সালের জিলকদ মাসের শেষে, কিংবা জিলহজ মাসের শুরুতে (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩০ সাল)। কুরআন ও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত নবী মুহাম্মদের 'পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থ (সিরাত) ও হাদিস' গ্রন্থের’ বর্ণনার আলোকে নবী মুহাম্মদের মদিনা-জীবনের এই সমস্ত ঘটনা প্রবাহের বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা এই খণ্ডে করা হয়েছে।

কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অবস্থান থেকে স্থান ও সময়ের দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পায়, সেই ঘটনার বর্ণনায় বিকৃতির সম্ভাবনা তত প্রকট হয়; বিশেষ করে যখন সেই ঘটনার তথ্য-উপাত্ত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চরম বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা এবং/অথবা শাস্তি বা নিপীড়নের মাধ্যমে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে পূর্ববর্তী সকল খণ্ডের মতই, এই বইটির ও মূল অংশের সমস্ত তথ্যের রেফারেন্সই মূলত নবী মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ২৯০ বছরের কম সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত মুহাম্মদের ‘পুর্নাঙ্গ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থ’ থেকে উদ্ধৃত করা

হয়েছে। অতঃপর সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সর্বজনবিদিত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সে বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনা।

সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অধিকাংশই এই তথ্যগুলোর সাথে শুধু যে পরিচিত নয়, তাইই নয়, ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে বর্ণিত এই সব সুস্পষ্ট নথিভুক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশই তাঁদের জানা ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে, এই বিবেচনায়, এই বইটিতে উল্লেখিত প্রতিটি তথ্যের 'উৎস-সূত্রের রেফারেন্স' উদ্ধৃত করা হয়েছে ও আদি উৎসের এই সব মূল গ্রন্থের ইন্টারনেট-ডাউন-লোড লিংকটি সংযুক্ত করা হয়েছে "তথ্যসূত্রের প্রধান সহায়ক গ্রন্থ" তালিকায়; যাতে উৎসাহী পাঠকরা অতি সহজেই এই তথ্যগুলো যাচাই করতে পারেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর দশ বছরের মদিনা-জীবনে (সেপ্টেম্বর ৬২২- জুন, ৬৩২ সাল) অবিশ্বাসী ব্যক্তি ও জনপদের ওপর যে ৬৫-১০০টি নৃশংস হামলার সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তার সবগুলোতেই তিনি তাঁর আগ্রাসনের দায়ভার বিভিন্ন উপায়ে আক্রান্ত জনপদ-বাসীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। মক্কা আক্রমণ ও বিজয় ও তার ব্যতিক্রম নয়। এই আক্রমণের সপক্ষে মুহাম্মদের অজুহাত ছিল এই যে, কুরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিল।

৬২৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে হুদাইবিয়াই দশ বছরের সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করার পর, মাত্র বাইশ মাসের মাথায় যে ঘটনাটি-কে হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে নবী মুহাম্মদ মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর অতর্কিত 'মক্কা আক্রমণ' ও বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন, সেই ঘটনাটির সংক্ষিপ্তসার হলো এই:

“হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার অনেক আগে থেকেই বানু খোজা ও বানু বকর নামের দুই বিবদমান আরব গোত্রের সংঘটিত আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, খুন-জখম ও হিংসা-প্রতিহিংসার কালানুক্রমিক ঘটনা-সমষ্টির সর্বশেষ অধ্যায়। এই বিবাদের সূত্রপাত করেছিল বানু খোজা গোত্রের (মুহাম্মদের পক্ষ) লোকেরা, মালিক বিন আববাদ নামের বানু বকর গোত্রের এক নিরপরাধ লোককে তাঁর বাণিজ্য থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যে আক্রমণ ও খুন করে তাঁর যাবতীয় মালামাল লুণ্ঠন করার মাধ্যমে। সে কারণেই, এই খুনের প্রতিশোধ স্পৃহায় আক্রান্ত বানু বকর গোত্রের লোকেরা আক্রমণকারী বানু খোজা গোত্রের এক লোককে হত্যা করে। অতঃপর, বানু খোজার লোকেরা আবারও বানু বকর গোত্রের “তিন জন” নিরপরাধ লোককে খুন করে, কিন্তু সেই খুনের যথাযথ রক্ত-মূল্য তারা বানু বকর গোত্রের লোকদের পরিশোধ করে না। সে কারণেই এই দুই আরব গোত্রের মধ্যে শত্রুতা চলতেই থাকে! বানু খোজা ও বানু বকর গোত্রের এমত বিবদমান ও শত্রুভাবাপন্ন অবস্থায় মুহাম্মদ ও কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়। এই সন্ধি-চুক্তির প্রাক্কালে আক্রমণকারী বানু খোজা গোত্রের লোকেরা যোগদান করে মুহাম্মদের দলে, আর আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত বানু বকর গোত্রের লোকেরা যোগদান করে কুরাইশদের দলে। হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর, আবারও বানু খোজা গোত্রের এক লোক আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলি নামের বানু বকর গোত্রের (কুরাইশদের পক্ষ) এক লোককে আক্রমণ ও আঘাত করে। সে কারণেই, এই দুই গোত্রের কলহ-বিবাদটি আবার ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায়, কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ বানু বকর গোত্রের কিছু লোক আক্রমণকারী বানু খোজা গোত্রের কিছু লোককে আক্রমণ করে। দু'দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ও এই সংঘর্ষে "কুরাইশদের কিছু লোক" তাদের মিত্র বানু বকর গোত্রের লোকদের সাহায্য করে!”

হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির কারণ ও প্রেক্ষাপট, এই চুক্তির শর্তাবলী ও এই সন্ধি-চুক্তির সম্পন্ন হওয়ার সময় থেকে এই ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী মুহাম্মদ কখন ও কী ভাবে "কমপক্ষে চারবার" এই সন্ধি চুক্তির প্রায় প্রত্যেকটি শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, তার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা 'চতুর্থ খণ্ডে' করা হয়েছে। ওপরে উল্লেখিত ঘটনাটি কী কারণে কুরাইশদের বিরুদ্ধে হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ও কী কারণে এই 'মক্কা আক্রমণ' মুহাম্মদের হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির **"পঞ্চম চুক্তি-ভঙ্গ",** তার আলোচনা আবার ও এই খণ্ডে করা হয়েছে (পর্ব: ১৮৭)।

তথাপি, এই ঘটনাটিকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে মুহাম্মদের আক্রমণের সম্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় কুরাইশরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত; এই কারণে যে, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের একের পর এক অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ ও তাঁদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধি। সে কারণেই, এই ঘটনার পাঁচ দিন পর বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ভীত-সন্ত্রস্ত কুরাইশদের অনুরোধে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য, মুহাম্মদের সাথে সমঝোতা, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সাথে আপস-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা। মদিনায় পৌঁছার পর এই কুরাইশ নেতা একের পর এক নবী মুহাম্মদ ও তাঁর বিশিষ্ট অনুসারী, নবী কন্যা ফাতিমা ও সর্বোপরি তাঁর নিজ কন্যা নবী-পত্নী উম্মে হাবিবার সঙ্গে সাক্ষাত করে এই বিষয়ে সমঝোতার চেষ্টা চালান। কিন্তু তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় (পর্ব: ১৮৮)।

অতঃপর, মুহাম্মদ যখন অতি গোপনে মক্কা হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, তখন হাতিব বিন আবু বালতা নামের মুহাম্মদের এক বিশিষ্ট অনুসারী কী কারণে ও কোন

পন্থায় মক্কাবাসী কুরাইশদের রক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন ও কী ভাবে তাঁর সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল; তার আলোচনা 'কুরাইশদের রক্ষার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা' পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ১৮৯)। অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিত মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা কালে যখন মার আল-যাহরান' নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেছিলেন, তখন মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব কী কারণে ও কোন পন্থায়, হাতিব বিন আবু বালতার মতই, মক্কাবাসী কুরাইশদের রক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন ও তাঁর সেই প্রচেষ্টায় তিনি কী ভাবে সফলকাম হয়েছিলেন; তার আলোচনা করা হয়েছে 'আল আব্বাস ও আবু সুফিয়ানের বীরত্ব' পর্বে (পর্ব: ১৯০)।

আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের প্রচেষ্টা, প্রত্যুৎপন্ন-মিতা ও অসীম সাহসিকতার কারণেই মূলত কুরাইশরা মুহাম্মদের অতর্কিত আক্রমণে সম্ভাব্য গণহত্যার পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন! তাঁদের হস্তক্ষেপেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মক্কায় অনুপ্রবেশের সময়টিতে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে কোন বড় ধরণের সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু তা যে "রক্তপাত-শূন্য ছিল না", তা আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এই সময়টিতে মোট কত জন কুরাইশ তাঁদের মাতৃভূমি রক্ষায় অনুপ্রবেশকারী আগ্রাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন-ভাবে যুদ্ধ করে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮সাল) বর্ণনায়, সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা: কুরাইশদের ১২-১৩জন ও মুসলমানদের তিন জন; আর আল ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বর্ণনায় কুরাইশ দলের নিহতের সংখ্যা মোট ২৮ জন ও মুসলমানদের মোট দুই জন (পর্ব: ১৯১)।

এ ছাড়াও, মক্কায় প্রবেশের পর, নবী মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কয়েকটি লোকের নামের তালিকা দেন ও আদেশ করেন যে তারা যেন সেই লোকগুলোকে হত্যা করে, তা তাঁদের যেখানেই পাওয়া যাক না কেন! এমনকি যদি তাঁদের কাবা ঘরের পরদার ভিতরেও খুঁজে পাওয়া যায় তবুও! মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় হত্যার আদেশ জারীকৃত এই লোকগুলোর সংখ্যা ছিল মোট আট জন: পাঁচ জন পুরুষ, তিন জন মহিলা। আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তাঁদের সংখ্যা ছিল মোট দশ জন: ছয় জন পুরুষ ও চার জন মহিলা! এই লোকগুলোর পাঁচ জনেরই একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে, তাঁরা মুহাম্মদের মক্কা অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর কর্মকাণ্ডের মৌখিক সমালোচনা ও কটূক্তি করেছিলেন; তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কখনোই কোন শারীরিক আক্রমণ করেন নাই! এই দশ জনের পাঁচ জনকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করা হয়। মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে তাঁর আনুগত্য ও ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে বাঁকি পাঁচ জন-কে মুহাম্মদ ক্ষমা প্রদর্শন করেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'যেখানেই তাদের পাও হত্যা করো' পর্বে করা হয়েছে (পর্ব-১৯২)।

মক্কায় প্রবেশের পর, মুহাম্মদ তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা কাবা শরীফের চারিপাশে অবস্থিত ৩৬০টি দেবদেবীর-প্রতিমা ধ্বংস করেন। এ ছাড়াও, তিনি ধ্বংস করেছিলেন কাবা শরীফের অভ্যন্তরে অবস্থিত সবগুলো ছবি; ব্যতিক্রম, মরিয়ম ও যীশুর ছবিটি (পর্ব: ১৯৩)। অতঃপর ঐ দিন দুপুরের নামাজের পর, মুহাম্মদ এই নির্দেশ জারী করেন যে, কাবার চারিপাশে থাকা সমস্ত প্রতিমাগুলো যেন সংগ্রহ করা হয় ও তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর বেশ কিছু অনুসারী কে মক্কার আশে পাশে অবস্থিত প্রতিমাগুলো ধ্বংস করার নির্দেশ প্রদান করেন। মুহাম্মদের নির্দেশে নাখালার নিম্ন-ভূমিতে অবস্থিত বানু সেইবান গোত্রের 'আল-উজ্জার' প্রতিমা-টি ধ্বংস করে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ; হুদায়েল গোত্রের 'সুয়া প্রতিমা-টি' ধ্বংস করে আমর

বিন আল-আ'স; আল-আউস ও খাযরাজ গোত্রের 'মানাত' দেবী প্রতিমা-টি ধ্বংস করে সা'দ বিন যায়েদ বিন আল-আশালি নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী। আর এই কর্মে নবী মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের "ধর্মানুভূতির" প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য অবিশ্বাসীদের "পূজনীয়" এই সব দেব-দেবীর প্রতিমাগুলো ধ্বংস করা হয় তাঁদেরই সম্মুখে; যে প্রতিমা গুলোকে তাঁরা পরম ভক্তিতে পূজা-অর্চনা করতেন ঘটনাটির আগের দিন পর্যন্ত! বংশ পরম্পরায়, শত শত বছর যাবত (পর্ব: ১৯৩-১৯৪)।

নবী মুহাম্মদের মক্কা আগ্রাসনের প্রাক্কালে মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মদ কে নবী হিসাবে স্বীকার করে "দলে দলে ইসলাম গ্রহণ" করেছিলেন। কিন্তু, তাঁদের এই ইসলাম গ্রহণ কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্জিত হয় নাই। আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের প্রচেষ্টায় "কয়েকটি বিশেষ শর্ত-পূরণ" সাপেক্ষে (পর্ব-১৯০) ওপরে উল্লেখিত দশ জন ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য কুরাইশরা প্রাণ-ভিক্ষা পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু মক্কায় তখন ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা ও ত্রাসের রাজত্ব! সেই ঘৃণা ও ত্রাস এতটায় ভয়াবহ ও ভীতিকর ছিল যে, নিজ ভ্রাতা আলী ইবনে আবু তালিবের কবল থেকে তাঁর নিজেরই সহোদরা ভগ্নী উম্মে হানী (মুহাম্মদের চাচাতো বোন, আবু তালিবের কন্যা) ও তাঁর দেবররা পর্যন্ত পরিত্রাণ পায় নাই! উম্মে হানী তাঁর নিজের জীবন বাজী রেখে আলীর কবল থেকে তাঁর দেবরদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। আক্রান্ত হয়েছিল আবু বকর ইবনে কুহাফার (ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খোলাফায়ে রাশেদীন) নিজ সহোদরা ভগ্নী কুরায়েবা বিনতে আবু কুহাফা! তাঁর গলার হারটি ছিনতাই করেছিল মুহাম্মদের সৈন্যরা (পর্ব: ১৯১)! অতঃপর সেই দিনই ঐ দশ জন লোকের উদ্দেশ্যে নবী মুহাম্মদের ঘোষণা, "যেখানেই তাদের পাও হত্যা করো --(পর্ব-১৯২)!" অতঃপর, প্রচণ্ড ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে শত শত বছর যাবত বংশ-বংশানুক্রমে

উপাস্য কুরাইশ ও অন্যান্য অবিশ্বাসীদের শত-শত দেব ও দেবী প্রতিমা ধ্বংস! তাঁদেরই চোখের সম্মুখে! এমত পরিস্থিতিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি বা জন-গুষ্টি "মৃত্যুভয় ও পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তা-শঙ্কায়" কিরূপ আতংকিত থাকতে পারেন, তা এই ভয়ংকর বাস্তবতার সম্মুখীন না হওয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে কখনো কল্পনা করাও সম্ভব নয়! অতঃপর ভীত-সন্ত্রস্ত কুরাইশদের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের ভাষণ ও তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান! এমত পরিস্থিতিতে মুহাম্মদের কবল থেকে কুরাইশদের বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল "ইসলাম গ্রহণ, কিংবা তা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি।" কুরাইশরা তাইই করেছিলেন, দলে দলে (পর্ব-১৯৩-১৯৬)!

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, নবী মুহাম্মদের জন্মের বহু আগে থেকেই মক্কা ও তার চারিপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আরব ও অনারব জন-গুষ্টি মক্কা ও কাবা শরীফ-কে পবিত্র জ্ঞানে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা তার আশে-পাশে কোনরূপ সহিংসতা, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ জ্ঞান করতেন। কিন্তু, ইসলাম আবির্ভাবের পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ইসলাম বিশ্বাসীরা এই পবিত্র নগরী ও কাবা শরীফের চরম অবমাননা করে যুগে যুগে এই শহরে হামলা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে বহুবার। ইসলামের ইতিহাসে কোন ইসলাম বিশ্বাসী সর্বপ্রথম "মক্কা ও কাবা শরীফের পবিত্রতা ধূলিসাৎ" করে তথায় হামলা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলেন, তার আলোচনা 'মক্কা অবমাননার সূচনা ও অতঃপর' পর্বে করা হয়েছে (পর্ব-১৯৭)।

ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে বিভিন্ন অজুহাতে "মুসলমান বনাম মুসলমানদের মধ্যে" হানাহানি ও নৃশংসতার ইতিহাস নতুন কোন খবর নয়। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোন ইসলাম

বিশ্বাসী কবে-কোথায় ও কীভাবে 'মুসলমান-মুসলমানদের' মধ্যে হানাহানি ও নৃশংসতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা "বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ড" অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই হানাহানি ও নৃশংসতার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল নবী মুহাম্মদের জীবদ্দশায়, তাঁর মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে; নিরপরাধ বানু জাধিমা গোত্রের ওপর হামলার মাধ্যমে। এই ঘটনাটি যার নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন মুহাম্মদেরই প্রিয় অনুসারী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ (পর্ব: ১৯৮)। নিজেদের বারংবার মুসলমান হিসাবে পরিচয়, বিনা শর্তে সকল অস্ত্রশস্ত্র জমা ও আত্মসমর্পণ করার পরেও বানু জাধিমা গোত্রের লোকেরা খালিদ ও তার অনুসারীদের নৃশংসতার হাত থেকে পরিত্রাণ পান নাই! খালিদ তাঁদের নারী-শিশু ও পুরুষদের বন্দী করেন; অতঃপর তিনি তাঁদের নারী ও শিশু বন্দিদের আলাদা করে পুরুষ বন্দিদের তাঁর সঙ্গীদের মাঝে বিতরণ করেন। অতঃপর, পরদিন সকালে তিনি তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দেন যে, তাঁরা যেন এই পুরুষ বন্দীদের হত্যা করে। তাঁর আদেশে বানু সুলায়েম গোত্রের মুহাম্মদ অনুসারীরা তাদের সকল বন্দীদের হত্যা করে! এই ঘটনায় তারা বানু জাধিমা গোত্রের প্রায় ৩০জন মুহাম্মদ অনুসারী কে তাঁদের আত্মসমর্পণ ও বন্দী অবস্থায় একে একে হত্যা করেছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই নৃশংস 'মুসলমান বনাম মুসলমান' হত্যাকাণ্ডের যে সম্ভাব্য কারণ আদি উৎসে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো মূলত: দু'টি। প্রথমটি হলো: বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের প্রতি খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের 'আক্রোশ ও প্রতিহিংসা', যা খালিদ বিন ওয়ালিদ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিলেন। আর দ্বিতীয়টি হলো: আত্মপক্ষ সমর্থনে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের নিজ স্বীকারোক্তি, যেখানে তিনি দাবী করেছিলেন যে, তিনি এই কর্ম-কাণ্ডটি সংঘটিত করেছিলেন নবী মুহাম্মদের

নির্দেশে; যা নবী মুহাম্মদ অস্বীকার করেছিলেন (পর্ব: ২০০)। এ বিষয়ের আলোচনা ‘খুনির দায়মুক্তি ও পক্ষপাতিত্ব' পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ২০১)।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবী জীবনে যে সকল বৃহৎ রক্তক্ষয়ী অমানুষিক নৃশংস সংঘর্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তার সর্বপ্রথম-টি হলো ‘বদর যুদ্ধ (পর্ব: ৩০-৪৩)' ও তার সর্বশেষ-টি হলো 'হুনাইন যুদ্ধ'। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল মক্কা আক্রমণ ও বিজয়ের দুই সপ্তাহ পরে। আর এই যুদ্ধে মুহাম্মদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন মক্কা-বাসী কিছু "অমুসলিম" কুরাইশ (পর্ব: ২০২)। ওহুদ যুদ্ধের (পর্ব: ৫৪-৭১) মত এই যুদ্ধেরও প্রথমাবস্থায় মুহাম্মদের প্রায় সকল মক্কাবাসী অনুসারীরা (মুহাজির) মুহাম্মদ-কে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারীরা (আনসার) এবারও মুহাম্মদের পাশে অটুট ছিলেন ও তাঁদের জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছিলেন (পর্ব: ২০৩)। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ-কে দুইবার হত্যা চেষ্টা করা হয়েছিল (পর্ব: ২০৪)। ইসলামের ইতিহাসে 'হুনায়েন যুদ্ধ' এতটায় গুরুত্বপূর্ণ যে, এই যুদ্ধের 'সুনির্দিষ্ট নাম' উল্লেখ করে আল্লাহ ওহী নাজিল করেছেন; যেখানে দাবী করা হয়েছে যে এই যুদ্ধে আল্লাহ তার ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করে নবী মুহাম্মদ-কে সাহায্য করেছিলেন (কুরআন: ৯:২৫-২৬)! এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'ফেরেশতা-বাহিনী প্রেরণ ও তার কারণ' পর্বে (পর্ব: ২০৫)। কী কারণে নবী মুহাম্মদ এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন ও অবিশ্বাসীদের চরম পরাজয় ঘটেছিল, তার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পর্ব: ২০৬-২০৮' অধ্যায় গুলোতে।

আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে:

“হুনায়েন যুদ্ধে মুহাম্মদও তাঁর অনুসারীদের 'আক্রমণের উদ্দেশ্যে' প্রায় বিশ হাজার অবিশ্বাসী সমবেত হয়েছিলেন, আর মুহাম্মদের সঙ্গে ছিল বারো হাজার সশস্ত্র অনুসারী! এটি ছিল সম্মুখ যুদ্ধ! আর এই সম্মুখ যুদ্ধে ২০,০০০ সশস্ত্র অবিশ্বাসীদের একটি দল, ১২,০০০ সশস্ত্র মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে "মাত্র দুই-জন" মুসলমান-কে হত্যা করেছিলেন; অন্যদিকে, প্রথমাবস্থায় পলায়নের পর নবীর আর্তনাদে সাড়া দিয়ে, মাত্র ১০০জন মুহাম্মদ অনুসারী যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এসে ২০,০০০ সশস্ত্র অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কমপক্ষে ১১৮-জন অবিশ্বাসী-কে হত্যা করেছিলেন (পর্বে: ২০৯)!”

এটি এমন একটি বর্ণনা, যা নিঃসন্দেহে অসঙ্গতিপূর্ণ ও বাস্তবতা বিবর্জিত! এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ইমাম তিরমিজি (৮২৪-৮৯২ সাল)। কিন্তু তাঁর সেই ব্যাখ্যা কী কারণে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'ইমাম তিরমিজির ভাষ্য - অসংগতি সুস্পষ্ট' পর্বে (পর্ব: ২১০)। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আপাতদৃষ্টিতে সাধারণভাবে এই ধারণা-টিই পাওয়া যায় যে: হাওয়াজিন, থাকিফ ও অন্যান্য আরব গোত্রের 'সম্ভাব্য আক্রমণ' প্রতিহত করার লক্ষ্যেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মুহাম্মদ তাদের-কে আক্রমণ করেছিলেন! কিন্তু, তাঁদেরই সেই বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে "কমপক্ষে চারটি অসংগতি" অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা এই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য-বাহী। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ‘অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ যুদ্ধ নয়’ পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ২১১)!

বানু থাকিফ গোত্রের যে সমস্ত লোকেরা হুনায়েনে সমবেত হয়েছিলেন ও মুহাম্মদের নৃশংস আক্রমণ থেকে তাঁদের জীবন নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন, তাঁরা পালিয়ে আল-

তায়েফে আশ্রয় নেই। "হুনায়েন হামলা" সম্পন্ন করার পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সেখান থেকে সরাসরি আল-তায়েফ গমন করেন ও তার অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ চালান! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ভয়ে ভীত হয়ে তায়েফ-বাসী তাঁদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নেই। তায়েফ-বাসী তাঁদের নগরীর দুর্গের দু'টি দরজাই বন্ধ করে দেয় ও প্রাচীরের ওপার থেকে তাঁরা মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ শুরু করে (পর্ব: ২১২)।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের-কে অবরুদ্ধ করে রাখেন দিনের পর দিন! তাঁদের এই অবরোধ ঠিক কতদিন যাবত স্থায়ী ছিল, সে বিষয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে ইশাকের মতে তা প্রায় বিশ দিন; ইবনে হিশামের মতে 'কিছু লোক বলে ১৭ দিন; আল-ওয়াকিদির মতে: 'কিছু লোক বলে আঠারো দিন, অন্যরা বলে উনিশ দিন, এ ছাড়াও অন্যরা বলে পনেরো দিন'; ইমাম মুসলিমের মতে তা 'চল্লিশ দিন'।

এই সময়-টি তে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের এই আদেশ করেন যে, তারা যেন তায়েফ-বাসীর আঙ্গুর-ক্ষেতের আঙ্গুরগুলো কেটে ফেলে! তাঁর অনুসারীরা তা কার্যকর করে (পর্ব: ২১৩)! এই অবরোধকালে মুহাম্মদ ঘোষণা করেন: যে দাস দুর্গ থেকে নেমে তাঁদের কাছে আসবে, সেই হবে মুক্তি-প্রাপ্ত! সে কারণেই, কতিপয় দশ ব্যক্তি দুর্গ থেকে বের হয়ে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ও তিনি এই দাসদের মুক্ত করে দেন। আল-তায়েফ আগ্রাসনে বারো জন মুহাম্মদ অনুসারী নিহত হয়; কুরাইশদের মধ্যে সাত জন, আনসারদের মধ্যে চার জন ও বানু লেইথ গোত্রের এক ব্যক্তি। অন্যদিকে, ঠিক কতজন অবিশ্বাসী এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, তার কোন সংখ্যা

আদি উৎসের বর্ণনায় উল্লেখিত হয় নাই। পরিশেষে, মুহাম্মদ তাঁর অবরোধ প্রত্যাহার করেন (পর্ব: ২১৫)।

হুনায়েন আগ্রাসনের সফলতা ও আল-তায়েফ আগ্রাসনের ব্যর্থতার পর নবী মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হোন ও মক্কা থেকে দশ মাইল দূরবর্তী 'আল-জিররানা' নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি দেন। কারণ, হাওয়াজিনদের পরাস্ত করার পর (পর্ব: ২১১), মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে বিশাল "লুটের মাল (গনিমত)" হস্তগত করেছিলেন, মুহাম্মদের নির্দেশে সেগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল এই আল-জিররানা নামক স্থানে। 'হুনায়েন আগ্রাসনে' মুহাম্মদের লুণ্ঠিত সম্পদের মোট পরিমাণ ঠিক কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে যা বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, "বিশাল!" খায়বার যুদ্ধের (পর্ব: ১৩০-১৫২) পর এই অভিযানেই মুহাম্মদ সবচেয়ে বেশী "লুটের মালের" অধিকারী হয়েছিলেন। এই আগ্রাসনে তিনি বন্দী করেছিলেন হাওয়াজিনদের প্রায় ছয় হাজার নারী ও শিশু এবং হস্তগত করেছিলে প্রায় চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার ভেড়া বা মেষ ও চার হাজার উকিয়া রৌপ্য-সামগ্রী (৪৭৬ কিলোগ্রাম [প্রায় ১৩ মণ])।

এই ঘটনার পর হাওয়াজিনবাসী "ইসলামে দীক্ষিত হয়।" অতঃপর তারা তাদের এক প্রতিনিধি দল আল-জিররানায় মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধি দল-টি মুহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁকে এই অনুরোধ করে যে, যেহেতু তারা এখন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে তাই মুহাম্মদ যেন তাদের কে তাঁর হাতে বন্দী তাদের নারী-শিশু-পরিবার পরিজন ও সমস্ত সম্পদ-গুলো ফেরত দেন। জবাবে মুহাম্মদ তাদেরকে তাদের "নারী-শিশু-পরিবার পরিজনের মুক্তি কিংবা সম্পদ" এই দু'টির যে কোন

একটি বেছে নিতে বলেন। তাঁরা বেছে নেই তাদের প্রিয় "নারী-শিশু-পরিবার পরিজনদের মুক্তি।" মুহাম্মদ তাদের-কে তাদের কাছে ফেরত দেন (পর্ব: ২১৬)।

হুনায়েনের বন্দীদের তাদের পরিবারের লোকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার পর, মুহাম্মদ অনুসারীরা তাদের নবীর পিছু পিছু যা বলতে বলতে আসে, তা হলো, "হে আল্লাহর নবী, আমাদের লুণ্ঠিত উট ও গবাদি পশু-গুলো আমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিন।" এক পর্যায়ে, তারা তাঁকে জোর করে এক গাছের সাথে ঠেসে ধরে ও তাঁর আলখাল্লা-টি তাঁর কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসে। অনুসারীদের এহেন অত্যন্ত অধৈর্য পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ 'গণিমত বিতরণ' শুরু করেন। কিন্তু, এই লুণ্ঠন সামগ্রী বিতরণের প্রাক্কালে মুহাম্মদ এতটায় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেন যে, মুহাম্মদের বহু অনুসারী তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, এই বলে যে: "এই বিতরণ-কর্মে ন্যায়বিচার পরিলক্ষিত হয় নাই, কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিষয়টি ও অনুসরণ করা হয় নাই!" (পর্ব: ২১৭-২১৮)।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় যা আমরা নিশ্চিত জানি, তা হলো, ইসলামের প্রাথমিক বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রায় সমস্তই ঘটেছে নবী মুহাম্মদের মদিনা হিজরতের পর, আদি মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারীদের (আনসারদের) কল্যাণে। অন্যদিকে, ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা আরও জানতে পারি, মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া বিশাল সম্পদ ও ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন "শুধুই মুহাজিররা!" আনসাররা হয়েছিলেন সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। আনসারদের এই বঞ্চনার ইতিহাসের সূত্রপাত কবে, কোথায় ও কীভাবে সঙ্ঘটিত হয়েছিল, তার আলোচনা করা হয়েছে "আনসারদের বঞ্চনা ও নবীর ভাষণ" পর্বে (পর্ব: ২১৯)। পরিশেষে, নবী মুহাম্মদ তাঁর মক্কা, হুনায়েন ও তায়েফ আগ্রাসন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে

এক অবিশ্বাসীকে “কী প্রক্রিয়ায়” ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন ও অতঃপর সেই নব দীক্ষিত মুহাম্মদ অনুসারী আল-তায়েফ ও তার আশে-পাশের অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কী ধরণের আগ্রাসী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন, তার আলোচনা 'উৎকোচ প্রদান ও প্রত্যাবর্তন' পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ২২০)!

এই বইয়ে যে সমস্ত বই ও ওয়েব সাইটের রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর লেখক, প্রকাশক, সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আর পাঠকদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ, যারা জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে লেখাগুলো পড়ছেন।

এই বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে যে ব্যক্তিটির কাছে আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ, তিনি হলেন **"ধ্রুবক"**। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে সহযোগিতা, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ যুগিয়েছেন সেই শুরু থেকেই। এই বইটির প্রতিটি লেখার সম্পাদনা করেছেন তিনি। বইটির অনিন্দ্য-সুন্দর প্রচ্ছদ নির্মাণ ও ই-বুক তৈরি করেছেনও তিনিই। তাঁর এই গভীর একাত্মতা ও ভালবাসায় আমি সিক্ত।

সর্বোপরি এই বইটি প্রকাশের জন্য **'ইস্টিশন'** কর্তৃপক্ষের সকল কর্তাব্যক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তাঁদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতাতেই মূলত এই বইটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। আমি তাঁদের কাছে ঋণী।

গোলাপ মাহমুদ

ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সাল।

১৮৭: মক্কা বিজয়-১: আক্রমণের অজুহাত!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত একষট্টি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হিজরি ৮ সালের জুমাদি-উল আওয়াল মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬২৯ সাল) স্বঘোষিত নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর যে অনুসারীদের সিরিয়া অভিযানে পাঠিয়েছিলেনে, মুতা নামক স্থানে এসে তারা কিরূপে চরম বিপর্যস্ত ও পরাজিত অবস্থায় পলায়ন করেছিলেন, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। প্রশ্ন ছিল, "এই চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর নেতৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ও অনুসারীদের মনোবল চাঙ্গা করার প্রয়োজনে কোন অবিশ্বাসী জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন ও তা কী অজুহাতে?"

মুতা অভিযানের চরম ব্যর্থতার পর, পরবর্তী দুই মাস মুহাম্মদ মদিনায় অবস্থান করেন। অতঃপর হিজরি ৮ সালের শাবান মাসে তিনি যে ঘটনাটি-কে "অজুহাত হিসাবে" ব্যবহার করে মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ চালান, সেই ঘটনাটি ঘটেছিল হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার একুশ মাস পরে। এই একুশ মাস সময়ে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীরা "কমপক্ষে চারবার" হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির প্রায় প্রত্যেক-টি শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন। ‘কুরআন’ ও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত সিরাত ও

হাদিস গ্রন্থের আলোকে এ বিষয়ের বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা "হুদাইবিয়া সন্ধি: চুক্তি ভঙ্গ (পর্ব: ১২৫-১২৮) পর্বে করা হয়েছে। হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার অব্যবহিত পর থেকে এই ঘটনাটির পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন কলাকৌশলে কমপক্ষে চারবার নিজেই এই সন্ধি-চুক্তির প্রায় প্রত্যেকটি শর্ত ভঙ্গ করার পর, সেই একই মানুষটি যখন সংক্ষুব্ধ, নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত কুরাইশদের বিরুদ্ধে 'চুক্তি ভঙ্গের অজুহাত' এনে বিনা নোটিশে তাঁদেরকে আক্রমণ করেন, তখন তা হয় নিঃসন্দেহে প্রতারণার এক অনন্য দৃষ্টান্ত!

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা আক্রমণ ও বিজয় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর দশ বছরের মদিনা-জীবনে (৬২২-৬৩২ সাল) অবিশ্বাসী ব্যক্তি ও জনপদের ওপর যে ৬৫-১০০টি (সূত্র ভেদে বিভিন্নতা আছে) নৃশংস হামলার সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তার সবগুলোতেই তিনি তাঁর আগ্রাসনের দায়ভার বিভিন্ন উপায়ে আক্রান্ত জনপদ-বাসীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। কিছু উদাহরণ:

১) কুরাইশদের বিরুদ্ধে যাবতীয় আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে, জিবরাইলের নামে মুহাম্মদের অজুহাত:

"তারাই প্রথম তাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছিল ও তাকে/তাদেরকে বহিষ্কারের সঙ্কল্প নিয়েছিল (কুরআন: ৮:৩০, ৯:১৩-১৪, ৬০:১)।"

২) বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত লোককে তাঁদের শত শত বছরের ভিটেমাটি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে উচ্ছেদ করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করার বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে, জিবরাইলের নামে মুহাম্মদের অজুহাত (পর্ব-৫১):

"তারা ধোঁকা দিতে পারে (কুরআন: ৮:৫৮)।"

৩) বনি নাদির গোত্রের সমস্ত লোককে তাঁদের শত শত বছরের ভিটেমাটি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করার বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে, জিবরাইলের নামে মুহাম্মদের অজুহাত (পর্ব-৫২ ও ৭৫):

"তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও 'তারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে (কুরআন: ৫৯:৪)'।"

৪) বনি কুরাইজা গোত্রের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে খুন, তাঁদের সমস্ত নারী ও শিশুদের বন্দী করে দাস ও যৌন-দাসীতে রূপান্তর এবং তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করার বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে, জিবরাইলের নামে মুহাম্মদের অজুহাত (পর্ব-৮৭ ও ৯৪):

"তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করে "কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল (কুরআন: ৩৩:২৬)।"

৫) ঠিক একই ভাবে, ৬২৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে হুদাইবিয়াই দশ বছরের সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করার পর, মাত্র বাইশ মাসের মাথায় মুহাম্মদ সেই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাসে অতর্কিত হামলায় মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেন; অজুহাত:

"যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ (কুরআন: ৯:১৩)।"

মুহাম্মদের এই অজুহাতটি যে একেবারেই মিথ্যাচার, তা আমরা জানতে পারি ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে। আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিক মুহাম্মদের মক্কা আক্রমণের যে কারণ ও প্রেক্ষাপট লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো, বহু আগে থেকেই বানু খোজা ও বানু বকর নামের দুই বিবদমান আরব গোত্রের সংঘটিত আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, খুন-জখম ও হিংসা-প্রতিহিংসার কালানুক্রমিক ঘটনা-সমষ্টির সর্বশেষ অধ্যায়। এই ঘটনা-টি কী কারণে কোনভাবেই

কুরাইশদের বিরুদ্ধে 'চুক্তি-ভঙ্গের' প্রমাণ হিসাবে গণ্য হতে পারে না, তার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা "হুদাইবিয়া সন্ধি: চুক্তি ভঙ্গ-পাঁচ (পর্ব:১২৯)" পর্বে করা হয়েছে।" অতি সংক্ষেপে: [1] [2] [3] [4]

'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি' সম্পন্ন হওয়ার আগে সংঘটিত ঘটনা পরম্পরা:

বিবাদের সূত্রপাত-কারী বানু খোজা গোত্র (পরবর্তীতে মুহাম্মদের সাথে জোটবদ্ধ):

"মালিক বিন আববাদ নামের বানু বকর গোত্রের (পরবর্তীতে কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ) এক লোককে তার বাণিজ্য থেকে ফেরার পথে আক্রমণ ও খুন করে তাঁর যাবতীয় মালামাল লুণ্ঠন করার মাধ্যমে বানু খোজা গোত্রের লোকেরা এই বিবাদের সূত্রপাত করে।"

- সে কারণেই, আক্রান্ত বানু বকর গোত্রের লোকেরা প্রতিশোধ স্পৃহায় আক্রমণকারী বানু খোজা গোত্রের এক লোককে হত্যা করে।

অতঃপর, বানু খোজার লোকেরা আবারও বানু বকরের "তিন জন" লোককে খুন করে:

"তারা খুন করে বানু বকর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আল-আসওয়াদ বিন রাজন আল দিল নামের এক লোকের তিন পুত্রসন্তান-কে, যাদের নাম ছিল: সালমা, কুলথিম ও তৈয়ব।"

- প্যাগান যুগে বানু আল-আসওয়াদ গোত্রের উচ্চতর মর্যাদার কারণে তাদেরকে দ্বিগুণ পরিমাণ রক্ত-মূল্য পরিশোধ করা হতো, কিন্তু বানু খোজা গোত্রের লোকেরা এই তিন খুনের রক্ত-মূল্য বাবদ তাঁদের-কে পরিশোধ

করেন মাত্র **'একগুণ'** পরিমাণ অর্থ। সেকারণেই, এই দুই বিবদমান আরব গোত্রের মধ্যে শত্রুতা চলতেই থাকে!

লক্ষণীয় বিষয় এই যে হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পূর্বে সংঘটিত এই ঘটনা পরম্পরার নিরপরাধ এক বাণিজ্য ফেরত মানুষের ওপর হামলা ও খুনের ঘটনার সূত্রপাত-কারী ও পরবর্তীতে আরও তিন জন নিরপরাধ মানুষ-কে নৃশংসভাবে খুন ও সেই খুনের যথাযথ রক্ত-মূল্য পরিশোধ না করা গুষ্টিটি ছিলেন বানু খোজা গোত্রের লোকেরা, যারা হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির প্রাক্কালে মুহাম্মদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন।

বানু খোজা ও বানু বকর গোত্রের এমত বিবদমান ও শত্রুভাবাপন্ন অবস্থায় "মুহাম্মদ ও কুরাইশদের" মধ্যে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়। এই সন্ধি-চুক্তির এক শর্ত ছিল এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি মুহাম্মদ ও কুরাইশ এই দুই দলের যে কোনো একজনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তবে সে তা করতে পারবে। নিরপরাধ মানুষের ওপর হামলা, খুন ও রাহাজানির সাথে সরাসরি জড়িত আক্রমণকারী বানু খোজা গোত্রের লোকেরা যোগদান করে মুহাম্মদের দলে; আর, আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত বানু বকর গোত্রের' লোকেরা যোগদান করে কুরাইশদের দলে।

'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি' সম্পন্ন হওয়ার পরে সংঘটিত ঘটনা পরম্পরা:

অতঃপর, আবারও বানু খোজার লোকেরা বানু বকরের ওপর আক্রমণ চালায়:

"হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি পর আবারও বানু খোজা গোত্রের (মুহাম্মদের পক্ষ) এক লোক আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলি নামের বানু বকর গোত্রের (কুরাইশদের পক্ষ) এক লোককে আক্রমণ ও আঘাত করে; সে কারণেই, এই দুই গোত্রের কলহ-বিবাদটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।"

“লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির আগে ও পরে সংঘটিত উভয় ঘটনাতেই ‘প্রথম আক্রমণকারী’ গুষ্টিটি ছিল মুহাম্মদের সাথে জোটবদ্ধ বানু খোজার লোকেরা!"

এমতাবস্থায়, কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ আক্রান্ত বানু বকর গোত্রের “কিছু লোক” প্রতিশোধ স্পৃহায়, হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির আগে তাঁদের গোত্রের মোট চার জন নিরপরাধ লোকের (প্রথমে মালিক বিন আববাদ ও পরবর্তীতে সালমা, কুলথিম ও তৈয়ব) হত্যাকারী ও হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পরে তাঁদের-কে আবারও আক্রমণকারী বানু খোজা গোত্রের (মুহাম্মদের সাথে জোটবদ্ধ) কিছু লোককে আক্রমণ করে। দু'দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ও এই সংঘর্ষে "কুরাইশদের কিছু লোক" বানু বকর গোত্রের লোকদের সাহায্য করে।

আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকরা দাবী করেছেন যে, এই ঘটনার মাধ্যমে কুরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, যা মূলত: মুহাম্মদের দাবি! কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এই ঘটনায় কুরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির আদৌ কোনো শর্ত ভঙ্গ করেন নাই! কারণ:

হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছিল ‘মুহাম্মদ ও কুরাইশদের মধ্যে’, যার শর্তগুলো ছিল এই (পর্ব:১২২):

'তারা আগামী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখবে, যাতে জনগণ সহিংসতা পরিহার করে নিরাপদে থাকতে পারে এই শর্তে যে:

[১] যদি কোনো ব্যক্তি তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে, তবে তিনি তাকে তাঁদের কাছে ফেরত দেবেন; কিন্তু মুহাম্মদের পক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশদের কাছে আসে, তবে কুরাইশরা তাকে তাঁর কাছে ফেরত দেবে না।

[২] তারা একে অপরের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করবে না ও কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার আশ্রয় নেবে না।

[৩] যে কোনো ব্যক্তি যদি মুহাম্মদের সঙ্গে সংযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তবে সে তা করতে পারবে এবং যে কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশদের সঙ্গে সংযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তবে সে তা করতে পারবে। বানু খোজা গোত্র তৎক্ষণাৎ সেখানে ঘোষণা দিয়ে মুহাম্মদের সাথে সংযুক্ত হয় ও বানু বকর গোত্র একইভাবে কুরাইশদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

[৪] মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সেই বছর অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবে ও তাঁরা কুরাইশদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মক্কা প্রবেশ করবে না।

[৫] আর পরের বছর কুরাইশরা মুহাম্মদের আসার পথ পরিষ্কার রাখবে ও সে তার অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারবে ও সেখানে তারা তিন রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে। তারা আরোহীদের মত অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে, যেমন খাপের ভিতরে তলোয়ার; এর চেয়ে বেশি কিছুই সঙ্গে আনতে পারবে না।

>>> আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বানু খোজা, বানু বকর ও কুরাইশদের সংঘটিত ঘটনায় 'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক শর্তগুলো জড়িত, তা হলো, এই:

এক: "তারা আগামী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখবে যাতে জনগণ সহিংসতা পরিহার করে নিরাপদে থাকতে পারে।"

- কুরাইশরা এই শর্তটি নিশ্চিতরূপেই ভঙ্গ করেননি, কারণ তাঁরা "মুহাম্মদ বা তার অনুসারীদের" ওপর কোনোরূপ আক্রমণ করেননি।

দুই: "তারা একে অপরের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করবে না।"

- কুরাইশরা এই শর্তটি নিশ্চিতরূপেই ভঙ্গ করেননি, কারণ তাঁরা 'মুহাম্মদ বা তার অনুসারীদের' ওপর কোনোরূপ শত্রুতা প্রদর্শন করেননি।

তিন: "তারা একে অপরের প্রতি কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না।"

- কুরাইশরা এই শর্তটিও নিশ্চিতরূপেই ভঙ্গ করেননি, কারণ তাঁরা 'মুহাম্মদ বা তার অনুসারীদের' ওপর কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার আশ্রয় নেননি।

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির প্রাক্কালে "বানু বকর ও কুরাইশদের" মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন হয়। ইতিমধ্যেই মুহাম্মদ কমপক্ষে চার বার হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি শর্ত ভঙ্গ করার কারণে কুরাইশ ও বানু বকর গোত্রের মধ্যে সংঘটিত মৈত্রী চুক্তি অনুযায়ী আক্রান্ত বানু বকর গোত্রকে সাহায্য "না করার" বিষয়ে কুরাইশরা নীতিগতভাবে বাধ্য ছিলেন না। মৈত্রী চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, তাঁরা আক্রান্ত বানু বকর গোত্রকে সাহায্য করতে নীতিগতভাবে বাধ্য। তাঁদের "কিছু লোক" সেই কাজটিই করেছিলেন, "আক্রমণকারী বানু খোজা গোত্রের বিরুদ্ধে।" যেহেতু তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কোনরূপ আক্রমণ করেননি, তাই তা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ ছিল না।

একইভাবে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার সময়টিতে মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল বানু খোজা ও মুহাম্মদের মধ্যে। আদি উৎসের এই ঘটনার বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, বানু খোজা গোত্রের ওপর মুখ্য আক্রমণকারী গুষ্টিটি ছিল বানু বকর গোত্রের "কিছু লোক।" সকল বানু বকর গোত্র এই হামলায় জড়িত ছিলেন না, সকল কুরাইশরা তো নয়ই! এই ঘটনায় কুরাইশদের ভূমিকাটি ছিল গৌণ। এমত পরিস্থিতিতে মৈত্রী চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুহাম্মদের কর্তব্য মূলত: "বানু খোজা গোত্রকে সাহায্য করা।" সর্বোচ্চ তিনি বানু খোজার পক্ষ নিয়ে মুখ্য আক্রমণকারী বানু বকর গোত্রকে আক্রমণ করতে পারেন। এর বেশি কিছু নয়!

>>> যে যুক্তির মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বাসীরা কুরাইশদের কে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গকারী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেন তা হলো: "যেহেতু বানু খোজা গোত্র মুহাম্মদের সাথে মৈত্রী-চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, সেহেতু বানু খোজা গোত্রকে (মুহাম্মদের পক্ষ) আক্রমণ করার অর্থ হলো মুহাম্মদ কিংবা তার অনুসারীদের আক্রমণ করা। তাই তা হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ!" সে ক্ষেত্রেও, এই একই যুক্তিতে বানু বকর গোত্রের (কুরাইশদের পক্ষ) বিরুদ্ধে বানু খোজা গোত্রের আক্রমণের অর্থ হলো কুরাইশদের আক্রমণ করা; তাই তা হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ। আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, হুদাইবিয়া সন্ধির আগে ও পরে সংঘটিত উভয় ঘটনাতেই "প্রথম আক্রমণকারী" গুষ্টিটি ছিল বানু খোজা গোত্র (মুহাম্মদের পক্ষ)।

"সুতরাং, এই যুক্তিতেও হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গকারী ছিলেন মুহাম্মদের পক্ষ, কুরাইশরা নয়।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, এই হামলাটি বানু বকর গোত্র, কিংবা তাঁদের সাহায্যকারী কুরাইশদের সমষ্টিগত কোন সিদ্ধান্তের ফসল ছিল না। এই ঘটনায় জড়িত ছিলেন এই দুই গোত্রের অল্প কিছু লোক! বিশিষ্ট দলপতিদের প্রায় সকলেই এই ঘটনার সাথে শুধু যে জড়িত ছিলেন না তাইই নয়, ঘটনাটি জানার পর তাঁরা জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ ও এই ঘটনাটিকে "অজুহাত হিসাবে" ব্যবহার করে তাঁদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের আক্রমণের সম্ভাবনার দুশ্চিন্তায় তাঁরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত! বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই ঘটনার পাঁচ দিন পর আবু সুফিয়ান ভীত-সন্ত্রস্ত কুরাইশদের অনুরোধে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য, মুহাম্মদের সাথে সমঝোতা ও তাঁর সাথে আপস-আলোচনার মধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা। [5]

মদিনায় পৌঁছার পর এই কুরাইশ নেতা একের পর এক নবী মুহাম্মদ ও তাঁর বিশিষ্ট অনুসারী আবু বকর ইবনে কুহাফা, উমর ইবনে খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, নবী কন্যা ফাতিমা ও সর্বোপরি তাঁর নিজ কন্যা নবী পত্নী উম্মে হাবিবার সঙ্গে সাক্ষাত করে এই বিষয়ে সমঝোতার চেষ্টা চালান। মদিনায় এই সব লোকেরা তাঁর সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিলেন, তার আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে:

"যদি কুরাইশরা চুক্তি-ভঙ্গ নাইই করে থাকেন, তবে কেন তাঁরা ছিলেন মুহাম্মদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত?" এর জবাব হলো, "বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের একের পর এক অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ ও তাঁদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধি।" মুহাম্মদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির কারণে মক্কার কুরাইশরা কীরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় এই ঘটনার অল্প কিছুদিন আগে ইসলামের ইতিহাসের দুইজন বিশিষ্ট সাহাবী, আমর বিন আল-আ'স (পর্ব: ১৭৭) ও খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের (পর্ব: ১৭৮) ইসলাম গ্রহণের কারণ ও প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায়, যার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

(তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।)

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৪০- ৫৪২

[2] আল-তাবারী, ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৬০-১৬২

[3] আল-ওয়াকিদি, ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৮০-৭৮৪; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৮৪-৩৮৬

[4] হুদাইবিয়া সন্ধি - চুক্তি ভঙ্গ: পর্ব: ১২৫-১২৯

[5] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৮৫-৭৮৮; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৮৭-৩৮৯

১৮৮: মক্কা বিজয়-২: আবু সুফিয়ানের সমঝোতার প্রচেষ্টা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত বাষট্টি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, যে সহিংস ঘটনাটিকে অজুহাত হিসাবে ব্যাবহার করে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কা আক্রমণ ও বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন, তার কারণ হলো মুহাম্মদের বিরুদ্ধে 'আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলি' নামের বানু বকর গোত্রের [কুরাইশদের মিত্র] এক অপমানজনক উক্তি। অতঃপর তার ওপর বানু খোজা গোত্রের [মুহাম্মদের মিত্র] এক তরুণের শারীরিক আক্রমণ; অতঃপর প্রতিশোধ স্পৃহায় বানু খোজার বিরুদ্ধে বানু বকর গোত্রের নেতা 'নওফল বিন মুয়াবিয়া আল দিলির' নেতৃত্বে বানু বকর গোত্রের কিছু লোকের অতর্কিত আক্রমণ, তাদের বেশ কিছু লোককে খুন ও সেই আক্রমণে কুরাইশদের কিছু লোকের সক্রিয় সহযোগিতা (পর্ব: ১২৯)। আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, এই ঘটনাটির পর মুহাম্মদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত কুরাইশরা তাঁদের নেতা আবু সুফিয়ান-কে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করেন। কী ঘটেছিল সেখানে? মুহাম্মদের কটূক্তি-কারী আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলি ও মুখ্য আক্রমণকারী নওফল বিন মুয়াবিয়া আল দিলির পরিণতি কী হয়েছিল?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারী) বর্ণনার পুনরারম্ভ – কবিতা পঙক্তি পরিহার:

(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ) [6] [7] [8]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১২৯) পর:

'কুরাইশ ও বানু বকর গোত্রের লোকেরা যখন বানু খোজার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের কিছু লোক-কে হত্যা করে, যার ফলে তারা আল্লাহর নবীর সাথে কৃত চুক্তি-ভঙ্গ করে এই কারণে যে বানু খোজার লোকেরা তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল, তখন বানু কাব গোত্রের আমর বিন সালিম আল-খুযায়ি মদিনায় আল্লাহর নবীর কাছে গমন করে। (যা মক্কা বিজয়ের কারণ হয়।) আল্লাহর নবী মসজিদে অন্যান্য লোকদের সাথে বসে থাকা অবস্থায় সে সেখানে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় ও ঘটনাটি বলে [কবিতা: কবিতার মাধ্যমে সে ঘটনাটি তাঁদের জানায় ও মুহাম্মদের সাহায্য কামনা করে]। [9]

আল্লাহর নবী বলেন, "হে আমর বিন সালিম, তোমাদের-কে সাহায্য করা হবে।" অতঃপর যখন আকাশে মেঘের উপস্থিতি ঘটে, তিনি বলেন, "এই মেঘ বানু কাব গোত্র-কে সহায়তা করবে (আল তাবারী: 'এই মেঘ বানু কাবের জন্য সাহায্য সূচনার ইঙ্গিত দেয়'।)"

অতঃপর, বানু খোজা গোত্রের কিছু লোককে সঙ্গে করে বুদায়েল বিন ওয়ারাকা মদিনায় আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও তাঁকে তাদের দুরবস্থার কথা ও তাদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা কীভাবে বানু বকর গোত্রের লোকদের সাহায্য করেছিল, তা অবহিত করায়। এই কাজটি সম্পন্ন করার পর তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহর নবী বলেন, "আমার মনে হয়, সন্ধি-চুক্তিটি জোরদার করা ও আরও সময় চাওয়ার নিমিত্তে তোমারা আবু সুফিয়ান-কে এখানে আসতে দেখবে।

বুদায়েল ও তার সঙ্গীরা যখন 'উসফান' নামক স্থানে এসে পৌঁছে, তারা আবু সুফিয়ানের সাক্ষাত পায়। কুরাইশরা তাকে আল্লাহর নবীর কাছে তাদের সন্ধি-চুক্তি

জোরদার ও আরও সময় চাওয়ার নিমিত্তে প্রেরণ করেছিল, এই কারণে যে, তারা যা করেছে তার জন্য তারা ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। আবু সুফিয়ান বুদায়েল-কে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে কোথা থেকে সে আসছে। কারণ, তার সন্দেহ ছিল এই যে সে আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিল। জবাবে সে বলে যে, সে খোজাদের সাথে এই উপকূল ও উপত্যকার তলদেশে বরাবর এসেছে; মুহাম্মদের সাথে দেখা করার বিষয়টি সে অস্বীকার করে। [10]

অতঃপর মক্কার পথে বুদায়েলের রওনা হওয়ার পর আবু সুফিয়ান বলে, "যদি বুদায়েল মদিনায় গিয়ে থাকে, তবে সেখানে সে তার উটগুলোকে খেজুর খেতে দিয়ে থাকবে।" তাই সে তাদের উটগুলো যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিল সেখানে যায় ও গোবরগুলো ঘেঁটে খেজুরের বিচি দেখতে পায়; ও বলে, "আল্লাহর কসম, আমি হলফ করে বলতে পারি, বুদায়েল মুহাম্মদের কাছ থেকেই এসেছে।"

মদিনায় পৌঁছার পর সে [আবু সুফিয়ান] তার নিজ কন্যা উম্মে হাবিবার কাছে যায়। অতঃপর যখন সে আল্লাহর নবীর বিছানার বসতে উদ্যত হয়, উম্মে হাবিবা তা এমন ভাবে গুটিয়ে ফেলে যে তাতে যেন সে বসতে না পারে। সে বলে, "হে আমার স্নেহের কন্যা, আমি জানি না, তুই কী এটা মনে করিস যে বিছানাটিই আমার জন্য বেশী ভাল, না কি আমিই বিছানাটির জন্য বেশী ভাল!"

উম্মে হাবিবা জবাবে বলে, "এটি আল্লাহর নবীর বিছানা, আর তুমি হলে এক 'অপবিত্র মুশরিক'। আমি চাই না যে তুমি আল্লাহর নবীর বিছানায় বসো।"

সে বলে, "আল্লাহর কসম, আমাকে ছেড়ে আসার পর তুই মন্দের বশবর্তী হয়েছিস (আল তাবারী: 'মন্দ তোকে পেয়ে বসেছে;' আল ওয়াকিদি: 'নিশ্চিত রূপেই মন্দ তোকে ও তোর বোধশক্তি কে পরাস্ত করেছে)!"

(--'since you left me you have gone to the bad'; Al Tabari: 'Evil came over you after you left me'; Al Waqidi: 'Surely evil has overtaken you and your understanding.')

অতঃপর সে [আবু সুফিয়ান] আল্লাহর নবীর কাছে যায়, কিন্তু তিনি তার কথার কোন জবাব দেন না। অতঃপর সে আবু বকরের কাছে যায় ও তাকে অনুরোধ করে যে সে যেন তার পক্ষে আল্লাহর নবীর সাথে কথা বলে; আবু বকর তা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। অতঃপর সে উমরের কাছে যায়, উমর তাকে বলে, "আল্লাহর নবীর কাছে কি আমার তোমার জন্য সুপারিশ করা উচিত! যদি আমরা সাথে একটি মাত্র পিপীলিকাও থাকতো, তবে তার সাথে আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম।"

(আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা: 'অতঃপর সে উসমান বিন আফফানের কাছে যায় ও বলে, "প্রকৃতপক্ষেই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়; সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠা ও চুক্তিটি জোরদার করো। নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু কখনোই এ ব্যাপারে তোমাকে নিরাশ করবে না, কখনোই না। আল্লাহর কসম, আমি এমন কাউকে দেখি নাই যে তার সঙ্গীদের ব্যাপারে মুহাম্মদের চেয়ে বেশি উদার।" উসমান বলে, "আল্লাহর নবীর সুরক্ষার সিদ্ধান্তই হলো আমার সিদ্ধান্ত।"'

'Then he went to ʿUthmān b. ʿAffān and said, "Indeed there is not one among the community who is dearer to me in relationship than you, so increase the peace and strengthen the pact. Indeed, your friend will never reject it from you, ever. By God, I have never seen a man who is more generous to his companion than Muḥammad is to his companions." ʿUthmān said: My protection is in the protection of the Messenger of God."')

অতঃপর সে আলীর সঙ্গে দেখা করার জন্য যায়, যার সঙ্গে ছিল আল্লাহর নবীর কন্যা ফাতিমা ও ফাতিমার সম্মুখে ছিল হামাগুড়ি দিয়ে চলা আলীর ছোট্ট ছেলে হাসান। আলীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে সে আলীর কাছে এই আবেদন করে যে সে যেন তার পক্ষে আল্লাহর নবীর সাথে মধ্যস্থতা করে, যেন তাকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে না হয়। কিন্তু সে তাকে এই জবাব দেয় যে, যদি আল্লাহর নবী কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেয় তবে সেই কাজের জন্য তাঁর সাথে কারও কথা বলা অনর্থক।

অতঃপর সে ফাতিমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "হে মুহাম্মদ কন্যা, এই অবস্থায় তুমি কী তোমার ছোট্ট ছেলেটিকে লোকদের রক্ষাকারী হিসাবে ব্যবহার করবে, যাতে সে চিরকালের জন্য আরবদের প্রভু হতে পারে?" জবাবে সে বলে, তার ছোট্ট ছেলেটি এত বড় হয় নাই যে সে এই ধরণের কাজের (আল তাবারী: 'লোকদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার') দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। আর তা ছাড়া, এমন কোন ব্যক্তি নাই যে আল্লাহর নবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে কখনো কোন সুরক্ষা দিতে পারে।

এই অত্যন্ত হতাশাজনক পরিস্থিতিতে সে আলীর কাছে পরামর্শ চায়। সে [আলী] বলে, "আমি এমন কিছুই দেখি না, যা তোমাকে সত্যিই সহায়তা করতে পারে। কিন্তু তুমি হলে বানু কিনানা গোত্রের গোত্র-প্রধান; সুতরাং লোকদের কাছে যাও ও তাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব করো। অতঃপর বাড়ি ফিরে যাও।" যখন সে [আবু সুফিয়ান] তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে এতে কী কোন ফল হবে, জবাবে সে বলে যে সে তা মনে করে না; কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন সমাধানের পথ সে দেখতে পাচ্ছে না। অতঃপর আবু সুফিয়ান উঠে দাঁড়ায় ও মসজিদে গমন করে ও বলে,

"হে লোক সকল, আমি জনগণের মধ্যে শান্তির প্রস্তাবে সম্মত।"

অতঃপর সে তার উটের ওপর চড়ে বসে ও কুরাইশের কাছে ফিরে আসে। তারা তার কাছে সংবাদ জানতে চায়। সে তাদের জানায় যে: মুহাম্মদ তার কথার কোন

জবাব দেয় নাই, আবু কুহাফার পুত্রের কাছ থেকে সে কোন সাহায্যই পায় নাই, আর উমর-কে সে দেখেছে এক নির্মম শত্রু (ইবনে হিশাম: 'সবচেয়ে খারাপ শত্রু') হিসাবে। [11]

আর আলীকে সে পেয়েছে সবচেয়ে সাহায্যকারী ব্যক্তি হিসাবে ও সে তাকে যে পরামর্শ দিয়েছে সে তাই করেছে। কিন্তু সে জানে না যে তার পরামর্শে কোন কাজ হবে কিনা। সে সেখানে কী কাজ করেছে তা তাদের অবহিত করায়। যখন তারা জানতে চায় যে মুহাম্মদ তার [আলীর] কথায় সমর্থন করেছেন কি না, আবু সুফিয়ান স্বীকার করে যে তিনি তা করেন নাই। তারা অভিযোগ করে বলে যে, আলী তাকে বোকা বানিয়েছে ও তার অভিমতগুলো ছিল মূল্যহীন। অতঃপর আবু সুফিয়ান বলে যে এ ছাড়া করার বা বলার কোন কিছুই সে খুঁজে পায় নাই।'

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বর্ণনা: [8]

'হিযাম বিন হিশাম বিন খালিদ আল-কাবি <তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: আমর বিন সালিম আল-খুযায়ি খোজা গোত্রের চল্লিশ জন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর নবীর সঙ্গে সাক্ষাত, তাঁকে ঘটনাটি জানানো ও কীভাবে কুরাইশরা বানু খোজা গোত্রের বিরুদ্ধে বানু কাব গোত্রকে সাহায্য করেছিল তা জানিয়ে তাঁর সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মদিনায় গমন করে। সেখানে সে কবিতার মাধ্যমে ঘটনাটি জানানোর পর, বলে,

*"হে আল্লাহর নবী, নিশ্চিতই **আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলি** আপনার বিরুদ্ধে অপমানজনক উক্তি করেছে।"*

আল্লাহর নবী তাকে হত্যার অনুমতি দান করেন। এই সংবাদটি আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলির নিকট পৌঁছে ও সে আল্লাহর নবীর কাছে আগমন করে ও কবিতার

মাধ্যমে এই ঘটনার কৈফিয়ত, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। বানু কাব গোত্রের নেতা **নওফল বিন মুয়াবিয়া আল দিলি** মুহাম্মদের সাথে দেখা করে ও বলে,

"হে আল্লাহর নবী, আপনি হলেন উত্তম ক্ষমাশীল। আমাদের মধ্যে এমন কী কেউ আছে যে আপনার বিরুদ্ধে অবমাননাকর উক্তি ও আপনাকে মর্মাহত করে নাই? আমরা ছিলাম জাহেলিয়াত যুগে, আমরা জানতাম না কী আমাদের গ্রহণ করা উচিত ও কী আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের আপনার মাধ্যমে পথ প্রদর্শন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এই অশ্বারোহীরা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে ও তারা আপনাকে অতিরঞ্জিত করে বলেছে।"

জবাবে তিনি বলেন, "অশ্বারোহীদের কথা ছাড়। সত্যিই তিহামায় আমারা এমন কাউকে পাই নাই - কাছের কিংবা দূরের - যারা বানু খোজা গোত্রের লোকদের চেয়ে আমাদের কাছে বশী অন্তরঙ্গ।"

নওফল বিন মুয়াবিয়া চুপ করে থাকে ও তার চুপ করে থাকা অবস্থায় আল্লাহর নবী বলেন, "আমি তাকে (অর্থাৎ, আনাস বিন যুনায়েম) ক্ষমা করে দিয়েছি।" ----'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত কুরাইশরা তাঁদের নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারব-কে "শান্তি রক্ষার" প্রচেষ্টায় মদিনায় মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। মদিনায় আসার পর এই কুরাইশ নেতা সর্বপ্রথম তাঁর নিজ কন্যা নবী পত্নী 'উম্মে হাবিবার' কাছে গমন করেছিলেন। মুহাম্মদের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই কন্যাটি তাঁর জন্মদাতা পিতাকে 'অপবিত্র মুশরিক' বলে চরম অপমান করেছিলেন। আল্লাহর নামে এটি মুহাম্মদের শিক্ষা, মুহাম্মদের ভাষায়:

৯:২৮ (সূরা আত তাওবাহ) - "*হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে।---"*

অতঃপর, আবু সুফিয়ান নবী মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। মুহাম্মদ তাঁর কথার কোন জবাবই দেন নাই। অতঃপর একে একে তিনি মুহাম্মদের বিশিষ্ট অনুসারী ও নবী কন্যা ফাতিমার সঙ্গে দেখা করে সমঝোতার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েও বিফল হয়েছিলেন। এমন কী পরিশেষে তিনি মসজিদে গিয়ে উপস্থিত সকল মুসলমানদের কাছে "শান্তির প্রস্তাব" করেছিলেন। তাঁর এই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমঝোতার প্রচেষ্টায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এবং সর্বোপরি তাঁর নিজ ঔরসজাত কন্যা তাঁর প্রতি কী রূপ আচরণ করেছিলেন, তা ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অন্যদিকে, আল ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, বানু বকর ও বানু খোজা গোত্রের এই সর্বশেষ ঘটনায় মুখ্য চরিত্র মুহাম্মদের কটুক্তিকারী আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলি ও মুখ্য আক্রমণকারী বানু বকর গোত্রের নেতা নওফল বিন মুয়াবিয়া আল দিলি-কে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন!

কেন?

কারণ, তাঁরা মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মুহাম্মদের সাফল্যের এক বিশেষ চাবিকাঠি হলো: অনুসারীদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহমর্মিতা। মুহাম্মদের চরিত্রের এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাঁর চরম শত্রুকেও সহাস্যে ক্ষমা করতে পারতেন "যদি সে" তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে 'ইসলামে' দীক্ষিত হয়। এটি ছিল মুহাম্মদের চরিত্রের এক বিশেষ গুন! এ বিষয়ের আলোচনা "খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ (পর্ব: ১৭৮)" পর্বে করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The Narratives of Muhammad Ibn Ishaq:

‘When Quraysh and B. Bakr had combined against Khuza'a and killed some of them, there by breaking their covenanted word with the apostle in violating Khuza'a who were in treaty with him, 'Amr b. Salim al-Khuza'i of the clan of B. Ka'b went to the apostle in Medina. (This led to the conquest of Mecca.) He stood by him as he was sitting among the men in the mosque and said: (poetry)

The apostle said, 'May you be helped O 'Amr b. Salim!' Then as a cloud appeared in the sky he said, 'This cloud will provide help for the B. Ka'b'.'

Then Budayl b. Warqa came with a number of Khuza'a to the apostle in Medina and told him of their misfortune and how Quraysh had helped B. Bakr against them. Having done so they returned to Mecca. The apostle said, 'I think you will see Abu Sufyan coming to strengthen the agreement and to ask for more time.'

When Budayl and his companions had got as far as 'Usfan they met Abu Sufyan who had been sent by Quraysh to strengthen the agreement with the apostle and to ask for an extension, for they were afraid of the consequences of what they had done. Abu Sufyan asked Budayl whence he had come because he suspected him of having visited the apostle. He replied that he had come along the shore and the bottom of this valley with the Khuza'a, and denied that he had been to Muhammad. When Budayl had gone off to Mecca Abu Safyan said,'If Budayl came to Medina he will have given his camels dates to eat there,' so he went to where the camels had knelt and split up their dung and looked at the stones. 'By God, I swear Budayl has come from Muhammad,' he said.

Having arrived at Medina he went in to his daughter Umma Habiba, and as he went to sit on the apostle's carpet she folded it up so that he could not sit on it. 'My dear daughter,' he said, 'I hardly know if you think that the carpet is too good for me or that I am too good for the carpet!' She replied: 'It is apostle's carpet and you are an unclean polytheist. I do not want you to sit on the apostle's carpet.' 'By God,' he said, 'since you left me you have gone to the bad.'

Then he went to the apostle, who would not speak to him; he then went to Abu Bakr and asked him to speak to the apostle for him; he refused to do so. Then he went to 'Umar who said,

'Should I intercede for you with the apostle! If I had only an ant I would fight you with it.' Then he went in to see 'Ali with whom was Fatima the apostle's daughter who had with her 'Ali's little son Hasan crawling in front of her. He appealed to 'Ali on the ground of their close relationship to intercede with the apostle so that he would not have to return disappointed; but he answered that if the apostle had determined on a thing it was useless for anyone to talk to him about it; so he turned to Fatima and said, 'O daughter of Muhammad, will you let your little son here act as a protector between men so that he may become lord of the Arabs for ever?' She replied that her little boy was not old enough to undertake such a task and in any case none could give protection against God's apostle. He then asked for 'Ali's advice in the desperate situation. He said, 'I do not see anything that can really help you, but you are the chief of B. Kinana, so get up and grant protection between men and then go back home.' When he asked if he thought that that would do any good he replied that he did not, but that he could see nothing else. Thereupon Abu Sufyan got up in the mosque and said, 'O men, I grant protection between men.' He then mounted his camel and rode off to Quraysh who asked for his news. He said that Muhammad would not speak to him, that he got no good from Abu Quhafa's son, and that he found 'Umar an implacable enemy. He had found 'Ali the most helpful and he had done what he recommended, though he did not know whether it would do any good. He told them what he had

done and when they asked whether Muhammad had endorsed his words, he had to admit that he had not. They complained that 'Ali had made a fool of him and that his pronouncement was valueless, and he said that he could find nothing else to do or say.

Al-Waqidi added:

Ḥizam b. Hishām b. Khālid al-Kaʿbī related to me from his father, who said: ʿAmr [b. Sālim al-Khuzāʿa went out with forty riders from the Khuzāʿa to seek the help of the Messenger of God and inform him about what happened to them and how the Quraysh helped the Banū Bakr against the Khuzāʿa, ----
When the riders concluded, they said, "O Messenger of God, indeed Anas b. Zunaym al-Dīlī insulted you." The Messenger of God permitted his blood to be taken. It reached Anas b. Zunaym and he arrived before the Messenger of God apologizing because of what had reached him. He said: (poetry)
Ḥizām related this to me. His poem and his apology reached the Messenger of God. Nawfal b. Muʿāwiya al-Dīlī spoke to him and said, "O Messenger of God, you are the first of men in forgiveness. [Page 791] Who among us has not hurt and insulted you? We were in *jāhiliyya* and we did not know what we should take and what we should leave, until God guided us through you from destruction. The riders lied about him and they increased with you. He said, "Leave the riders. Indeed, we have not found in Tihāma one who possesses a relationship—near or distant—who has better fulfilled

with us than the Khuzāʿa.” Nawfal b. Muʿāwiya was silent, and when he was silent the Messenger of God said, “I have forgiven him [i.e. Anas b. Zunaym].” ---'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[6] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল): পৃষ্ঠা ৫৪২-৫৪৪

[7] আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল): ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৫

[8] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৮৮-৭৯৫; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৮৮-৩৯২

[9] Ibid আল তাবারী- নোট নম্বর ৬৮৬: "বানু কাব বিন আমর ছিল বানু খোজা গোত্রের এক উপগোত্র।"

[10] 'উসফান স্থানটির অবস্থান ছিল মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে দুই দিনের দূরত্বে।'

[11] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৯৫; পৃষ্ঠা ৭৭৩

১৮৯: মক্কা বিজয়-৩: কুরাইশদের রক্ষার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত তেষট্টি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর একান্ত প্রিয় অনুসারীদের সঙ্গে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের **"শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা"** সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ার পর আবু সুফিয়ান মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন ও উৎকণ্ঠিত কুরাইশদের তা অবহিত করান। অন্যদিকে, মদিনায় মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের এই নির্দেশ জারী করেন যে তারা যেন সাবধানে হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রথমাবস্থায় তিনি তাঁর নিজ পত্নী ও একান্ত প্রিয় অনুসারীদের কাছেও তাঁর হামলার লক্ষ্যস্থল গোপন রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁদের জানান যে তিনি মক্কা গমন করবেন। কিন্তু তিনি কোথায় ও কাকে আক্রমণ করবেন, তা গোপন রাখেন। উদ্দেশ্য, অতর্কিত আক্রমণে শত্রুদের পরাস্ত করা! তাঁর অনুসারীদের ধারণা ছিল এই যে: নবী মুহাম্মদের এবারের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হলো মক্কার কুরাইশ, কিংবা হাওয়াযিন, অথবা থাকিফ (Thaqif) গোত্রের লোকেরা। তিনি তাঁর অনুসারীদের সতর্ক করে দেন যে, মক্কাবাসীরা যেন তাঁর এই হামলার খবর কোনভাবেই জানতে না পারে। তাঁর প্রিয় অনুসারীদের অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন যে মুহাম্মদের এবারের লক্ষ্যস্থল হলো মক্কাবাসী কুরাইশ; অন্য কেউ নয়। ইসলামের ইতিহাসের এমনই এক প্রেক্ষাপটে, মুহাম্মদের প্রিয় অনুসারীদেরই একজন "সর্বপ্রথম" কুরাইশদের রক্ষার

প্রচেষ্টায় তাঁর জীবন বাজী রেখেছিলেন। কে ছিলেন সেই ব্যক্তি? কেন তিনি তা করেছিলেন ও কোন পন্থায়?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারীর) বর্ণনার পুনরারম্ভ – কবিতা পঙক্তি পরিহার: (আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ) [12] [13] [14]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৮৮) পর:

'আল্লাহর নবী হামলার প্রস্তুতির হুকুম জারী করেন। আবু বকর তার কন্যা আয়েশার সাথে দেখা করতে আসে, সে সময় আয়েশা আল্লাহর নবীর কিছু সাজ-সরঞ্জাম সরিয়ে নিচ্ছিল। সে আয়েশার কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে আল্লাহর নবী তাকে সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করতে বলেছেন কিনা। জবাবে আয়েশা বলে যে, তা তিনি করেছেন ও তার পিতার ও প্রস্তুতি গ্রহণ করাই শ্রেয়। সে [আয়েশা] তকে বলে যে, সেনাদলের গন্তব্য স্থানের খবর সে জানে না।

পরবর্তীতে আল্লাহর নবী তাঁর লোকদের জানান যে, তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। তিনি তাদের সাবধানে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, তুমি কুরাইশদের চোখ ও কান বন্ধ রেখো (অর্থাৎ, কোন পথিক-পর্যটক বা অন্য কারও মাধ্যমে মুসলমানদের সমবেত হতে দেখার খবর যেন তারা না জানতে পারে), যাতে তাদের ওখানে গিয়ে আমরা তাদের অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত করতে পারি।" ---

মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আল-যুবায়ের হইতে <উরওয়া বিন আল-যুবায়ের ও আমাদের
মুহাদ্দিসদের একজন হইতে বর্ণিত:

যখন আল্লাহর নবী মক্কা গমন মনস্থ করেন, তখন **হাতিব বিন আবু বালতা** কুরাইশদের কাছে চিঠি লিখে জানায় যে, আল্লাহর নবী তাদের ওখানে যাওয়া মনস্থ করেছেন। অতঃপর সে তার চিঠিটি এক মহিলার কাছে দেয়। মুহাম্মদ বিন জাফরের ভাষ্য মতে, মহিলাটি ছিল মুযায়েনা গোত্রের; পক্ষান্তরে অন্য সংবাদদাতারা আমাকে বলেছেন যে সে ছিল 'সারা', বানু আবদুল মুত্তালিব গোত্রের কাছ থেকে মুক্তি-প্রাপ্ত এক ক্রীতদাসী। সে [হাতিব] কুরাইশদের কাছে তার চিঠিটি পৌঁছে দেয়ার জন্য কিছু টাকাকড়ির বিনিময়ে এই মহিলাটি-কে নিয়োগ করে। মহিলাটি তার মাথার ওপর চিঠিটি রাখে ও তা তার চুলের বিনুনির ভাঁজের ভিতরে লুকিয়ে রাখে ও অতঃপর যাত্রা শুরু করে।

আল্লাহর নবী হাতিবের এই কর্ম-কাণ্ডের খবরটি স্বর্গলোক থেকে জানতে পারেন ও মহিলাটি-কে অনুসরণ করার জন্য তিনি আলী ও আল-যুবায়ের বিন আল আওয়াম-কে নির্দেশ দেন। তারা তাকে বানু আবু আহমদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত 'আল-খুলাইয়েকা (আল তাবারী: 'আল-হুলাইয়েফা [Hulayfah])' নামক স্থানে এসে ধরে ফেলে। তারা তাকে তার বাহন-জন্তু থেকে নেমে আসতে বাধ্য করে ও তার মালপত্র খুঁজতে থাকে; কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় না। আলী শপথ করে বলে যে, আল্লাহর নবী কোন ভুল করতে পারেন না, আর তারাও তাই। সুতরাং সে যদি চিঠিটি বাহির না করে দেয়, তবে তারা তাকে বিবস্ত্র করবে। যখন মহিলাটি বুঝতে পারে যে সে স্থিরসংকল্প, সে তাকে পাশ ফিরে দাঁড়াতে বলে, অতঃপর সে তার চুলের বেণীর ভাঁজ খুলে চিঠিটি বের করে নিয়ে এসে তাকে দেয়। অতঃপর সে তা আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে। [15]

আল্লাহর নবী হাতিব-কে ডেকে পাঠান ও তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান যে কী কারণে সে এই কাজটি করেছে। জবাবে সে বলে যে, তার বিশ্বাস আল্লাহ ও তার নবীর প্রতি, তা থেকে সে কখনোই বিচ্যুত হয় নাই। আর কুরাইশদের মধ্যে উচ্চ-মর্যাদার অধিকারী এমন কোন ব্যক্তিও সে নয়। কিন্তু সেখানে আছে তার পরিবার ও

একটি পুত্র সন্তান। আর সে কারণেই তাদের স্বার্থে এই বিচক্ষণতার কাজটি তাকে করতে হয়েছে।

তাকে ভণ্ড আখ্যায়িত করে উমর তার গর্দানটি কেটে ফেলতে চায়, কিন্তু আল্লাহর নবী তাকে বলেন, "তুমি কী ভাবে তা জানো, উমর?' সম্ভবত: আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকদের প্রতি সদয় হবেন; অতঃপর তিনি বলেন, 'তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'" অতঃপর হাতিবের বিষয়ে আল্লাহ ওহী নাজিল করে (কুরআন: ৬০:১-৪)।:

[৬০:১] - *"মুমিনগণ,* ***তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।*** *তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও----,"* এখান থেকে

[৬০:৪] - *"তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন";* পর্যন্ত।

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বর্ণনা:

'মুসা বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম তাঁর পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: হাতিব তিন জনের কাছে চিঠি লেখে। সে সাফওয়ান বিন

উমাইয়া, সুহায়েল বিন আমর ও ইকরিমা বিন আবু জেহেলের কাছে চিঠি লেখে, এই বলে:

"সত্যিই আল্লাহর নবী তাঁর লোকদের আক্রমণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমি তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে তাঁকে কামনা করতে দেখি নাই। আমি আশা করি যে আমার এই চিঠিটি তোমাদের সাহায্য করবে।"

সে তার লেখা চিঠিটি আরজ নামক স্থানে অবস্থিত মুযায়েনা গোত্রের এক মহিলাকে দেয়, যার নাম ছিল 'কানুদ।' সে তাকে প্রস্তাব দেয় এই বলে যে, সে যদি চিঠিটি পৌঁছে দিতে পারে, তবে সে তাকে এক দিনার দেবে। সে তাকে বলে, "যেখানে পারো সেখানে এটি লুকিয়ে রাখো; আর সড়কের পথ নেবে না, কারণ তা নিশ্চয়ই পাহারা দেওয়া হচ্ছে।" সে [মহিলাটি] গিরিপথের রাস্তাটি না নিয়ে, মাহাজজার বাম দিকের ফাটলের পাশ দিয়ে আল-আকিকের রাস্তায় এসে পৌঁছে।

উতবা বিন জাবিরা <আল-হুসায়েন বিন আবদ রহমান বিন আমর বিন সা'দের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: তার নাম ছিল 'সারা'; সে মহিলাটিকে দশ দিনার দিয়েছিল।‘

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [16]
(সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই ৫২, হাদিস নম্বর ২৫১)

'উবাইদুল্লাহ বিন আবি রাফি হইতে বর্ণিত:
আমি আলী-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর নবী (সাঃ) আল যুবায়ের, আল মিকদাদ ও আমাকে একস্থানে পাঠিয়েছিলেন, এই বলে, 'রাওদাত খাক (Rawdat Khakh) পর্যন্ত যাও। সেখানে এক মহিলাকে দেখবে, যার কাছে আছে এক চিঠি। তার কাছ থেকে চিঠিটি নিয়ে এসো।'" তাই আমরা রওনা হই ও ঘোড়াগুলোকে পূর্ণ বেগে চালিত করি, যতক্ষণে না আমরা আর-রাওদা (Ar-Rawda) নামক স্থানে এসে

পৌঁছি। সেখানে আমরা মহিলাটি-কে দেখতে পাই ও (তাকে) বলি, "চিঠিটি বের করো।" সে জবাবে বলে, "আমার কাছে কোন চিঠি নাই।" আমরা বলি, "হয় তুমি চিঠিটি বের করে দেবে, নতুবা আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করবো।" তাই সে তার চুলের বিনুনি থেকে তা বের করে আনে। আমরা চিঠিটি আল্লাহর নবীর (সাঃ) কাছে নিয়ে আসি। সেই চিঠিতে হাতিব বিন আল বালতার এক বিবৃতি ছিল, যাতে সে আল্লাহর নবীর (সাঃ) উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু খবর মক্কার কিছু পৌত্তলিকদের অবহিত করিয়েছিল।

অতঃপর আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেন, "হে হাতিব! এটা কী?"
হাতিব জবাবে বলে, "হে আল্লাহর নবী (সাঃ)! তাড়াহুড়া করে আপনি আমার সম্পর্কে রায় দেবেন না। আমি কুরাইশদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলাম, কিন্তু আমি এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত কোন লোক নই। অন্যদিকে, আপনার অন্যান্য মুহাজিরদের আত্মীয়-স্বজনরা যারা মক্কায় অবস্থান করছে, তারা তাদের ওপর নির্ভরশীল লোকজনদের জীবন ও সম্পদ হয়তো রক্ষা করতে পারবে। তাদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক না থাকার কারণে আমি তাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছি, যাতে তারা তার প্রতিদান স্বরূপ আমার প্রতি নির্ভরশীল লোকদের রক্ষা করতে পারে। আমি আমার কোন অবিশ্বাস, ধর্মত্যাগ, কিংবা কুফরিকে (অবিশ্বাস) ইসলামের চেয়ে বেশী পছন্দ করার কারণে এটি করি নাই।"

আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেন, "হাতিব তোমাদের সত্য বলেছে।"
উমর বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমাকে এই ভণ্ডের কল্লা কেটে ফেলার অনুমতি দিন।" আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেন, "হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আর কে জানে, আল্লাহ হয়তো ইতিমধ্যেই বদর যোদ্ধাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেছে; অতঃপর বলেন, 'তোমার যা পছন্দ হয় তাই করো, কারণ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'"

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, আল তাবারী ও ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, হাতিব বিন আবু বালতা নামের মুহাম্মদের এই অনুসারী তাঁর জীবন বাজী রেখে মক্কার কুরাইশদের রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। আর কেন তিনি তা করেছিলেন তাও আদি উৎসের বর্ণনায় সুস্পষ্ট।

কে এই হাতিব বিন আবু বালতা?

হাতিব বিন আবু বালতা (৫৮৬-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন মুহাম্মদের সেই বিশেষ অনুসারী, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ও এই যুদ্ধে তিনি বানু আসাদ বিন আবদ উজ্জা গোত্রের আল হারিথ বিন আইধ বিন আসাদ-কে বন্দী করেন। মক্কায় তিনি ছিলেন সা'দ নামের এক কুরাইশের তত্ত্বাবধানে (mawla) থাকা এক ব্যক্তি। [17]

হাতিব বিন আবু বালতা ছিলেন মুহাম্মদের সেই বিশেষ অনুসারী, যাকে মুহাম্মদ হিজরি ৭ সালে তাঁর এক চিঠি মারফত আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা আল-মুকাওকিসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন (পর্ব: ১৬১)। হাতিব তার কাছে মুহাম্মদের চিঠিটি হস্তান্তর করেন; আর আল-মুকাওকিস মুহাম্মদ-কে প্রদান করেন মারিয়া আল-কিবতিয়া ও তার ভগ্নি শিরিন নামের দুই ক্রীতদাসী, মাবুর নামের এক দাস, দুলদুল নামের এক মাদী খচ্চর, ইয়াফুর নামের এক গাধা ও কয়েক সেট পরিধান সামগ্রী (পর্ব-১০৮)। অসামান্য সুন্দরী মারিয়া আল-কিবতিয়া কে মুহাম্মদ যৌন-দাসী রূপে তাঁর নিজের জন্য রাখেন, আর শিরিন-কে তিনি দান করেন তাঁর প্রিয় অনুসারী হাসান বিন থাবিত-কে (পর্ব-১০৭)।

>>> মক্কাবাসী কুরাইশদের প্রায় সকলেই ছিলেন "মুহাম্মদের প্ররোচনায়" মদিনায় হিজরতকারী (তাঁদেরকে কেউ তাড়িয়ে দেয় নাই) আদি মক্কাবাসী মুহাম্মদ অনুসারীদের ('মুহাজির') কারও না কারো একান্ত নিকট-আত্মীয়, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী, কিংবা বন্ধু-বান্ধব। মুহাম্মদের এবারের আক্রমণ তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের এইসব নিকট জনদের বিরুদ্ধে। "বদর যুদ্ধের" মতই মুহাম্মদের নির্দেশে এবারো তাঁদের হত্যা করতে হবে তাঁদের এই একান্ত নিকট-আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের! মুহাম্মদ তাঁর শত প্রলোভন, হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শনের পরেও যে তিনি তাঁর সকল অনুসারীকে "অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে" মানুষ রূপী দানবে রূপান্তরিত করতে পারেন নাই, ইসলামের ইতিহাসের হাতিব বিন আবু বালতার উপাখ্যান তারই এক উদাহরণ।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The Narratives of Muhammad Ibn Ishaq:

‘The apostle ordered preparations to be made for a foray and Abu Bakr came in to see his daughter 'A'isha as she was moving some of the apostle's equipment. He asked if the apostle had ordered her to get things ready, and she said that he had, and that her father had better get ready also. She told him that she did not know where the troops were going. Later the apostle informed the men that he was going to Mecca and ordered them to make

careful preparations. He said 'O God, take eyes and ears (i.e. reports from travellers and others who have seen the Muslims assembling.) from Quraysh so that we may take them by surprise in their land,' and the men got themselves ready. ---

Muhammad b. Ja'far b.al-Zubayr from 'Urwa b.al-Zubayr and another of our traditionists said that when the apostle decided to go to Mecca Hatib b. Abu Balta'a wrote a letter to Quraysh telling them that the apostle intended to come at them. He gave it to a woman whom Muhammad b. Ja'far alleged was from Muzayana while my other informant said she was Sara, a freed woman of one of the B.'Abdu'l-Muttalib. He paid her some money to carry it to Quraysh. She put the letter on her head and then plaited her locks over it and went off. The apostle received news from heaven of Hatib's action and sent 'Ali and al-Zubayr b. al-'Awwam with instructions to go after her. They overtook her in al-Khulayqa of B. Abu Ahmad. They made her dismount and searched her baggage but found nothing. 'Ali swore that the apostle could not be mistaken nor could they, and that if she did not produce the letter they would strip her. When she saw that he was in earnest she told him to turn aside, and then she let down her locks and drew out the letter and gave it to him and he took it to the apostle.

The apostle summoned Hatib and asked him what induced him to act thus. He replied that he believed in God and His apostle and had never ceased to do so, but that he was not a man of standing

among Quraysh and he had a son and a family there and that he had to deal prudently with them for their sakes.'Umar wanted to cut off his head as a hypocrite but the apostle said, 'How do you know,' 'Umar; perhaps God looked favourably on those who were at Badr and said, "Do as you please, for I have forgiven you." Then God sent down concerning Hatib: 'O you who believe, choose not My enemies and yours as friends so as to show them kindness' as far as the words' You have a good example in Abraham and those with him when they said to their people: We are quit of you and what you worship beside God; we renounce you and between us and you enmity and hatred will ever endure until you belive in God alone.' (Sura 60 1-4)

Al-Waqidi added:

'Mūsā b. Muḥammad b. Ibrāhīm related to me from his father, who said: Ḥāṭib wrote to three people. Ṣafwān b. Umayya, Suhayl b. ʿAmr, and ʿIkrima b. Abī Jahl, saying,

"Indeed the Messenger of God has called the people to attack. I do not see him desire other than you. I wish that this letter of mine will be of help to you."

He gave the document to a woman named Kanūd, from Muzayna of the people of ʿArj. He offered her a dinar provided the document reached. He said, "Hide whatever you can, and do not take the road for indeed it is being watched." She did not take the pass, but travelled left of Maḥajja in the cracks until she came to

the road in al-ʿAqīq. ʿUtba b. Jabīra related to me from al-Ḥuṣayn b. ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAmr b. Saʿd, who said: Her name was Sāra; he gave her ten dinars.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[12] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৪৪- ৫৪৫

[13] আল-তাবারী: ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮

[14] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৯৬-৭৯৯; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৯২- ৩৯৩

[15] Ibid আল তাবারী; নোট নম্বর ৬৯৪: "যদি 'আল-হুলাইয়েফা' পাঠটি সঠিক হয় (আর এটি যদি হয় সেই স্থান, যা 'ধু আল-হুলাইয়েফা' নামে সুপরিচিত), তবে মহিলাটি-কে পাকড়াও করা হয়েছিল মদিনা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরবর্তী এক স্থানে। ইবনে হিশামের পাঠ্য মতে স্থানটি ছিল 'আল-খুলাইয়েকা', যা মদিনা থেকে ১২ মাইল দূরবর্তী একটি জায়গা। স্থানটির সনাক্তকরণ করা হয়েছে "বানু আবু আহমদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত" এলাকা হিসাবে, যা উভয় স্থানটির অবস্থানকেই সন্দিহান করে।"

[16] অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারী: ভলুম নম্বর ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ২৫১: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-52/Hadith-251/

[17] Ibid আল-ওয়াকিদি: প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪০ ও ১৫৪; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৭১ ও ৭৮।

১৯০: মক্কা বিজয়-৪: আল আব্বাস ও আবু সুফিয়ানের বীরত্ব!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত চৌষট্টি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

"হে কুরাইশগণ! আল্লাহর দোহাই, মুহাম্মদ ও তার সহচরদের সাথে যুদ্ধ করা অর্থহীন। যদি তোমরা তাদেরকে আক্রমণ করো, তোমরা সর্বদায় বিতৃষ্ণ চোখে প্রত্যেকেই প্রত্যেক সহচরদের দিকে তাকিয়ে দেখবে যে তোমারই এক সহচর খুন করেছে তোমারই কোন চাচাতো ভাইকে, কিংবা মামাতো ভাইকে বা আত্মীয়-স্বজনকে। সুতরাং ফিরে চলো এবং মুহাম্মদকে বাঁকি আরবদের হাতে ছেড়ে দাও!"

ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ (বদর যুদ্ধ) শুরু হওয়ার পূর্বে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত সকল কুরাইশদের উদ্দেশ্যে ওপরে বর্ণিত এই আহ্বানটি ছিল আবু সুফিয়ান পত্নী হিন্দ বিনতে ওতবার পিতা, বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা ওতবা বিন রাবিয়ার (৫৬৭ সাল-৬২৪ সাল)। এই যুদ্ধে আবুল হাকাম (আবু জেহেল) ব্যতীত প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় কুরাইশ নেতৃবর্গ কী কারণে অনিচ্ছুক ছিলেন, তা ওতবা বিন রাবিয়ার এই উক্তিটি-তে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বদর যুদ্ধে (মার্চ, ৬২৪ সাল) এই কুরাইশ নেতা, তাঁর ভাই সেইবা বিন রাবিয়া ও ছেলে আল-ওয়ালিদ বিন ওতবা-কে মুহাম্মদ অনুসারীরা কী অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করেছিলেন, তার বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ৩১-৩২)।

অমানুষিক নৃশংসতায় নিজেদেরই একান্ত প্রিয়জনদের সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ছয়-বছর পর, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর বিশাল সংখ্যক অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে আবারও এসেছেন তাঁর ও তাঁর আদি মক্কাবাসী অনুসারীদের একান্ত নিজস্ব অবিশ্বাসী পরিবার-পরিজন, নিকটা-আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের হত্যা করতে। মিথ্যা অজুহাতে আগ্রাসন ও শক্তি প্রয়োগে নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রয়োজনে (পর্ব: ১৮৭)!

ইসলামের ইতিহাসের এমনই এক প্রেক্ষাপটে, কুরাইশদের রক্ষার প্রচেষ্টায় হাতিব বিন আবু বালতা নামের মুহাম্মদের এক আদি মক্কা-বাসী অনুসারী মর্মবেদনায় কীভাবে তাঁর জীবন বাজী রেখে কুরাইশদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন ও তার সেই প্রচেষ্টা কীরূপে ব্যর্থ হয়েছিল, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। এমত পরিস্থিতিতে, মুহাম্মদের আর এক আদি মক্কাবাসী মুহাম্মদ অনুসারী ও একান্ত নিকটাত্মীয়, একই মর্মবেদনায় কুরাইশদের নিরাপত্তার কথা ভেবে, মুহাম্মদের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে তাঁদের সাহায্যের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল-তাবারীর) বর্ণনার পুনরারম্ভ – কবিতা পঙক্তি পরিহার:

(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ) [18] [19] [20]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৮৯) পর:

'মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল-যুহরী <উবায়েদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসুদ হইতে <আবদুল্লাহ বিন আব্বাস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন:

অতঃপর আল্লাহর নবী আবু রুহম কুলতুম বিন হুসায়েন বিন উতবা বিন খালাফ বিন গিফারি-কে মদিনার দায়িত্বে রেখে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। তিনি যাত্রা শুরু করেন রমজান মাসের ১০ তারিখে (আল ওয়াকিদি: 'বুধবার, আছর নামাজের পর)। তিনি ও তাঁর সেনাদলের লোকেরা রোজা পালন করেন এবং উসফান ও আমাজের মধ্যবর্তী আল-কুদায়েদ নামক স্থানে এসে রোজা ভঙ্গ করেন। তিনি মার আল-যাহরান নামক স্থানটিতে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখেন, তাঁর সঙ্গে ছিল ১০,০০০ জন মুসলমান। সুলায়েম গোত্রের লোকদের সংখ্যা ছিল ৭০০জন, কিছু লোক বলে যে তাদের সংখ্যা ছিল ১০০০; মুযায়েনা গোত্রের লোকদের সংখ্যা ছিল ১০০০ জন মুসলমান। তাঁর সঙ্গে ছিল প্রত্যেক গোত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ও মুসলমান। [21]

মুহাজির ও আনসাররা এক-জোট হয়ে যাত্রা শুরু করে; কেউই পিছনে পড়ে থাকে না। (আল ওয়াকিদি: 'মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল সাত শত ও তাদের সঙ্গে অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়ার সংখ্যা ছিল তিন শত; আর আনসারদের সংখ্যা ছিল চার হাজার ও তাদের সাথে অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়ার সংখ্যা ছিল পাঁচ শত')। আল্লাহর নবী মার আল-যাহরান নামক স্থানে এসে পৌঁছেন কিন্তু কুরাইশরা তাঁর এই বিষয়টি সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তারা তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। ঐ রাত্রিতে আবু সুফিয়ান বিন হারব, হাকিম বিন হিযাম ও বুদায়েল বিন ওয়ারাকা চাক্ষুষ দেখা ও শোনার মাধ্যমে খবর অনুসন্ধানের জন্য বের হয়েছিল; আর পথিমধ্যে আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাত করেছিল আল আব্বাস। যখন আল্লাহর নাবী 'মার আল-যাহরান' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন, আব্বাস বলে: [22]

"হায়রে, কুরাইশ! তারা আল্লাহর নবীর কাছে এসে তাদের নিরাপত্তা ভিক্ষা করার আগেই যদি তিনি জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেন, তবে কুরাইশরা চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

আমি আল্লাহর নবীর সাদা খচ্চরের ওপর (আল ওয়াকিদি: 'যার নাম ছিল দুলদুল') উঠে বসি ও তাতে চড়ে বাহিরে বের হয়ে 'আরাক-বৃক্ষরাজি (Arak-tree valley)' স্থানটিতে এসে পৌঁছই, এই চিন্তায় যে আমি হয়তো সেখানে কোন কাঠুরিয়া, কিংবা দুধ-বিক্রেতা-গোয়ালা, কিংবা এমন কাউকে খুঁজে পেতে পারি, যে মক্কায় গিয়ে আল্লাহর নবীর অবস্থান সম্বন্ধে তাদের খবর দিতে পারে; যাতে আল্লাহর নবী তাদের শহরে হামলার মাধ্যমে প্রবেশ করার আগেই তারা বাহিরে বের হয়ে এসে তাঁর কাছে তাদের নিরাপত্তার আর্জি করতে পারে। আমি যখন এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলাম, হঠাৎ আমি আবু সুফিয়ান (তাবারী: 'ও হাকিম বিন হিযাম') ও বুদায়েলের কথোপকথনের শব্দ শুনতে পাই। [23]

আবু সুফিয়ান বলছিল, "আমি এর আগে এমন জ্বালানো আগুন ও এরকম শিবির কখনও দেখি নাই।" বুদায়েল বলছিল, "আল্লাহর কসম, এগুলো হলো খোজা গোত্রের লোকদের জ্বালানো আগুন, যা তারা যুদ্ধের উত্তেজনায় জ্বালিয়েছে।" আবু সুফিয়ান বলছিল, "খোজারা এতোই দরিদ্র যে তাদের অল্প সংখ্যকেরই এমন আগুন জ্বালানো ও শিবির স্থাপনের সামর্থ্য আছে।" আমি তার কণ্ঠ চিনতে পারি ও তাকে ডাকি, আর সেও আমার কণ্ঠ চিনতে পারে। আমি তাকে বলি যে আল্লাহর নবী তাঁর সেনাদলের সঙ্গে এখানে অবস্থান করছেন। আমি তার ও কুরাইশদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করি:

"যদি তিনি তোমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি তোমার শিরশ্ছেদ করবেন। সুতরাং এই খচ্চরের পেছনে চড়ে বসো, যাতে আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি ও তাঁর কাছে তোমাদের সুরক্ষার আবেদন করতে পারি।"

তাই সে আমার পিছনে আরোহণ করে ও তার দুই সঙ্গী প্রত্যাবর্তন করে। যখনই আমরা কোন মুসলমানদের জ্বালানো আগুনের স্থানটি অতিক্রম করতাম, তখনই আমাদের চ্যালেঞ্জ জানানো হতো। আর যখনই তারা আমাকে আল্লাহর নবীর খচ্চরটির ওপর সওয়ার হওয়া অবস্থায় দেখত, তখনই তারা বলতো যে এ হলো

আল্লাহর নবীর চাচা যে তাঁর খচ্চরের ওপর সওয়ার হয়েছে, যতক্ষণে না আমি উমরের জ্বালানো আগুনের স্থানটি অতিক্রম করি। সে আমাকে চ্যালেঞ্জ করে, উঠে দাঁড়ায় ও আমার কাছে আসে।

অতঃপর যখন সে আবু সুফিয়ান-কে জন্তুটির পিছনে সওয়ার হওয়া অবস্থায় দেখে, তখন সে চিৎকার করে বলে, "আবু সুফিয়ান, আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, কারণ সে তোমাকে কোনরূপ চুক্তি কিংবা ঘোষণা ছাড়াই প্রদান করছে।" তারপর, সে দৌড়ে আল্লাহর নবীর কাছে রওনা হয়, আর আমিও খচ্চরটিকে দ্রুত গতিতে ছোটানো শুরু করি। একটি ধীর জন্তু ধীর মানুষকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দূরত্বের ব্যবধানে খচ্চরটি জিতে যায়। আমি (আল তাবারী: 'লাফ দিয়ে') নেমে আসি ও আল্লাহর নবীর কাছে যাই। আর উমরও একই বাক্যগুলো চিৎকার করে বলতে বলতে সেখানে আসে; সঙ্গে যোগ করে, "আমাকে তার কল্লা কাটার অনুমতি দিন।"

আমি আল্লাহর নবী-কে বলি যে, আমি তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। অতঃপর আমি তাঁর পাশে বসে পড়ি ও তাঁর মাথাটি আঁকড়ে ধরে বলি, "আল্লাহর কসম, এই রাতে আমার বিনা উপস্থিতিতে তাঁর সাথে কেউ গোপনে কথা বলবে না।" আর উমর যখন তার তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে যেতে থাকে, আমি বলি, "ধীরে। উমর! যদি সে বানু আদি বিন কা'ব গোত্রের [উমরের গোত্র] কেউ একজন হতো, তবে তুমি হয়তো এ কথা বলতে পারতে না; কিন্তু তুমি জানো যে সে বানু আবদে মানাফ গোত্রের [মুহাম্মদ ও আল আব্বাসের গোত্র] এক লোক।"

সে জবাবে বলে, "শান্ত হও, আব্বাস! আল্লাহর কসম, যেদিন থেকে তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো, সেদিন থেকে আমার কাছে তোমার ইসলাম আল খাত্তাবের [আল তাবারী: 'পিতার'] ইসলামের চেয়েও বেশী প্রিয়, যদি সে তা গ্রহণ করতো। যে বিষয়টি আমি নিশ্চিতরূপে জানি তা হলো, আল্লাহর নবীর কাছে তোমার ইসলাম

গ্রহণ আমার পিতার ইসলাম গ্রহণের চেয়েও বেশী প্রিয় হতো, যদি সে তা গ্রহণ করতো।"

আল্লাহর নবী আমাকে বলেন যে আমি যেন তাকে আমার তাঁবুতে নিয়ে যাই ও পরদিন সকালে তাকে নিয়ে আসি। সে আমার সাথে রাত্রি যাপন করে ও আমি অতি প্রত্যুষে তাকে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসি। যখন তিনি তাকে দেখেন, বলেন:

*"এখনই কি সময় নয় যে তুমি স্বীকার করে নেবে যে **আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই?"*** সে জবাবে বলে, "তুমি আমার কাছে পিতা-মাতার চেয়েও অধিক প্রিয়। তোমার সহানুভূতি, সম্মান ও করুণা অতি মহান! আল্লাহর কসম, আমি ভেবেছিলেম যে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য থাকতো, তবে সে হয়তো আমাকে সাহায্য করা অব্যাহত রাখতো।"

তিনি বলেন, *"আফসোস, আবু সুফিয়ান! এখনই কি সময় নয় যে তুমি স্বীকার করে নেবে যে **আমি আল্লাহর রাসুল?"*** সে জবাবে বলে, "সেই বিষয়টিতে এখনও আমার কিছুটা সন্দেহ আছে।"

আমি তাকে বলি,
"তোমার গর্দান হারানোর আগে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করো, আর সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই ও মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল।" সুতরাং, সে তাই করে।

আমি আল্লাহর নবীকে নির্দিষ্ট করে বলি যে আবু সুফিয়ান হলো এমনই এক লোক যে পছন্দ করে এমন কিছু পেতে, যা তাকে গৌরবান্বিত করে। অতঃপর, আমি তাঁকে তার জন্য কিছু একটা করার অনুরোধ করি। তিনি ঘোষণা করেন, "ঐ ব্যক্তিরা নিরাপদ যারা:

[১] আবু সুফিয়ানের বাড়ীর ভিতরে আশ্রয় নেবে,

[২] যারা তাদের নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, আর

[৩] যারা আশ্রয় নেবে কাবা ঘরের ভিতরে।"

তার ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহর নবী আমাকে বলেন যে, আমি যেন পাহাড়টির বাইরের দিকে বের হয়ে থাকা উপত্যকার সংকীর্ণ অংশটিতে তাকে আটক করে রাখি; যাতে সে আল্লাহর সৈন্যবাহিনী অতিক্রম করার দৃশ্যটি দেখতে পায়। তাই আমি প্রস্থান করি ও আল্লাহর নবী তাকে যেখানে আটকে রাখার আদেশ করেছিলেন তা পালন করি। বিভিন্ন গোত্রের সশস্ত্র সৈন্যরা তাদের পতাকাগুলো হাতে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে, আর সে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে তারা কারা। যখন আমি তাকে বলি যে তারা সুলায়েম গোত্রের লোক; তখন সে বলে, "সুলায়েমের সাথে আমার কী সম্পর্ক?" একইভাবে মুযায়েনা ও অন্যান্য সকল গোত্রের লোকেরা তাকে অতিক্রম করে, সে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ও আমার জবাবে একইরূপ মন্তব্য করে। পরিশেষে অতিক্রম করে আল্লাহর নবীর সবুজাভ-কালো বর্ণের [বর্ম পরিহিত] সশস্ত্র সৈন্যরা, যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল মুহাজির ও আনসাররা; বর্মের কারণে শুধু তাদের চোখগুলো দেখা যাচ্ছিল। সে বলে, "আব্বাস, এরা কারা?" যখন আমি তাকে তাদের পরিচয় জানাই, সে বলে, কেউই তাদের প্রতিহত করতে পারবে না। "হে আবু ফাদল [আল আব্বাস], আল্লাহর কসম, তোমার ভাইয়ের ছেলের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।" আমি তাকে বলি, এটা এই কারণে যে সে একজন নবী। সে বলে যে সেই ক্ষেত্রে এর বিপক্ষে তার কিছুই বলার নাই। [24]

আমি তাকে অতি দ্রুত তার লোকদের কাছে যেতে বলি। সে তাদের কাছে ফিরে এসে তার গলার সবটুকু শক্তি দয়ে চিৎকার করে বলে:

“হে কুরাইশরা, মুহাম্মদ তোমাদের কাছে এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছে, যাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহের ভিতরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ।"

হিন্দ বিনতে উতবা [আবু সুফিয়ানের স্ত্রী] তার কাছে যায় ও তার গোঁফ পাকড়ে ধরে চিৎকার করে বলে, “এই মোটা চর্বিযুক্ত অকর্মা লোকটিকে হত্যা করো! জনগণের কি পচা রক্ষকই না সে!”

সে [আবু সুফিয়ান] বলে, “ধিক তোমাকে! এই মহিলার কথায় বিভ্রান্ত হইয়ো না; কারণ যা তোমাদের ওপর এসেছে, তা তোমরা প্রতিহত করতে পারবে না। যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ।” তারা বলে, “আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুক! তোমার বাড়ি আমাদের কি কাজে আসবে?” (অর্থাৎ, সেখানে সকলের জায়গা হবে না।) সে যোগ করে: "যারা তাদের নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে ও যারা কাবা ঘরের ভিতর আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ।"

অতঃপর, লোকেরা চতুর্দিকে তাদের বাড়িঘর ও কাবা ঘরের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়ে।'

আল ওয়াকিদির উদ্ধৃতি সাপেক্ষে আল তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা: [25]

'আল ওয়াকিদির বর্ণনা মতে: যখন আল্লাহর নবী মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিছু লোক বলে যে তাঁর গন্তব্য-স্থল হলো কুরাইশ গোত্র, কিছু লোক বলে যে তাঁর গন্তব্য হলো হাওয়াযিন গোত্র ও কিছু লোক বলে যে তাঁর গন্তব্য-স্থল হলো থাকিফ গোত্র। তিনি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে তাঁর লোকদের প্রেরণ করেন, কিন্তু তারা তাঁর সাথে যোগদানে ইতস্তত করে। তিনি তাদের কাউকেই নেতৃত্বে দান করেন না ও ব্যানারও প্রদর্শন করেন না। অতঃপর, যখন তিনি কুদায়েদ নামক স্থানে এসে পৌঁছেন, বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা তাদের ঘোড়া ও সকল যুদ্ধোপকরণ সহ তাঁর সাথে যোগদান করে। ইউয়েনা (বিন হিসন) তার একদল সঙ্গীসহ আল-আরয

নামক স্থানে এসে আল্লাহর নবীর সাথে যোগদান করেন। আল-আকরা বিন হাবিছ তাঁর সাথে যোগদান করে আল-সুকিয়া (al-Suqya) নামক স্থানে। [26]

ইউয়েনা বলে, "হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর কসম, আমি না দেখছি যুদ্ধ-যাত্রার কোনও সরঞ্জাম কিংবা পবিত্র-তীর্থযাত্রার কোন প্রস্তুতি। হে আল্লাহর নবী, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" আল্লাহর নবী বলেন, "সেখানেই যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা।" আল্লাহর নবী হুকুম জারী করেন যে খবরাখবর-গুলো যেন অস্পষ্ট রাখা হয়। তিনি মার আল-যাহরান নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন। আল আব্বাস সুকিয়া নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়, আর মাখরামা বিন নওফল এসে তাঁর সাথে মিলিত হয় নিক আল-উকাব নামক স্থানে। মার আল-যাহরানে শিবির স্থাপন অবস্থায় হাকিম বিন হিযামের সাথে আবু সুফিয়ান বিন হারব তাঁর কাছে আসে।'
- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

আল ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা: [27]
অন্য এক উৎসের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে আল-ওয়াকিদির আর এক বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার:

আল আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব যখন মুহাম্মদের 'মার আল-যাহরান' শিবির থেকে বের হয়ে ‘আল-আরাক নামক’ স্থানে এসে আবু সুফিয়ান বিন হারব, হাকিম বিন হিযাম ও বুদায়েল বিন ওয়ারাকার সন্ধান পান, তিনি তাদের-কে মুহাম্মদের আগমনের সংবাদ ও সেই মুহূর্তে মুহাম্মদের মতবাদে দীক্ষিত না হওয়ার “ভয়াবহ পরিণতির” কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অতঃপর তিনি "তাঁদের তিন জনকেই" সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদের শিবিরে ফিরে আসেন। সেখানে পৌছার পর মুহাম্মদ এই তিন জনকেই "এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁকে আল্লাহর নবী হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার আহ্বান জানান ('শাহাদা')।" হাকিম বিন হিযাম ও বুদায়েল বিন ওয়ারাকা তা স্বীকার করে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর আবু সুফিয়ান: *“এক আল্লাহ-কে*

স্বীকার করে নেন, কিন্তু তিনি মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন।"

অতঃপর মুহাম্মদ তাদের-কে আব্বাসের শিবিরে রাত্রি যাপনের অনুমতি দেন। আল আব্বাস তাদের-কে নিয়ে তার শিবিরে ফিরে আসেন। পরদিন সকালে সমস্ত শিবির ব্যাপী যখন একযোগে ফজরের নামাজের "আজানের শব্দ" ধ্বনিত হয়, সেই শব্দে আবু সুফিয়ান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি আব্বাসের কাছে এই শব্দের কারণ জানতে চান। অতঃপর, আল আব্বাসের কাছে 'নামাজের খবর' জানার পর আবু সুফিয়ান "মুহাম্মদ-কে আল্লাহর নবী হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হোন!"

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [28]

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা অত্যন্ত যৎসামান্য। তিনি তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন: আবু সুফিয়ান, হাকিম বিন হিযাম ও বুদায়েল বিন ওয়ারাকা-কে মুহাম্মদের কাছে ধরে নিয়ে এসেছিলেন "মুহাম্মদের পাহারাদার সৈন্যরা।" আর তাঁদের-কে ধরার প্রাক্কালে ও মুহাম্মদের কাছে ধরে নিয়ে আসার পর কী ঘটনাটি ঘটেছিল ও কী কারণে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সে ব্যাপারে কোন উল্লেখই তিনি করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁর বর্ণনা মাত্র দেড় লাইন; আর তা হলো: *"আল্লাহর নবীর কিছু পাহারাদার সৈন্যরা তাদের-কে দেখে ফেলে ও তাদের-কে ধরে নিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে আসে। আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে।"--*

সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৭৭:

'হিশামের পিতা হইতে বর্ণিত: যখন আল্লাহর নবী (মক্কা) বিজয়ের বছরটিতে (মক্কার উদ্দেশ্যে) যাত্রা শুরু করেন, আর এই খবরটি (কুরাইশ কাফেররা) জানতে পারে, আবু সুফিয়ান, হাকিম বিন হিযাম ও বুদায়েল বিন ওয়ারাকা আল্লাহর নবীর বিষয়ে

খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহিরে বের হয়ে আসে। তারা (মক্কার নিকটবর্তী) মার আল-যাহরান নামক স্থানে আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখে। দেখ, দেখ! সেখানে তারা বহু জ্বালানো আগুন দেখতে পায়, যেন তা ছিল আরাফাতের আগুন। আবু সুফিয়ান বলে, "এটি কী? এটি দেখতে আরাফাতে জ্বালানো আগুন সাদৃশ্য।" বুদায়েল বিন ওয়ারাকা বলে, "বানু আমর গোত্রের লোক সংখ্যা এর চেয়ে অল্প।" আল্লাহর নবীর কিছু পাহারাদার তাদের-কে দেখে ফেলে ও তাদের-কে ধরে নিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে আসে। আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে।

যখন আল্লাহর নবী পুনরায় যাত্রা শুরু করে, তিনি আল-আব্বাস-কে বলেন, "আবু সুফিয়ান-কে পাহাড়ের চুড়ার ওপর দণ্ডায়মান রেখো, যাতে সে মুসলমানদের দেখতে পায়। তাই আল-আব্বাস তাকে (সেই স্থানে) দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখে, আর আল্লাহর নবীর সঙ্গে যোগদানকারী বিভিন্ন গোত্রের সেনাদল সারিবদ্ধভাবে আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা শুরু করে। যখন একটি দল অতিক্রম করে, আবু সুফিয়ান বলে, "এই আব্বাস, এরা কারা?" আব্বাস বলে, "তারা (বানু) গিফার গোত্রে।" আবু সুফিয়ান বলে, "গিফারদের সাথে আমার কোনই কারবার নেই।" অতঃপর জুহায়েনা (গোত্রের একদল) অতিক্রম করে, আর সে পূর্বের মতই একইরূপ প্রশ্ন করে। অতঃপর সাদ বিন হুযায়েম (গোত্রের একদল) অতিক্রম করে, আর সে পূর্বের মতই একইরূপ প্রশ্ন করে। অতঃপর (বানু) সুলায়েম (গোত্রের একদল) অতিক্রম করে, আর সে পূর্বের মতই একইরূপ প্রশ্ন করে। অতঃপর এমন একটি দল আসে, যে দলের মত অন্য কোন দল আবু সুফিয়ান পূর্বে দেখে নাই। সে বলে, "এরা কারা?" আব্বাস বলে, "এরা হলো আনসাররা, যাদের সম্মুখে পতাকা হাতে আছে তাদের নেতা সাদ বিন উবাদা।"

সাদ বিন উবাদা বলে, "হে আবু সুফিয়ান! আজ মহান যুদ্ধের দিন ও আজ কাবা হবে আমাদের আওতাধীন (যা ছিল নিষিদ্ধ)।" আবু সুফিয়ান বলে, "হে আব্বাস! ধ্বংসের এই দিনটি কতই না চমৎকার!"

অতঃপর (যোদ্ধাদের) আর একটি দল আসে, যারা ছিল অন্যান্য দলের চেয়ে সবচেয়ে ছোট, আর তাতে ছিল আল্লাহর নবী ও তার সঙ্গীরা; আর আল্লাহর নবীর পতাকাটি বহন করছিল আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম। যখন আল্লাহর নবী আবু সুফিয়ান-কে অতিক্রম করে, পরের জন (আল্লাহর নবীকে) বলে, "তুমি কী জানো, সাদ বিন উবাদা কী বলেছে?" আল্লাহর নবী বলেন, "সে কী বলেছে?" আবু সুফিয়ান বলে, "সে বলেছে এই-সেই।" আল্লাহর নবী বলেন, "সাদ মিথ্যা বলেছে। তবে আজ আল্লাহ কা'বা-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন ও তা (কাপড়ের) আবরণে আচ্ছাদিত হবে।"---- (অনুবাদ: লেখক।)

>>> মার আল যাহরান নামক স্থানে অবস্থানকালে মুহাম্মদের চাচা আল আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব তাঁর বিবেকের তাড়নায় মুহাম্মদের শিবির থেকে বের হয়ে এসে আবু সুফিয়ান বিন হারব ও হাকিম বিন হিযাম ও বুদায়েল বিন ওয়ারাকার সাক্ষাৎ করার পর তাঁদের-কে সেখানের বাস্তব পরিস্থিতি ও ইসলামে দীক্ষিত না হওয়ার "ভয়াবহ পরিণতির" কথা স্মরণ করিয়ে দেবার পর শুধু আবু সুফিয়ানকেই মুহাম্মদের কাছে ধরে নিয়ে আসুন, কিংবা তাঁদের তিনজনকেই; অতঃপর "আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ" তাঁর নিজের কল্লা বাঁচানোর জন্যই হোক (ইবনে ইশাক, আল তাবারী ও আল ওয়াকিদির বর্ণনা), কিংবা তা হোক 'আজানের শব্দ ও নামাজের মহাত্ব' শোনার পর মুগ্ধ হয়ে (আল ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণন), কিংবা হোক না তা কোন কারণ ছাড়াই (ইমাম বুখারীর বর্ণনা); ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো:

"আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মুহাম্মদের সেনা শিবিরে! তাঁকে ধরে নিয়ে আসার পর সেখানে অবস্থানকালে; তরবারির মুখে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও ভীতিকর পরিস্থিতিতে!"

আদি উৎসের এই সকল বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, আল আব্বাস কুরাইশদের আশু ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে, হাতিব বিন আবু বালতার মতই মুহাম্মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে, কুরাইশদের রক্ষার প্রচেষ্টায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আর আল আব্বাসের পরামর্শে আবু সুফিয়ান তাঁর নিজের জীবন বাজী রেখে স্ব-ইচ্ছায় মুহাম্মদের শিবিরে গমন করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আর তা হলো: "মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে কুরাইশদের রক্ষা করা! অন্য কিছুই নয়!"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনার অতিরিক্ত বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি।]

The Narratives of Muhammad Ibn Ishaq:

Muhammad b. Muslim b. Shihab al-Zuhri from 'Ubaydullah b.'Abdullah b.'Utba b. Mas'ud from 'Abdullah b.'Abbas told me: Then the apostle went on his journey and put over Medina Abu Ruhm Kulthum b. Husayn b. 'Utba b. Khalaf al-Ghifari. He went out on the10th of Ramadan and he and the army fasted until when he reached al-Kudayd between 'Usfan and Amaj he broke his fast. He went on until he came to Mar al-Zahran with 10,000 Muslims; Sulaym numbered 700 and some say 1,000; and Muzayna 1,000 Muslims; and in every tribe there was a considerable number and Islam. The Muhajirs and Helpers went as one man; not one stayed behind. When the apostle had reached Marr al-Zahran Quraysh

were completely ignorant of the fact and did not even know what he was doing. On those nights Abu Sufyan b. Harb and Hakim b Hizam and Budayl b. Warqa' went out searching for news by eye or ear when al-'Abbas had met the apostle in the way.

---When the apostle camped at Marr al-Zahran Abbas said, 'Alas, Quraysh. if the apostle enters Mecca by force before they come and ask for protection that will be the end of Quarysh for ever.' I sat upon the apostle's white mule and went out on it until came to the arak trees, thinking that I might find some woodcutters or milkers or someone who could go to Mecca and tell them where the apostle was so that they could come out and ask for safety before he entered the town by assault. As I was going along with this intent suddenly I heard the sound of Abu Sufyan (T. and Hakim b. Hazam) and Budayl talking together. Abu Sufyan was saying, I have never seen such fires and such a camp before.' Budayl was saying, 'These, by God, are (the fires of) Khuza 'a which war has kindled.' Abu Sufyan was saying, 'Khuza'a are to poor and few to have fires and camps like these.' I recognized his voice and called to him and he recognized my voice. I told him that the apostle was here with his army and expressed concern for him and for Quaraysh: 'If he takes you he will behead you, so ride on the back of this mule so that I can take you to him and ask for you his protection.' So he rode behind me and his two companions returned.

Whenever we passed a Muslim fire we were challenged, and when they saw the apostle's mule with me riding it they said it was the prophet's uncle riding his mule until I passed by 'Umar's fire. He challenged me and got up and came to me, and when he saw Abu Sufyan on the back of the beast he cried:' Abu Sufyan.the enemy of God! Thanks be to God who has delivered you up without agreement or word.' then he ran towards the apostle and I made the mule gallop, and the mule won by the distance a slow beast will outrun a slow man. I dismounted and went in to the apostle and Umar came in saying the same words and adding, 'Let me take off his head.' I told the apostle that I had promised him my protection; then I sat by him and took hold of his head and said, 'By God, none shall talk confidentially to him this night without my being present'; and when 'Umar continued to remonstrate I said, 'Gently. 'Umar! If he had been one of the B.'Adiy b. Ka'b you would not have said this; but you know that he is one of the B. 'Abdu Manaf.' He replied, 'Gently, 'Abbas! for by God your Islam the day you accepted it was dearer to me than the Islam of al-Khattab would have been had he become a Muslim. One thing I surely know is that your Islam was dearer to the apostle than my father's would have been.' The apostle told me to take him away to my quarters and bring him back in the morning.

He stayed the night with me and I took him in to see the apostle early in the morning and when he saw him he said, 'Isn't it time

that you should recognize that there is no God but Allah?' He answered, 'You are dearer to me than father and mother. How great is your clemency, honour, and kindness! By God, I thought that had there been another God with God he would have continued to help me.' He said: 'Woe to you, Abu Sufyan, isn't it time that you recognize that I am God's apostle?' He answered, 'As to that I still have some doubt. I said to him, 'Submit and testify that there is no God but Allah and that Muhammad is the apostle of God before you lose your head,' so he did so. I pointed out to the apostle that Abu Sufyan was a man who liked to have some cause for pride and asked him to do something for him. He said, 'He who enters Abu Sufyan's house is safe, and he who locks his door is safe, and he who enters the mosque is safe.”

When he went off to go back the apostle told me to detain him in the narrow part of the wadi where the mountain projected (Lit'at the nose of the mountain) so that God's armies would pass by and he would see them; so I went and detained him where the prophet had ordered. The squadrons passed him with their standards, and he asked who they were. When I said Sulaym he would say, `What have I to do with Sulaym?" and so with Muzayana until all had passed, he asking the same question and making the same response to the reply. Finally, the apostle passed with his greenish-black squadron (799) in which were Muhajirs and Ansar whose eyes alone were visible because of their armour. He said,

`Good heavens, `Abbas, who are these?' and when I told him he said that none could withstand them. `By God, O Abu FadI, the authority of your brother`s son has become great.' I told him that it was due to his prophetic office, and he said that in that case he had nothing to say against it.

I told him to hurry to his people. When he came to them, he cried at the top of his voice: `O Quraysh, this is Muhammad who has come to you with a force you cannot resist. He who enters Abu Sufyan's house is safe.' Hind d. `Utba went up to him, and seizing his moustaches cried, `Kill this fat greasy bladdar of lard! What a rotten protector of the people!' He said, `Woe to you, don't let this woman deceive you, for you cannot resist what has come. He who enters Abu Sufyan`s house will be safe.' `God slay you,' they said, `what good will your house to be us?' (i.e. it could not provide cover for them all.) He added, `And he who shuts his door upon himself will be safe and he who enters the mosque will be safe.' Thereupon the people dispersed to their houses and the mosque.'

Al-Tabari added:

'According to al-Waqidi: When the Messenger of God set out for Mecca, some said his destination was Quraysh, some said it was Hawazin, and some said it was Thaqif. He sent to the tribes, but they hung back from him, and he appointed no one to military commands and displayed no banners. Then, when he reached Qudayd, the Banu Sulaym met him with horses and full armament.

'Uyaynah [b. Hisn] joined the Messenger of God at al-`Arj with a group of his companions. Al-Aqra' b. Habis joined him at al-Suqya. 'Uyaynah said: "Messenger of God, by God I see neither the implements of war nor preparation to enter a state of consecration. Where then are you heading, Messenger of God?" The Messenger of God said, "Where God wills." The Messenger of God ordered that the information be kept ambiguous, and he encamped at Marr al-Zahran. Al-'Abbas met him at al-Suqya, and Makhramah b. Nawfal met him at Niq al-'Uqab. When he encamped at Marr al-Zahran, Abu Sufyan b. Harb came out with Hakim b. Hizam.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[18] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৪৫-৫৪৮

[19] আল-তাবারী: ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৬৮-১৭৪

[20] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮১৬-৮২৩; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৪০২-৪০৫।

[21] Ibid আল তাবারী; নোট নম্বর ৬৯৮: "হিজরি ৮ সালের ১০ই রমজান ছিল ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।"

[22] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৯৭, পৃষ্ঠা ৭৭৩: "সে তার পরিবারের সাথে হিজরত করার প্রাক্কালে আল-জুহফা (al-Juhfa) নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে; এর আগে সে মক্কায় অবস্থান করছিল ও আল্লাহর নবীর সম্মতিতে পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতো - যা আল-যুহরী আমাকে জানিয়েছেন।"

[23] Ibid আল তাবারী, নোট নম্বর ৭১৩: "ওয়াদি আল-আরাক (আরাক বৃক্ষরাজি উপত্যকা) হলো মক্কার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা।"

[24] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - ইবনে হিশাম নোট ৭৯৯, পৃষ্ঠা ৭৭৩: "এতে অত্যধিক পরিমাণ ইস্পাত (Steel) থাকার কারণে এটিকে বলা হতো ‘সবুজাভ-কালো বর্ণ’।"

[25] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮০০-৮০৪; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৯৪-৩৯৬

26] Ibid আল তাবারী, নোট নম্বর ৭১০: “বলা হয়, আল-আকরা বিন হাবিছ ছিলেন তামিম গোত্রের সর্বপ্রথম মুসলমান।"

[27] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮১৪-৮১৬; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪০১-৪০২।

[28] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৭৭ https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-577/

১৯১: মক্কা বিজয়-৫: উম্মে হানীর আর্তনাদ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত পঁয়ষট্টি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর 'পূর্ণাঙ্গ' জীবনী-গ্রন্থের (সিরাত) বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা মুহাম্মদের নবী জীবনের একই ঘটনার বর্ণনা বিভিন্নভাবে তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কারও বর্ণনায় তা বিস্তারিত, কারও বর্ণনায় তা যৎসামান্য। কারও বর্ণনায় তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কারও বর্ণনায় তা অস্পষ্ট। কোন বিশেষ ঘটনার বর্ণনা কেউবা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, অন্যজনের বর্ণনায় তা হয়তো গুরুত্বহীন কিংবা একেবারেই অনুপস্থিত। কোন নির্দিষ্ট উপাখ্যানের বর্ণনায় কেউবা আনুষঙ্গিক প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা মূল ঘটনাটির ধারণায় অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে; কেউবা তা এড়িয়ে গিয়েছেন। সে কারণেই, আদি উৎসে শুধু এক জন লেখকের 'সিরাত' গ্রন্থ পড়ে নবী মুহাম্মদের ঘটনা-বহুল নবী জীবন ও তাঁর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ! সামগ্রিকভাবে মুহাম্মদের মদিনার নবী জীবনের সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে ওয়াকিদ আল-আসলামি (৭৪৭ সাল-৮২৩ সাল), সংক্ষেপে আল ওয়াকিদি, তাঁর 'কিতাব আল-মাঘাযি' গ্রন্থে।

মুহাম্মদের চাচা আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (৫৬৮ সাল- ৬৫২ সাল) অসীম সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্ন-মিতায় মুহাম্মদ কী শর্তে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কাছে কুরাইশদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; অতঃপর আবু সুফিয়ান মুহাম্মদের মক্কা প্রবেশের পূর্বেই দ্রুতবেগে মক্কায় পৌঁছে কীভাবে কুরাইশদের সেই শর্তগুলো অবহিত করিয়েছিলেন; অতঃপর কুরাইশরা তাঁদের বিপর্যয় ও জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে কীভাবে তাঁদের বাড়িঘর ও কাবা ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন; তার বিশদ আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে **'ধু-তুয়া'** নামক স্থানটিতে এসে তার সেনা বাহিনীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি আল যুবায়ের বিন আওয়ামের নেতৃত্বে তাঁর সঙ্গের সৈন্যদের মক্কার দক্ষিণ দিক দিয়ে, সাদ বিন উবাদার নেতৃত্বে তাঁর সঙ্গের সৈন্যদের মক্কার উত্তর দিক দিয়ে ও খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে তাঁর সঙ্গের সৈন্যদের মক্কার নিম্নভাগ দিয়ে শহরে প্রবেশের আদেশ জারী করেন। একমাত্র খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের সৈন্যদের সঙ্গে অল্প কিছু কুরাইশদের খণ্ডযুদ্ধ ছাড়া "মক্কায়" আর কোন বড় ধরণের সংঘর্ষ হয় নাই। নিহতের সংখ্যা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় কুরাইশদের ১২-১৩জন ও মুসলমানদের তিন জন; আর আল ওয়াকিদির বর্ণনায় কুরাইশ দলের নিহতের সংখ্যা মোট ২৮ জন ও মুসলমানদের মোট দুই জন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল-তাবারীর) বর্ণনার পুনরারম্ভ – কবিতা পঙক্তি পরিহার:

(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ) [29] [30] [31]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৯০) পর:

'আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন:

যখন আল্লাহর নবী ‘ধু-তুওয়া (Dhu Tuwa)’ নামক স্থানে এসে দেখতে পান যে আল্লাহ তাঁকে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে সম্মানিত করেছে, তিনি তাঁর সওয়ারী পশুটি-কে থামান ও ইয়েমেনে তৈরি এক টুকরা লাল কাপড়ের পাগড়ি পরিধান করে আল্লাহর কাছে তাঁর মাথা এমনভাবে নত করে শুকরিয়া আদায় করেন যে, তা তাঁর ঘোড়ার জিনের মধ্যখানে প্রায় স্পর্শ করে। [32]

ইয়াহিয়া বিন আববাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের <তার পিতা হইতে <তার নানী আসমা বিনতে আবু বকর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন:

যখন আল্লাহর নবী ধু-তুওয়া এসে থামেন, আবু কুহাফা [আবু বকরের পিতা] তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ কন্যাটিকে (আল ওয়াকিদি: যার নাম ছিল 'কুরায়েবা বিনতে আবু কুহাফা') বলে, "আমাকে আবু কুবায়েসের [মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড়] ওপরে নিয়ে চল্", কারণ তার দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যখন তারা সেখানে যায়, সে তার কন্যাটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে সে কী দেখতে পাচ্ছে। সে তাকে বলে, "কালো রংয়ের সমাবেশ।" সে [আবু কুহাফা] বলে, "সেগুলো হলো ঘোড়ার দল।" অতঃপর সে তাকে বলে যে সে দেখতে পাচ্ছে: একটি লোক সেগুলোর সামনে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। সে বলে: লোকটি হলো সেনাদলের কর্মকর্তাদের সহকারী, যার মানে হলো, লোকটি অশ্বারোহী সেনাদের আদেশ পালনকারী এক ব্যক্তি। অতঃপর সে [কন্যাটি] বলে, "হায় আল্লাহ! কালো রংয়ের সমাবেশ-টি ছড়িয়ে পড়ছে।" সে বলে, "সে ক্ষেত্রে, অশ্বারোহী সেনাদের ঘোড়াগুলো উন্মুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং তুই আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চল্।"

সে তাকে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু সে তার বাড়িতে পৌঁছার আগেই অশ্বারোহী সৈন্যরা তার সম্মুখীন হয়। তার গলায় ছিল রূপার নেকলেস। যে লোকটি তার সম্মুখীন হয়েছিল, সে তার গলা থেকে তা ছিঁড়ে নিয়ে যায়। যখন আল্লাহর নবী সেখানে পৌঁছেন ও মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করেন, আবু বকর তার পিতাকে পথ

দেখিয়ে সেখানে নিয়ে আসে। তাকে দেখার পর আল্লাহর নবী বলেন, "এই বৃদ্ধ লোকটিকে কেন তুমি তার বাড়িতে রেখে আসলে না, যাতে আমিই সেখানে তার কাছে যেতে পারতাম?" আবু বকর জবাব দেন যে, তার চেয়ে তাঁর কাছে তার আসাটাই বেশী উপযুক্ত। সে তাকে তাঁর সম্মুখে বসিয়ে দেয় ও তার বুক চাপড়ে তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে; অতএব সে তাই করে। আবু বকর যখন তার পিতাকে নিয়ে আসে, তার পিতার চুলগুলো ছিল ধবধবে সাদা 'ইডেলউয়িসের' ['Edelweiss'-এক ধরণের ফুল] মত; আল্লাহর নবী তাদেরকে তাতে কলপ লাগাতে বলেন।

অতঃপর আবু বকর উঠে দাঁড়ায় ও তার বোনের হাতটি ধরে বলে, "আমি আমার বোনের গলার হারটির জন্য আল্লাহ ও ইসলামের নামে লোকদের জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউ তার কোন জবাব দেয় নাই।" অতঃপর সে বলে, "বোন, ধরে নাও যে তোমার হারটি আল্লাহই নিয়ে গেছে (আর তুমি তার কাছে এর প্রতিদান প্রত্যাশা করো), কারণ এখনকার মানুষদের মধ্যে খুব বেশি সততা নেই।"

আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ আমাকে বলেছেন:
আল্লাহর নবী ধু-তুয়া স্থানটিতে তার সেনা বাহিনীকে বিভক্ত করেন। তিনি আল যুবায়ের বিন আওয়াম-কে কিছু লোকজনদের-কে সঙ্গে দিয়ে 'কুদার (Kuda)' পাশ দিয়ে [মক্কার] ভিতরে ঢোকার আদেশ করেন; আল-যুবায়ের ছিল সেনাবাহিনীর বাম প্রান্তের নেতৃত্বে। তিনি সাদ বিন উবাদা-কে কিছু কিছু লোকজনদের-কে সঙ্গে দিয়ে 'কাদার (Kada)' পাশ দিয়ে ভিতরে ঢোকার আদেশ দেন। ('কুদা' হলো মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত একটি পাহাড়; আর 'কাদা' পাহাড়টির অবস্থান হলো মক্কার উত্তর দিকে।) [33]

কিছু মুহাদ্দিস যুক্তি দেখিয়েছেন এই বলে যে, সা'দ অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে বলে, *"আজকের দিনটি হলো যুদ্ধের, আর নয় নিরাপত্তা প্রদান।"*

মুহাজিরদের এক ব্যক্তি তা শুনতে পায় (ইবনে হিশাম: ‘বলা হয় সে ছিল ওমর’) ও সে আল্লাহর নবীকে এসে বলে যে, 'আশঙ্কা এই যে, সে হয়তো সহিংসতার আশ্রয় নিতে পারে।' আল্লাহর নবী আলী-কে হুকুম করেন যে সে যেন তার কাছে যায় ও যুদ্ধের পতাকাটি তার কাছ থেকে নিয়ে নেয় ও তা নিয়ে নিজেই ভিতরে প্রবেশ করে। [34]

আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ তার উপাখ্যানের বর্ণনায় আমাকে বলেছেন: আল্লাহর নবী লোকজনদের সঙ্গে দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ-কে মক্কার নিম্নভাগের ‘আল-লিত (দক্ষিণ দিকের প্রধান সড়ক) দিয়ে ভিতরে ঢোকার আদেশ দেন। খালিদ ছিল সেনাবাহিনীর ডান প্রান্তের (right wing) নেতৃত্বে; আর তার সঙ্গে ছিল আসলাম, সুলায়েম, ঘিফার, মুযায়েনা, জুহায়েনা ও অন্যান্য আরব গোত্রের লোকেরা। আবু উবায়েদা বিন আল-জাররাহর সৈন্যরা দলে আল্লাহর নবীর সম্মুখ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে। আল্লাহর নবী 'আধাকিরের’ (মক্কার নিকটবর্তী এক গিরিপথ')’ পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন ও মক্কার উপরি ভাগে এসে তিনি তাঁর যাত্রা বিরতি দেন। অত:পর সেখানে তাঁর তাঁবুটি নির্মাণ করা হয়। [35]

আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ ও আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন:
সাফওয়ান বিন উমাইয়া, ইকরিমা বিন আবু জেহেল ও সুহায়েল বিন আমর যুদ্ধের নিমিত্তে 'আল খানদামা’ নামক স্থানে কিছু লোক জোগাড় করে। আল্লাহর নবীর মক্কায় প্রবেশের পূর্বে, বানু বকর গোত্রের হিমাস বিন কায়েস বিন খালিদ নামের এক ভাই তার তরবারিতে ধার দেওয়ার প্রাক্কালে তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে কেন সে তা করছে। জবাবে সে যখন তার স্ত্রীকে বলে যে তার এই কাজটি মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, তখন তার স্ত্রী তাকে বলে যে তার মনে হয় না এটা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে। প্রত্যুত্তরে সে বলে, তার আশা এই যে সে তাদের কোন একজনকে দাস হিসাবে হস্তগত করে তাকে [স্ত্রীকে] প্রদান করবে। [36]

অতঃপর সে সাফওয়ান, সুহায়েল ও ইকরিমার সঙ্গে 'আল খানদামায় (al-Khandama)' গমন করে। অতঃপর যখন খালিদের নেতৃত্বে মুসলমানরা সেখানে আসে, তখন তারা তাদের বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধ শুরু করে; তাতে খালিদের অশ্বারোহী সেনাদের অন্তর্ভুক্ত বানু মুহরাব বিন ফিহির গোত্রের কুরয বিন জাবির নামের একজন ও বানু মুনকিধ গোত্রের মিত্র খুনায়েস বিন খালিদ বিন রাবিয়া বিন আসরাম নামের আর একজন লোক নিহত হয়। তারা খালিদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে না গিয়ে নিজেরা অন্য এক রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় দু'জনই খুন হয়। খুনায়েস খুন হয় আগে। অতঃপর, কুরয তাকে তার দুই পায়ের মাঝখানে রেখে তাকে রক্ষার জন্য তার নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে। খুনায়েসের অন্য নাম ছিল আবু সাকার (Abu Sakhr)।

সালামা বিন আল-মেইলা নামের খালিদের এক অশ্বারোহী সেনা খুন হয়। আর মুশরিকদের খুন হয় বারো-তেরো জন লোক; অতঃপর তারা পলায়ন করে। হিমাস দৌড়ে পালিয়ে যায় ও বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলে, দরজার খিল লাগিয়ে দিতে।'

আল তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা:

(আল ওয়াকিদির অন্য এক বর্ণনা, আল তাবারী এই বর্ণনারই অনুরূপ)

'আবু সুফিয়ান ও হাকিম [বিন হিযাম] আল্লাহর নবীর কাছ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করার পর, আল্লাহর নবী আল যুবায়ের-কে তাদের পিছনে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে মুহাজির ও আনসারদের অশ্বারোহী সেনাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন ও তাকে যুদ্ধের পতাকাটি দেন। তিনি তাকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, সে যেন মক্কার উপরি ভাগে 'আল-হাজুন' নামক স্থানে পতাকাটি স্থাপন করে। তিনি আল-যুবায়ের-কে বলেন, "তোমাকে আমি যেখানে পতাকাটি স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছি, আমি সেখানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তুমি সেখান থেকে প্রস্থান করবে না।" (আল্লাহর নবী সেই স্থানটি দিয়ে [মক্কা] প্রবেশ করেন। [37]

তিনি খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ও তার সাথে যুক্ত বানু কুদাহ ও বানু সুলায়েম গোত্রের লোকজন, যারা মুসলমান হয়েছিল; আর ঐ সমস্ত লোকজন যারা অল্প কিছুদিন আগে মসলমান হয়েছিল এই সমস্ত লোকদের এই আদেশ করেন যে তারা যেন মক্কার নিম্নভাগ দিয়ে প্রবেশ করে। এই স্থানটি হলো সেখানে, যেখানে বানু বকর গোত্রের লোকেরা বসবাস করতো। কুরাইশরা তাদের-কে, বানু আল-হারিথ বিন আবদে মানাত গোত্র ও আহাবিশ [ছোট ছোট উপগোত্র] লোকদের মক্কার নিম্নভাগে হাজির হওয়ার জন্য বলে, যেন তারা কুরাইশদের সাহায্য করতে পারে। তাই খালিদ তাদের প্রতিরোধের মুখে মক্কার নিম্নভাগ দিয়ে প্রবেশ করে। আমাকে যা বলা হয়েছে, তা হলো, যখন আল্লাহর নবী খালিদ ও আল-যুবায়ের-কে প্রেরণ করেন, তিনি তাদের বলেন, "তোমার শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে।"

যখন খালিদ মক্কার নিম্নাঞ্চলে বানু বকর গোত্র ও আহাবিশ লোকদের ওখানে আসে, সে তাদের সাথে যুদ্ধ করে (আল ওয়াকিদি: 'সে কুরাইশদের চব্বিশ জন ও হুদায়েল [Hudhayl] গোত্রের চার জন লোককে হত্যা করে'); আর আল্লাহ তাদের-কে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

এটাই ছিল একমাত্র যুদ্ধ, যা সংঘটিত হয়েছিল মক্কায়। যদিও, বানু মুহারিব বিন ফিহির গোত্রের কুরয বিন জাবির নামের এক লোক ও বানু কাব গোত্রের ইবনে আল-আশার; আল-যুবায়ের অশ্বারোহী সেনাদলের এই দুইজন লোক 'কাদার' দিকের পথটি ধরে অগ্রসর হয়। তারা আল-যুবায়ের যে পথে অগ্রসর হয়েছিল ও তাকে যেই পথটি ধরে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা সেই পথটি গ্রহণ করে নাই। তারা কা'দার পথটির ঢালু অংশটিতে একদল কুরাইশদের হামলায় নিহত হয়। মক্কার উপরি ভাগে আল-যুবায়েরের সাথে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। আল্লাহর নবী সেই স্থানটি দিয়ে আগমন করেন। লোকেরা তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ও তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আর এই ভাবেই মক্কার লোকেরা মুসলমানে

পরিণত হয়। আল্লাহর নবী অর্ধ মাস কাল তাদের সঙ্গে থাকেন, এর বেশী নয়; ঐ সময় নাগাদ, যতক্ষণে না হাওয়াযিন ও থাকিফ গোত্রের লোকেরা হুনায়েন নামক স্থানে এসে তাদের শিবির স্থাপন করে।'

আল ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা: [38]

'তিনি বলেছেন: ইবনে আবি সাবরা হইতে <মুহাম্মদ বিন জুবায়ের বিন মুতিম হইতে < তার পিতা হইতে <তার পিতামহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি দেখেছি, আল্লাহর নবী বিজয় কালে অনাবাদী 'আল-হাজুন' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তিনি প্রতিটি নামাজে শরীক শরীক হতেন। তারা বলেছেন:

উম্মে হানী বিনতে আবি তালিবের বিবাহ হয়েছিল হুবায়েরা বিন আবি ওয়াহাব আল-মাখযুমির সাথে। বিজয়ের দিনটি-তে আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়া আল-মাখযুমি ও আল হারিথ বিন হিশাম নামের দুই দেবর তার [উম্মে হানী] কাছে এসে তাদের-কে রক্ষার আবেদন করে। তারা বলে, "আমরা কি তোমার সুরক্ষায় রয়েছি?" সে বলে, "হ্যাঁ, তোমরা এখন আমার সুরক্ষায়।"

উম্মে হানি বলেছেন: "তারা যখন আমার সুরক্ষায় ছিল, তখন আলী তার বর্ম পরিধান করা অবস্থায় ধীর গতিতে গৃহে প্রবেশ করে। আমি তাকে চিনতে পারি নাই। তাই আমি তাকে বলি যে, আমি আল্লাহর নবীর চাচার কন্যা।" তিনি বলেছেন: সে আমার কাছ থেকে মুখ ঘুড়িয়ে নেয় ও তার মুখের আবরণটি খুলে ফেলে; আর কি আশ্চর্য, সে ছিল আলী!

আমি বলি: "হে আমার ভাই!" আমি তাকে জড়িয়ে ধরি ও শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু সে তাদের দিকে তাকায় ও তাদের হামলার উদ্দেশ্যে তার তরবারিটি বের করে। আমি বলি:

“লোকদের মধ্যে এই কী আমার ভাই, যে আমার সাথে এমন ব্যবহার করতে পারে!”

তিনি বলেছেন: আমি তাদের উপরে একটি পোশাক নিক্ষেপ করি, আর সে বলে, *"তুমি কী অবিশ্বাসীদের রক্ষা করছো?"*

আমি তাদের সম্মুখে দাঁড়াই ও বলি, *"আল্লাহর কসম, তাদের-কে হামলা করার আগে তোমাকে অবশ্যই আমাকে দিয়ে শুরু করতে হবে।"*

তিনি বলেছেন: সে বাহিরে চলে যায়, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দরজা বন্ধ করে ফেলি ও তাদের-কে বলি, "ভয় পেয়ো না!"

তিনি বলেছেন: ইবনে আবি ধিব হইতে <আল-মাকবুরি হইতে <আবু মুররা হইতে, যে ছিল আকিল (ইবনে আবি তালিবের) তত্বাবধানে <উম্মে হানী হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন:

'আমি আল-বাথায় আল্লাহর নবীর তাঁবুতে যাই, কিন্তু আমি তার সাক্ষাত পাই না। আমি সেখানে ফাতিমার সাক্ষাত পাই ও তাকে বলি, "আমার নিজের মায়ের পেটের পুত্র-সন্তান আলীর এ কী আচরণ দেখছি? আমি আমার অবিশ্বাসী দেবরদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আর সে তাদের উভয়কেই হত্যার জন্য পাকড়াও করতে উদ্যত!"

তিনি বলেছেন: আর ফাতিমা আমার সাথে যে আচরণ করেছিল, তা ছিল তার স্বামীর চেয়েও বেশি হিংস্র! সে বলে, "তুমি অবিশ্বাসীদের সুরক্ষা দিয়েছ?"

তিনি বলেছেন: অতঃপর আল্লাহর নবী সেখানে আসেন, তার শরীরে ছিল সামান্য ধুলা; অতঃপর তিনি বলেন, "সম্মানিত উম্মে হানীকে শুভেচ্ছা!" তাঁর পরনে ছিল একটি মাত্র পোশাক। আমি তাঁকে বলি,

"আমি আমার ভাই আলীর এ কি আচরণ দেখছি? আমি কোন রকমে তার কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছি। আমি আমার অবিশ্বাসী দেবরদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আর সে তাদের উভয়কেই পাকড়াও করে হত্যা করতে চায়।"

আল্লাহর নবী বলেন, "এমনটি হওয়া উচিত নয়। তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছ, আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবো; আর তুমি যাদের সুরক্ষা দিয়েছ, আমরা তাদের সুরক্ষা প্রদানে সম্মত।”

অতঃপর তিনি ফাতিমা-কে আদেশ করেন, সে তাঁকে পরিষ্কারের জন্য পানি ঢেলে দেয়; তিনি ওযু করেন। অতঃপর তিনি একবস্ত্র-পরিবৃত অবস্থায় আট রাকাত নামাজ পড়েন। সময়টি ছিল মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে, দুপুরের আগে।

তারা জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমি তাদের কাছে ফিরে আসি ও খবরটি তাদের জানাই, আর বলি, "যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, এখানেই থেকে যাও; আর যদি তোমরা তোমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে ইচ্ছা করো, ফিরে যাও।" তিনি বলেছেন: তারা আমার বাড়িতে আমার সাথে দুই দিন যাবত অবস্থান করে, অতঃপর তারা তাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যায়।

তিনি বলেছেন: আমি আল্লাহর নবীর সাথে তাঁর 'আল-আবতাহর' তাঁবুতে হুনায়েন অভিযানে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করি। তিনি বলেছেন: কেউ একজন আল্লাহর নবীর কাছে এসে বলে, "হে আল্লাহর নবী, আল হারিথ বিন হিশাম ও ইবনে আবি রাবিয়া তাদের সমাবেশের জায়গাটিতে ইয়েমেনের পোশাক পরিধান করে বসে আছে।” আল্লাহর নবী বলেন, “কোন উপায় নেই; আমরা তাদের সুরক্ষা দিয়েছি!”---

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর অন্যতম বিশেষ অনুসারীরা "অবিশ্বাসীদের প্রতি" কী পরিমাণ ঘৃণা ও নৃশংসতার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন; মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে নিজেরই সহোদরা বোন অবিশ্বাসী উম্মে হানী ও তাঁর দেবরদের সাথে আলী ইবনে আবু তালিবের এই আচরণ, তারই এক উদাহরণ মাত্র। আলীর এই নৃশংসতা শুধু অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ বিশ্বাসী মুসলমানদের ও কী অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করতেন, তার আলোচনা "আলী ইবনে আবু তালিবের নৃশংসতা" পর্বে (পর্ব: ৮২) করা হয়েছে!

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The added narratives of Al-Waqidi:

He said: Ibn Abī Sabra related to me from Muḥammad b. Jubayr b. Mutʿim from his father from his grandfather, who said: I saw the Messenger of God unsettled in al-Hajūn during the conquest. He came for every prayer.

They said: Umm Hānī bt. Abī Ṭālib was married to Hubayra b. Abī Wahb al-Makhzūmī, and when it was the day of the conquest, her brothers-in-law, ʿAbdullah b. Abī Rabīa al-Makhzūmī and al-Ḥārith

b. Hishām came to her seeking protection. They said, "We are in your protection?" She said, "Yes, you are in my protection." Umm Hānī said, "They were with me when ʿAlī, wearing armor, entered slowly on a horse. I did not recognize him, so I said to him, I am the daughter of the Prophet's uncle.'" She said: He held back from me and revealed his face, and lo and behold, it was ʿAlī! I said, "My brother!" I embraced him and greeted him, but he looked at them, and drew his sword against them. I said, "My brother from among the people does this to me!" She said: I threw a garment over them and he said, "Are you protecting disbelievers?" I stood before them and said, "By God, you will surely begin with me before you attack them!" She said: He went out, and I immediately locked the house upon them and said, "Do not fear!"

He said: Ibn Abī Dhi'b related to me from al-Maqburī from Abū Murra, the *mawlā* of ʿAqīl (b. Abī Ṭālib), from Umm Hānī, who said: I went to the tent of the Messenger of God in al-Bathā' and I did not find him, but I found Fāṭima there and I said, "What did I meet from him who is the son of my mother, ʿAlī? I gave protection to my brothers-in-law who are disbelievers and he seized upon them both to kill them!" She said: And Fāṭima was more violent against me than her husband! She said, "You gave protection to disbelievers?" She said: Until the Messenger of God appeared, with traces of dust upon him, and he said, "Greetings to the esteemed Umm Hānī!" and he was wearing a single garment. I

said, “What did I meet from my brother ʿAlī? I barely escaped him! I gave protection to my brothers-in-law, who are disbelievers, and he would sieze them both to kill them!” The Messenger of God said, “This should not be. We granted security to those you sheltered, and protection to those you protected.” Then he commanded Fāṭima, and she poured water for him to wash and he took Ablutions. Then he prayed eight bowings with a single garment around him. And that was before noon during the Conquest of Mecca.

They said: She said: I returned to them and I informed them and said, “If you wish, stay, and if you wish, return to your homes.” She said: They stayed with me for two days in my home, and then they returned to their homes. She said: I was with the Messenger of God in his tent in al-Abṭaḥ until he set out to Ḥunayn. She said: Someone came to the Messenger of God [Page 831] and said, “O Messenger of God, al-Ḥārith b. Hishām and Ibn Abī Rābīa are seated in their meeting place wearing garments from Yemen.” The Messenger of God said, “There is no way to them; we have granted them protection!” ---

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[29] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৪৮-৫৫০

[30] আল-তাবারী: ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৮

[31] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮২৩-৮২৯; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৪০৫-৪০৮।

[32] 'ধু-তুওয়া' স্থানটি হলো মক্কার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা (দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত সমতল বা অসমতল, ঢালু, প্রশস্ত ভূমিক্ষেত্র)।

[33] Ibid আল তাবারী; নোট নম্বর ৭৩০:

"কুদা (Kuda) ও কাদা (Kada) - দুইটি পৃথক স্থান (যা মাঝে মাঝে বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে)। 'কুদা' মক্কার নিম্নভাগে (দক্ষিণ অংশে) অবস্থিত একটি পাহাড়; আর 'কাদা' পাহাড়টির অবস্থান হলো মক্কার উপরের অংশে (উত্তর দিকে)।"

[34] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮০০, পৃষ্ঠা ৭৭৩: "বলা হয় সে ছিল ওমর।"

]35] Ibid আল তাবারী; নোট নম্বর ৭৩২: 'আল-লিত' হলো দক্ষিণ দিকের প্রধান সড়ক।'

[36] Ibid আল তাবারী; নোট নম্বর ৭৩৪: "'আল খানদামা' হলো মক্কার পূর্ব দিকে অবস্থিত এক পাহাড়।"

[37] Ibid আল তাবারী; নোট নম্বর ৭২৭: 'আল-হাজুন হলো একটি পাহাড়, যার ওপর থেকে মক্কা পরিদর্শন করা যায়।'

[38] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮২৯-৮৩১; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪০৮-৪০৯

পর্ব-১৯২: মক্কা বিজয়-৬: 'যেখানেই তাদের পাও' - হত্যা করো!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত ছেষট্টি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

জগতের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে দাবীটি প্রায় সর্বদায় উত্থাপন করেন, তা হলো: "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মক্কা বিজয় ছিল রক্তপাতহীন!" তাঁদের এই দাবীটি যে একেবারেই মিথ্যাচার, তা আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও কুরাইশ নেতা আবু-সুফিয়ান ইবনে হারবের হস্তক্ষেপে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মক্কায় অনুপ্রবেশের সময়টিতে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে কোন বড় ধরণের সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনা সংঘটিত হয় নাই সত্য, কিন্তু তা যে "রক্তপাত-শূন্য" ছিল না, তা আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এই সময়টিতে মোট কত জন কুরাইশ তাঁদের মাতৃভূমি রক্ষায় অনুপ্রবেশকারী আগ্রাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন-ভাবে যুদ্ধ করে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

জোরপূর্বক মক্কায় অনুপ্রবেশের পর, শক্তিমত্তায় মত্ত মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কয়েকটি লোকের নামের তালিকা দেন ও আদেশ করেন যে তারা যেন সেই লোকগুলোকে হত্যা করে; **"তা তাঁদের যেখানেই পাওয়া যাক না কেন!"** এমনকি যদি

তাঁদের কাবা ঘরের পরদার ভিতরেও খুঁজে পাওয়া যায়, তবুও যেন তাঁদের হত্যা করা হয়। মুহাম্মদের এই নির্দেশ নিশ্চিতরূপেই এই ঘটনার আগের দিন দিবাগত রাত্রিতে আবু-সুফিয়ান-কে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন (পর্ব: ১৯০)!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় হত্যার আদেশ জারীকৃত এই লোকগুলোর সংখ্যা ছিল মোট আট জন: পাঁচ জন পুরুষ, তিন জন মহিলা। আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তাঁদের সংখ্যা ছিল মোট দশ জন: ছয় জন পুরুষ ও চার জন মহিলা! মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার চেয়েও যে দুই জন লোক অতিরিক্ত, তাঁরা হলেন: হাববার বিন আল-আসওয়াদ (Habbar b al-Aswad) ও আবু-সুফিয়ান পত্নী হিন্দ বিনতে ওতবা বিন রাবিয়া।

কী ছিল তাঁদের অপরাধ?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল-তাবারীর) বর্ণনার পুনরারম্ভ – কবিতা পঙক্তি পরিহার:

(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ) [39] [40] [41]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৯১) পর:

'আল্লাহর নবী তাঁর সেনাপতিদের এই নির্দেশ দেন যে, তারা যখন মক্কায় প্রবেশ করবে, তখন যেন তারা শুধু তাদের বাধাদানকারী লোকদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে। ব্যতিক্রম শুধু অল্প কিছু লোক, যাদের-কে তিনি হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন এই বলে: যদি তাদের কাবা-শরীফের পর্দার ভিতরেও পাওয়া যায়, তবুও যেন তাদের হত্যা করা হয়।

তাদের মধ্যে ছিল বানু আমির বিন লুয়েভি গোত্রের **আবদুল্লাহ বিন সা'দ** (আল তাবারী: 'আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ বিন হুবায়েব বিন জাধিমা বিন

নাসের বিন মালিক বিন হিসল বিন আমির বিন আমির বিন লুয়াভি') নামের এক ভাই।

তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ জারী করেন (আল তাবারী: 'একমাত্র') এই কারণে যে, সে মুসলমান হয়েছিল ও ওহী লেখার কাজ করতো; অতঃপর সে ধর্মত্যাগ করে কুরাইশদের কাছে ফিরে আসে (আল তাবারী: 'আবার তার পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে যায়।')।

সে পালিয়ে তার দুধ-ভাই (Foster brother) ওসমান বিন আফফানের কাছে আশ্রয় নেয়। পরের জন তাকে লুকিয়ে রাখে ও অতঃপর যখন মক্কার পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন সে তাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে আসে ও তাঁর কাছে তার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করে। তারা স্পষ্টতই বলেছেন যে, আল্লার নবী দীর্ঘ সময় যাবত নীরব থাকেন ও পরিশেষে তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দেন।

অতঃপর, ওসমান যখন চলে যায়, তিনি তাঁর চারপাশে বসে থাকা সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন: "আমি নীরব ছিলাম এই কারণে যে তোমাদের একজন যেন উঠে দাঁড়াও ও তার কল্লাটি কেটে ফেলো!"

আনসারদের একজন বলে, "হে আল্লাহর নবী, তবে কেন আপনি আমাকে ইশারা করেন নাই?" তিনি জবাবে বলেন যে, নবীরা ইশারায় কাউকে হত্যা করে না। [42]

[আল তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেন। আর ইবনে হিশামের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, খলিফা উমর ও ওসমান তাদের শাসনামলে তাকে গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করেন।] [43] [44]

আরেকজন ছিল **আবদুল্লাহ বিন খাতাল বিন ঘালিব**। সে মুসলমান হয়েছিল ও আল্লাহর নবী তাঁর আনসার অনুসারীদের একজন-কে সঙ্গে দিয়ে তাকে যাকাতের (poor tax) অর্থ সংগ্রহের জন্য পাঠান। তার সাথে ছিল তারই তত্বাবধানে থাকা (mawla) এক মুক্তিপ্রাপ্ত (মুসলিম) ক্রীতদাস। যখন তারা এক বিশ্রাম-স্থলে এসে থামে, সে তার এই মুক্তিপ্রাপ্ত দাসটি-কে বলে যে সে যেন একটি ছাগল জবেহ করে তার জন্য খাবার তৈরি করে; তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর, যখন সে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে যে লোকটি তার জন্য কিছুই করে নাই, সে তাকে হত্যা করে ও ধর্মত্যাগ করে। তার অধীনে ছিল, দুই জন গায়িকা, ফারতানা ও তার বন্ধু।

তারা আল্লাহর নবী সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-ধর্মী (satire) গান গাইতো। তাই তিনি এই আদেশ জারী করেন যে তার সাথে যেন তাদেরকে ও হত্যা করা হয়।

আরেকজন ছিল আল-হুয়ায়েরিথ বিন নুকায়েদ বিন ওহাব বিন আবদ বিন কু'সে, যে ছিল সেই লোকদের একজন, যারা মক্কায় তাঁকে অসম্মান (insult) করতো। [45]

আরেকজন ছিল মিকায়েস বিন হুবাবা, এই কারণে যে সে তার ভাইয়ের হত্যাকারী এক আনসারকে খুন করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে যায়; আনসারটি দুর্ঘটনাক্রমে (accidentally) তার ভাইটি-কে হত্যা করেছিল।

আর ছিল 'সারা', বানু আবদুল মুত্তালিব গোত্রের কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এক ক্রীতদাসী; এবং ইকরিমা বিন আবু জেহেল।

মক্কায় 'সারা' তাঁকে অবমাননা করতো।

'ইকরিমার বিষয়টি হলো, সে পালিয়ে ইয়েমেনে গমন করে। তার স্ত্রী উম্মে হাকিম বিনতে আল-হারিথ বিন হিশাম মুসলমানিত্ব বরণ করে ও তার [স্বামী ইকরিমার] নিরাপত্তা প্রার্থনা করে; আল্লাহর নবী তা মঞ্জুর করেন। সে তার খোঁজে ইয়েমেনে

গমন করে ও তাকে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে ও অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে।

আবদুল্লাহ বিন খাতাল-কে সাইদ বিন হুরায়েথ আল-মাখযুমি ও আবু বারযাহ আল-আসলামি নামের দুই ব্যক্তি একজোট হয়ে খুন করে।

মিকায়েস বিন সুবাবা-কে খুন করে নুমায়েলাহ বিন আবদুল্লাহ নামের তার গোত্রেরই এক লোক।

ইবনে খাতালের অধীন দুই-গায়িকার বিষয়টি হলো, তাদের একজন-কে হত্যা করা হয় ও অন্যজন যায় পালিয়ে। অতঃপর আল্লাহর নবী কাছে তার নিরাপত্তা ভিক্ষা করার পর তিনি তা মঞ্জুর করেন।

সারার বিষয়টিও একই [আল তাবারী: 'তার জন্য নিরাপত্তার আর্জি করার পর তিনি তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।']। ওমরের শাসনামলে এক অশ্বারোহী সৈন্য তাকে মক্কা উপত্যকায় পদদলিত করে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত সে জীবিত ছিল। [আর আল ওয়াকিদির বর্ণনা মতে: 'মক্কা বিজয়ের দিনটিতেই সারা-কে হত্যা করা হয়।']।

আল হুয়ায়েরিথ-কে হত্যা করে আলী।'

আল ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা (প্রাসঙ্গিক অংশ):

'আল্লাহর নবী এই আদেশ জারী করেন যে, ছয় জন পুরুষ ও চার জন মহিলাকে যেন হত্যা করা হয়। [তারা হলো]: ইকরিমা বিন আবু জেহেল; হাববার বিন আল-আসওয়াদ; আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ; মিকায়েস বিন সুবাবা আল লেইথি; আল-হুয়ায়েরিথ বিন নুকায়েদ; আবদুল্লাহ বিন হিলাল বিন খাতাল আল-

আদরামি; হিন্দ বিনতে ওতবা বিন রাবিয়া; সারাহ, যে ছিল আমর বিন হাশিমের আশ্রিতা (mawlāt); ও আবু খাতালের দুই-গায়িকা: কুরায়েনা ও কুরায়েবা (Qurayna and Qurayba) - কিছু লোক বলে যে তারা ছিল ফারতানা ও আরনাবা (Fartana and Arnaba)। [46]

হিন্দ বিনতে ওতবা বিন রাবিয়া মুহাম্মদের আনুগত্য স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয়। --

'তারা বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ আল্লাহর নবীর ওহী-বার্তা লিপিবদ্ধ করতো। হয়তো আল্লাহর নবী তাকে "সামিউন আলিমুন" লেখার নির্দেশ দিতেন, কিন্তু সে লিখতো, "আলিমুন হাকিমুন"। তথাপি আল্লাহর নবী তাতে রাজী হতেন ও বলতেন যে আল্লাহ তা এভাবেই নাজিল করেছে। সে কারণেই সে ইসলাম থেকে দূরে চলে যায় ও বলে:

"মুহাম্মদ জানে না যে সে কী বলছে! সত্যিই আমি আমার খুশী মত তার জন্য লিখেছি। এটি, যা আমি লিখেছি, আর তা আমি যেভাবে প্রকাশ করেছি, মুহাম্মদ ও তাই প্রকাশ করেছে।"

অতঃপর সে [ইসলাম] ধর্ম ত্যাগ করে মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আল্লাহর নবী তাকে হত্যার নির্দেশ জারী করেন।' -----

আল হুয়ায়েরিথ বিন নুকায়েদে হত্যা:

'আল হুয়ায়েরিথ বিন নুকায়েদের বিষয়টি হলো, সে ছিল কু'সের বংশধর। সত্যিই সে আল্লাহর নবী-কে অসম্মান করতো। তাই আল্লাহর নাবী তাকে হত্যার অনুমতি দান করেন। মক্কা বিজয়ের দিনটিতে সে তার বাড়িতেই অবস্থান করছিল ও তার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। আলী সেখানে এসে তার সম্বন্ধে জানতে চায়, তাকে বলা হয় যে

সে মরুভূমিতে আছে। হুয়ায়েরিথ-কে খবর দেওয়া হয় যে তাকে খোঁজ করা হচ্ছে। আলী তার বাড়ির দরজা থেকে চলে যায়। আল হুয়ায়েরিথ বের হয়ে আসে এই আশায় যে সে পালিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আশ্রয় নেবে। কিন্তু আলী তাকে ধরে ফেলে ও তার কল্লাটি কেটে ফেলে।'--

'হাববার বিন আল-আসওয়াদের অপরাধ ও পরিণতি:

'হাববার বিন আল-আসওয়াদের বিষয়টি হলো, সত্যিই আল্লাহর নবী যখনই কোন অভিযান প্রেরণ করতেন, তিনি হাববারের বিষয়ে এই নির্দেশ দিতেন যে যদি তার সাক্ষাত পাওয়া যায়, তবে যেন তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। অতঃপর, তিনি তার মনোভাব পরিবর্তন করেন ও বলেন: নিশ্চিতই যিনি জাহান্নামের আগুনের মালিক, শুধু তিনিই এমন শাস্তি দিতে পারেন। যদি তোমারা তাকে ধরতে পারো, তবে তার হাত-গুলো ও পা-গুলো কেটে ফেলো ও অতঃপর তাকে হত্যা করো। মক্কা বিজয়ের দিনটি-তে তাকে কেউই ধরতে পারে নাই। তার অপরাধ ছিল এই যে সে আল্লাহর নবীর কন্যা যয়নাবের পিছু নেয় ও তার পিছনে এমনভাবে বর্শার আঘাত করে যে সে মাটিতে পড়ে যায় ও তার গর্ভপাত ঘটে, তখন সে ছিল গর্ভবতী [বিস্তারিত: পর্ব-৩৯]। আল্লাহর নবী তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। [47]

ইতোমধ্যে, আল্লাহর নবী যখন মদিনায় তাঁর অনুসারীদের নিয়ে বসেছিলেন, হাববার বিন আল-আসওয়াদ সেখানে হাজির হয়। সে ছিল কথা-বার্তায় পটু। সে বলে, "হে মুহাম্মদ, যারা আপনাকে অপমান করেছে তাদের-কে অপমান করা হোক। আমি সত্যিই ইসলামে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই; তিনি একক ও তার কোন শরিক নাই, আর মুহাম্মদ হলো তার দাস ও রসুল।" আল্লাহর নবী তা কবুল করেন।'-----

আবদুল্লাহ বিন হিলাল বিন খাতাল হত্যা:

'তারা বলেছেন: ইবনে খাতালের বিষয়টি হলো, বাস্তবিকই সে বের হয়ে এসে কাবা-শরীফের পর্দার ভিতরে আশ্রয় নেয়। ইয়াকুব বিন আবদুল্লাহ <জাফর বিন আবি আল-মুঘিরা হইতে <সাইদ বিন আবদ আল-রাহমান বিন আবাযা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি এই নগরীর শপথ করি এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই (কুরআন: ৯০:১-২)" আয়াতটি কার বিষয়ে নাজিল হয়েছে, তা আমি **আবু বারযাহ** আল-আসলামি-কে বলতে শুনেছি।

“যখন আবদুল্লাহ বিন খাতাল কাবা শরীফের পর্দার ভিতরে আশ্রয় নেয়, আমি তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি ও রুকন ও মকামে (Rukn and the Maqām) এর মধ্যবর্তী স্থানে তার কল্লাটি কেটে ফেলি।"

বলা হয়, তাকে হত্যা করেছে সাইদ বিন হুরায়েথ আল-মাখযুমি। অন্যরা বলে: সে ছিল আমমার বিন ইয়াসার। লোকে আরও বলে যে, সে ছিল শারিক বিন আবদা আল-আজলানি। আমাদের নিশ্চিত করা হয়েছে যে, সে ছিল আবু বারযাহ।'—

সারা ও ইবনে খাতালের দুই-গায়িকার একজনকে হত্যা:

'সারা ছিল আমর বিন হিশামের কাছে আশ্রিতা এক গায়িকা ও মক্কার ভাড়াটে শোককারী মহিলাদের একজন। তার কাছে আল্লাহর নবী সম্বন্ধে অবমাননাকর কবিতা পাঠ করা হতো, আর তা সে গানের মাধ্যমে গেয়ে শোনাত। সে আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে ও তাঁকে জানায় যে তার সাহায্যের প্রয়োজন। আল্লাহর নবী তাকে বলেন,, "তোমার গান গাওয়া ও শোকা-করা কাজটি কি তোমাকে সাহায্য করে না!" সে জবাবে বলে, "হে মুহাম্মদ, সত্যিই কুরাইশরা বদর যুদ্ধে তাদের লোকজনদের হত্যার পর থেকে আর গায়ক-গায়িকাদের গান শোনে না।" তাই আল্লাহর নবী তাকে এক উটের পিঠে ভর্তি খাদ্যদ্রব্য দান করেন। সে কুরাইশদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে ও তার পূর্ব-ধর্মে বহাল থাকে।

মক্কা বিজয়ের দিনটিতে, আল্লাহর নবী তাকে হত্যার নির্দেশ জারী করেন ও সেই সময়েই তাকে হত্যা করা হয়।

আর দুই-গায়িকার বিষয়টি হলো, আল্লাহর নবী তাদেরকেও হত্যার নির্দেশ জারী করেন।

তাদের একজনকে হত্যা করা হয়: আরনাব অথবা ফারতানা।

ফারতানার বিষয়টি হলো, তিনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন যতক্ষণে না সে বিশ্বাসী হয়। ওসমান বিন আফফানের শাসনামলে কেউ একজন তার বুকের হাড্ডি ভেঙ্গে ফেলে, আর সে কারণে তার মৃত্যু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে জীবিত ছিল।' ----

মিকায়েস বিন সুবাবা হত্যা:

'তারা বলেছেন: মিকায়েস বিন সুবাবার বিষয়টি হলো, সে তার বানু সাহম গোত্রের মামাদের সঙ্গে অবস্থান করছিল - তার মাতা ছিল সাহম গোত্রের। মক্কা বিজয়ের দিনটি-তে সে সকালে তার এক সঙ্গীর সাথে মদ্য পানে লিপ্ত ছিল। সে কোথায় আছে তা জানার পর, নুমায়েলা বিন আবদুল্লাহ আল-লেইথি সেখানে আসে ও তাকে ডাক দেয়; আর সে মাতাল অবস্থায় বাহির বের হয়ে তার কাছে আসে। --

নুমায়েলা তার তরবারি দিয়ে মিকায়েস-কে আঘাত করতে থাকে যতক্ষণে না তার মৃত্যু হয়। কিছু লোক বলেছে: সে মাতাল অবস্থায় আল-সাফা ও আল-মারওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মুসলমানরা তাকে দেখে ফেলে ও তাদের তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকে যতক্ষণে না তার মৃত্যু হয়।

তার অপরাধ ছিল এই যে, তার ভাই হাশিম বিন সুবাবা ধর্মান্তরিত হয়ে আল্লাহর নবীর সঙ্গে আল-মুরায়েসি অভিযানে [বানু মুসতালিক হামলা] অংশ নিয়েছিল। তথায় বানু আমর বিন আউফ গোত্রের এক লোক তাকে ভুলক্রমে হত্যা করে, না জেনে;

লোকটি ধারণা করেছিল যে সে মুশরিক। মিকায়েস বিন সুবাবা সেখানে উপস্থিত হয়। আল্লাহর নবী বানু আমর বিন আউফ গোত্রের পক্ষে তার ঋণ তাকে পরিশোধ করেন। সে তা গ্রহণ করে ও ধর্মান্তরিত হয়। অতঃপর সে তার ভাইয়ের হত্যাকারী আমরি গোত্রের লোকটির উদ্দেশ্যে বের হয় ও তাকে হত্যা করে। অতঃপর সে পালিয়ে আসে ও ধর্মত্যাগ করে পৌত্তলিকত ধর্মে ফিরে যায়। যা বলা হয় তা হলো, আউস বিন থাবিত তাকে হত্যা করে।'---

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, এই লোকগুলোর পাঁচ জনের (আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ; আল হুয়ায়েরিথ বিন নুকায়েদ, আবদুল্লাহ বিন খাতালের দুই গায়িকা ও গায়িকা সারা) একমাত্র অপরাধ ছিল:

"মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের মৌখিক সমালোচনা ও কটূক্তি করা! তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কখনোই কোন শারীরিক আক্রমণ করেন নাই!"

প্রশ্ন হলো:

"শুধুমাত্র মৌখিক সমালোচনা ও কটূক্তি করার অপরাধে কোন ধরণের মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তার সমালোচনা-কারী ও কটূক্তি-কারীদের অবলীলায় হত্যার আদেশ জারী বা হত্যা করতে পারে?"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির

মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The added narratives of Al-Waqidi:

'They said: ʿAbdullah b. Saʿd b. Abī Sarḥ used to write the revelation for the Messenger of God. Maybe the Prophet dictated it as *"samīʿun ʿAlīmun*" but he wrote "ʿAlī*mun ḥakīmun*," and yet the Prophet established it, saying God established it thus. So he was tempted away from Islam and he said, "Muḥammad does not know what he says! Indeed I wrote for him what I wished. This, which I wrote, was revealed to me just as it was revealed to Muḥammad," and he went out fleeing from Medina to Mecca, an apostate. The Messenger of God permitted the shedding of his blood on the day of the Conquest.' -----

'As for Ḥuwayrith b. Nuqaydh who was the son of Quṣayy, indeed he used to insult the Messenger of God. So the Prophet permitted the taking of his blood. While he was in his house on the day of the Conquest, he had locked his door upon himself. ʿAlī approached asking about him, and it was said he was in the desert. Ḥuwayrith was informed that he was being sought out. ʿAlī went away from his door. Al-Ḥuwayrith went out desiring to flee from one house to another. But ʿAlī met him and cut off his head.' -------

'As for Habbār b. al-Aswad, indeed the Messenger of God, whenever he sent out an expedition, commanded it regarding Habbār that if he were found he should be burned in the fire. Then he changed his mind saying: Surely only, the lord of the hell fire should cause such suffering. Cut off his hands and his legs if you have power over him, then kill him. None had power over him on the day of the Conquest. His crime was that he sought out the daughter of the Messenger of God, Zaynab, and struck her back with a spear until she who was pregnant fell and lost her baby. The Prophet permitted his blood. Meanwhile, the Messenger of God was seated with his companions in Medina when Habbār b. al-Aswad appeared. And he was good with his words. He said: "O Muḥammad! May those who insult you be insulted. Indeed I have come impregnated with Islam. I testify that there is no God but Allāh; He is one and has no partner, and Muḥammad is His slave and His messenger." The Messenger of God accepted that from him.' ------

They said: As for Ibn Khaṭal, indeed he set out until he entered between the curtains of the Kaʿba. Yaʿqūb b. ʿAbdullah related to me from Jaʿfar b. Abī l-Mughīra from Saʿīd b. Abd al-Raḥmān b. Abazā, who said: I heard Abū Barza al-Aslamī say about whom these verses were revealed: *I swear by this land; You are a free inhabitant of this land* (Q. 90:1 and 2). I set out for ʿAbdullah b. Khaṭal while he was attached to the curtains of the Kaʿba, and I cut off his head between the Rukn and the Maqām. It was said:

Saʿīd b. Hurayth al-Makhzūmī killed him. Others said: **Ammār b. Yāsir**, and still others said **Sharīk b. ʿAbda al-ʿAjlānī**. Abū Barza is confirmed with us. ----

'Sāra, the *mawlāt* of ʿAmr b. Hishām was a female singer and mourner in Mecca, and insulting poetry was dictated to her about Messenger of God and she would sing it. She had arrived before the Messenger of God and asked for help claiming she was in need. The Messenger of God said, "Did not your singing and lamenting help you!" She replied, "O Muḥammad, indeed the Quraysh, since those who were killed among them in Badr, have stopped listening to the singers." So the Messenger of God gave and loaded a camel with food for her. She returned to the Quraysh and kept her religion. On the day of the Conquest, the Messenger of God commanded that she be killed, and she was killed at that time.

As for the two singing girls, the Messenger of God commanded their killing as well. One of them was killed: Arnab or Fartanā. As for Fartanā, he granted her protection until she believed. She lived until someone broke her ribs in the time of ʿUthmān b. ʿAffān and she died of it.' ---

They said: As for Miqyas b. Ṣubāba, he was with his uncles from the Banū Sahm—his mother was a Sahmite—and he was having a morning draught of wine on the day of the Conquest with a

companion of his. Numayla b. ʿAbdullah al-Laythī came, knowing of his place, and called him, and he went out to him while he was drunk. --- Numayla struck Miqyas with the sword until he was cold. Some said: He set out while he was drunk between al-Ṣafā and al-Marwa. The Muslims saw him and knocked him down with their swords until they killed him. ---- His crime was that his brother Hāshim b. Ṣubāba had converted and witnessed al-Muraysīʿ with the Messenger of God, when a man from the Banū ʿAmr b. ʿAwf killed him by mistake, not knowing—he thought that he was a polytheist. Miqyas b. Ṣubāba arrived and the Messenger of God fulfilled for him his debt against the Banū ʿAmr b. ʿAwf. He took it and converted, then returned for the killer of his brother, the ʿAmrī, and killed him. Then he fled apostatizing to polytheism and reciting poetry. It was said that Aws b. Thābit killed him.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[39] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৫০-৫৫১

[40] আল-তাবারী: ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৭৮-১৮১

[41] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮৫০-৮৬২; ইংরেজি অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৪১৮-৪২৪।

[42] USC-MSA web reference: সুন্নাহ আবু দাউদ: বই নম্বর ৩৮, হাদিস নম্বর ৪৩৪৬
https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-4346/

[43] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা-১৪৮

[44] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮০৩, পৃষ্ঠা ৭৭৩:

[45] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮০৪, পৃষ্ঠা ৭৭৩:

"আল্লাহর নবীর দুই কন্যা ফাতিমা ও উম্মে কুলসুম-কে মক্কা থেকে মদিনা নিয়ে যাওয়ার জন্য আল আব্বাস তাদের-কে এক উটের পিঠে ওপর বসায়; আর আল হারিথ পশুটিকে এমনভাবে তাড়িত করে যে পশুটি তাদের-কে মাটিতে ফেলে দেয়।"

[46] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮২৫; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪০৬

[47] কী কারণে হাববার বিন আল-আসওয়াদ ঐ কাজটি করেছিলেন তার আলোচনা "আবু সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রী হিন্দের মহানুভবতা (পর্ব-৩৯)" পর্বে করা হয়েছে।

১৯৩: মক্কা বিজয়-৭: 'প্রতিমা' ধ্বংসের সূচনা - কাবায় প্রথম!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত সাতষট্টি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

যদি প্রশ্ন করা হয়, "আজকের পৃথিবীতে 'ধর্মানুভূতিতে আঘাত' করার অজুহাতে কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা তাঁদের ধর্মের সমালোচনা-কারী ও কটাক্ষ-কারীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী মারমুখী প্রতিবাদ, সহিংসতা ও অরাজকতার আশ্রয় নেয়?" এই প্রশ্নের নিঃসন্দেহ জবাব হবে, মুমিন-মুসলমানরা! আর যদি প্রশ্ন করা হয়, "আজকের পৃথিবীতে কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা অন্যান্য সকল ধর্মের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী কটাক্ষ-কারী ও সমালোচনা-কারী?" এই প্রশ্নেরও নিঃসন্দেহ জবাব হলো, মুমিন-মুসলমানরা; যার উদাহরণ আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই যে কোন মুসলিম সংখ্যা গুরু দেশে (ও সংখ্যালঘু দেশের যেখানেই সুযোগ আছে) ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের ওয়াজ-মাহফিল, বক্তৃতা, বিবৃতি গুলোতে। এ এক বিচিত্র মানসিকতা! কুরান ও আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনার আলোকে যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, ইসলাম বিশ্বাসী মুমিন-মুসলমানদের এই কর্ম-কাণ্ডের প্রেরণার আদি উৎস হলো স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা, আদর্শ ও কর্মকাণ্ড।

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ যে দশ জন লোককে হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন, তার পাঁচ জনেরই একমাত্র অপরাধ ছিল তাঁর ও তাঁর মতবাদের

“কটাক্ষ ও সমালোচনা করা”; যার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এই দশ জন মানুষের হত্যার নির্দেশের কারণ হিসাবে এমন কোন তথ্য কোথাও উল্লেখিত হয় নাই যে তাঁদের কেহই মুহাম্মদের মক্কা অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের কখনো কোন "শারীরিক আক্রমণ" করেছিলেন! Not a single one! আর হাববার বিন আল-আসওয়াদ, ইকরিমা বিন আবু জেহেল ও হিন্দ বিনতে ওতবার সাথে মুহাম্মদের বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল মুহাম্মদের মদিনায় হিজরতের পর। 'বদর যুদ্ধে' তাঁদের প্রিয়জনদের অমানুষিক নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায়। একইভাবে, আবদুল্লাহ বিন খাতাল কর্তৃক তাঁর মুক্তি-প্রাপ্ত (মুসলিম) ক্রীতদাস-কে হত্যা ও মিকায়েস বিন হুবাবা কর্তৃক তাঁর ভাইয়ের হত্যাকারী এক আনসার-কে হত্যার ঘটনাটিও সংঘটিত হয়েছিল মুহাম্মদের মদিনা হিজরতের পর। মুহাম্মদের মক্কা অবস্থানকালীন সময়ে যদি মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মদ অনুসারীদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ “শারীরিক নির্যাতন" করতেন, তবে মুহাম্মদের মদিনা হিজরতের (সেপ্টেম্বর, ৬২২ সাল) মাত্র সাত বছর চার মাস পর (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল), মক্কা-বিজয়ের প্রাক্কালে, সেই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মুহাম্মদ নিশ্চিতরূপেই তাঁদের-কে হত্যার নির্দেশ জারী করতেন। আদি উৎসের এই বর্ণনা ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল কুরানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদ কিংবা তাঁর কোন অনুসারীদের বিরুদ্ধে কখনো কোন "শারীরিক আঘাত" করেছিলেন, এমন তথ্য সমগ্র কুরানের কোথাও উল্লেখিত হয় নাই।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ:

(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [48] [49]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৯২) পর:

মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আল-যুবায়ের আমাকে < উবায়েদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবু থাউর হইতে < সাফিয়া বিনতে শেইবা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন:

আল্লাহর নবীর মক্কা আগমনের পর যখন জনগণ ও পরিস্থিতি শান্ত হয়, তিনি তাঁর উটের ওপর চড়ে কা'বায় গমন করেন ও তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা প্রত্যেক বার কালো-পাথর স্পর্শ করে সাত বার তা প্রদক্ষিণ করেন। এটি করার পর তিনি উসমান বিন তালহা-কে ডেকে পাঠান ও তার কাছ থেকে কাবা শরীফের চাবিটি হস্তগত করেন। অতঃপর যখন তাঁর জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করা হয়, তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি কাঠের তৈরি এক কবুতর দেখতে পান। তিনি সেটি তাঁর দুই হাত দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেন ও দূরে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর কাবার লোকজন যখন তাঁর কাছে এসে সমবেত হয়, তিনি তার দরজার পাশে এসে দাঁড়ান।

ইবনে ইশাক <আবদুল্লাহ বিন আবু বকর হইতে <আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস হইতে বর্ণিত:

মক্কা বিজয়ের দিনটিতে আল্লাহর নবী মক্কায় প্রবেশ করেন, সেখানে ছিল ৩৬০টি দেবদেবীর-প্রতিমা (idols), যা ইবলিশ সীসা দ্বারা সুদৃঢ় করে রেখেছিল (ইবনে আব্বাস > আল-যুহরীর অন্য এক বর্ণনায় শুধু উল্লেখ করা হয়েছে, "যা সীসা দ্বারা সুদৃঢ় ছিল")। আল্লাহর নাবী তাঁর হাতে এক লাঠি নিয়ে সেগুলোর পাশে এসে দাঁড়ান ও বলেন,

"বলুন: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল (কুরআন: ১৭:৮১)।"

অতঃপর তিনি তাঁর হাতের লাঠিটি দিয়ে সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেন, আর সেগুলো একের পর এক তাদের পিঠের ওপর ভেঙে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের নামাজের পর, আল্লাহর নবী এই নির্দেশ জারী করেন যে, কাবার চারিপাশে থাকা সমস্ত প্রতিমাগুলো যেন সংগ্রহ করা হয় ও তা আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা ও ভেঙ্গে ফেলা হয়।

ফাদালা বিন আল-মুলায়িহ আল-লেইথি মক্কা বিজয়ের দিনটি স্মরণ করে আবৃতি করেন:

দেখেছ কি তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর বাহিনীকে,
প্রতিমাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছিল আগমনে যার;
দেখতে পেতে তুমি তখন প্রকাশিত আলো আল্লাহর,
আর মূর্তিপূজকের আচ্ছাদিত মুখে ছিল কালিমা ও অন্ধকার।

(Had you seen Muhammad and his troops
The day the idols were smashed when he entered
You would have seen God's light become manifest
And darkness covering the face of idolatry.)

ইবনে ইশাক <হাকিম বিন আববাদ বিন হানিফ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হইতে বর্ণিত:

কুরাইশরা কাবার ভিতরে অনেক ছবি রাখতো, সেগুলোর মধ্যে ছিল যীশু পুত্র মরিয়মের দুটি ছবি (তাদের দু'জনের ওপরই শান্তি বর্ষিত হোক) । ----- আল্লাহর নবী এই হুকুম জারী করেন যে, মরিয়ম ও যীশুর ছবিটি ছাড়া আর সব ছবিগুলো যেন নিশ্চিহ্ন করা হয়।'

আল ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা:

‘আল্লাহর নবী যখন কা'বায় পৌঁছেন ও তা তিনি দেখতে পান, তাঁর সঙ্গে ছিল মুসলমানরা। তিনি তাঁর পশুটির ওপর সওয়ার হওয়া অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হোন ও তাঁর লাঠি দ্বারা তার কর্নার-টি স্পর্শ করেন ও 'তাকবীর' ঘোষণা করেন। তাঁর সঙ্গের মুসলমানরা তার প্রতিক্রিয়া জানায় ও তারা 'তাকবীর' পুনরাবৃত্তি করতেই থাকে যতক্ষণে না তার শব্দে মক্কা প্রকম্পিত হতে থাকে; তাই আল্লাহর নবী ইশারায়

তাদের নীরব থাকতে বলেন। মুশরিকরা ছিল পাহাড়ের ওপর, তারা তা পর্যবেক্ষণ করছিল। আল্লাহর নবী তাঁর উটের পিঠে চড়ে তা প্রদক্ষিণ করছিলেন। আর মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাঁর উটের লাগামটি ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

কাবার চারিপাশে ছিল ৩০০টি প্রতিমা। ৬০টি প্রতিমা ছিল সীসা নির্মিত। তাদের মধ্যে 'হুবালের' প্রতিমাটি ছিল সবচেয়ে বড়। এটি ছিল কাবার দরজার দিকে মুখ করা অবস্থায়। 'ইসাফ ও নাইলার' প্রতিমা দুটি দাঁড়িয়ে ছিল পশু জবাই ও উট কুরবানির স্থানটি-তে।

আল্লাহর নবী এই প্রতিমাগুলোর এক একটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যখন তার দিকে তাঁর লাঠিটি তাক কারে বলছিলেন, "বলুন: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল (কুরআন: ১৭:৮১)", তখন সেই প্রতিমাটি মুখ থুবরে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল।

তিনি বলেছেন: ইবনে আবি সাবরা আমাকে <হুসায়েন বিন আবদুল্লাহ হইতে <ইকরিমা হইতে <ইবনে আব্বাস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন:

আল্লাহর নবী প্রতিমাগুলোর দিকে তার লাঠিটি তাক করা ছাড়া আর কোন কিছু না করলেও তা মুখ থুবরে পড়ে যাচ্ছিল।

আল্লাহর নবী সাত বার কা'বা প্রদক্ষিণ করেন ও প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণের সময় তিনি তাঁর লাঠিটি দ্বারা কালো কর্নার-টি স্পর্শ করেন। সাত বার প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করার পর তিনি তাঁর সওয়ারী পশুটির পিঠের ওপর থেকে নেমে আসেন। মামার বিন আবদুল্লাহ বিন নাদলা এসে উট-টি নিয়ে যায়।

আল্লাহর নবী 'মাকামে' (যেখানে ইবরাহিম নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছিল) পৌঁছেন। সেই সময়টিতে 'মাকম' ছিল কা'বার নিকটবর্তী। আল্লাহর নবী তাঁর বর্ম-আবরণ ও হেলমেট-টি পরিধান করে ছিলেন, আর তাঁর পাগড়ি-টি এসে পড়েছিল তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে। তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন ও অতঃপর 'জমজমের' দিকে ঘুরে দাঁড়ান ও তা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন, "এমন যদি মনে না হতো যে বানু আবদ আল-মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা পরাজিত হয়েছে, তবে আমি হয়তো এক বালতি পানি উত্তোলন করতাম।" আল-আব্বাস বিন আবদ আল-মুত্তালিব তাঁর জন্য এক বালতি পানি উত্তোলন করেন ও আল্লাহর নবী তা পান করেন। কিছু লোক বলেছে: যে ব্যক্তিটি বালতি উত্তোলন করেছিল, সে ছিল আবু সুফিয়ান বিন আল-হারিথ বিন আবদ আল-মুত্তালিব।

আল্লাহর নবী 'হুবালের প্রতিমাটি' দেখার পর এই নির্দেশ জারী করেন যে সেটি যেন ধ্বংস করা হয়।

আবু সুফিয়ান বিন হারব-কে উদ্দেশ্য করে আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম বলে, "হে আবু সুফিয়ান, হুবাল ভেঙ্গে পড়ে আছে! তুমিই কী সেই লোক নও যে ওহুদ যুদ্ধের দিন আত্ম-প্রবঞ্চনায় দাবী করেছিলে যে সে [হুবাল] তার অনুগ্রহ প্রদান করেছে [পর্ব-৬৫]!" [50]

আবু সুফিয়ান জবাবে বলে, "হে ইবনে আওয়াম, সে সব ভুলে যাও, যদি মুহাম্মদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ থাকতো তবে এমনটি হতো না।"'

ইমাম বুখারীর (৮১০ সাল- ৮৭০ সাল) বর্ণনা: [51]

সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ২৪৪:

'আবদুল্লাহ বিন মাসুদ হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) মক্কায় প্রবেশ করেন (মক্কা বিজয়ের সময়টিতে), তখন তার চারিপাশে ছিল ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি। অতঃপর

তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা সেগুলো-কে আঘাত করা শুরু করেন ও বলতে থাকেন, "সত্য (অর্থাৎ, ইসলাম) এসেছে এবং মিথ্যা (অবিশ্বাস) বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা (অবিশ্বাস) বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল (কুরআন: ১৭:৮১);" "সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য (ইবলিস) না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পূনঃ প্রত্যাবর্তিত হতে (কুরআন: ৩৪:৪৯)।"

('Narrated `Abdullah bin Masud: Allah's Messenger (ﷺ) entered Mecca (in the year of the Conquest) and there were three-hundred and sixty idols around the Ka`ba. He then started hitting them with a stick in his hand and say: 'Truth (i.e. Islam) has come and falsehood (disbelief) vanished. Truly falsehood (disbelief) is ever bound to vanish.' (17.81) 'Truth has come and falsehood (Iblis) can not create anything.' [34.49]')

আল তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [52]

বানু সেইবান গোত্রের আল-উজ্জার প্রতিমা ধ্বংস: [53]

'এই বছর, রমজান মাস শেষ হওয়ার পাঁচ রাত্রি পূর্বে [হিজরি ৮ সালের ২৫শে রমজান, বরাবর জানুয়ারি ১৬, ৬৩০ সাল] খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ নাখালার নিম্ন-ভূমিতে আল-উজ্জার প্রতিমা ধ্বংস করে। [54]

আল-উজ্জা ছিল বানু সেইবান গোত্রের উপাস্য এক দেবী-প্রতিমা, যে গোত্রটি ছিল বানু সুলায়েম গোত্রের এক শাখা ও তারা ছিল বানু হাশিম গোত্রের মিত্র। বানু আসাদ বিন আবদ আল-উজ্জা গোত্রের লোকেরা বলতো যে সেটি ছিল তাদের উপাস্য দেবী। খালিদ তার উদ্দেশ্যে রওনা হয় ও অতঃপর সে বলে, "আমি তাকে ধ্বংস করেছি।"

[আল্লাহর নবী] বলেন, "তুমি কী কিছু দেখেছ?"
খালিদ বলে, "না।"
"তাহলে," তিনি বলেন, "তুমি ফিরে যাও ও তা ধ্বংস করে ফেল।"

তাই খালিদ প্রতিমাটির কাছে ফিরে যায়, তার মন্দির-টি ধ্বংস করে ও প্রতিমাটি ভেঙ্গে ফেলে। সেটির পাহারাদার বলতে শুরু করে, "হে উজ্জা, ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হও!" ফলে উচ্চ কণ্ঠে ক্রন্দনরতা এক উলঙ্গ ইথিওপিয়ান মহিলা বের হয়ে এসে তার সম্মুখে হাজির হয়। খালিদ তাকে হত্যা করে ও তার গায়ে থাকা গহনাগুলি নিয়ে নেয়।

অতঃপর সে আল্লাহর নবীর কাছে গমন করে ও কী ঘটেছিল তার রিপোর্টটি তাঁকে জানায়। তিনি বলেন, "সেটি ছিল আল-উজ্জা ও আল-উজ্জাকে আর কখনোই পূজা করা হবে না।" ---

হুদায়েল গোত্রের 'সুয়া প্রতিমা (Idol of Suwa)' ধ্বংস: [55]

আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে: এই বছর হুদায়েল গোত্রের 'সুয়া প্রতিমা-টি' ধ্বংস করা হয়। সুয়া প্রতিমাটি ছিল রুহাত নামক স্থানে ও তা ছিল হুদায়েল (গোত্রের) লোকদের উপাস্য। সেটি ছিল একটি পাথর। যে ব্যক্তিটি তাকে ধ্বংস করে তার নাম আমর বিন আল-আ'স। যখন সে প্রতিমাটির নিকট পৌঁছে, সেটির পাহারাদার তাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কী চাও?" [56]

আমর জবাবে বলে, "সুয়া-কে ধ্বংস করতে চাই।"
সেটির পাহারাদার বলে, "তুমি তাকে ধ্বংস করতে পারবে না।"
আমর বিন আল-আ'স তাকে বলে, "তুমি এখনো ভুলের মধ্যে আছো।"

আমর তাকে ধ্বংস করে, কিন্তু তার কোষাগারে কিছুই খুঁজে পায় না। অতঃপর আমর পাহারাদারটি-কে বলে, "তোমার কি মনে হয়?" সে জবাবে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি মুসলমান হয়েছি।"

আল-আউস ও খাযরাজ গোত্রের 'মানাত' দেবীমূর্তি ধ্বংস: [55]

"এই বছর 'মানাত (দেবী-প্রতিমা)' ধ্বংস করা হয়। সা'দ বিন যায়েদ বিন আল-আশালি (Sa'd bin Zayd al-Ashhali) এটিকে ধ্বংস করে। এটি ছিল আল-আউস ও খাযরাজ (গোত্রের) লোকদের অধিকারভুক্ত।" ('মানাত' দেবীমূর্তি-টি ছিল সে যুগের সবচেয়ে প্রাচীন দেবীমূর্তির একটি। যাকে তাঁরা 'ভাগ্যদেবী' রূপে আরাধনা করতেন।') [57]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, ইমাম বুখারী ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মুহাম্মদ উপস্থিত অবিশ্বাসীদের সম্মুখে "কাবা-শরীফের" চারিপাশে অবস্থিত তাঁদের উপাস্য সকল দেব ও দেবী প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিলেন ও অতঃপর সেগুলো তিনি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এই প্রতিমাগুলোর মোট সংখ্যা ছিল ৩৬০টি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ এই কাজটি করেছিলেন অলৌকিকভাবে:

"তিনি তাঁর হাতের লাঠিটি দিয়ে সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেন, আর সেগুলো একের পর এক তাদের পিঠের ওপর (মুখ থুবরে) ভেঙে পড়ে।"

মুহাম্মদের স্ব-রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ কুরানের বর্ণনায় আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, মুহাম্মদ তাঁর সমগ্র নবী জীবনে অবিশ্বাসীদের বারংবার অনুরোধ ও চ্যালেঞ্জ

সত্বেও তাঁদের সম্মুখে একটি "অলৌকিকত্বও ('মোজেজা')" হাজির করতে পারেন নাই (পর্ব: ২৩-২৫)। সুতরাং, মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মুসলিম ঐতিহাসিকদের এ সকল বর্ণনা নিশ্চিতরূপেই "ননসেন্স" পর্যায়ভুক্ত। নিশ্চিতরূপেই প্রতিমাগুলোকে একটি একটি করে ভাঙ্গা হয়েছিল! কে ভেঙ্গেছিল সেগুলো?

ইমাম বুখারীর বর্ণনায় এই প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব হলো, "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব!"

>>> মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী মুসলিম শাসক-যাজক চক্রের একের পর এক দেশ ও রাজ্য দখল কারার পর সেই দেশগুলোতে তারা যে অবিশ্বাসীদের উপাস্য দেবদেবীর প্রতিমা ও মন্দির ভাঙ্গার মহোৎসব চালাতেন, তার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। বর্তমান যুগের তালিবান, বোকো হারাম, ইসলামিক স্টেট; ইত্যাদি সংগঠনের সদস্য ও এমন কী আপাত: শান্ত ও সাধারণ তথাকথিত মোডারেট মুমিন-মুসলমানরা বিভিন্ন অজুহাতে অবিশ্বাসীদের উপাস্য প্রতিমা ভাংচুর ও পূজা মণ্ডপ ধ্বংসের যে মহোৎসব চালায়, তারও আদি উৎস হলো মুহাম্মদ ও তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ! ইসলামে কোন কোমল, মোডারেট, কিংবা উগ্রবাদী শ্রেণী বিভাগ নেই; ইসলাম একটিই, আর তা হলো, "মুহাম্মদের ইসলাম!"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The added narratives of Al-Waqidi:

‘When the Prophet reached the Kaʿba and saw it, the Muslims were with him. He went forward on his beast, touched the corner with his staff, and proclaimed *takbīr.* The Muslims responded, and returned the *takbīr* until Mecca shook with the *takbīr*, so that the Messenger of God began signing to them to be silent. The polytheists were above the mountain observing. Then the Messenger of God circumambulated the Kaʿba on his camel. Muḥammad b. Maslama took his camel by the reins.

[Page 832] Around the Kaʿba were three hundred idols. Sixty idols were of lead. Hubal was the largest of them. It was facing the Kaʿba at its door. Isāf and Nā'ila stood at the place of slaughter and sacrifice of the sacrificial camels. Whenever the Prophet passed one of the idols he pointed at it with the staff in his hand saying, *Truth came and throttled the false, indeed the false are destroyed* (Q. 17:81), and the idol fell to the ground on its face. He said: Ibn Abī Sabra related to me from Ḥusayn b. ʿAbdullah from ʿIkrima from Ibn ʿAbbās, who said: The Messenger of God no more than pointed at the idol with his staff, and it fell down on its face.

The Messenger of God circumambulated the Kaʿba seven times touching the black corner with his staff with every circumambulation, and when he completed his seventh he Alighted from his ride. Maʿmar b. ʿAbdullah b. Nadlaʿ arrived and took the camel out. The Messenger of God reached the *“Maqām* (where Abraham had stood in prayer).” At the time, the *Maqām* was close to the Kaʿba. The Prophet was wearing his armor and helmet and

his turban fell between his shoulders. He prayed two bowings, then turned towards Zamzam and observed it. He said, “If it would not appear as though the Banū ʿAbd al-Muṭṭalib were defeated, I would have drawn a bucket of water.” Al-ʿAbbās b. ʿAbd al-Muṭṭalib drew out a bucket of water for him and the Prophet drank it. Some said: He who drew out the bucket was Abū Sufyān b. al-Ḥārith b. ʿAbd al-Muṭṭalib. The Prophet commanded that Hubal be destroyed as he watched. al-Zubayr b. al-Awwam said to Abū Sufyān b. Ḥarb, “O Abū Sufyān, Hubal lies broken! Was it not indeed you who on the day of Uhud, in self-deception, claimed that he bestowed his favours!” Abū Sufyān said, “Forget it, O Ibn Awwām, indeed I see that if there were another associated with the God of Muḥammad, it would not be the same.’”

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[48] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৫২

[49] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮৩১-৮৩২; ইংরেজি অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৪০৯-৪১০

[50] বিস্তারিত: "আবু সুফিয়ানের উপাখ্যান (পর্ব-৬৫):

'[ওহুদ যুদ্ধের শেষে] যখন আবু সুফিয়ান ফিরে যেতে মনস্থ করেন তখন তিনি পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করেন ও উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলেন, "তোমরা উত্তম কাজটিই করেছ; যুদ্ধে বিজয় পালা ক্রমে হয়। আজকের দিনটি হলো সেই দিনের (তাবারী: বদরের) বিনিময়ে। হুবাল, তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন কর।" অর্থাৎ তোমার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কর।'

[51] সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ২৪৪:

USC-MSA web (English) reference:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-244/

[52] আল-তাবারী, ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮

[53] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫৬৫; Ibid আল-ওয়াকিদি- ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৭৩-৮৭৪, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৩০

[54] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৭৬৩: ২৫শে রমজান, হিজরি ৮ সাল ছিল জানুয়ারি ১৬, ৬৩০ সাল। নাখালা হলো তায়েফের পথে মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান।

[55] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid আল-ওয়াকিদি- ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৭০, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪২৮

[56] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৭৬৮: “রুহাত স্থানটি ছিল মক্কা থেকে মদিনার দিকে তিন দিনের পথ।"

[57] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৭৬৯

১৯৪: মক্কা বিজয়-৮: 'প্রতিমা ধ্বংস'- মক্কার ঘরে ঘরে!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত আটষট্টি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্ব-ঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর "মক্কা আক্রমণ ও বিজয়" ইসলাম বিশ্বাসী মুমিন মুসলমান ও অবিশ্বাসী কাফেরদের অন্তরে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। ইসলাম বিশ্বাসী মুমিন মুসলমানরা যা মনে প্রানে বিশ্বাস করেন, তা হলো: "নবী মুহাম্মদের শৌর্য-বীর্য, মহিমা, সফলতা ও সর্বোপরি তাঁদের নবীর প্রতি মহান আল্লাহ-পাকের অনুগ্রহের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো মুহাম্মদের এই মক্কা আক্রমণ ও বিজয়।" মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মক্কার অবিশ্বাসী কুরাইশ কাফেররা কী ভাবে দলে-দলে 'ইসলাম' ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তা ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা তাঁদের ওয়াজ-মাহফিল, বক্তৃতা-বিবৃতি, বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক ও টিভি অনুষ্ঠান, বই-পুস্তক, খবরের কাগজ, ব্লগ জগত ও অন্যান্য সামাজিক অন-লাইন ডিজিটাল মাধ্যমগুলোতে গর্ব ভরে প্রচার করেন।

অন্যদিকে, ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত মুহাম্মদের পূর্ণাঙ্গ 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় আমরা যে সত্যের সন্ধান পাই, তা হলো: ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাসে নবী মুহাম্মদের মক্কা আক্রমণ ও বিজয়ের ঘটনাটি ছিল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে

মুহাম্মদের আগ্রাসন, কঠোরতা ও তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস ও তাঁদের উপাস্য দেব-দেবীদের প্রতি মুহাম্মদের চরম অবমাননা ও ঘৃণার এক জঘন্য দৃষ্টান্ত!

কুরাইশ দলনেতা আবু-সুফিয়ান ইবনে হারবের সমঝোতার চেষ্টায় মুহাম্মদ কীরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন; অতঃপর মুহাম্মদ কী অজুহাতে ও কীভাবে অতর্কিত মক্কা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন; মুহাম্মদের এই আক্রমণ পরিকল্পনার খবর জানার পর মুহাম্মদের কোন্ প্রিয় অনুসারী কীভাবে তাঁর জীবন বাজী রেখে কুরাইশদের রক্ষার সর্ব-প্রথম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন ও কী কারণে তাঁর সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল; অতঃপর মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের হস্তক্ষেপে মুহাম্মদ কী শর্তে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব-কে কুরাইশদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন; অতঃপর 'মক্কা বিজয়' সম্পন্ন করার পর মুহাম্মদ তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কী ভাবে মোট দশ জন লোক-কে হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন; শক্তি-মত্তায় মত্ত মুহাম্মদ অতঃপর কী ভাবে নিজ হাতে, কুরাইশদের চোখের সম্মুখে কাবার চারি-পাশে অবস্থিত বিভিন্ন গোত্রের ৩৬০টি দেব-দেবী প্রতিমা ও মক্কার আশে-পাশে অবস্থিত বিভিন্ন গোত্রের দেব ও দেবী প্রতিমাগুলো ধ্বংস করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা গত সাতটি পর্বে (পর্ব: ১৮৭-১৯৩) করা হয়েছে।

অতঃপর মুহাম্মদ কী করেছিলেন?

কাবা ও মক্কার আশে-পাশের প্রতিমাগুলো ধ্বংস করার পর মুহাম্মদের পরবর্তী নির্দেশ কী ছিল, সে বিষয়ের বর্ণনা মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাবারীর (৮৩৯ -৯২৩ সাল) লিখিত 'সিরাত গ্রন্থে' অনুপস্থিত; কিন্তু তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উৎসের রেফারেন্স সাপেক্ষে আল-ওয়াকিদি (৭৪৭ সাল-৮২৩ সাল) তা বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে।

আল ওয়াকিদির প্রাসঙ্গিক বর্ণনা: [58]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৯৩) পর:

'তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ আমাকে **সাইদ বিন আমর আল-হুদালির** কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন:

মক্কা বিজয় সম্পন্ন করার প্রাক্কালে আল্লাহর নবী তাঁর হামলাকারী দল প্রেরণ করেন। তিনি খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ-কে প্রেরণ করেন আল-উজ্জা প্রতিমাটির উদ্দেশ্যে (তার সঙ্গে ছিল ত্রিশ জন অশ্বারোহী) ও আল-তোফায়েল বিন আমর আল-দাওসি কে প্রেরণ করেন ধু-আল কাফিয়ান প্রতিমাটির উদ্দেশ্যে - যেটি ছিল আমর বিন হুমামার তত্ত্বাবধানে। সে তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে ও বলে [কবিতা],

"হে ধু-আল কাফিয়ান, নই আমি তোর পূজারীদের একজন।
আমাদের সৃষ্টি তোর সৃষ্টির বহু আগে
জ্বালিয়েছি আগুন আমি তোর হৃৎপিণ্ডে।"

তিনি সা'দ বিন যায়েদ আল-আশহালি কে প্রেরণ করেন আল-মুশাললালে 'মানাত' প্রতিমাটির উদ্দেশ্যে, সে এটিকে টেনে ধরাশায়ী করে। এ ছাড়াও তিনি আমর বিন আল-আ'স-কে প্রেরণ করেন হুদায়েল গোত্রের সুয়া প্রতিমাটির উদ্দেশ্যে, সে এটিকে টেনে ধরাশায়ী করে। -----'

'অতঃপর আল্লাহর নবী মক্কায় তাঁর এক ঘোষক মরফত ঘোষণা করেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার নবী-কে বিশ্বাস করে, সে যেন তার গৃহে কোন প্রতিমা না রাখে ও তা ভেঙ্গে ফেলে।"

তিনি বলেছেন: মুসলমানরা প্রতিমাগুলো ভাঙ্গা শুরু করে। যখন ইকরিমা বিন আবু জেহেল ধর্মান্তরিত হয় [মক্কা বিজয়ের কিছু সময় পর], তখন সে এমন কোন ঘটনার

বিবরণ শোনে নাই, যেখানে কুরাইশরা তাদের প্রতিমাগুলোর সম্মুখে গিয়ে তা ধ্বংস করে নাই। জাহিলিয়া যুগে আবু তুজরা নামের এক ব্যক্তি সেগুলো তৈরি করে বিক্রি করতো। সা'দ বিন আমর বলেছে: সে আমাকে জানিয়েছে যে সে তাকে দেখতো প্রতিমা তৈরি ও বিক্রি করতে। মক্কায় কুরাইশদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যার গৃহে কোন প্রতিমা ছিল না।

তিনি বলেছেন: ইবনে আবি সাবরা আমাকে <সুলায়েমান বিন সুহায়েম হইতে < জুবায়ের বিন মুতিমের কিছু আত্মীয় হইতে < **জুবায়ের বিন মুতিম** হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন:

মক্কা বিজয়ের দিনটিতে, আল্লাহর নবীর তাঁর এক ঘোষক মারফত ঘোষণা করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ-কে বিশ্বাস করে, সে যেন তার গৃহে কোন প্রতিমা না রাখে ও তা ভেঙ্গে ফেলে কিংবা পুড়িয়ে ফেলে; এই কারণে যে, এর মূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ।" জুবায়ের বলেছে: বেদুইনরা সেগুলো ক্রয় করতো ও তা তাদের গৃহে নিয়ে আসতো। কুরাইশদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যার গৃহে কোন প্রতিমা ছিল না। যখন সে তার গৃহে প্রবেশ করতো, তখন সে তা স্পর্শ করতো; যখন সে বাহিরে যেতো, তখনও সে তা স্পর্শ করতো ও তার মাধ্যমে হতো আশীর্বাদ-পুষ্ট।

তিনি বলেছেন: আবদ আল-রাহমান বিন আবি আল-যিনাদ আমাকে < **আবদ আল-মাজিদ বিন সুহায়েল** হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন:

যখন হিন্দ বিনতে ওতবা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, সে তার গৃহের প্রতিমাগুলো হাতুড়ী দিয়ে টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গতে শুরু করে ও বলতে থাকে, "আমরা তোদের ব্যাপারে প্রতারিত হয়েছি!"

তিনি বলেছেন: মুহাম্মদ আমাকে < আল যুহরি হইতে <ওবায়েদুল্লাহ বিন ওতবা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন: আল্লাহর নবী ১৫দিন যাবত মক্কায় অবস্থান করেন; তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন।

তিনি বলেছেন: মাখরামা বিন বুকায়ের আমাকে <তার পিতা, আররাক বিন মালিক হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন: আল্লাহর নবী বিশ রাত্রি যাবত [মক্কায়] অবস্থান করেন। তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, কাবা ও মক্কার আশে-পাশের প্রতিমাগুলো ধ্বংস করার পর যখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত কুরাইশরা তাঁদের নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা ও জীবন বাঁচানোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় দল-দলে মুহাম্মদের মতবাদে দীক্ষিত হচ্ছিলেন, তখন মুহাম্মদ তাঁদের ওপর এই নির্দেশ জারী করেন যে তাঁরা যেন তাঁদের বাড়ি-তে রাখা পূজার প্রতিমাগুলো নিজ হাতে ধ্বংস করে!

প্রশ্ন হলো,

"মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মক্কার প্রত্যেকটি কুরাইশ গৃহের প্রতিটি পরিবার সদস্যই কী 'ইসলামে' দীক্ষিত হয়েছিলেন?"

যদি এই প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয়, তবে নিশ্চিত রূপেই তাঁদের এই দলে-দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রকৃত কারণ হলো: "মৃত্যু ভয়!" আর যদি এই প্রশ্নের জবাব "না" হয়, তবে কুরাইশদের পরিবারের যে সদস্যরা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে মুহাম্মদের মতবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন, সেই নব্য মুসলিমরাই মুহাম্মদের নির্দেশে "নিজ হাতে" তাঁদেরই পরিবারের অন্যান্য অবিশ্বাসী পরিবার-সদস্যদের চোখের সম্মুখে, তাঁদের পূজনীয় দেব-দেবীর প্রতিমাগুলো ধ্বংস করেছিলেন! এমত পরিস্থিতিতে আগ্রাসী

মুহাম্মদের নির্দেশ পালন না করার অবশ্যম্ভাবী একমাত্র পরিণতি হলো, "সাক্ষাৎ মৃত্যু!"

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের এ সকল বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো:

"স্ব-ঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদের 'ধর্মানুভূতিতে আঘাতকারী' এক ব্যক্তিত্ব। বোধ করি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ!"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি।]

The narratives of Al-Waqidi:

He said: ʿAbdullah b. Yazīd related to me from Saʿīd b. ʿAmr al-Hudhalī, who said: [Page 870] When the Messenger of God conquered Mecca he sent out the raiding party. He sent Khālid b. al-Walīd to al-ʿUzzā, and al-Ṭufayl b. ʿAmr al-Dawsī to Dhū l-Kaffayn the idol of ʿAmr b. Humama. He burned it with fire saying:

O Dhū l-Kaffayn I am not among your worshipers.
Our creation was long before yours
I inflamed the fire in your heart.

He sent Saʿd b. Zayd al-Ashhalī to Manāt in al-Mushallal and he pulled it down. And he sent ʿAmr b. al-ʿĀṣ to the idol of Hudhayl—Suwāʿ—and he pulled it down. -------

Then a herald of the Messenger of God called out in Mecca, "Whoever believes in God and His messenger does not leave an idol in his house but breaks it." He said: The Muslims began to break the idols. ʿIkrima b. Abī Jahl when he converted, did not hear about an idol in one of the houses of the Quraysh except he marched to it and destroyed it. Abū Tujra used to make them in *jāhiliyya* and sell them. Saʿd b. ʿAmr said: He informed me that he used to see him make the idol and sell it. There was not a man among the Quraysh in Mecca but he had an idol in his house.

He said: Ibn Abī Sabra related to me from Sulaymān b. Suhaym from some relatives of Jubayr b. Muṭʿim from Jubayr b. Mutim, who said: When it was the day of the Conquest [Page 871] a herald of the Messenger of God called out: "Whoever is a believer in God will not leave an idol in his house, but will break it or burn it, for its price is forbidden." Jubayr said: The Bedouin used to purchase them and take them to their homes with them. There was not a man from the Quraysh except there was an idol in his house. When he entered he touched it, and when he went out he touched it and was blessed by it.

He said: ʿAbd al-Raḥmān b. Abī l-Zinād related to me from ʿAbd al-Majīd b. Suhayl, who said: When Hind b. ʿUtba converted to Islam she began to break the idol in her house with a hammer, bit by bit, saying, “We were deceived about you!”

He said: Muḥammad related to me from al-Zuhrī from ʿUbaydullah b. ʿUtba, who said: The Messenger of God stayed in Mecca for fifteen days; he prayed two bowings. He said: Makhrama b. Bukayr related to me from his father, Arrāk b. Mālik, who said: The Messenger of God stayed twenty nights. He prayed two bowings.’

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[58] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮৬৯- ৮৭৪, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪২৮-৪২৯

১৯৫: মক্কা বিজয়-৯: নবীর ভাষণ ও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত উনসত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, স্বঘোষিত আখারি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মক্কা বিজয় সম্পন্ন করার পর, কাবার চারিপাশে উপস্থিত ভীত-সন্ত্রস্ত কুরাইশদের সম্মুখে ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণ-টি তিনি প্রদান করেছিলেন কাবা ঘরের চাবিটি হস্তগত করার পর, সেখানে প্রবেশের প্রাক্কালে কাবার-চারিপাশে অবস্থিত কুরাইশদের উপাস্য ৩৬০-টি প্রতিমা ধ্বংস ও কাবা-ঘরের ভিতরে অবস্থিত মরিয়ম ও যীশুর (আল ওয়াকিদি: 'ইবরাহীমের') ছবিটি ছাড়া আর সব ছবিগুলো ধ্বংস (পর্ব: ১৯৩) করার পর; তাঁর বাহিরে আগমনের প্রাক্কালে।

আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী কর্তৃক চরম অবমাননা, প্রচণ্ড ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে শত শত বছর যাবত বংশ-বংশানুক্রমে উপাস্য তাঁদের এই সব শত-শত দেব ও দেবী প্রতিমাগুলোর ধ্বংস চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার পরেও, মুহাম্মদের এই ভাষণের পর মক্কাবাসীরা মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে "দলে দলে" ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ: [59]

(আল তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [60] [61]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৯৩) পর:

‘এক মুহাদ্দিস (তাবারী: 'উমর বিন মুসা বিন আল-ওয়াজিহ, কাতাদা আল সাদুসি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে') আমাকে বলেছেন, আল্লাহর নবী কাবার দরজায় এসে দাঁড়ান ও বলেন:

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই; তার কোন শরীক নাই। সে তার প্রতিশ্রুতি ভালভাবে পূর্ণ করেছে ও সাহায্য করেছে তার বান্দা-কে। সে একাই শত্রুবাহিনী-কে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। কাবা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ ও তীর্থযাত্রীদের জন্য পানি সরবরাহ করা ছাড়া আর সকল উত্তরাধিকার কিংবা বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধা বা অংশীদারিত্বের দাবী আমি বাতিল ঘোষণা করলাম।

চাবুকের আঘাতে কিংবা সংঘবদ্ধ আক্রমণে অনিচ্ছাকৃত কিংবা আপাত-ইচ্ছাকৃত উভয় হত্যার (অর্থাৎ, মানুষ হত্যা) কঠোর রক্ত-মূল্য - একশত উট, যার চল্লিশটি হতে হবে গাভিন।

হে কুরাইশগণ, আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পৌত্তলিকতার অহংকার ও শ্রদ্ধা ছিনিয়ে নিয়েছে। মানুষ আদম থেকে সৃষ্ট, আর আদম সৃষ্ট ধূলিকণা (মাটি) থেকে।"

অতঃপর তিনি তাদের এই আয়াত-টি পাঠ করে শোনান:

"হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার" - আয়াতটির শেষ পর্যন্ত (কুরআন: ৪৯:১৩)।

অতঃপর তিনি যোগ করেন: "হে কুরাইশগণ, আমি তোমাদের কী করতে যাচ্ছি বলে তোমাদের ধারণা?" তারা জবাবে বলে, "ভাল। আপনি মহানুভব, আমাদের ভাই; সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।" তিনি তাদের বলেন, "ফিরে যাও, তোমরা মুক্ত।"'

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা: [61]

'তিনি বলেছেন, 'আলী বিন মুহাম্মদ বিন উবায়েদুল্লাহ আমাকে <মানসুর আল-হাজাবি হইতে < তার মাতা সাফিয়া বিনতে শায়েবা হইতে < বাররা বিনতে আবি তিজরা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন:

'আল্লাহর নবী যখন কাবার ভিতর থেকে বাহিরে বের হয়ে আসেন, তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি কাবার প্রবেশদ্বারে এসে থামেন, দুই দরজা ধরে দাঁড়ান ও নীচে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকান; তাঁর হাতে ছিল [কাবার] চাবি। অতঃপর তিনি চাবিটি তাঁর জামার আস্তিনে রাখেন।

তারা বলেছেন: আল্লাহর নবী যখন নীচে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকান, লোকগুলো তখন কাবা ঘরে আঠার মত লেগেছিল ও তারা সেটির চারিপাশে বসেছিল। তিনি বলেন: "আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া, সে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে ও তার বান্দা-কে সাহায্য করেছে। সে একাই শত্রু-বাহিনী-কে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। ----------

এটি আইনসম্মত নয় যে কোন মহিলা তার নিজের কোন সম্পত্তি তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে দান করে।

মুসলমান মুসলমানদের ভাই। মুসলমানরা ভাই ভাই। মুসলমানরা তাদের বিরোধিতা-কারীদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ থাকবে। তাদের রক্ত সমান। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দূরের, তারা তাদের জন্য জবাবদিহি করবে; আর যারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে

নিকটতম, তারা তাদের সাথে চুক্তি করবে। সবলরা দুর্বলদের রক্ষা করবে ও সক্ষমরা সহায়তা করবে অক্ষমদের।

অবিশ্বাসীদের (ফাফেরদের) কারণে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।

আর, চুক্তি-কারী-কে তার চুক্তির সময়কালের মধ্যে হত্যা করা হবে না। দুটি ভিন্ন ধর্মের লোকেরা একে অপরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাবে না। যাকাত প্রদানকারী কোন ব্যক্তি যাকাত-সংগ্রহকারীর কাছে তার যাকাত নিয়ে আসবে না, কিংবা অন্য কোনও গন্তব্যস্থানে সে কোন যাকাত-সংগ্রহকারীর সাথে সাক্ষাত করবে না। নিশ্চিতই, মুসলমানদের দান-সামগ্রী (charity) অবশ্যই তাদের বাড়িঘর ও উঠোনে সংগ্রহ করতে হবে। কোন মহিলা তার মামী-চাচী-খালাকে (aunt) বিবাহকারী কোন ব্যক্তি-কে বিবাহ করবে না। কোন নির্দিষ্ট দাবি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে এবং যে এটি অস্বীকার করবে, তাকে অবশ্যই শপথ গ্রহণ করতে হবে।

আইন-সিদ্ধ কোন ব্যক্তির সঙ্গ ছাড়া কোন মহিলা তিন দিনের বেশি একা ভ্রমণ করতে পারবে না।

আছর কিংবা সকালের নামাজের পর আর কোন নামাজ নাই। আর ঈদ আল-আযহা ও ঈদ আল-ফিতর পরের দুই দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ। আমি দুই ধরণের পোশাক নিষিদ্ধ করছি - একটি হলো সেটি, যা কোনও ব্যক্তির গোপনাঙ্গ অনাবৃত করে; আর অন্যটি হলো সেই পোশাক, যাতে কোন ফাঁক নাই। আমি নি:সন্দেহ, আমি কী অর্থপ্রকাশ করছি তা তোমরা বুঝতে পারছ।"

তিনি বলেছেন: অতঃপর আল্লাহর নবী সেখান থেকে নেমে আসেন, তাঁর সঙ্গে ছিল চাবিটি। তিনি মসজিদের পাশের দিকে সরে যান ও সেখানে বসে পড়েন। আল্লাহর নবী পানি সরবরাহের অংশীদারিত্ব-টি আল আব্বাসের কাছ থেকে ও চাবি-টি উসমানের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বসে থাকা অবস্থায় বলেন, "উসমান-

কে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।" অতঃপর উসমান বিন আবি তালহা-কে ডেকে আনা হয়। ---আল্লাহর নবী তাকে চাবি-টি প্রদান করেন। ---- আল্লাহর নবী পানি সরবরাহের দায়িত্বটি আল-আব্বাসের ওপর ন্যস্ত করেন। জাহিলিয়া যুগে বানু আবদ আল-মুত্তালিব গোত্রের আল-আব্বাস এটি পরিচালনা করতো, অতঃপর তার সন্তানেরা।' ---- [62]

আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা: [63] [59]

ইবনে ইশাকের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে (ইবনে হুমায়েদ হইতে < সালামাহ < ইবনে ইশাক < উমর বিন মুসা বিন আল-ওয়াজিহ, < কাতাদা আল সাদুসি হইতে বর্ণিত) আল-তাবারীর অব্যাহত অতিরিক্ত বর্ণনা:

----- [মুহাম্মদ বলেন], "হে কুরাইশ ও মক্কাবাসীগণ, আমি তোমাদের কী করতে যাচ্ছি বলে তোমাদের ধারণা?" তারা বলে, "ভাল। (কারণ আপনি) আমাদেরই সহৃদয় জ্ঞাতিভাই ও মহানুভব জ্ঞাতিভাইয়েরই এক সন্তান।" অতঃপর তিনি বলেন, "ফিরে যাও, কারণ তোমাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।" এভাবেই আল্লাহর নবী তাদের-কে মুক্তি প্রদান করেন,

যদিও আল্লাহ তাঁকে এই ক্ষমতা প্রদান করেছিল যে তিনি তাদের লোকদের জোরপূর্বক বন্দি করতে পারতেন ও তারা ছিল তাঁর 'গনিমত (booty)'।

সে কারণেই মক্কার এই লোকদের বলা হয় **'আল-তুলাকা'** (যাদের-কে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে)। [64]

লোকেরা ইসলাম গ্রহণ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্যের অঙ্গীকার প্রকাশের জন্য মক্কায় সমবেত হয়। আমাকে যা অবগত করানো হয়েছে তা হলো, তিনি তাদের জন্য সাফার [মক্কার পবিত্র স্থানটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়] ওপর

বসেছিলেন। আল্লাহর নবী যেখানে বসেছিলেন তার নিম্নভাগে ওমর ইবনে খাত্তাব অবস্থান করছিল ও লোকদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করছিল। সে তাদের কাছ থেকে আল্লাহর নবীর প্রতি তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিল, যাতে তারা তাদের সাধ্যমত আল্লাহ ও তার রসুলের হুকুম পালনে মনোযোগী হয়। যারা ইসলাম গ্রহণ ও আল্লাহর নবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল, সে তাদেরই শপথ গ্রহণ করছিল।

আল্লাহর নবীর প্রতি পুরুষদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর, মহিলারা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। কিছু সংখ্যক কুরাইশ মহিলা তাঁর সম্মুখে এসে হাজির হয়। তাদের মধ্যে ছিল হিন্দ বিনতে ওতবা, সে ছিল অবগুণ্ঠন ও ছদ্মবেশ পরিধান-রত অবস্থায়; কারণ-টি ছিল তার অপরাধ ও হামজার প্রতি তার আচরণ [পর্ব: ৬৪]; সে ভীত ছিল এই ভয়ে যে তার অপরাধের জন্য আল্লাহর নবী তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। [65]

মহিলারা যখন তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথ করতে আসে, আল্লাহর নবী বলেন, যা আমাকে জানানো হয়েছে, "তোমরা আমার প্রতি আনুগত্যের শপথ করছো এই শর্তে যে তোমরা আল্লাহর সাথে আর কোন অংশীদার শরিক করবে না।"

জবাবে হিন্দ বলে, "আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দিচ্ছেন যা আপনি পুরুষদের উপর চাপিয়ে দেন নাই। আমরা আপনাকে এটি প্রদান করব।"

তিনি বলেন, "চুরি করো না।"
সে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে সামান্য কিছু টাকা-পয়সা বা এই জাতীয় কিছু গ্রহণ করতাম, এটা আমার জন্য অনুমোদিত ছিল কি না তা আমি জানি না!" আবু সুফিয়ান, যে তার বক্তব্য প্রত্যক্ষ করছিল, বলে, "অতীতে যা তুমি নিয়েছো, তার জন্য তোমাকে ক্ষমা করা হলো।"

আল্লাহর নবী বলেন, "নিশ্চিতরূপেই তুমি হলে হিন্দ বিনতে ওতবা!"
সে জবাবে বলে, "আমি হিন্দ বিনতে ওতবা। অতীতে যা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করুন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।"

তিনি বলেন, "ব্যভিচার করো না।"
সে বলে, "হে আল্লাহর নবী, কোন মুক্ত-স্বাধীন মহিলা কী ব্যভিচার করে?"

তিনি বলেন, "তোমার সন্তানদের হত্যা করো না।"
সে বলে, "যখন তারা ছোট ছিল, আমরা তাদের বড় করেছি; আর তারা বড় হওয়ার পর আপনি বদর যুদ্ধে তাদের খুন করেছেন [পর্ব: ৩২]; সুতরাং আপনি ও তারাই এই সম্বন্ধে আরও অধিক ভাল জানেন!" [66]

ওমর ইবনে খাত্তাব তার কথাগুলো শুনে অসংযতভাবে হেসে উঠে।

আল্লাহর নবী বলেন, "এখন কিংবা এর পরে মিথ্যা অপবাদ আনয়ন করবে না।" সে বলে, "অপবাদ আনয়ন সত্যই কুৎসিত। কখনও কখনও কোনও বিষয় উপেক্ষা করায় উত্তম।"

তিনি বলেন, "কোন ভাল কর্মে আমার অবাধ্যতা করবে না।" সে বলে, "কোন ভাল পদক্ষেপে আপনাকে অমান্য করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা এই জায়গায় আসন গ্রহণ করি নাই।"

আল্লাহর নবী ওমর-কে বলেন, "তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করো।" আল্লাহর নবী তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আর ওমর তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে: এই কারণে যে, আল্লাহর নবী মহিলাদের সাথে হ্যাণ্ডশেক করতেন না, কিংবা তাদের স্পর্শ করতেন না, কিংবা কোন মহিলাই তাকে স্পর্শ করতেন না; ব্যতিক্রম কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ যাদের-কে [বিবাহের মাধ্যমে] তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন,

কিংবা তাঁর খুবই একান্ত নিকটাত্মীয় যাদের সাথে তাঁর বিবাহ করার অনুমতি নেই ['মাহরাম']।" [67]

ইবনে হুমায়েদ হইতে < সালামাহ < ইবনে ইশাক < আবান বিন সালিহ (এক স্কলার, যে তাকে জানিয়েছেন) হইতে বর্ণিত:

মহিলাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন করা হতো দুই ভাবে। আল্লাহর নবীর সম্মুখে এক পাত্রে পানি রাখা হতো। যখন তিনি তাদেরকে শপথ গ্রহণের আমন্ত্রণ করতেন ও তারা তা গ্রহণ করতো, তিনি তার হাত-টি পাত্রে [পানিতে] ডুবিয়ে বের করতেন; অতঃপর মহিলারা তাতে তাদের হাতগুলো ডোবাতেন। পরবর্তীতে, তিনি যখন তাদের কাছে শপথের প্রস্তাব দিতেন ও তারা তাঁর শর্তগুলি মেনে নিতো, তিনি বলতেন, "যাও, আমি তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছি" - এটাই তিনি করেছিলেন।' [68]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর 'মক্কা বিজয়' উপাখ্যানের ওপরে বর্ণিত ও গত আট-টি পর্বের (পর্ব: ১৮৭-১৯৪) বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, কুরাইশদের "দলে দলে" ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত কারণ হলো:

“মৃত্যুভয় ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তা-শঙ্কা! মুহাম্মদের এই ভাষণ, কিংবা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়!"

ওপরে বর্ণিত আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি: বিনা উস্কানিতে, অতর্কিত আক্রমণে অবিশ্বাসী-কাফেরদের পরাস্ত করে তাঁদের সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন, তাঁদের ও তাঁদের পরিবার সদস্যদের বন্দি করে দাস ও দাসী করণের যে “জিহাদি

প্রক্রিয়া" মুহাম্মদ চালু করেছিলেন; পরাস্ত কুরাইশদের অবস্থানও তার ব্যতিক্রম ছিল না! কিন্তু মুহাম্মদ অত্যন্ত দয়া-পরবশ হয়ে, কুরাইশদের সম্পদ লুণ্ঠন ও তাঁদের-কে বন্দি করে দাস ও দাসী করণ না করে তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে কারণেই ইসলামের পরিভাষায় মক্কাবাসী ও কুরাইশদের অভিহিত করা হয় **'আল-তুলাকা'** নামে।

বাস্তবিকই, ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা 'মক্কা বিজয়ের' প্রাক্কালে কুরাইশদের প্রতি মুহাম্মদের এই ক্ষমা প্রদর্শন-কে মুহাম্মদের "পরম উদারতার" এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে জগতের বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের সামনে উপস্থাপন করেন। এই বিষয়ে তাঁরা নিরলস ও ক্লান্তিহীন! গত ১৪০০ বছর যাবত! ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে! আগামী পর্বে "মুহাম্মদের ক্ষমা ও তার স্বরূপ" বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The added narratives of Al-Waqidi:

'He said: ʿAlī b. Muḥammad b. ʿUbaydullah related to me from Mānṣur al-Ḥajabī from his mother, Ṣafiyya bt. Shayba from Barra bt. Abī Tijra, who said: I looked at the Messenger of God when he came out from the House. He stopped at the entrance, held the

two doors and looked down on the people, and in his hand was the key. Then he put the key in his sleeve.

They said: When the Messenger of God looked down on the people who were glued to the Kaʿba and seated around it, he said, "Praise God who granted me His promise and helped His servant. He defeated the factions alone. ----

It is not lawful for a woman to give of her property except with the permission of her husband. The Muslim is the brother of the Muslims. The Muslims are brethren. The Muslims are one hand against those who oppose them. Their blood is equal. The farthest of them is answerable to them and the nearest of them will contract with them. The strong will protect the weak among them, and the active will help the incapable. No Muslim will be killed for a disbeliever, and no possessor of an agreement will be killed for the duration of that agreement. People of two different faiths do not inherit from each other. The one who pays *zakāt* does not bring it to the collector, nor does he meet the collector at some other destination; indeed the charity of Muslims must be collected [Page 837] in their houses and courtyards. The woman will not marry one who is married to her aunt; the claim must be proved, and he who denies it, must take the oath. No woman shall travel for more than three days alone, except with someone who is lʿAwful to her. There is no prayer after *'Aṣar*, or after *Ṣubḥ*, and fasting on two days, on *'Īd al-aḍḥā* and *al-fiṭr* is forbidden. I forbid two kinds of clothing—one is that which reveals one's private

parts; the other is clothing that has no openings. I do not doubt that you understand my meaning.” ------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[59] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল): পৃষ্ঠা ৫৫২- ৫৫৩

[60] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৮১-১৮২

[61] অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮৩৫-৮৩৮; ইংরেজি অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৪১১-৪১২

[62] অনুরূপ বর্ণনা - Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৭৪৫: 'মুহাম্মদ কাবা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন উসমান বিন আবি তালহার কাছে ও কাবায় তীর্থযাত্রীদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব অর্পণ করেন আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কাছে।'

[63] Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৪; Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৫৩ - ৫৫৪

[64] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৭৪৮: 'আরবি 'Tulaqa ('Taliq' এর বহু বচন) শব্দের অর্থ হলো "একজন বন্দী, যাকে তার বন্দিত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে"; অথবা, "একজন দাস/দাসী (slave), যাকে তার দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে, বা বন্ধনমুক্ত করা হয়েছে;" - মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে যে সকল কুরাইশরা মুসলমান হয়েছিলেন তাদের অবস্থান বোঝাতে এই শব্দের পরিভাষাগত ব্যবহার করা হয়েছে।'

[65] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৭৫০: ‘ওহুদ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান পত্নী হিন্দ মুহাম্মদের চাচা হামজা সহ অন্যান্য মুসলমানদের মৃত-দেহগুলো কেটে বিকলাঙ্গ করেছিলেন।' বিস্তারিত: 'হিন্দার প্রতিশোধ স্পৃহা (তৃতীয় খণ্ড: পর্ব: ৬৪)।

[66] বিস্তারিত: নৃশংস যাত্রার সূচনা (দ্বিতীয় খণ্ড: পর্ব:৩২)

[67] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৭৫২: 'সাধারণত: আনুগত্যের শপথটি পাঠ করানো হয় হাতে হাত রেখে। কিন্তু মহিলাদের স্পর্শের ব্যাপারে মুহাম্মদের সঙ্কোচের কারণে যথাযথ শপথ গ্রহণের বিষয়টি ওমরের ওপর ন্যস্ত করা হয়। আত্মীয়তা সূত্রে পুরুষদের যে সকল মহিলা-কে বিবাহ করা হারাম ('মাহরাম'), তাদের-কে ঐ পুরুষটির যৌথ পরিবারের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়; সে কারণে এই সম্পর্কের পুরুষ ও মহিলারা এই সম্পর্কের বাহিরের পুরুষ ও মহিলাদের চেয়ে অবাধে মেলা-মেশা করতে পারে।'

[68] অনুরূপ বর্ণনা - Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮৫০-৮৫১; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪১৮

১৯৬: মক্কা বিজয়-১০: নবী মুহাম্মদের ক্ষমা ও তার স্বরূপ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত সত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেন ৬৩২ সালের জুন মাসে। মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ২৯০ বছরের কম সময়ের মধ্যে লিখিত ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত মুহাম্মদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থের ('সিরাত') বর্ণনায় যা আমরা সুনিশ্চিত রূপে জানি তা হলো, মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে সহিংস হানাহানির সূত্রপাত করেছিলেন **"মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা।"** ৬২৪ সালের জানুয়ারি মাসে রাতের অন্ধকারে "নাখলা" নামক স্থানে বাণিজ্য ফেরত নিরীহ কুরাইশ কাফেলার উপর অতর্কিত আক্রমণ, তাঁদের বাণিজ্য-সামগ্রী লুণ্ঠন, একজন নিরপরাধ আরোহীকে খুন ও দুইজন আরোহীকে বন্দী করে তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় ঘটনাটির মাধ্যমে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই সহিংস যাত্রা শুরু করেন (পর্ব: ২৯)।

এই খুন ও অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহা এবং মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ডাকাতি ও সন্ত্রাসী হামলার কবল থেকে আবু-সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বাণিজ্য ফেরত কাফেলা-সম্পদ ও কাফেলা-আরোহীদের রক্ষার কুরাইশ-প্রচেষ্টায় সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধ। এটি ছিল কুরাইশদের সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক নৃশংসতায় ৭০ জন কুরাইশ-কে করে হত্যা,

৭০ জন-কে করে বন্দি। অতঃপর বন্দি অবস্থাতেই তাঁরা পথিমধ্যে আরও দুইজন কুরাইশ-কে হত্যা করে বাঁকি ৬৮-জনকে ধরে নিয়ে আসে মদিনায় ও তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে আদায় করে মুক্তিপণ। এই অপূরণীয় ক্ষতি, অবমাননা ও মানসিক বিপর্যয়ের প্রতিশোধ স্পৃহায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে স্বজন-হারা কুরাইশ ও তাঁদের মিত্রদের প্রতিহিংসা স্পৃহার লড়াই: ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধ!

পরিশেষে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত মক্কা আক্রমণ ও বিজয়! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী কর্তৃক চরম অবমাননা, প্রচণ্ড ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে কুরাইশদের শত-শত দেব ও দেবী প্রতিমা ধ্বংস! আর এই চরম অবমাননা ও ধর্মীয় অনুভূতিতে চরম আঘাত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার পরেও মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে কুরাইশদের "দলে দলে" ইসলাম গ্রহণ!

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, মুহাম্মদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত কিছু কুরাইশ তাঁদের জীবন বাঁচানোর প্রচেষ্টায় পলায়ন কিংবা আত্ম-গোপন করেছিলেন। উল্লেখযোগ্যরা হলেন:

(১) সাফওয়ান বিন উমাইয়া:
যার পিতা উমাইয়া বিন খালাফ-কে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বদর যুদ্ধে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করেছিলেন (পর্ব: ৩২); আর সেই হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় সাফওয়ান এক মুহাম্মদ অনুসারীকে ক্রয় করে তাকে হত্যা করেছিলেন (পর্ব: ৭২)।

(২) ইকরিমা বিন আবু জেহেল:
যার পিতা আবু জেহেল-কে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বদর যুদ্ধে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করেছিলেন (পর্ব: ৩২)।

(৩) হুবায়ের বিন আবি ওহাব আল মাখযুমি:
যিনি ছিলেন মুহাম্মদের চাচা আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানির স্বামী।

(৪) সুহায়েল বিন আমর:

যাকে বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ বন্দি করেছিলেন ও মুক্তিপণ আদায়ের বিনিময়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ফেরত দিয়েছিলেন (পর্ব: ৩৭)। যিনি হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির প্রাক্কালে কুরাইশদের পক্ষে মুহাম্মদের সাথে মধ্যস্থতা করেছিলেন ও চুক্তি আলোচনার প্রাক্কালে যার মুসলিম পুত্র আবু জানদাল বিন সুহায়েল পায়ে বেড়ি পরিহিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয়েছিল (পর্ব: ১১৮-১২০)। [69] [70]

(৫) ওয়াহাশি:

যিনি ওহুদ যুদ্ধে তাঁর মনিব যুবায়ের বিন মুতিমের আদেশে বদর যুদ্ধে বহু কুরাইশ হত্যাকারী মুহাম্মদের চাচা হমাজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব-কে হত্যা করে স্বজন-হারা কুরাইশদের প্রতিশোধ স্পৃহা নিবৃত করেছিলেন (পর্ব: ৬৩)। [71]

প্রাণ-ভয়ে ভীত পলাতক ও আত্ম-গোপনকারী এই মানুষগুলোর প্রায় সকলকেই মুহাম্মদ ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ক্ষমা ও নিরাপত্তা শর্তহীন ছিল না। কী ছিল তার প্রকৃত কারণ?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল-তাবারীর) বর্ণনার পুনরারম্ভ – কবিতা পঙক্তি পরিহার:

(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ) [72] [73] [74]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৯৫) পর:

'মুহাম্মদ বিন জাফর আমাকে <উরওয়া বিন আল-যুবায়েরের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন:

সাফওয়ান বিন উমাইয়া জাহাজ যোগে ইয়ামেনে যাওয়ার জন্যে জুদ্দা নামক স্থানে গমন করে। উমায়ের বিন ওহাব (Umayr b. Wahb) আল্লাহর নবীকে বলে যে

কুরাইশ গোত্র প্রধান [বানু জুমাহ গোত্র] সাফওয়ান, তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে সমুদ্রে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্যে গিয়েছে। সে তাঁর কাছে তার নিরাপত্তার আবেদন করে। আল্লাহর নবী তাতে সম্মত হোন। সে তাঁর কাছে তাঁর এই সম্মতির এমন কোন প্রমাণ তাকে দিতে বলেন, যা সে নিদর্শন স্বরূপ তার [সাফওয়ান] কাছে উপস্থিত করতে পারে। তাই তিনি তাকে তাঁর সেই পাগড়িটি প্রদান করেন, যেটি পরিধান করে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

উমায়ের সেটি নিয়ে যাত্রা শুরু করে ও সাফওয়ানের জাহাজে চড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার কাছে গিয়ে পৌঁছে। সে তাকে আত্মহত্যা না করার অনুরোধ করে ও তাকে নিরাপত্তা-প্রদান প্রতিশ্রুতির নিদর্শন-টি হাজির করে।

সাফওয়ান তাকে বলে যে সে যেন তার সাথে কোন কথা না বলে ও তার কাছে না আসে।
জবাবে সে বলে, "আমার পিতা-মাতার শপথ! তিনি হলেন সর্বাধিক পুণ্যবান, সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও ক্ষমাপরায়ণ ও তিনি মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমারই জ্ঞাতিভাই। তাঁর সম্মান, তোমারই সম্মান।"

সে জবাবে বলে, "তার কারণেই আমি আমার জীবন নিয়ে শঙ্কিত।"

প্রত্যুত্তরে সে বলে, "তিনি এতই ক্ষমাশীল ও সম্মানিত যে তিনি তোমাকে হত্যা করতে পারেন না।" (আল ওয়াকিদি: 'সে বলে, "তিনি তোমাকে ইসলাম দীক্ষিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন; যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও, তিনি তোমাকে দুই মাস সময় দেবেন; তিনি মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বাসী ও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" [He said, "He invites you to enter Islam, and if you are not satisfied he will grant you two months, and he is the most faithful of the people, the kindest of them]")

তাই, সে তার সাথে আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও তাঁকে বলে যে, উমায়ের তাকে বলেছে যে তিনি তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন যে, সে সত্য বলেছে। সাফওয়ান তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মনস্থির করার জন্য তাঁর কাছে দুই মাস সময় আবেদন করে। তিনি তাকে চার মাস সময় প্রদান করেন।

আল-যুহরি আমাকে বলেছেন:
উম্মে হাকিম বিনতে আল-হারিথ বিন হিশাম ও ফাখিথা বিনতে আল-ওয়ালিদ (সে ছিল সাফওয়ানের স্ত্রী, আর উম্মে হাকিম ছিলেন ইকরিমা বিন আবু-জেহেলের স্ত্রী) ইসলামে দীক্ষিত হয়। পরের জন [উম্মে হাকিম] তার স্বামীর নিরাপত্তার আবেদন করে, আল্লাহর নবী তা মঞ্জুর করেন। সে ইয়েমেনে গিয়ে তার স্বামীর সাথে যোগদান করে ও তাকে ফেরত নিয়ে আসে। যখন ইকরিমা ও সাফওয়ান মুসলমান হয়, আল্লাহর তাদের স্ত্রীদের তাদের কাছে ফেরত দেন।' ---

(আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা: 'ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ <ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত: যখন আল্লাহর নবী মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন হুবায়ের বিন আবি ওহাব আল মাখযুমি ও আবদুল্লাহ বিন আল-যিবারি আল-সাহমি পালিয়ে নাজরান [ইয়েমেনের উত্তর সীমান্ত, মক্কা থেকে প্রায় ১৮০ মাইল দক্ষিণে] গমন করে।')

'আর হুবায়ের বিন আবি ওহাব আল মাখযুমির বিষয়টি হলো, সে সেখানে [ইয়েমেন] অবস্থান করে ও অবিশ্বাসী অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে। তার স্ত্রী ছিল আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী, যার আসল নাম ছিল হিন্দ। সে জানতে পারে যে তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছে। -----
মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে যে মুসলমানরা উপস্থিত ছিল, তাদের মোট সংখ্যা ছিল ১০,০০০। বানু সুলায়েম গোত্রের ৭০০ (কেউ বলে ১০০০); বানু গিফার গোত্রের ৪০০; বানু আসলামের ৪০০; বানু মুযায়েনার ১০০৩ জন। বাঁকিরা ছিল কুরাইশ ও

আনসার ও তাদের মিত্ররা। আর ছিল আরবের তামিম ও কায়েস ও আসাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো।'

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা:

সুহায়েল বিন আমরের ইসলাম গ্রহণ ও তার কারণ:

'মুসা বিন মুহাম্মদ তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: সুহায়েল বিন আমর বলেছে:
যখন আল্লাহর নবী মক্কায় প্রবেশ করেন ও বিজয়ী হোন, আমি দ্রুতগতিতে আমার বাড়িতে আসি ও বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিই। অতঃপর আমি আমার আমার পুত্র আবদুল্লাহ বিন সুহায়েল-কে মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করি, যেন তিনি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। কারণ, সত্যিই আমার বিশ্বাস ছিল এই যে আমাকে হত্যা করা হবে। আমি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে আমার অতীত ঘটনাগুলো স্মরণ করতে থাকি, আর আমার চেয়ে বেশী দুষ্ট অতীত আর কারও ছিল না। সত্যিই আমি হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির দিনটিতে আল্লাহর নবীকে এমন ভাবে সম্বোধন করেছিলাম, যা অন্য কেহই করে নাই ও আমিই তাঁর জন্য চুক্তি-পত্রটি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। আমি তাঁর বিরোধিতা করেছিলাম বদর ও ওহুদ [যুদ্ধে] ও যখনই কুরাইশরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, আমি ছিলাম তাদের সাথে।

আবদুল্লাহ বিন সুহায়েল আল্লাহর নবীর কাছে গমন করে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, আপনি কী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন?" তিনি জবাবে বলেন, "হ্যাঁ, সে নিরাপদ ও আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছে, সুতরাং তাকে হাজির হতে দাও!" অতঃপর আল্লাহর নবী তাঁর চারিপাশে উপস্থিত লোকদের বলেন, "সুহায়েল বিন আমরের সাথে সাক্ষাতের সময় তোমারা তার দিকে স্থিরদৃষ্টি-তে তাকাবে না। তাকে যেতে দাও। কারণ, আমার জীবনের কসম, সুহায়েল ভাল মন ও মর্যাদার অধিকারী। আর যারা সুহায়েলের মত, তারা ইসলাম-কে উপেক্ষা করতে পারে না। নিশ্চিতই সে

অনুধাবন করতে পেরেছে যে, যা সে অনুশীলন করছিল তা তার কোন উপকার করতে পারে নাই।”

আবদুল্লাহ তার পিতার কাছে গমন করে ও আল্লাহর নবী যা বলেছেন তা তাকে অবহিত করায়। সুহায়েল বলে, "আল্লাহর কসম, সে ন্যায়নিষ্ঠ, হোক না সে তরুণ অথবা বৃদ্ধ!” সুহায়েল ইসলাম গ্রহণে দ্বিধা বোধ করে। সে মুশরিক অবস্থায়ই আল্লাহর নবীর সাথে হুনায়েন [যুদ্ধে] অংশগ্রহণ করে, যে পর্যন্ত না সে আল-জিররানায় ইসলামে দীক্ষিত হয়।' –

ওয়াহাশির ইসলাম গ্রহণ ও তার কারণ: [75]

'তিনি বলেছেন: ইবনে আবি সাবরা আমাকে <হুসায়েন বিন আবদুল্লাহ হইতে < ইকরিমা হইতে <ইবনে আব্বাস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন:

আল্লাহর নবী একদল লোকের সাথে ওয়াহাশি-কে হত্যার নির্দেশ জারী করেন। মুসলমানরা ওয়াহাশি-কে হত্যার ব্যাপারে ছিল উদগ্রীব। ওয়াহাশি পালিয়ে আল-তায়েফে গমন করে। সে সেখানেই অবস্থান করে যতক্ষণে না সে তায়েফের এক আসরে আল্লাহর নবীর অবস্থানকালে তথায় হাজির হয়। অতঃপর সে তাঁর নিকট গমন করে ও বলে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই ও মুহাম্মদ হলো তার রসুল।"

আল্লাহর নবী বলেন, "ওয়াহাশি?"
জবাবে সে বলে, "হ্যাঁ।"
তিনি বলেন, "বসো। আমাকে বলো যে কী ভাবে তুমি হামজা-কে হত্যা করেছিলে।"
তাই সে তাঁকে তা অবহিত করায়।
আল্লাহর নবী বলেন, "আমার কাছ থেকে তুমি তোমার মুখ লুকিয়ে রাখবে।"

সে বলেছে, "যখনই আমি তাঁকে দেখতাম, আমি তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতাম। অতঃপর লোকেরা মুসায়লিমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ও আমি মুসায়লিমা-কে আক্রমণ করি ও আমার বর্শাটি দিয়ে তাকে বিদ্ধ করি। আনসারদের এক লোক তাকে আঘাত করে, আল্লাহই জানে আমাদের কে তাকে হত্যা করেছিল।"' -----

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, এই লোকগুলো মুহাম্মদের ক্ষমা ও নিরাপত্তা পেয়েছিলেন মুহাম্মদের নতি স্বীকার ও ইসলাম গ্রহণ কিংবা সম্ভাব্য ইসলাম গ্রহণ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে।

"আর এই কাজটি তাঁরা করেছিলেন, নিরাপত্তা-শঙ্কায়! মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে; তাঁদের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে! মুহাম্মদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়!"

আর যারা মুহাম্মদের নতি স্বীকার ও ইসলাম গ্রহণে একেবারেই রাজী ছিলেন না, তাঁরা হয়েছিলেন মৃত্যু-ভয়ে দেশান্তরি। উম্মে হানীর স্বামী হুবায়ের বিন আবি ওহাব আল মাখযুমি ছিলেন তাঁদেরই একজন।

*"বাস্তবিকই, অনুসারীদের প্রতি ছিল নবী মুহাম্মদের অকৃত্রিম সহমর্মিতা। মুহাম্মদের চরিত্রের এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাঁর চরম শত্রুকেও সহাস্যে ক্ষমা করতে পারতেন **"যদি সে"** তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে 'ইসলামে' দীক্ষিত হয়। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যটি ছিল অনন্য! এটি ছিল মুহাম্মদের সাফল্যের 'দ্বিতীয় চাবিকাঠি'!"* এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৭৮)! [76]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The added narratives of Al-Waqidi:

'Mūsā b. Muḥammad related to me from his father, who said: **Suhayl b. ʿAmr** said: When the Messenger of God entered Mecca, and became victorious, I rushed to my house [Page 847] and locked the door upon me, and I sent to my son ʿAbdullah b. Suhayl to get me protection from Muḥammad, for indeed I believed that I would be killed. I began to remember the past with Muḥammad and his companions, and there was not one who had a more evil past than I. Indeed, I greeted the Messenger of God on the day of al-Hudaybiyya, as one never does, and it was I who wrote the document for him. I had opposed him at Badr and Uḥud and whenever the Quraysh made a disturbance, I was with them. Abdullah b. Suhayl went to the Messenger of God and said, "O Messenger of God, will you grant him protection?" He replied, "Yes, he is protected and he has the protection of God, so let him appear!" Then the Messenger of God said to those who were around him, "Whoever meets Suhayl b. ʿAmr, do not stare at him. Let him leave, for by my life, Suhayl possesses a mind and nobility.

And whoever is like Suhayl cannot ignore Islam. Surely he realized that what he was practicing could not profit him.” ʿAbdullah went to his father and informed him about the words of the Messenger of God, and Suhayl said, “He was, by God, righteous, whether young or old!” Suhayl hesitated to approach Islam. He went out to Ḥunayn with the Messenger of God while continuing to practice polytheism, until he converted in al-Jiʿirrāna.’ -------

He said: Ibn Abī Sabra related to me from Ḥusayn b. ʿAbdullah from ʿIkrima from Ibn ʿAbbās, who said: The Messenger of God commanded the killing of Waḥshī [Page 863] with the group. The Muslims were most greedy to take Waḥshī. Waḥshī fled to al-Ṭā’if. He stayed there until he reached the place of the Messenger of God with the party of al-Ṭā’if. Then he entered upon him and said, “I witness that there is no God but Allah and that Muḥammad is His messenger.” The Messenger of God said, “Waḥshī?” He replied, “Yes.” He said, “Sit. Tell me how you killed Ḥamza.” So he informed him. The Messenger of God said, “Hide your face from me.” He said, “When I saw him I used to hide from him. Then the people set out to Musaylima and I attacked Musaylima and pierced him with my spear. A man from the Anṣār struck him, and God knows which of us killed him.” -----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[69] নাখলা আক্রমণ; উমাইয়া বিন খালাফ ও আবু-জেহেল হত্যা ও সুহায়েল বিন আমরের বন্দিত্ব: বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ড - পর্ব ২৯, ৩২ ও ৩৭।

[70] সুহায়েল বিন আমর ও তাঁর পুত্র আবু জানদালের উপাখ্যান: বিস্তারিত চতুর্থ খণ্ড -পর্ব ১১৮-১২০।

[71] সাফওয়ান ও যুবায়ের বিন মুতিমের প্রতিশোধ স্পৃহা: বিস্তারিত তৃতীয় খণ্ড - পর্ব ৬৩ ও ৭২)।

[72] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৫৫-৫৫৭

[73] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৫

[74] অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮৪৬-৮৫৫; ইংরেজি অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৪১৬-৪২০

[75] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮৬২-৮৬৩; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪২৪-৪২৫

[76] বিস্তারিত: 'খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ ও তার কারণ (পঞ্চম খণ্ড -পর্ব: ১৭৮)'।

১৯৭: মক্কা বিজয়-১১: মক্কা অবমাননার সূচনা ও অতঃপর!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত একাত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মের বহু আগে থেকেই মক্কা ও তার চারিপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আরব ও অনারব জন-গুষ্টি মক্কা ও কাবা শরীফ-কে "পবিত্র" জ্ঞানে সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং তার আশে-পাশে কোনরূপ সহিংসতা, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ জ্ঞান করতেন। কিন্তু, ইসলাম আবির্ভাবের পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ইসলাম বিশ্বাসীরা এই পবিত্র নগরী ও কাবা শরীফের চরম অবমাননা করে যুগে যুগে এই শহরে হামলা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে; যার সর্বশেষ-টি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বর মাসে। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-কাহতানির নেতৃত্বে। যদি প্রশ্ন করা হয়,

*"ইসলামের ইতিহাসে কোন ইসলাম বিশ্বাসী **'সর্বপ্রথম'** মক্কা ও কাবা শরীফের পবিত্রতা ধূলিসাৎ করে তথায় হামলা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলেন? আর সেই গর্হিত কর্মের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে তিনি কোন অজুহাত-টি ব্যবহার করেছিলেন?"*

এই প্রশ্নের সুনিশ্চিত জবাব আমরা জানতে পারি ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) লিখিত 'সিরাত' গ্রন্থের বর্ণনায়।

আল-ওয়াকিদির বর্ণনা: [77]
(ইবনে ইশাকের বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ) [78]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৯৬) পর:

'তিনি বলেছেন: আবদ আল-মালিক বিন নাফি আমাকে তার পিতা হইতে (ইবনে ইশাক: 'সাইদ বিন আবু সানদার আল-আসলামি তার গোত্রের এক লোকের কাছ থেকে') প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন: ---

জাহিলিয়া যুগে হুদায়েল গোত্রের হামলাকারী দলের লোকেরা যাত্রা শুরু করে, তাদের সঙ্গে ছিল **জুনায়েদিব বিন আল-আদলা** (ইবনে ইশাক: 'ইবনে আল-আথওয়া আল-হুদালি') নামের এক লোক। তাদের লক্ষ্য ছিল আহমর বাসা (বাসান) নামের এক লোকের গোত্রের লোকদের ওপর আক্রমণ। আহমর বাসা ছিল বানু আসলাম গোত্রের এক সাহসী লোক, যাকে পরাস্ত করা ছিল কঠিন। সে তার গোত্রের লোকদের সাথে না ঘুমিয়ে বরঞ্চ ঘুমিয়েছিল তাদের বসত-বাড়ীগুলোর বাহিরে। সে তার ঘুমানোর সময় জোরে নাক ডাকতো ও তার অবস্থান লুকাতে পারতো না। যখনই তাদের বসতি-তে ভীতিকর কোন ঘটনার আবির্ভাব হতো, তখন তারা চিৎকার করে আহমর বাসা-কে ডাকতো ও সে সিংহের মতো সেখানে উপস্থিত হতো।

হুদায়েল গোত্রের সেই হামলাকারীরা যখন তাদের কাছে আসে, জুনায়েদিব বিন আল-আদলা বলে, "যদি আহমর বাসা এই বসতি-তে থাকে, তবে কোন ভাবেই তাদের কাছে যাওয়া যাবে না। কিন্তু সে এমন নাক ডাকে যে তা লুকানো থাকে না; সুতরাং আমাকে শুনতে দাও।" শব্দটি অনুসরণ করে সে তার অবস্থানটি জানতে পারে ও

তার কাছে যায়। সে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায় ও তাকে হত্যা করে। সে তার বুকের ভিতর তরবারি বিদ্ধ করে তার উপর ঝুঁকে পড়ে ও তাকে হত্যা করে। অতঃপর তারা হামলা চালায় তার গোত্রটির ওপর।

তার গোত্রের লোকেরা চিৎকার করে ডাকে, "আহমর বাসা!"
কিন্তু তা ছিল নিষ্ফল। আহমর বাসা আসে না, তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের যা প্রয়োজন তা তারা ঐ বসত-বাড়িগুলো থেকে আত্মসাৎ করে ও প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর লোকেরা ইসলাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বিজয়ের পরদিন, মক্কায় কারা নিরাপদ তা অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জুনায়েদিব বিন আল-আদলা মক্কায় প্রবেশ করে। জুনদুব বিন আল-আজাম আল-আসলামি (ইবনে ইশাক: 'খোজা গোত্রের লোকেরা') তাকে দেখে ফেলে ও বলে, "তুমি জুনায়েদিব বিন আল-আদলা, আহমর বাসার হত্যাকারী!" সে বলে, "হ্যাঁ।"

জুনদুব সেখান থেকে চলে যায় ও তার বিরুদ্ধে একদল লোক জড়ো করে। প্রথমেই সে যার সাক্ষাত পায় সে হলো, **খিরাশ বিন উমাইয়া আল কাবি**; তাকে সে ব্যাপারটি জানায়। খিরাশ তার তরবারি-টি নেয় ও অতঃপর জুনায়েদিবের কাছে আসে। তার চারিপাশে ছিল বহু লোক, সে তাদের সাথে আহমর বাসার হত্যার বিষয়টি নিয়ে আলাপ করছিল। তারা যখন তার চারপাশে জড়ো ছিল, হঠাৎ সেখানে খিরাশ তার তরবারি নিয়ে অগ্রসর হয় ও বলে, "লোকটির কাছ থেকে দূরে থাকো!" আল্লাহর কসম, লোকেরা তাকে সন্দেহ না করে এই ভেবেছিল যে, সে তাকে অবকাশ দিতে চাচ্ছে। তারা তার কাছ থেকে সত্যিই ঘুরে দাঁড়ায় ও তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

অতঃপর খিরাশ তার তরবারি দিয়ে তাকে আক্রমণ করে ও তা তার পাকস্থলী-তে বিদ্ধ করে। ইবনে আদলা মক্কার প্রাচীর গুলোর একটিতে ঝুঁকে পড়ে ও তার ভিতরে

যা ছিল তা তার পেট থেকে বের হতে শুরু করে। সত্যিই তার মাথায় চোখগুলো জ্বলজ্বল করছিল, যখন সে বলছিল, "হে খোজার লোকেরা, তোমরা করেছো!" অতঃপর লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আল্লাহর নবী তার খুনের খবরটি শুনতে পান ও উঠে দাঁড়ান ও ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এই ভাষণটি ছিল মক্কা বিজয়ের পরের দিন যোহর নামাজের পর। তিনি বলেন,

"হে লোক সকল, নিশ্চিতই যেদিন থেকে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে, যেদিন থেকে সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছে ও স্থাপন করেছে এই দুটি পর্বতমালা; তখন থেকেই মক্কাকে আল্লাহ এক পবিত্র স্থানরূপে (sanctuary) সৃষ্টি করেছে। শেষ বিচারের দিনটি পর্যন্ত এই স্থানটি পবিত্র। আল্লাহ ও শেষ বিচার দিনের কসম, বিশ্বাসীদের জন্য এটি বৈধ নয় যে তারা এখানে কোনরূপ রক্তপাত করে, কিংবা তারা করে এখানে গাছের কোন ক্ষতি।

আমার পূর্বে কারও প্রতি এটি অনুমোদিত ছিল না, আর আমার পরেও কারও জন্য এটি অনুমোদিত নয়। আমাকে এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল দিনের কিছু সময়ের জন্য, অতঃপর তার পবিত্রতা আবার আগের মত ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

নিশ্চয়ই যারা এর সাক্ষী, তারা যেন তোমাদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়।

যদি কেউ বলে: 'আল্লাহর নবী পবিত্র স্থানে যুদ্ধ করেছে, বলো: নিশ্চিতই আল্লাহ তার নবীকে এই অনুমতি-টি দিয়েছিল, কিন্তু সে তোমাকে এই অনুমতি দেয় নাই!'

হে বানু খোজার লোকেরা, হত্যাকাণ্ড থেকে তোমরা তোমাদের হাতগুলো সরিয়ে নাও। আল্লাহর কসম, নিঃসন্দেহে অনেক বেশি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, যদিও তা ছিল লাভজনক। তোমারা এই লোকটি-কে হত্যা করেছ, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই

তার রক্ত-মূল্য পরিশোধ করবো! এর পর যদি কোন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, আমার অবস্থান হলো এই: তার পরিবার, যদি ইচ্ছা করে, তবে ঘাতকের রক্ত নেবে; কিংবা, যদি তারা চায়, নেবে রক্ত-মূল্য।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, মক্কা ও কাবা শরীফে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিটি আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলেন, তিনি ছিলেন স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আর তিনি তা করেছিলেন তাঁর সৃষ্ট আল্লাহর অজুহাতে,

"--- নিশ্চিতই আল্লাহ তার নবীকে এই অনুমতি-টি দিয়েছিল!"

অতঃপর, তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, অন্য কোন ইসলাম বিশ্বাসী যেন এই স্থানে আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না করে! কারণ, *"তাঁর আল্লাহ তাকে সেই অনুমতি দেয় নাই!"*

ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের পুত্র মুয়াবিয়া ইবনে আবু-সুফিয়ানের (শাসনকাল ৬৬১-৬৮০সাল) মৃত্যুর পর উমাইয়া খেলাফতের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোন আবু সুফিয়ানের নাতি, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া ইবনে আবু-সুফিয়ান (শাসনকাল ৬৮০-৬৮৩ সাল)। কিন্তু মুহাম্মদের নাতি হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব এবং আবু বকর ইবনে কুহাফার নাতি (কন্যা আসমা বিনতে আবু বকরের পুত্র) আল-যুবায়ের ইবনে আল-আওয়াম ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। পরিণতিতে ইয়াজিদের নির্দেশে তাঁর সৈন্যরা ৬৮০ সালের অক্টোবর মাসে কারবালা প্রান্তরে হত্যা করেন মুহাম্মদের এই নাতি হোসাইন-কে।

অন্যদিকে আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের (৬২৪-৬৯২ সাল) মক্কার অধিকাংশ কুরাইশ, আনসার ও অন্যান্য আরব গোত্রের সহায়তায় “মক্কায়” নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া তাঁকে শায়েস্তার উদ্দেশ্যে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। নেতৃত্বে ছিলেন আমর বিন সাইদ আল-আস বিন উমাইয়া (Amr b. Sa`id b. al-As b. Umayya)। ৬৮৩ সালে আমর বিন সাইদের এই মক্কা আক্রমণের প্রাক্কালে, আবু শুরায়াহ আল-খোজায়ি নামের মুহাম্মদের এক অনুসারী, যিনি ছিলেন 'মক্কা বিজয়' প্রাক্কালে মুহাম্মদের ওপরে বর্ণিত ভাষণের একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, আমর-কে মুহাম্মদের সেই নির্দেশটি অবহিত করান। প্রত্যুত্তরে আমর তাঁকে কী জবাব দিয়েছিলেন তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিখে রেখেছেন।

আল ওয়াকিদির বর্ণনার পুনরারম্ভ:

(ইবনে ইশাকের বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ):

‘আবু শুরায়াহর (ইবনে ইশাক: 'সাইদ বিন আবু সাইদ আল-মাকবুরি <আবু শুরায়াহ আল-খোজায়ি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন') ভাষ্য মতে:

আমর বিন সাইদ বিন আল-আস যখন [আবদুল্লাহ] ইবনে আল-যুবায়ের এর সাথে যুদ্ধের বাসনা করে, সে তাকে এই বিধানটি অবহিত করায় ও বলে, "সত্যিই আল্লাহর নবী আমাদের এই আদেশ করেছেন যে, আমারা যারা সাক্ষী ছিলাম তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের এই বিধানটি জানিয়ে দেই। আমি সাক্ষী ছিলাম, আর তুমি ছিলে অনুপস্থিত। আল্লাহর নবী যে আদেশ করেছিলেন, আমি তোমাকে তাই জানাচ্ছি।" আমর বিন সাইদ বলে,

"হে অগ্রজ, ফিরে যাও, কারণ আমরা আপনার চেয়ে এর পবিত্রতার বিষয়ে আরও ভাল ভাবে অবহিত। নিঃসন্দেহে এটি অত্যাচারী, আনুগত্য বাতিল-কারী, কিংবা রক্তপাত-কারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সংযত করে না।"'

আবু শুরায়াহ বলে, "নবী যা আদেশ করেছেন তা আমি তোমার সামনে নিয়ে এসেছি। এখন, এটি তোমার উপর!"'

(অনুবাদ – লেখক)

আমর বিন সাইদ বিন আল-আসের এই মক্কা আক্রমণই শেষ আক্রমণ নয়। এটি ছিল শুরু মাত্র। এর পর মুহাম্মদ অনুসারীরা "তাঁরই পথ অনুসরণ করে" যুগে যুগে যে মক্কা আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছেন, তার আরও কিছু উদাহরণ হলো: [79]

১) ৬৯১ সালে আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়েরের বিরুদ্ধে মারওয়ান পুত্র আবদুল মালিকের (শাসনকাল ৬৮৫-৭০৫ সাল) সেনাবাহিনী প্রেরণ। পরিণতিতে আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের-কে করা হয় হত্যা, ৬৯২ সালে।

২) ৯৩০ সালের হজের প্রাক্কালে মক্কা আক্রমণ। নেতৃত্বে ছিলেন আবু তাহির সুলাইমান আল-জাননাবি (Abu Tahir Sulayman al-Jannabi), যিনি ছিলেন একজন শিয়া মুসলমান।

৩) ১৮০৩ সালে প্রথম বার মক্কা অটোমান সাম্রাজ্যের কবল থেকে সৌদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনভূক্ত হয়, যা ১৮১৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

৪) ১৯১৬ সালের জুন-জুলাই মাসে মক্কা আক্রমণ।

৫) ১৯২৪ সালে মক্কা আক্রমণ।

৬) ১৯৭৯ সালে মক্কা আক্রমণ।

সংক্ষেপে,
মক্কা ও কাবা শরীফের অবমাননা-কারী সর্বপ্রথম ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), আর তিনি তা করেছিলেন তাঁর আল্লাহর অজুহাতে। তাঁর নির্দেশে আবদুল্লাহ বিন খাতাল নামের এক ব্যক্তিকে "কাবা শরীফের পর্দার ভিতরে আশ্রয়রত অবস্থায়" তাঁর অনুসারীরা কীভাবে হত্যা করেছিলেন, তার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৯২)।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [77]

He said: ʿAbd al-Malik b. Nāfī related to me from his father, who said: --
The raiders of Hudhayl went out in *jāhiliyya* and with them was Junaydib b. al-Adlaʿ desiring the tribe of Aḥmar Baʿsā. Aḥamar Baʿsā was a man from the Aslam, brave and difficult to beat. He did not sleep with his tribe/clan. Rather he slept outside the settlement. When he sleeps he snores loudly, and his place cannot be hidden. Whenever fear came to the settlement they screamed

for Ahmar Baʿsā and he appeared like the lion. When those raiders of Hudhayl came to them, Junaydib b. al-Adlaʿ said, "If Ahmar Baʿsā is in the settlement there will be no way to them. But he has a snore that cannot be missed, so let me listen." He tracked the sound and heard him and he went to him and he found him sleeping and he killed him. He placed the sword on his chest, leaned on it and killed him. Then they attacked the tribe, and the tribe shouted, "Ahmar Baʿsā!" But there was nothing. Ahmar Baʿsā could not come for he had been killed. They took what they needed from the settlement and turned back. And the people were busy with Islam.

One day, after the Conquest, Junaydib b. al-Adlaʿentered Mecca and sought out and observed the people who were secure. Jundub b. al-Aʿjam al-ʿĀṣlamī saw him and said, "Junaydib b. Adlaʿthe killer of Ahmar Baʿsā!" And he said, "Yes." Jundub went out and mobilized a group against him, and the first he met was Khirāsh b. Umayya al-Kaʿbī and he informed him about it. Khirāsh put on his sword and then approached Junaydib. The people were around him and he was talking to them about the killing of Ahmar Baʿsā. While they gathered around him, [Page 844] Khirāsh b. Umayya approached all of a sudden, with his sword and said, "Keep away from the man!" and by God, the people did not doubt except that he wanted to give him space, and they surely turned around from him and were separated from him. Then Khirāsh attacked him

with his sword and pierced him in his stomach. Ibn Adla'leaned against one of the walls of Mecca, and what was inside of him began to flow from his stomach, and indeed his eyes were glistening in his head as he said, "You did it, O people of the Khuzā'a!" And the man fell dead.

The Messenger of God heard about his killing, and he stood up and spoke. This speech was on the following day from the day of the Conquest after *Ẓuhr*. He said, "O people, indeed God made Mecca a sanctuary when he created the heavens and the earth, and the day he created the sun and the moon and put down these two mountains. It is a sanctuary until the day of Judgement. It is not lawful for a believer, by God and the last day, to shed blood in it, or harm its trees. It is not permitted to anyone before me, and it is not permitted to any one after me. It was permitted to me only for a part of the day, and then its holiness was returned as before. Surely you who witness will notify those who are absent among you. If someone says: The Messenger of God fought in the sanctuary, say: Indeed God permitted it to His Messenger, but he does not permit it to you! O People of the Khuzā'a, remove your hands from killing. Surely, and by God, there has been too much killing even if there were profit in it. You killed this dead one, and by God I will surely pay his blood money! Whoever kills after, my position is this: his family has the choice: if they wish, the blood of the killer, or if they wish, the blood money. ------------

When Abū Shurayḥ entered upon ʿAmr b. Saʿīd b. al-ʿĀṣ who desired to fight Ibn al-Zubayr, he reported this tradition and said, "Indeed the Prophet commanded us as witnesses to inform those who were not present. I was a witness and you were absent. I bring you what the Prophet commanded." ʿAmr b. Saʿīd said, "Return, O elder, for we are better informed of its sanctity than you. Indeed, it does not restrain us from the tyrant, from one who casts off his allegiance, or from one who sheds blood." Abū Shurayḥ said, "I bring you what the Prophet has commanded. Now, its up to you!'"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[77] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮৪২-৮৪৬; ইংরেজি অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৪১৪-৪১৬

[78] অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৫৪-৫৫৫

[79] সৌজন্যে: ইন্টারনেট।

১৯৮: বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ড -১: কে ছিল আক্রমণকারী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত বাহাত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে বিভিন্ন অজুহাতে 'মুসলমান বনাম মুসলমানদের' মধ্যে হানাহানি ও নৃশংসতার ইতিহাস নতুন কোন খবর নয়। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে। যতদিন পর্যন্ত **'ইসলাম'** টিকে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকাংশ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অভিশাপ থেকে যে মুক্তি পাবেন না, তা প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায়! প্রশ্ন হলো, "ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোন ইসলাম বিশ্বাসী কবে-কোথায় ও কীভাবে 'মুসলমান-মুসলমানদের' মধ্যে হানাহানি ও নৃশংসতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন? যে ঘটনায় তারা প্রায় ৩০জন মুহাম্মদ অনুসারী-কে তাঁদের আত্মসমর্পণ ও বন্দী অবস্থায় একে একে হত্যা করেছিলেন?" এই প্রশ্নের সুনিশ্চিত জবাব আমরা জানতে পারি ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদের 'পূর্ণাঙ্গ'' জীবনী গ্রন্থের (সিরাত) প্রায় সকল লেখক ও ইমাম বুখারীর হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায়।

ইসলামের ইতিহাসের এই অমানুষিক নৃশংস ঘটনাটির বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার পূর্বে, মুহাম্মদের জীবনের চরম সাফল্য, **'মক্কা আক্রমণ ও বিজয়'** উপাখ্যানের গত এগার-টি পর্বের আলোচনার 'হাইলাইটস' ঘটনাগুলোর দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক:

(১) ইসলামের ইতিহাসে 'সর্বপ্রথম' যে ব্যক্তিটি মক্কা ও কাবা শরীফের পবিত্রতা ধূলিসাৎ করে সেখানে হামলা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলেন, তিনি হলেন স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং! আর তিনি তা করেছিলেন তাঁর সৃষ্ট আল্লাহর অজুহাতে (পর্ব: ১৯৭)।

(২) কুরাইশদের বিরুদ্ধে "যে অজুহাতের আশ্রয়ে" মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর মক্কা আক্রমণ ও কাবা-শরীফের পবিত্রতা ধূলিসাৎ করে তথায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলেন, তা ছিল, "সম্পূর্ণ মিথ্যা, প্রতারণা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত (পর্ব: ১৮৭)!"

(৩) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের করাল গ্রাস থেকে 'মক্কা বাসীদের' বাঁচানোর প্রচেষ্টায় কুরাইশ দলনেতা আবু-সুফিয়ান ইবনে হারব (পর্ব: ১৮৮), হাতিব বিন আবু বালতা নামের মুহাম্মদের এক বিশিষ্ট অনুসারী (পর্ব: ১৮৯) ও মুহাম্মদের চাচা আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। হাতিব ব্যর্থ হয়েছিলেন; সফলকাম হয়েছিলেন আল-আব্বাস (পর্ব: ১৯০)।

(৪) মক্কা বিজয়ের পর, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মক্কায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। কুরাইশদের "দলে দলে" ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত কারণ হলো: "মৃত্যুভয় (পর্ব: ১৯৫)!" মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে কুরাইশদের বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল "ইসলাম গ্রহণ, কিংবা তা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি (পর্ব: ১৯৬)।"

(৫) "মুহাম্মদের মক্কা বিজয় রক্তপাতহীন ছিল"; এমন দাবী সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অসৎ। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মক্কা প্রবেশের প্রাক্কালে, তিন জন মুহাম্মদ অনুসারী, চব্বিশ জন কুরাইশ ও হুদায়েল গোত্রের আরও চার জন লোক খুন হয় (পর্ব: ১৯১)। এ ছাড়াও:

(৬) মক্কায় প্রবেশের পর, মুহাম্মদ ছয় জন পুরুষ ও চার জন মহিলা-কে হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন; তা তাঁদের যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, "এমনকি তা যদি হয় কাবা ঘরের পরদার ভিতরেও (পর্ব: ১৯২)!"

এই লোকগুলোর পাঁচ জনেরই একমাত্র অপরাধ ছিল, এই যে, তাঁরা মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের "মৌখিক সমালোচনা ও কটূক্তি" করেছিলেন! এই দশ জনের পাঁচ জনকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করা হয়। "মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে তাঁর আনুগত্য ও ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে" মুহাম্মদ বাঁকি পাঁচ জন-কে ক্ষমা প্রদান করেন। যে পাঁচ জনকে হত্যা করা হয়, তাঁরা হলেন:

আল হুয়ায়েরিথ বিন নুকায়েদ: যাকে হত্যা করে আলী ইবনে আবু তালিব।
আবদুল্লাহ বিন হিলাল বিন খাতাল: কাবা শরীফের পর্দার ভিতরে আশ্রয়-রত অবস্থায় যাকে হত্যা করে আবু বারযাহ আল-আসলামি নামের মুহাম্মদের এক অনুসারী।
মিকায়েস বিন সুবাবা: যাকে হত্যা করে নুমায়েলা বিন আবদুল্লাহ আল-লেইথি নামের মুহাম্মদের এক অনুসারী।
আর, দুইজন মহিলা: সারা ও ইবনে খাতালের দুই-গায়িকার একজন (আরনাব অথবা ফারতানা)।

(৭) মক্কায় প্রবেশের পর, মুহাম্মদ তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা কাবা শরীফের চারিপাশে অবস্থিত ৩৬০টি দেবদেবীর-প্রতিমা ধ্বংস করেছিলেন। এ ছাড়াও, তিনি ধ্বংস করেছিলেন কাবা শরীফের অভ্যন্তরে অবস্থিত সবগুলো ছবি; ব্যতিক্রম, মরিয়ম ও যীশুর ছবিটি (পর্ব: ১৯৩)।

অতঃপর, মুহাম্মদ "দলে দলে" ইসলাম গ্রহণকারী প্রাণ ভয়ে ভীত নব্য মুসলিম কুরাইশদের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের গৃহের প্রতিমাগুলোও ধ্বংস করে! ভীত সন্ত্রস্ত কুরাইশরা তাঁদের গৃহের সমস্ত প্রতিমাগুলো

ভেঙ্গে ফেলেছিলেন (পর্ব: ১৯৪)! অতঃপর, মুহাম্মদ সম্পন্ন করেন মক্কার আশে-পাশে অবস্থিত অন্যান্য অবিশ্বাসীদের প্রতিমা ধ্বংস! মুহাম্মদের নির্দেশে হুদায়েল গোত্রের 'সুয়া প্রতিমা-টি' ধ্বংস করে আমর বিন আল-আ'স; আল-আউস ও খাযরাজ গোত্রের 'মানাত' দেবী প্রতিমা-টি ধ্বংস করে সা'দ বিন যায়েদ বিন আল-আশালি নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী; আর বানু সেইবান গোত্রের আল-উজ্জার প্রতিমা-টি ধ্বংস করে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ।

প্রশ্ন ছিল, "ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোন ইসলাম বিশ্বাসী কবে-কোথায় ও কীভাবে 'মুসলমান-মুসলমানদের' মধ্যে হানাহানি ও নৃশংসতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন?" আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল ওয়াকিদি, ইমাম বুখারী, আল তাবারী; প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে এই ঘটনার বর্ণনা বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে এই ঘটনার সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল ওয়াকিদি, তাঁর 'কিতাব আল-মাঘাজি' গ্রন্থে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বর্ণনা: [80]

(ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ) [81] [82]

'তিনি বলেছেন: আবদ আল-রাহমান বিন আবদ আল-আযিয আমাকে <হাকিম বিন আববাদ বিন হুনায়েফ হইতে <আবু জাফর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন:

'আল-উজ্জার' প্রতিমা-টি ধ্বংস করার পর যখন খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে আসে, তখন তিনি মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। আল্লাহর নবী তাকে বানু জাধিমা গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যুদ্ধ করার জন্য নয়; শুধু, তাদের-কে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। মুহাজির, আনসার ও বানু

সুলায়েম গোত্রের ৩৫০ জন মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে খালিদ যাত্রা শুরু করে ও মক্কার নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত বানু জাধিমা গোত্রের এলাকায় গিয়ে পৌঁছে।

বানু জাধিমার লোকদের বলা হয়, "এ হলো খালিদ বিন ওয়ালিদ ও তার সঙ্গে আছে মুসলমানরা।" বানু জাধিমা গোত্রের লোকেরা বলে,

"আমরা হলাম মুসলিম সম্প্রদায়। আমরা মুহাম্মদ-কে আশীর্বাদ করি ও বিশ্বাস করি। আমরা এখানে মসজিদ নির্মাণ করেছি ও সেখানে নামাজের ডাক দিয়েছি।"

খালিদ তাদের কাছে গিয়ে বলে, "আত্মসমর্পণ করো!" তারা বলে, "আমরা মুসলমান।"
সে বলে, "তাহলে কেন তোমরা অস্ত্র বহন করছো?" তারা বলে, "বস্তুতই আমাদের ও বেদুইন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুরা রয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে তোমরা তাদেরই লোকজন। ইসলাম বিরোধীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার নিমিত্তে আমরা অস্ত্রগুলো ধারণ করেছি।"
খালিদ বলে, "তোমাদের অস্ত্রগুলো নিচে জমা রাখো!"

তাদের মধ্যে ছিল **'জাহদাম'** নামের এক লোক; সে বলে, "হে বানু জাধিমার লোকেরা, আল্লাহর কসম, সত্যিই সে খালিদ। ইসলামে দীক্ষিত হওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই মুহাম্মদ কারও কাছ থেকে চায় নাই। আর আমরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি। কিন্তু এ হলো খালিদ; সে আমাদের কাছে এমন আকাঙ্ক্ষা করে না যা মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা। আসলে, অস্ত্রের মাধ্যমে সে যা আদায় করে তা হলো কেবল লোকদের বন্দী করা; ও অতঃপর বন্দীদের ওপর, তরোয়ালের কোপ!”

তারা [তাকে] বলে, "আমরা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ-কে, তুমি আমাদের লাঞ্ছিত করছো।" জাহদাম তার তরোয়াল-টি জমা দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, যতক্ষণে না তারা যুগপৎ তার সাথে কথা বলে। অতঃপর সে তার তরোয়াল-টি জমা

দেয়। অতঃপর তারা বলে: "বাস্তবিকই, আমারা মুসলমান। আমাদের লোকেরা ধর্মান্তরিত হয়েছে। মুহাম্মদ মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেছেন। সুতরাং খালিদের কাছ থেকে আমাদের কিসের ভয়?”

সে বলে, "আল্লাহর কসম, এটি কেন নয় যে সে তোমাদের ও তাদের মধ্যে পুরাতন বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তোমাদের বন্দী করবে?"

লোকেরা তাদের অস্ত্রগুলো জমা দেয়। অতঃপর খালিদ তাদের-কে বলে, "আত্মসমর্পণ করো!" জাহদাম বলে, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, সে কী মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদেরই আত্মসমর্পণ করাতে চাচ্ছে না! বস্তুতই, সে যা চায়, তাইই করবে। তোমারা আমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছো ও আমার নির্দেশ অমান্য করেছো। আল্লাহর কসম, এ হলো মৃত্যু (তরোয়ালের কোপ)!"

সম্প্রদায়টির লোকেরা আত্মসমর্পণ করে। তাদের মধ্যে কিছু লোকদের এই নির্দেশ প্রদান করা হয় যে তারা যেন অন্যদের বেঁধে ফেলে। তাদেরকে বেঁধে ফেলার পর, খালিদ তাদের এক বা দু'জন পুরুষকে প্রত্যেক মুসলমানদের কাছে ধাক্কা দিয়া ঠেলে দেয়। বেঁধে রাখা অবস্থায়ই তারা রাত্রি যাপন করে।

যখন নামাজের সময় হয়, তারা মুসলমানদের সাথে কথা বলে ও নামাজ আদায় করে। অতঃপর, পুনরায় তাদের বেঁধে ফেলা হয়।" ---

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, বানু জাধিমা গোত্রের কোন লোক মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করতে আসেন নাই। বিনা উস্কানিতে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর,

পূর্ববর্তী সকল হামলাগুলোর মতই, আক্রমণকারী দলটি ছিল,"মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা। অবিশ্বাসীরা নয়।"

এই ঘটনায় আর যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, ভীত-সন্ত্রস্ত বানু জাধিমা গোত্রের লোকেরা, খালিদ বিন আল ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র হামলাকারী দলটির আগমন ও তাদের মরফত **"ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত-প্রাপ্তির পূর্বেই"** শুধু যে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাইই নয়; তাঁরা তাঁদের এলাকায় এক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন ও সেই মসজিদে তাঁরা নামাজ কায়েমের ইসলামী প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছিলেন। মুহাম্মদের মক্কা-দখলের খবরটি জানার পর, তাঁদের এই আচরণের প্রকৃত কারণ হলো, নিঃসন্দেহে:

"তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা হুমকি! তাঁরা নিশ্চিত জানতেন, মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার উপায় হলো, 'ইসলাম গ্রহণ!"

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টায়ই তাঁরা যে এই কাজটি করেছিলেন, তা ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মুহাম্মদ প্রেরিত এই হামলাকারী দলটির আগমনের পর তাঁদের আকুতি: *"আমরা হলাম মুসলিম সম্প্রদায়। আমরা মুহাম্মদ-কে আশীর্বাদ করি ও বিশ্বাস করি। আমরা এখানে মসজিদ নির্মাণ করেছি ও সেখানে নামাজের ডাক দিয়েছি।"*

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে "বানু জাধিমা গোত্রের পরিণতির" এই বর্ণনা আমাদের-কে **১৯৭১** সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের শহরে-গ্রামে-গঞ্জের নিরীহ জনপদ-বাসীর ওপর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ, ধরপাকড়, নিপীড়ন, হত্যা ও সর্বোপরি ধৃত নারীদের ওপর তাদের যৌন-নির্যাতন। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর এই নৃশংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টায় সেদিন তাদের কাছে বাংলাদেশীদের "সহি-মুসলমানিত্বের" পরীক্ষা

দিতে হয়েছিল; সহি শুদ্ধ-ভাবে কালেমা পাঠ ও লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন-যুক্ত (Circumcised) পুরুষাঙ্গ প্রদর্শন প্রক্রিয়ায়। ধৃত বানু জাধিমা গোত্রের মানুষদের মতই ধৃত বাংলাদেশীদেরও তা করতে হয়েছিল নিপীড়ন, নির্যাতন ও জীবন বাঁচানোর তাগিদে!

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ধর্মের নামে "ইসলাম অবিশ্বাসী" অসংখ্য মানুষ-কে হত্যা, বন্দি, দাস ও যৌনদাসী করণ ও সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। এই লোকগুলোর একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে, তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদে ছিলেন অবিশ্বাসী, সমালোচনা-কারী, কিংবা তাঁর আগ্রাসনে বাধাদান-কারী! ইন্টারনেট প্রযুক্তির এই যুগে এ বিষয়ে আগ্রহী মুক্ত-চিন্তার অধিকারী যে কোন মানুষ ইচ্ছে করলেই বিভিন্ন ইন্টারনেট উৎস থেকে এই ঘটনাগুলো ও তার বীভৎসতার ইতিহাস জেনে নিতে পারেন। প্রয়োজন, শুধুই সদিচ্ছা ও মানবতার মাপকাঠিতে মুক্ত-চিন্তার অনুশীলন!

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [80]

He said: ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-ʿAzīz related to me from Ḥakīm b. ʿAbbād b. Ḥunayf from Abū Jaʿfar, who said: When Khālid b. al-Walīd returned from the destruction of al-ʿUzzā to the

Messenger of God, who was staying in Mecca, the Messenger of God sent him to the Banū Jadhlīma, not on a mission of war, but, with an invitation to Islam. Khālid set out with Muslims from the Muhājirūn, the Anṣār, and the Banū Sulaym—numbering three hundred and fifty men—and he reached the Banū Jadhīma at the bottom of Mecca. It was said to the Banū Jadhīma, "This is Khālid b. al-Walīd with the Muslims," and the Banū Jadhīma said, "We are a Muslim community; we bless and trust Muḥammad. We built the mosque and call to prayer in it."

Khālid reached them and said, "Submit!" They said, "We are Muslims!" He said, "Then why do you carry weapons? They said, "Indeed, among us and among the community of Bedouin are enemies, and we feared that you were from them. We took the weapons in order to defend ourselves from those who oppose Islam." Khālid said, "Put down your weapons!"

A man from them named Jaḥdam said, "O Banū Jadhīma, indeed he is, by God, Khālid. Muḥammad did not seek from anyone more than that he accept Islam. And we have accepted Islam. But he is Khālid, and he does not desire with us what is desired of Muslims. Indeed, what he accepts with weapons are only prisoners, and after the prisoners, the sword!" They said, "We remind you of God and you humiliate us," and Jaḥdam refused to put down his sword until they spoke to him together and he put down his sword. Then they said, "Indeed, we are Muslims and the people have converted.

Muḥammad conquered Mecca, so what do we fear from Khālid?" He said, "Is it not, by God, that he will take you by the ancient hatred that was between you."

The people put down their weapons. Then Khālid said to them, "Surrender!" And Jaḥdam said, "O community, he does not want a community of Muslims to surrender! Indeed, he desires what he desires. You have disagreed with me and disobeyed my command, By God, it is the sword." The community surrendered. Some of them were commanded to tie others. When they were tied Khālid pushed to every man among the Muslims one or two men. They spent the night tied up. When it was time to pray, they spoke to the Muslims and prayed, then they were tied, again.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[80] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৭৫-৮৭৬, ইংরেজি অনুবাদ- পৃষ্ঠা ৪৩০
[81] অনুরূপ বর্ণনা- মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৬১
[82] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী: ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯০

১৯৯: বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ড-২: খালিদ বিন ওয়ালিদের নৃশংসতা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত তিয়াত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, 'মুসলমান বনাম মুসলমানদের' মধ্যে সর্বপ্রথম হানাহানি ও নৃশংসতার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরই জীবদ্দশায়। তাঁর মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল), নিরপরাধ বানু জাধিমা গোত্রের ওপর তাঁর অনুসারীদের হামলার মাধ্যমে। এই অমানুষিক নৃশংস ঘটনাটি যার নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন মুহাম্মদেরই প্রিয় অনুসারী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ। খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ছিলেন মুহাম্মদের সেই অনুসারী, যিনি "মুহাম্মদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির কারণে ভীত হয়ে" নিরাপত্তা প্রত্যাশায়, মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের মাত্র সাত মাস আগে (মে-জুন, ৬২৯ সাল), মদিনায় মুহাম্মদের নিকট গমন ও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (পর্ব: ১৭৮)। মুতা যুদ্ধের পর যাকে মুহাম্মদ "ইসলামের তরবারি" খেতাবে ভূষিত করেছিলেন (পর্ব:১৮৬)।

ইসলামের ইতিহাসের পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ কিংবা তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী অনুসারীদের আগ্রাসী আক্রমণ ও নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায় একদা যারা 'ইসলামে দীক্ষিত' হতে বাধ্য হয়েছিলেন; ইসলাম গ্রহণের পর

পরবর্তীতে তাদের অনেকেই আবার "মুহাম্মদেরই" পথ অনুসরণ করে নিরীহ জনপদের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ ও নিপীড়ন চালিয়ে অন্যের নিরাপত্তা হুমকির কারণ হয়েছিলেন। খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ছিলেন তাদেরই একজন।

নিজেদের বারংবার মুসলমান হিসাবে পরিচয়, বিনা শর্তে সকল অস্ত্রশস্ত্র জমা ও আত্মসমর্পণ করার পরেও বানু জাধিমা গোত্রের লোকেরা খালিদ ও তার অনুসারীদের নৃশংসতার হাত থেকে পরিত্রাণ পান নাই! খালিদ তাঁদের নারী-শিশু ও পুরুষদের বন্দী করেন; অতঃপর তিনি নারী-শিশু বন্দিদের আলাদা করে পুরুষ বন্দিদের তাঁর সঙ্গীদের মাঝে বিতরণ করেন। অতঃপর পরদিন সকালে তিনি তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দেন যে, তাঁরা যেন এই পুরুষ বন্দীদের হত্যা করে। তাঁর আদেশে বানু সুলায়েম গোত্রের মুহাম্মদ অনুসারীরা তাদের সকল বন্দীদের হত্যা করে! কিন্তু মুহাজির (আদি মক্কাবাসী মদিনায় হিজরতকারী মুহাম্মদ অনুসারী) ও আনসাররা (আদি মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারী) তার সেই আদেশে অমান্য করে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দেয়। মুহাজির ও আনসারদের বন্দী-মুক্তির এই সিদ্ধান্ত কোন মানবতার মাপকাঠি-তে নির্ধারিত হয় নাই। কী কারণে তাঁরা তা করেছিলেন, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ – কবিতা পঙক্তি পরিহার: [83]
(ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ) [84] [85]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৯৮) পর:

যখন সকাল হয়, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধে শুরু করে। এক বক্তা বলে, “আমরা তাদের বন্দিত্ব চাই না। আমরা তাদের নবীর কাছে ধরে নিয়ে যাব।” আরেক জন বলে, "আমরা দেখবো যে তারা কী ভাবে আমাদের কথা শোনে ও হুকুম

পালন করে। সুতরাং, এসো আমরা তাদের পরীক্ষা করি।" লোকেরা এই দুই বক্তার মাঝে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যখন সকাল হয়, খালিদ বিন ওয়ালিদ ঘোষণা দেয়:

"তোমাদের মধ্যে যাদের কাছে যে বন্দী আছে, তাকে খুন করো। তাকে তরোয়াল দিয়ে হত্যা করো।" বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা তাদের সকল বন্দীদের হত্যা করে। আর মুহাজির ও আনসারদের বিষয়টি হলো, তারা তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দেয়।

তিনি বলেছেন: মুসা বিন উবাইদা আমাকে <আইয়াস বিন সালামা হইত < তার পিতা [সালামা] হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন: আমি খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের সাথে ছিলাম ও আমার সাথে ছিল এক বন্দী। আমি তাকে মুক্ত করে দিই ও তাকে বলি, "তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, সেখানে চলে যাও।" আনসারদের কাছেও ছিল বন্দীরা, তারা তাদের মুক্ত করে দেয়।

তিনি বলেছেন: মামর আমাকে < আল যুহরি হইতে < সালিম হইতে < ইবনে উমর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন: খালিদ যখন ঘোষণা দেয়, "তোমাদের যাদের কাছে যে বন্দী আছে, তাকে হত্যা করো," আমি আমার বন্দী-কে মুক্ত করে দেই। [86]

তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ আমাকে < দামরা বিন সাইদ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন: আমি যে কথাটি আবু বাশির আল মাযনি-কে বলতে শুনেছি, তা হলো:

'আমার কাছে ছিল বন্দী লোকগুলোর একজন। যখন খালিদ ঘোষণা দেয়, "তোমাদের যাদের কাছে যে বন্দী আছে, তাকে হত্যা করো", আমি তার কল্লা কেটে ফেলার জন্য আমার তরোয়ালটি টেনে বের করি। কিন্তু সেই বন্দী লোকটি আমাকে বলে, "হে আনসার ভাই, নিশ্চিতই এই লোক তোমার কাছ থেকে ভেগে যাবে না। তোমার

সম্প্রদায়ের লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখো!" তিনি বলেছেন: তাই আমি তাদের দিকে তাকাই ও দেখতে পাই যে, কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই আনসারদের সকলেই তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন: আমি তাকে বলি, "তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে চলে যাও!" সে বলে, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তোমাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের চেয়েও যারা আমাদের বেশী নিকটবর্তী - বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা - তারাই আমাদের-কে হত্যা করেছে!"'

তিনি বলেছেন: ইশাক বিন আবদুল্লাহ আমাকে <খারিজা বিন যায়েদ বিন থাবিত হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, তিনি বলেছেন:

খালিদ বিন আল ওয়ালিদ যখন আমাদের ডেকে এই নির্দেশ জারী করে যে আমরা যেন বন্দীদের হত্যা করি, তখন বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা তাদের বন্দীদের উপর হামলা চালায় ও তাদের হত্যা করে। আর মুহাজির ও আনসারদের বিষয়টি হলো এই যে, তারা তাদের মুক্ত করে দেয়। আনসারদের যে লোকগুলো বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছিল, খালিদ তাদের ওপর রাগান্বিত হয়। সেই সময়, আবু উসায়েদ আল-সায়েদি তাকে যে কথাগুলো বলে, তা হলো:

"হে খালিদ, আল্লাহ-কে ভয় করো! কারণ, আল্লাহর কসম, মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন লোক-কে আমরা হত্যা করতে পারি না!"

সে জবাবে বলে, "তোমার সমস্যা-টি কী?"
সে বলে, "আমরা তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি শুনেছি। তাদের চত্বরে আছে এই মসজিদগুলো।"'

তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ বিন কুসায়েত আমাকে < তার পিতা হইতে < আবদ আল রাহমান বিন আবি আবদুল্লাহ বিন আবি হাদরাদ হইতে < তার পিতা [আবি আবদুল্লাহ বিন আবি হাদরাদ] হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে **(আল তাবারী:**

'সাইদ বিন ইয়াহিয়া আল-উমায়ি < তার পিতা (ইয়াহিয়া বিন সাইদ) হইতে, এবং ইবনে হুমায়েদ < সালামা হইতে - দু'টি বর্ণনারই উৎস হলো ইবনে ইশাক <ইয়াকুব বিন উতবা বিন আল-মুঘিরাহ বিন আল-আখনাস বিন সারিক হইতে < ইবনে শিহাব আল-যুহরী হইতে < ইবনে আবদুল্লাহ বিন আবি হাদরাদ আল-আসলামি হইতে < তার পিতা, আবদুল্লাহ বিন আবি হাদরাদ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে) বলেছেন, তিনি বলেছেন:

'নিশ্চিতই, আমরা সেনাদলের সঙ্গে ছিলাম। বানু জাধিমার লোকদের বেঁধে ফেলা হয়। তাদের কিছু লোক-কে এই হুকুম করা হয় যে, তারা যেন তাদের কিছু লোককে বেঁধে ফেলে।

বন্দিদের মধ্যে একজন বলে, "হে যুবক!”
আমি বলি, "তুমি কী চাও?"
সে জবাবে বলে, "তুমি কি আমার এই দড়িটি ধরে আমাকে নারীদের কাছে নিয়ে যাবে ও অতঃপর আমাকে নিয়ে এসে আমার সঙ্গীদের সাথে যা করা হয়েছে তা আমার সাথে করবে?" তিনি বলেছেন: আমি তার দড়িটি ধরে তাকে নারীদের কাছে পৌঁছায়। অবশেষে যখন সে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে, সে তাদের ওখানে এক রমণীর সাথে কথা বলে যা সে তাকে বলতে চেয়েছিল। তিনি বলেছেন,

“অতঃপর আমি তাকে বন্দিদের কাছে ফেরত নিয়ে আসি, কিছু লোক উঠে দাঁড়ায় ও তার কল্লাটি কেটে ফেলে।"

যা বলা হয়েছে, তা হলো:
বাস্তবিকই, সেনাদল সন্ধ্যায় বানু জাধিমা গোত্রের এক যুবক-কে আটক করে। সে লোকদের তার কাছ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিল। যারা তাকে ধরতে চেয়েছিল তারা হলো, বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা। বুরযা ও অন্যান্য স্থানে

সংঘটিত পূর্ববর্তী যুদ্ধের কারণে তারা তার ওপর রাগান্বিত ছিল। বুরযায় বানু জাধিমা গোত্রের লোকেরা তাদের বন্দী করেছিল ও তাদের জীবননাশের কারণ হয়েছিল। প্রতিশোধ স্পৃহায় তারা তাই তাকে আক্রমণ করে। যখন সে বুঝতে পারে যে তাদের ইচ্ছা শুধুই তাকে হত্যা করা, সে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে ও তাদের একজন-কে হত্যা করে। অতঃপর সে তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার প্রতিরোধ তৈরি করে ও তাদের আর একজন-কে হত্যা করে। অতঃপর অন্ধকার ঘনীভূত হয় ও তা একে অপরের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যুবকটি স্বস্তি পায়। প্রত্যুষে যখন সে জেগে উঠে তখন সে বুঝতে পারে যে সে সম্প্রদায়টির দুইজন লোক-কে হত্যা করেছে ও তাদের নারী ও শিশুরা রয়েছে খালিদের হাতে বন্দি। তাই সে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে ও তার ঘোড়াটিকে ঘুরিয়ে সরিয়ে নিয়ে আসে। যখন তারা তাকে দেখতে পায় ও বলে, "এই সেই লোক, গতকাল যা হয়েছিল তা সেই করেছিল," তখন তারা তাকে দিনের কিছু সময় ধরে আক্রমণ করে, আর সে তাদের আক্রমণ-কে দুর্বল করে দেয় ও তাদের-কে আক্রমণ করে। সে তাদের বলে:

"যদি তোমরা চাও যে আমি ধরা দিই, তবে তোমারা আমার সাথে চুক্তি-নামায় চুক্তিবদ্ধ হও এই শর্তে যে, তোমারা মহিলাদের সাথে যেরূপ ব্যবহার করবে, আমার সাথেও তাই করবে। যদি তোমরা তাদের বাঁচিয়ে রাখো, তবে আমি চাই যে তোমারা আমাকেও বাঁচিয়ে রাখবে; যদি তোমরা তাদের হত্যা করো, আমাকেও হত্যা করবে।"

তারা বলে, "তুমি তা পাবে।"
তাই সে আল্লাহ প্রদত্ত চুক্তি ও চুক্তিপত্র সহকারে ধরা দেয়।

কিন্তু যখন সে ধরা দেয়, বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা বলে, "এ হলো আমাদের সহচর, গতকাল যা ঘটেছিল, তা সে করেছে।" তারা বলে, "তাকে বন্দী পুরুষদের সাথে রাখো। যদি খালিদ তাকে হত্যা করে, সে আমাদের নেতা ও আমরা তার অনুসারী; আর সে যদি তাকে ক্ষমা করে, তবে সে হবে তাদের মতই একজন।"

তাদের কিছু লোক বলে, "নিশ্চিতই আমারা তাকে চুক্তিপত্র দিয়েছি ও চুক্তিবদ্ধ হয়েছি এই শর্তে যে, সে নারীদের সাথে থাকবে; আর তোমরা জানো যে খালিদ নারীদের হত্যা করবে না। হয় সে তাদের ভাগ-বাটোয়ারা করে দেবে, অথবা তাদের ক্ষমা করবে।"

যুবক-টি বলে, "যেহেতু তোমরা আমার সাথে যা করতে চেয়েছিলে তাই করেছো, আমাকে তোমারা সেখানকার নারীদের কাছে নিয়ে যাও। তারপর যা ইচ্ছে হয়, তাই করো।" তিনি বলেছেন: তারা তা করেছিল। যখন সে সেখানকার এক রমণীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সে মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল ও বলেছিল,

"হুবায়েশ, প্রীতি সম্ভাষণ (ইবনে ইশাক: 'বিদায় তোমাকে')! জীবনের শেষ মুহূর্ত! আমি কোন পাপ করি নি!" ---

(ইবনে ইশাকের অতিরিক্ত বর্ণনা: সেই একই কর্তাব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, সে [মেয়েটি] বলে, "তোমার জীবন দীর্ঘায়িত হোক একটানা সাত ও দশ বছর ও তারপরে আট।" অতঃপর আমি তাকে দূরে নিয়ে যাই ও তাকে শিরশ্ছেদ করা হয়।')

তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন আবি হুররা আমাকে < ওয়ালিদ হইতে < সাইদ হইতে < হানযালা বিন আলী হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে (**আল তাবারী:** 'ইবনে হুমায়েদ < সালামা হইতে < ইবনে ইশাক হইতে < আবু ফিরাস বিন আবি সুনবুলাহ আল আসলামি হইতে < (বানু আসলাম গোত্রের) কিছু বয়স্ক লোক হইতে < কিছু লোক যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে) বলেছেন, তিনি বলেছেন:

সেই সময়, তার কল্লাটি কেটে ফেলার পর, এক রমণী সম্মুখে এগিয়ে আসে। সে তার মুখটি তার মুখে স্থাপন করে ও তা তার মুখের মধ্যে নেয়। সে তাকে চুমু খাওয়া বন্ধ করে না, যতক্ষণে না সে (ইবনে ইশাক: 'তার পাশে') মৃত্যুবরণ করে।

ইমাম বুখারীর (৮১০ -৮৭০ সাল) বর্ণনা: [87]
(সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২৮)

সালিমের পিতা হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে বানু জাধিমা গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। খালিদ তাদের-কে ইসলামের দাওয়াত দেয়। কিন্তু তারা "আসলামনা (অর্থাৎ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি) বলে নিজেদের-কে প্রকাশ করতে পারে না; তারা বলা শুরু করে, "সাবা'না! সাবা'না (অর্থাৎ, আমরা এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে এসেছি)।" খালিদ তাদের হত্যা করতে থাকে (কিছু লোক-কে) ও তাদের-কে বন্দী করে (কিছু লোক-কে) ও আমাদের প্রত্যেককে তার বন্দীগুলো ভাগ করে দেয়। যখন দিনের আগমন ঘটে, তখন খালিদ এই নির্দেশ জারী করে যে, প্রত্যেক লোক (অর্থাৎ মুসলিম সৈনিক) যেন তার বন্দীকে অবশ্যই হত্যা করে। আমি বলি, "আল্লাহর কসম, আমি আমার বন্দী-কে হত্যা করবো না ও আমার সহচরদের কেউই তার বন্দীদের হত্যা করবে না।" আল্লাহর নাবীর কাছে পৌঁছার পর সম্পূর্ণ ঘটনাটি আমরা তাঁর কাছে উল্লেখ করি। তথায়, আল্লাহর নবী তার উভয় হাত উত্তোলন করেন ও দুইবার বলেন, "হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি মুক্ত।"

(Narrated By Salim's father: The Prophet sent Khalid bin Al-Walid to the tribe of Jadhima and Khalid invited them to Islam but they could not express themselves by saying, "Aslamna (i.e. we have embraced Islam)," but they started saying "Saba'na! Saba'na (i.e. we have come out of one religion to another)." Khalid kept on

killing (some of) them and taking (some of) them as captives and gave every one of us his Captive. When there came the day then Khalid ordered that each man (i.e. Muslim soldier) should kill his captive, I said, "By Allah, I will not kill my captive, and none of my companions will kill his captive." When we reached the Prophet, we mentioned to him the whole story. On that, the Prophet raised both his hands and said twice, "O Allah! I am free from what Khalid has done.")

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, যে কারণে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের আদেশে বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের হত্যা করেছিল, তা হলো, "প্রতিহিংসা।"

"বুরযায় বানু জাধিমা গোত্রের লোকেরা তাদের বন্দী করেছিল ও তাদের জীবননাশের কারণ হয়েছিল। প্রতিশোধ স্পৃহায় তাই তারা তাকে আক্রমণ করে।"

আর, যে কারণে মুহাজির ও আনসাররা বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের বন্দি-দশা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তা হলো, "তাঁরা ছিলেন মুসলমান!" আনসার আবু উসায়েদ আল-সায়েদির উক্তি:

"হে খালিদ, আল্লাহ-কে ভয় করো! কারণ, আল্লাহর কসম, মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন লোক-কে আমরা হত্যা করতে পারি না! ---আমরা তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি শুনেছি। তাদের চত্বরে আছে এই মসজিদগুলো।"

"ইসলামের" মানবিক মূল্যবোধের প্রায় সমস্তই মুসলমান বনাম মুসলমান আচরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবিশ্বাসী মুনাফিক-মুরতাদ-কাফেরদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৭৯)।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [83]

'----When it was dawn, the Muslims disagreed among themselves. A sayer says, "We do not want their imprisonment. We will take them to the Prophet." Another says, "We will observe how they hear or obey. So let us test them." The people were divided between these two speakers. When it was dawn, Khālid b. al-Walīd called out, "Whoever has a prisoner with him dispatch him. Finish him off with the sword." The Banū Sulaym killed all their captives. As for the Muhājirūn and the Anṣār, they released their prisoners.

He said: Mūsā b. ʿUbayda related to me from Iyās b. Salama from his father, who said: I was with Khālid b. al-Walīd and there was a prisoner in my hands. I released him and said, "Go where you wish!" There were prisoners with the Anṣār, and they released

them. [Page 877] He said: ʿAbdullah b. Nāfiʿ related to me from his father from Ibn ʿUmar, who said: I released my prisoner. I did not like to kill him, nor that it depended on me whether the sun rose over him or set. My people who were with me from the Anṣār released their prisoners.
He said: Maʿmar related to me from al-Zuhrī from Sālim from Ibn ʿUmar, who said: When Khālid called out, "Who has a prisoner with him, dispatch him," I released my prisoner.

He said: ʿAbdullah b. Yazīd related to me from Ḍamra b. Saʿīd, who said: I heard Abū Bashīr al-Māzinī say, "I had one of the captives with me." He said: When Khālid called out, "Who has with him a prisoner dispatch him," I pulled out my sword to cut off his head, but the prisoner said to me, "O Brother from the Anṣār, indeed, this will not escape you. Observe your community!" He said: So I looked, and lo and behold, the Anṣār without exception had released their prisoners. He said: I said, "Go where you wish!" And he said, "May God bless you. But those who are of closer kinship than you—the Banū Sulaym—have killed us!"

He said: Isḥāq b. ʿAbdullah related to me from Khārija b. Zayd b. Thābit, who said: When Khālid b. al-Walīd called out about dispatching the prisoners, the Banū Sulaym pounced on their prisoners and killed them; as for the Muhājirūn and Anṣār, they released them. Khālid was angry with the Anṣār who released the prisoners. Abū Usayd al-Sāʿidī spoke to him at that time and said,

"Fear God, O Khālid, for by God, we may not kill a community of Muslims!" He said, "What is the matter with you?" He said, "We heard their acceptance of Islam. These mosques are in their courtyards."

He said: ʿAbdullah b. Yazīd b. Qusayṭ related to me from his father from ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbdullah b. Abī Ḥadrad from his father, who said: Indeed, we were in the army and the Banū Jadhīma were tied up. Some of them were commanded to tie up some. A man from the prisoners said, "O young man!" [Page 878] And I said, "What do you want?" He replied, "Will you take me by this rope of mine and lead me to the women, then return me and do with me what is done with my companions?" He said: I took him by his rope and reached the women. When he finally reached them he spoke to a woman among them about some of what he desired. He said: Then I turned back with him until I returned him with the prisoners and some of them rose and cut off his head.

It was said: Indeed, the army took a youth from the Banū Jadhīma in the evening. He called to the people to desist from him. Those who wanted him were the Banū Sulaym. They were irritated with him because of previous wars that had taken place in Burza and other places. The Banū Jadhīma had captured them in Burza, and they had suffered death and desired vengeance from them, so they attacked him. When he saw that they would only kill him, he strengthened against them and he killed a man from them. Then

he strengthened against them a second time and killed another of them. Then darkness came and obstructed them from each other and the youth found relief. When he rose in the morning he realized that he had killed two men from the community, while the women and children were in the hands of Khālid. So he asked for protection and turned his horse away. When they looked at him they said, "This is he who did what he did yesterday." They attacked him a part of the day, then he weakened them and attacked them. He said, "If you want I will alight, provided that you grant me a contract and an agreement to do with me what you do with the women. If you let them live, I ask that I live, if you kill them I will be killed." They said, "You shall have that." So he alighted with an agreement from God and a contract. But when he alighted the Banū Sulaym said, "This is our companion who did what he did yesterday." They said, "Leave him with the male captives. If Khālid kills him he is our leader and we are his followers, and if he forgives him, he is like one of them." Some of them said, "Surely we gave him a contract and an agreement that he will be with the women, and you know [Page 879] Khālid will not kill the women. He will either apportion them or forgive them." The youth said, "Since you have done with me what you did, take me to the women there. Then do whatever you wish." He said: They did. He was tied up with a rope when he stood before one of the women. He stayed fixed to the ground and said, "Greetings Ḥubaysh, life is at an end! I have not sinned!" ---

He said: ʿAbdullah b. Abī Ḥurra related to me from Walīd from Saʿīd from Ḥanẓala b. ʿAlī, who said: A woman came forward at that time, after his head was cut off. He says: [Page 880] She placed her mouth on his and took his mouth in hers. She did not stop kissing him until she died.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[83] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৭৬-৮৮০, ইংরেজি অনুবাদ- পৃষ্ঠা ৪৩০-৪৩২

[84] অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৬২-৫৬৪

[85] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী: ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৯১-১৯২

[86] মামর ইবনে রশিদ (৭১৪-৭৭০ সাল) ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের সম-সাময়িক এক 'সিরাত' লেখক। তাঁর বইটির ইংরেজি অনুবাদ: The Expeditions: An Early Biography of Muhammad. অনুবাদ করেছেন, Sean W. Anthony; Assistant Professor of History at University of Oregon, USA.

https://www.amazon.com/Expeditions-Biography-Muhammad-Library-Literature/dp/0814769632#reader_0814769632

[87] সহি বুখারী, ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২৮

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-628/

২০০: বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ড-৩: কী ছিল তার কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত চুয়াত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নৃশংস 'মুসলমান বনাম মুসলমান' হত্যাকাণ্ডের যে সম্ভাব্য কারণ আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিখে রেখেছেন, তা হলো মূলত: দু'টি। প্রথম-টি হলো: বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের প্রতি খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের 'আক্রোশ ও প্রতিহিংসা'। যে অভিযোগ-টি এই হত্যাকাণ্ডের পরপরই বিশিষ্ট মুহাম্মদ অনুসারীদের অনেকেই খালিদের ওপর আরোপ করেছিলেন। আর দ্বিতীয়টি হলো: আত্মপক্ষ সমর্থনে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের নিজ স্বীকারোক্তি। যেখানে তিনি দাবী করেছিলেন যে, তিনি এই কর্ম-কাণ্ডটি সংঘটিত করেছিলেন স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশে!

বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে এ বিষয়ের সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ সাল)। কিন্তু, কী কারণে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল)।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল তাবারীর) বর্ণনা: [88] [89]

'একবার আল-ফাকিহ বিন আল-মুঘিরা বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মাখযুম (আল তাবারী: 'খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের চাচা'), আউফ বিন আবদু আউফ বিন আবদুল-হারিথ বিন যুহরা ও আফফান বিন আবুল-আ'স বিন উমাইয়া বিন আবদু শামস বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে গমন করে। আফফান তার পুত্র উসমান ও আউফ তার পুত্র আবদ আল-রহমান কে সঙ্গে নেয়। ফিরে আসার প্রাক্কালে তারা ইয়েমেনে মারা যাওয়া বানু জাধিমা বিন আমির গোত্রের এক লোকের টাকা-পয়সা তার উত্তরাধিকারীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে সঙ্গে নিয়ে আসছিল।

বানু জাধিমা গোত্রের এলাকায় আসার পর, তারা মৃত ব্যক্তিটির উত্তরাধিকারীদের কাছে পৌঁছার আগে, খালিদ বিন হিশাম নামের তাদের এক ব্যক্তি সেগুলো দাবী করে। তারা তাকে তা দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। এই সম্পদগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তাতে 'আউফ ও আল-ফাকিহ নিহত হয়' এবং আফফান ও তার পুত্র যায় পালিয়ে। তারা আল-ফাকিহ ও আউফের সম্পদগুলো ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

পরবর্তীতে, আবদ আল-রহমান বিন আউফ তার পিতার হত্যাকারী খালিদ বিন হিশাম-কে খুন করে। কুরাইশরা বানু জাধিমা গোত্রের উপর আক্রমণের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করে। কিন্তু তারা [বানু জাধিমা] এই ঘোষণা দেয় যে তারা ঐ হামলার পরিকল্পনা করে নাই ও তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। তারা রক্ত-মূল্য ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব করে। কুরাইশরা তাতে সম্মত হয় ও যুদ্ধ এড়িয়ে চলে।'

আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [90]

(ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ) [88] [89]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৯৯) পর:

তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আমাকে <আইয়াস বিন সালামা হইত <তার পিতা [সালামা] হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, যিনি বলেছেন:

‘খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ যখন আল্লাহর নাবীর কাছে এসে পৌঁছে, খালিদ যা করেছে তার কারণে আবদ আল-রহমান বিন আউফ তাকে দোষারোপ করে। সে বলে, "হে খালিদ, তুমি জহেলিয়া-যুগের অনুরূপ কাজ করেছো!”

"তুমি তোমার চাচা 'আল-ফাকিহ' এর কারণে তাদের হত্যা করেছো, আল্লাহ যেন তোমাকে হত্যা করে!" তিনি বলেছেন: উমর ইবনে আল-খাত্তাব তাকে খালিদের বিরুদ্ধে সমর্থন করে।

খালিদ বলে, "আমি তাদের হত্যা করেছি তোমার পিতার কারণে।"
আবদ আল-রহমান বলে, "আল্লাহর কসম, তুমি মিথ্যা বলছো। বস্তুতই, আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে নিজ হাতে খুন করেছি ও উসমান বিন আফফান-কে তার হত্যার সাক্ষী রেখেছি।"
অতঃপর সে উসমানের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় ও বলে, "আল্লাহ তোমার সাক্ষী, তুমি কী জানো যে আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে খুন করেছি?"
উসমান বলে, "প্রশংসা আল্লাহর, হ্যাঁ।"
অতঃপর আবদ আল-রহমান বলে, "আফসোস, খালিদ! যদি আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে খুন নাও করতাম, তথাপি কী তুমি জহিলিয়া যুগে আমার পিতার কারণেই মুসলমান সম্প্রদায়ের এই লোকদের হত্যা করতে?
খালিদ বলে, "কে তোমাকে জানিয়েছে যে তারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল?"
সে বলে, "এই হমালায় অংশগ্রহণকারী লোকেরা। তাদের সকলেই আমাদের যা বলেছে, তা হলো এই যে, তুমি দেখেছো যে তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তথাপি, তুমি তরোয়াল দিয়ে তাদের আক্রমণ করেছো।”

সে [খালিদ] বলে, "তাদের আক্রমণের জন্য আল্লাহর নবী আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর হুকুমেই আমি তাদের আক্রমণ করেছি।"

আবদ আল-রহমান বলে, "তুমি আল্লাহর নবী বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করছো?" আবদ আল-রহমান ছিল কঠোর। আল্লাহর নবী খালিদের কাছ থেকে মুখ ঘুড়িয়ে নেন। তিনি ছিলেন তার ওপর রাগান্বিত। আবদ আল-রহমানের সাথে যা হয়েছিল তা তাঁর কাছে এসে পৌঁছে। তিনি বলেন: ’হে খালিদ, আমার অনুসারীদের একা থাকতে দাও! যখন কোন মানুষের নাকে আঘাত লাগে, সে দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি উহুদ পাহাড়-টি সোনা হয়ে যায় ও তা তুমি তিল তিল করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো ও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভ্রমণ করো, তথাপি তুমি আবদ আল-রহমানের সমকক্ষ হতে পারবে না।"’

তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন উমর আমাকে <নাফি হইতে <ইবনে উমর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, যিনি বলেছেন:

‘উমর খালিদ-কে বলে, "হে খালিদ, ধিক তোমাকে। তুমি বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের জাহিলিয়া যুগের বিধি অনুযায়ী পাকড়াও করেছো। ইসলাম কী তার আগের জহিলিয়া যুগ-কে মুছে ফেলে দেয় নাই?”
সে জবাবে বলে, "হে আবু হাফস [উমর], আল্লাহর কসম, আমি তাদের-কে নিয়ম-বহির্ভূত ভাবে পাকড়াও করি নাই! আমি তড়িঘড়ি করে এক মুশরিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। তারা আমাকে প্রতিরোধ করেছিল। তাদের প্রতিরোধের কারণে এটি অনিবার্য ছিল যে আমি তাদের সাথে লড়াই করি। আমি তাদের ধরে ফেলি ও অতঃপর তরোয়াল দিয়ে তাদের আক্রমণ করি।”
উমর বলে, "আবদুল্লাহ বিন উমর-কে তুমি কোন ধরণের মানুষ বলে মনে করো?"
সে জবাবে বলে, "আল্লাহর কসম, সে খুব ভাল মানুষ।"

উমর বলে, "আর সেই লোকটিই আমাকে যা বলেছে তা তুমি যা বলছো তার থেকে ভিন্ন। সে ছিল তোমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে।"
খালিদ বলে, "প্রকৃতই আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি ও তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি।" তিনি বলেছেন, 'উমর তার কাছ থেকে সড়ে যায়; তাকে বলে, "ধিক তোমাকে! আল্লাহর নবী যেন তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"'

তিনি বলেছেন: ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবি কাতাদা আমাকে < তার পরিবার হইতে < সেই সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থানকারী আবু কাতাদা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন:

'যখন খালিদ ভোরবেলায় ঘোষণা দেয় যে, "তোমাদের মধ্যে যাদের কাছে যে বন্দী আছে, তাকে খুন করো, "আমি আমার বন্দী-কে মুক্ত করে দিই ও খালিদ-কে বলি, "নিশ্চিতই তুমি মৃত্যুবরণ করবে, সুতরাং আল্লাহ-কে ভয় করো! প্রকৃতই তারা ছিল মুসলিম সম্প্রদায়!" সে জবাবে বলে, "হে আবু কাতাদা, নিশ্চিতই এই লোকদের সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই।" আবু কাতাদা বলে, "নিশ্চিতই, খালিদ তাদের বিরুদ্ধে তার মনের ঘৃণা থেকে আমার সাথে কথা বলেছিল।"

তারা বলেছেন: যখন খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের কর্ম-কাণ্ডের খবর আল্লাহর নবীর কাছে এসে পৌঁছে, তিনি তার হাত দুটি এমনভাবে উত্তোলন করেন যে তাঁর বগলের সাদা অংশটি দৃষ্টি গোচর হয় ও তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি মুক্ত।" খালিদ ফিরে এলে, আল্লাহর নবী তাকে তিরস্কার করেন।' [91]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আবদ আল-রহমান বিন আউফ (৫৮০-৬৫৪ সাল) ছিলেন মুহাম্মদের মা আমিনা বিনতে ওহাবের গোত্র, বানু যুহরা গোত্রের এক মক্কাবাসী কুরাইশ। তিনি ছিলেনে

মুহাম্মদের বিশিষ্ট সাহাবীদের একজন, যিনি ইসলামের একান্ত প্রাথমিক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুহাম্মদের প্রথম দশজন অনুসারীদের একজন। তার আসল নাম ছিল "আবদ আমর।" ইসলাম গ্রহণের পরে যাকে মুহাম্মদ, "আবদ আল-রাহমান" নামে নামকরণ করেছিলেন। তিনি মদিনায় হিজরত করেন ও বদর যুদ্ধে অংশ নেন। এই সেই আবদ আল-রহমান বিন আউফ, যিনি বদর যুদ্ধের দিনটিতে বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা "উমাইয়া বিন খালাফ ও তার ছেলে আলী-কে" বাঁচানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন (বিস্তারিত: পর্ব: ৩২)।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো: নিজেদের বারংবার মুসলমান পরিচয়, বিনা শর্তে সকল অস্ত্রশস্ত্র জমা ও আত্মসমর্পণের পরেও, যে কারণে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের নৃশংসভাবে হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন, তা হলো:

"প্রতিহিংসা! তার চাচা আল-ফাকিহ বিন আল-মুঘিরার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ! কিন্তু, খালিদের ওপর আরোপিত এই অভিযোগটি খালিদ অস্বীকার করেছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে খালিদের স্বীকারোক্তি ছিল এই যে: তিনি এই কর্মটি করেছিলেন মুহাম্মদের নির্দেশে। কিন্তু মুহাম্মদ তা অস্বীকার করেছিলেন এই বলে: 'হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি মুক্ত।'"

আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে বানু জাধিমা গোত্রের নিরপরাধ মানুষদের ওপর আক্রমণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে খালিদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় আলোচনা, সমালোচনা, ধিক্কার ও উদ্বেগের একমাত্র কারণ হলো, "তাঁরা ছিলেন মুসলমান! এই কারণে নয় যে তাঁরা ছিলেন 'মানুষ'!"

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর শিক্ষা ও আদর্শ "ইসলাম" নামের মতবাদে, ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, খুন-জখম, রাহাজানি, তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন, তাঁদের ও তাঁদের পরিবার পরিজনদের বন্দি করে দাস ও যৌন-দাসী রূপে রূপান্তর ও ভাগাভাগি - ইত্যাদি কর্মকাণ্ড, শুধু যে কোন অপরাধই নয় তাইই নয়; বরং তা বিবেচিত হয় সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম হিসাবে! ইসলামের পরিভাষায় যার নাম হলো, "জিহাদ!"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [90]

'He said: ʿAbdullah b. Zayd related to me from Iyās b. Salama from his father, who said: When Khālid b. al-Walīd arrived before the Prophet, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf found fault with Khālid for what he did. He said, "O Khālid, you took the authority of *jāhiliyya*! You killed them for your uncle al-Fākih, may God slay you!" He said: ʿUmar b. al-Khaṭṭāb supported him against Khālid, and Khālid said, "I took them for the death of your father." ʿAbd al-Raḥmān said, "You lie, by God. Indeed, I killed the killer of my father with my own hand, and I made ʿUthmān b. Affān witness to his death." And he turned to ʿUthmān and said, "May God be your witness, do you know that I killed the killer of my father?" And ʿUthmān said, "Praise God, yes." Then ʿAbd al-Raḥmān said, "Woe

unto you, O Khālid, even if I did not kill the slayer of my father, you have killed a community of Muslims because of my father in *jāhiliyya*? Khālid said, "Who informed you that they had converted? He said, "The people of the expedition, all of them informed us that you found that they had built mosques and accepted Islam. Yet, you attacked them with the sword."

He said, "The Messenger of God came to me to attack them, and I attacked because of the command of the Prophet." ʿAbd al-Raḥmān said, "You lie against the Messenger of God!" And ʿAbd al-Raḥmān was harsh. The Messenger of God turned away from Khālid and was angry with him. What happened with ʿAbd al-Raḥmān reached him, and he said, "O Khālid, leave me my companions! When the nose of a man is struck, he weakens. If Mt. Uḥud were gold, and you spent it ounce by ounce in the way of God, and if you journeyed morning and evening, you could not outweigh ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf."

He said: ʿAbdullah b. Umar related to me from Nafiʿ from Ibn ʿUmar, who said that ʿUmar said to Khālid, "Woe unto you, O Khālid, you took the Banū Jadhīma with the laws of *jāhiliyya*. Does not Islam erase what was before it, in *jāhiliyya*?" He replied, "O Abū Hafs, by God, I did not take them except according to the law! I hastened to a community of polytheists and [Page 881] they resisted. It was inevitable when they resisted that I fight them. I captured them, and then attacked them with the sword." ʿUmar said, "What kind of a man do you think ʿAbdullah b. ʿUmar is?" He replied, "By God, he is a good man." ʿUmar said, "And he informed me other than what you inform me. And he was with you in that army." Khālid said, "Indeed I ask God's forgiveness and submit to

Him." He said: ʿUmar broke away from him. He said, "Woe unto you. May the Messenger of God ask forgiveness for you!"

He said: Yahyā b. ʿAbdullah b. Abī Qaṭāda related to me from his family from Abū Qaṭāda while he was with the community that when Khālid called out in the dawn, "Whoever holds a prisoner dispose of him," I released my prisoner and said to Khālid, "Fear God, for surely you will die! Indeed those are a Muslim community!" He replied, "O Abū Qatāda, surely you have no knowledge about these people." Abū Qatāda said, "Indeed, Khālid spoke to me from the hatred in his heart against them." They said: When the actions of Khālid b. al-Walīd reached the Messenger of God, he raised his hands until the whiteness of his armpits were visible saying, "O God, indeed I disclaim to you what Khālid did!" When Khālid arrived the Prophet censured him.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[88] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৬২
[89] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী: ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৮৯ ও ১৯১
[90] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৮০-৮৮১, ইংরেজি অনুবাদ- পৃষ্ঠা ৪৩২-৪৩৩
[91] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী, ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২৮
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-628/

২০১: বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ড-৪: খুনির দায়মুক্তি ও পক্ষপাতিত্ব!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত পঁচাত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ডের পর, আত্মপক্ষ সমর্থনে হত্যাকারী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ দাবী করেছিলেন: তিনি এই কাজটি করেছিলেন মুহাম্মদেরই নির্দেশে, যা নবী মুহাম্মদ অস্বীকার করেছিলেন। যুক্তি শাস্ত্রের প্রাথমিক নিয়ম অনুযায়ী, এই দুই দাবীদারের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দাবী একই সাথে কখনোই সত্য হতে পারে না! এই দাবীদারদের যে একজনের দাবী সত্য, অপরজনের দাবী মিথ্যা; অথবা! প্রশ্ন হলো, "কে ছিল সত্যবাদী? আর, কে ছিল মিথ্যাবাদী?"

আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়-টি আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো:

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী এক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন এই হামলার সর্বাধিনায়ক। অন্যদিকে, খালিদ বিন ওয়ালিদ (৫৯২-৬৪২ সাল) ছিলেন মুহাম্মদের সেই অনুসারী, যিনি সুদীর্ঘ ১৯ বছরেরও বেশী সময়কাল মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন ও তাঁর বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এই ঘটনার মাত্র সাত মাস আগে (মে-জুন, ৬২৯ সাল) যিনি মুহাম্মদের ক্রমবর্ধমান শক্তি-বৃদ্ধির কারণে ভীত হয়ে "মুহাম্মদের নিরাপত্তা ও

উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়" তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করে ইসলাম দীক্ষিত হয়েছিলেন (বিস্তারিত: পর্ব -১৭৮)। বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ডের সময়টি-তে তিনি ছিলেন মুহাম্মদের অধীনস্থ; তাঁর নিরাপত্তা, অনুগ্রহ ও আজ্ঞা পালনকারী "হ্যাঁ হুজুর" অনুসারীদের বিশেষ একজন। এমত পরিস্থিতিতে, প্রবল পরাক্রমশালী নেতা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তাঁরই অধীনস্থ ও আজ্ঞাধীন খালিদের "মিথ্যা অভিযোগ" আরোপের সম্ভাবনা কতটুকু? খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কী জানতেন না যে মুহাম্মদের ওপর তার এই মিথ্যা অভিযোগের পরিণাম কী হতে পারে? খালিদ কী এতটাই মূর্খ ও নির্বোধ ছিলেন? যুক্তির খাতিরে যদি আমরা ধরেও নিই যে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে খালিদের এই অভিযোগ "সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা"; সে ক্ষেত্রে এই মিথ্যাচার ও হত্যাকাণ্ড অপরাধে অপরাধী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ-কে আইনের আওতায় এনে যদি নবী মুহাম্মদ তার কোন বিচারই না করেন, তবে তা খালিদেরই দাবীর যথার্থতা ও মুহাম্মদের দাবী-কে সন্দিহান করে তোলে। নিদেনপক্ষে, এই কর্মকাণ্ডকে কোন ভাবেই "মুহাম্মদের ন্যায়নীতি" বলা আখ্যায়িত করা যায় না। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, "মুহাম্মদ কী খালিদের এই জঘন্য অপরাধের আদৌ কোন বিচার করেছিলেন? এই ঘটনার পর খালিদের প্রতি মুহাম্মদের আচরণ কেমন ছিল?"

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [92]
(ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ) [93] [94]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২০০) পর:

তিনি বলেছেন: মামর আমাকে <আল-যুহরি হইতে <ইবরাহিম বিন আবদ আল-রহমান বিন আউফ হইতে <তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, যিনি বলেছেন:

'আবদ আল-রহমান বিন আউফ ও খালিদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় ও আবদ আল-রহমান তার কাছ থেকে সরে আসে। খালিদ, উসমান বিন আফফানের সাথে

আবদ আল-রহমানের কাছে আসে ও এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হওয়া অবধি সে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও বলে, "হে আবু মুহাম্মদ, আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো!"

তারা বলেছে: আম্মার আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, নিশ্চিতই সে এমন একটি সম্প্রদায়ের লোকদের রাগান্বিত করেছে, যারা নামাজ আদায় করতো ও আত্মসমর্পণ করেছিল।" অতঃপর সে আল্লাহর নবীর সম্মুখে খালিদের সমালোচনা করে। খালিদ সেখানে বসেছিল, সে তার কথার কোন জবাব দেয় নাই। যখন আম্মার উঠে যায়, খালিদ তার সমালোচনা করে।

আল্লাহর নবী বলেন, *"খালিদ, চুপ করো! আবু আল-ইয়াকজানের সমালোচনা করবে না। নিঃসন্দেহে সে সেই লোক, যার শত্রুরা হলো আল্লাহর শত্রু; যে তাকে ঘৃণা করে, আল্লাহ তাকে ঘৃণা করে; আর যে কেউ তাকে অপমান করে, আল্লাহ তাকে অপমান করে।"*

তারা বলেছে: আল্লাহর নবী তাঁর মক্কা বিজয় সম্পন্ন করার প্রাক্কালে মক্কাবাসীদের কাছে ধার হিসাবে টাকা-পয়সা চান। আল্লাহর নবী আলী-কে ডেকে নিয়ে আসেন ও তাকে কিছু টাকা-পয়সা দেন ও বলেন, "শীঘ্রই বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের কাছে যাও ও ঘোষণা করো যে জাহিলিয়া যুগের নিয়ম আর নাই, আর ঐ লোকদের রক্ত-মূল্য পরিশোধ করো যাদের-কে খালিদ বন্দী করেছিল।"

তাই আলী সেই টাকাপয়সা নিয়ে তাদের কাছে গমন করে ও খালিদ যা করেছিল তার ক্ষতিপূরণ বাবদ রক্ত-মূল্য পরিশোধ করে।

সে টাকাগুলো তাদের-কে দেয় ও যা অবশিষ্ট ছিল তা নিয়ে তাদের কাছ থেকে চলে আসে। অতঃপর আলী আরও কিছু টাকার জন্য আবু রাফি-কে আল্লাহর নবীর কাছে পাঠায়। আর আল্লাহর নবী তাঁর টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। অতঃপর আলী তাদের

সবারই রক্ত-মূল্য পরিশোধ করে, এমন কী তাদের কুকুরের পানাহারের পাত্র পর্যন্ত, যতক্ষণে না তার কাছে তাদের চাওয়ার আর কিছুই থাকে না। যে টাকাগুলো অবশিষ্ট ছিল, তা ছিল আলীর কাছে। অতঃপর আলী তাদের-কে বলে, "আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে এই অবশিষ্ট টাকাগুলো তোমাদের জন্য। খালিদ যা ঘটিয়েছে সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না বা ধারণাও করতে পারেন নাই।" অতঃপর আলী সেই টাকাগুলো তাদের-ক দেয়। অতঃপর সে আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে আসে ও তাঁকে খবরটি জানায়।

যা বলা হয়েছে, তা হলো:
আল্লাহর নবী যে টাকাকড়ি আলীর মারফত প্রেরণ করেছিলেন তা ছিল ধার করা; যা তিনি ধার করেছিলেন ইবনে রাবিয়া, সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও হুয়াতিব বিন আবদ আল-উজ্জার কাছ থেকে। আলী যখন ফিরে আসে ও আল্লাহর নবীর কাছে এসে দাঁড়ায়, আল্লাহর নবী বলেন, "হে আলী, তুমি কী করেছো?" সে তাঁকে তা অবহিত করায় ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমারা এক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের দেখেছি, যারা তাদের উঠোনে মসজিদ তৈরি করেছিল। খালিদ যাদের হত্যা করেছে, আমি তাদের সকলের রক্ত-মূল্য পরিশোধ করেছি; এমন কি তাদের কুকুরের পানাহার পাত্রের মূল্য পর্যন্ত। অতঃপর বাকী টাকা দিয়ে, আমি তাদের বলেছি, "এটি আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে, এই কারণে যে, তিনি ব্যাপারটি জানতেন না ও তা তিনি ধারণা করতে পারেন নাই।" আল্লাহর নবী বলেন, "তুমি ভালো করেছো! আমি খালিদ-কে যুদ্ধ করার আদেশ দিইনি। বরং, আমি তাকে তাদের-কে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম।"

আল্লাহর নবী খালিদের কাছে আসেন নাই। তিনি তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। খালিদ আল্লাহর নবীর কাছে আপত্তি জানায়। সে শপথ করে বলে যে, ঘৃণা কিংবা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে সে তাদের-কে হত্যা করে নাই। কিন্তু, আলী যখন তাদের

রক্ত-মূল্য পরিশোধ করে ফিরে আসে, আল্লাহর নবী খালিদের কাছে আসেন ও তিনি তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে তাঁর বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত রাখেন।

তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন জাফর আমাকে <উসমান বিন মুহাম্মদ আল-আখনাসি হইতে < আবদ আল-মালিক বিন আবু বকর বিন আবদ আল-রহমান হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, যিনি বলেছেন:

আল্লাহর নবী বলেছেন, "খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে অভিশাপ দিও না। কারণ সে নিশ্চয়ই আল্লাহর তরবারির একজন, যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে তরোয়াল চালিয়েছে!"

তিনি বলেছেন: মুহাম্মদ বিন হারব আমাকে <আবু বকর বিন আবদুল্লাহ হইতে < আবু আল-আহওয়াস হইতে <আল্লাহর নবী হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, যিনি বলেছেন:

"ধন্য আল্লাহর দাস, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ, এই গোত্রের ভাই ও আল্লাহর তরবারির একজন - যে অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তরোয়াল ধরেছে!"

তিনি বলেছেন: ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন উতবা আমাকে <উসমান বিন মুহাম্মদ আল-আখনাসি হইতে <আবদ আল-মালিক বিন আবদ আল-রহমান বিন আল-হারিথ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, যিনি বলেছেন:

'আল্লাহর নবী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের প্রতি এই নির্দেশ জারী করেছিলেন যে, সে যেন বানু কিনানা লোকদের আক্রমণ করে, "যদি না সে" আজানের শব্দ শুনতে পায় "কিংবা বুঝতে পারে" যে তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে।'

তাই সে যাত্রা শুরু করে ও বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছে। অতঃপর তারা তাকে তাদের সমস্ত শক্তি ও অস্ত্রগুলো দিয়ে প্রতিহত করে ও যুদ্ধ করে। সে তাদের সাথে আছর, মাগরিব ও এশার নামাজের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা

করে, কিন্তু সে কোন আজানের ডাক শুনতে পায় না। অতঃপর সে তাদের আক্রমণ করে ও তাদের হত্যা করে, যাদের-কে হত্যা করা হয়েছিল; আর বন্দী করে তাদের-কে যাদের বন্দী করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, তারা ইসলাম-কে দোষারোপ করে। আবদ আল-মালিক বলেছে: আল্লাহর নবী সে কারণে খালিদের কোন সমালোচনা করেন নাই। নিশ্চিতই তাঁর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত সে ছিল তাঁর সামরিক অধিনায়ক।

প্রকৃতপক্ষে, এই ঘটনাটির পর হুনায়েন ও তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাকে অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন। আল্লাহর নবী তাকে উকায়েদির ও দুমাত আল-জানদালের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সে তাদের-কে বন্দী করে, যাদের বন্দী করা হয়েছিল; অতঃপর সে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে। ----- বানু জাধিমা গোত্রের এক জনৈক লিপিকার বলেছে: 'আমি খালিদ বিন ইলিয়াস-কে বলতে শুনেছি: "আমাদের কাছে খবর আসে যে, সে প্রায় ত্রিশ জন লোককে হত্যা করেছে।"'

আল তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা:

'ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত: খালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল কিছু লোক বলেছেন যে, খালিদ বলেছে, "আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের আক্রমণ করি নাই, যতক্ষণে না আবদুল্লাহ বিন হুদাফা আল সাহমি আমাকে তা করতে বলে। সে বলেছে,

'আল্লাহর নবী তোমাকে তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, এই কারণে যে তারা ইসলামের বিরোধিতা করেছে।'

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ হইতে < ইবনে ইশাক হইতে < আল যুহরি হইতে <উবায়েদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসুদ হইতে বর্ণিত: মক্কা বিজয় সম্পন্ন করার পর আল্লাহর নবী ১৫দিন যাবত মক্কায় অবস্থান করেন ও সংক্ষিপ্ত নামাজ আদায় করেন।

ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত: হিজরি ৮ সালের রমজান মাস সমাপ্ত হওয়ার দশ দিন পূর্বে [২০শে রমজান; বরাবর ১১ই জানুয়ারি, ৬৩০ সাল] 'মক্কা বিজয়' সম্পন্ন হয়।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ সাল), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল), আল তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের 'বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ড' উপাখ্যানের ওপরে বর্ণিত ও গত তিন-টি পর্বের বর্ণনায় যে বিষয়গুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো:

"এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও 'তথাকথিত মিথ্যাচারের' শুধু যে কোন বিচারই মুহাম্মদ করেন নাই তাইই নয়, তিনি এই বিষয়ে খালিদের কাছে কোন 'কারণ দর্শাও' জাতীয় নোটিশ জারী করে তার কোন সুষ্ঠু তদন্ত করেছিলেন; এমন ইতিহাস ও কোথাও বর্ণিত হয় নাই। শুধু তাইই নয়, এই কু-কর্মের জন্য 'মুহাম্মদ নিজে' খালিদের কোন প্রত্যক্ষ সমালোচনা করেছিলেন এমন ইতিহাসও স্পষ্ট নয়।"

যা বর্ণিত হয়েছে, তা হলো:

১) এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদটি শোনার পর মুহাম্মদ তাঁর দু'হাত উত্তোলন করে ঘোষণা করেছিলেন, "হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি মুক্ত।"

২) এ বিষয়ে খালিদের প্রত্যক্ষ সমালোচনা-কারীরা ছিলেন মুহাম্মদের বিশিষ্ট অনুসারীরা: আবদ আল-রহমান বিন আউফ, ওমর ইবনে খাত্তাব, আবদুল্লাহ বিন উমর প্রমুখ। মুহাম্মদ নয়!

৩) মুহাম্মদ যে কারণে খালিদের প্রত্যক্ষ সমালোচনা করেছিলেন তা হলো, "তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে খালিদের কটূক্তি!" খালিদের হত্যাকাণ্ড কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে খালিদের 'তথাকথিত' মিথ্যাচারের কারণে নয়।

৪) এই হত্যাকাণ্ডের পর, খালিদের অপকর্মের খেসারত বাবদ মুহাম্মদ রক্ত-মূল্য পরিশোধ করেছিলেন। আর রক্ত-মূল্যের এই টাকাকড়ি তিনি জোগাড় করেছিলেন তাঁর মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে! ভীত-সন্ত্রস্ত কিছু কুরাইশদের কাছ থেকে। বলা হয়েছে তা তিনি জোগাড় করেছিলেন "ধার হিসাবে।" সেই ভীতিকর পরিস্থিতি-তে এই কুরাইশরা তাঁকে কী কারণে এই "ধার-টি" দিয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

৫) পরবর্তীতে, মুহাম্মদ খালিদের সমালোচনা-কারীদের শুধু যে প্রত্যক্ষ সমালোচনা করেছিলেন তাইই নয়, তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খালিদের প্রশংসাও করেছিলেন।

৬) এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও মুহাম্মদের বিরুদ্ধে 'তথাকথিত মিথ্যাচারের' পরেও খালিদ-কে মুহাম্মদ তার পূর্বের পদমর্যাদায় বহাল রেখে "পুরস্কৃত করেছিলেন!"

আদি উৎসের এ সকল বর্ণনার আলোকে বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ডের "নির্দেশ-দাতা" কে ছিলেন, তা মুক্ত-চিন্তার মানুষরা অনায়াসেই অনুধাবন করতে পারবেন। বলা হয়, "যে মুহাম্মদ-কে জানে, সে ইসলাম জানে। যে তাঁকে জানে না, সে ইসলাম জানে না।"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [92]

He said: Maʿmar related to me from al-Zuhrī from Ibrāhīm b. ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf from his father, who said: There were words between ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf and Khālid, and ʿAbd al-Raḥmān turned away from him. Khālid walked with ʿUthmān b. Affān to ʿAbd al-Raḥmān and apologized to him until he was satisfied about it and said, "Ask God for my forgiveness, O Abū Muḥammad!"
They said: Ammār entered before the Prophet and said, "O Messenger of God, surely he angered a community who prayed and submitted." Then he criticized Khālid before the Prophet, and Khālid who was seated did not say a word. When ʿAmmār rose, Khālid criticized him and the Prophet said, "Be silent, O Khālid, do not criticize Abū al-Yaqzān. Indeed he [Page 882] is one whose enemy is God's enemy, and whoever hates him, God hates, and whoever insults him, God insults."

They said: When the Messenger of God conquered Mecca, he asked for a loan of money in Mecca. The Messenger of God called ʿAlī and gave him some money and said, "Hurry to the Banū Jadhīma and decree that the law of *jāhiliyya* is over and pay the blood money to them for those whom Khālid captured." So ʿAlī went to them with that money and paid the blood money for what Khālid had done. He gave them their money and left them what remained of the money as well. Then ʿAlī sent Abū Rāfi to the Messenger of God to ask for more of it. And he increased his money. And ʿAlī paid blood money for all that was taken, even the trough of the dog, until there did not remain anything to ask of him. The money that remained was with ʿAlī, and ʿAlī said, "This remnant of money is for you from the Messenger of God for what Khālid took, and

of which he had no knowledge nor understanding," and he gave them that money. Then he turned back to the Prophet and informed him. It was said, indeed, the money that was sent by him with ʿAlī was the loan sought by the Prophet from Ibn Abī Rabīʿa and Ṣafwān b. Umayya and Huwaytib b. ʿAbd al-ʿUzzā. When ʿAlī returned and came before the Messenger of God, the Messenger of God said, "What did you do, O ʿAlī?" He informed him and said, "O Messenger of God, we found a community of Muslims who had built mosques in their courtyard. I paid the blood money, for all those who Khālid killed, as well as the dog trough. Then with the rest of the money, I said, "This is from the Messenger of God for what he has no knowledge and does not know of." The Messenger of God said, "You did well! I did not command Khālid to fight. Rather I commanded him to invite them to Islam."

The Messenger of God did not approach Khālid. He turned away from him. Khālid objected before the Messenger of God. He swore he did not kill them for hatred or enmity. But after ʿAlī arrived and paid their blood money, the Messenger of God approached Khālid, and continued keeping him among his prominent companions until his death.

He said: ʿAbdullah b. Jaʿfar related to me from ʿUthmān b. Muḥammad al-Akhnasī from ʿAbd al-Mālik b. Abī Bakr b. ʿAbd al-Raḥmān, who said: The Messenger of God said, "Do not curse Khālid b. al-Walīd for surely he is one of the swords of God who drew his sword against the polytheists!"

He said: Muḥammad b. Ḥarb related to me from Abū Bakr b. ʿAbdullah from Abū al-Aḥwaṣ from the Prophet, who said, "Blessed is the slave of

God, Khālid b. al-Walīd, the brother of the tribe and one of the swords of God who drew his sword against the disbelievers and the Hypocrites!”

He said: Yūsuf b. Yaʿqūb b. ʿUtba related to me from ʿUthmān b. Muḥammad al-Akhnasī from ʿAbd al-Mālik b. ʿAbd al-Raḥmān b. al-Ḥārith, who said: The Messenger of God commanded Khālid b. al-Walīd to raid the Banū Kināna unless he hears the call to prayer or perceives Islam. So he set out until he reached the Banū Jadhīma, and they resisted him with all their might, and they fought and wore their weapons. He waited with them for the prayers of *ʿAṣar* and *Maghrib* and *ʿIshā*', and he did not hear the call to prayer. Then he attacked them and killed those who were killed and imprisoned those who were imprisoned. And later, they alleged Islam. ʿAbd al-Mālik said: The Messenger of God did not censure Khālid about that, for surely he was the military leader until he died. Indeed he set out after that with him as the leader to Hunayn and Tabūk. The Messenger of God sent him to Ukaydir and Dūmat al-Jandal. He captured whom he captured, then he reconciled them. ------ A man from the Banū Jadhīma who was a transcriber said: I heard Khālid b. Ilyās say: It reached us that he killed almost thirty men.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[92] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৮১-৮৮৪, ইংরেজি অনুবাদ- পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৩৫

[93] অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৬১-৫৬২

[94] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী: ভলুউম ৮; পৃষ্ঠা ১৯০ ও ১৯২

২০২: হুনাইনের যুদ্ধ -১: কে ছিল আক্রমণকারী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত ছিয়াত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবী জীবনে যে সকল বৃহৎ রক্তক্ষয়ী অমানুষিক নৃশংস সংঘর্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তার সর্বপ্রথম-টি হলো 'বদর যুদ্ধ (পর্ব: ৩০-৪৩)'; আর তার সর্বশেষ-টি হলো 'হুনাইন যুদ্ধ ও এই যুদ্ধ পরবর্তী তায়েফ আক্রমণ।' আদি উৎসের সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে এই দুই যুদ্ধের প্রাণবন্ত উপাখ্যান বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। [95]

মুহাম্মদের জীবনের সর্বশেষ বৃহৎ সফল রক্তাক্ত সংঘর্ষই শুধু নয়, কমপক্ষে আর যে সমস্ত কারণে "হুনাইন যুদ্ধ" ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো:

১) এই যুদ্ধে মুহাম্মদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন মক্কা-বাসী কিছু "অমুসলিম" কুরাইশ, যাদের অন্যতম ছিলেন সাফওয়ান বিন উমাইয়া ইবনে খালাফ। যার পিতা ও এক ভাইকে মুহাম্মদ অনুসারীরা 'বদর যুদ্ধে' অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করেছিলেন (বিস্তারিত: পর্ব-৩২)। মাত্র দিন পনের আগে, মক্কা বিজয় প্রাক্কালে যিনি মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ও অতঃপর তিনি মুহাম্মদের ভয়ে পালিয়ে ইয়েমেনের পথে যাত্রা করেছিলেন। পরিশেষে যিনি তাঁর স্ত্রী ও চাচাত ভাই উমায়ের

বিন ওহাব (মুহাম্মদ অনুসারী) হস্তক্ষেপে মুহাম্মদের প্রাণ ভিক্ষা পেয়েছিলেন; এই শর্তে যে, "তিনি চার মাস সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করবেন (পর্ব-১৯৬)।” [96]

২) ওহুদ যুদ্ধের (পর্ব: ৫৪-৭১) মতই, এই যুদ্ধেরও প্রথমাবস্থায় মুহাম্মদের মক্কাবাসী অনুসারীরা মুহাম্মদ-কে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারীরা (আনসার) এবারও মুহাম্মদের পাশে অটুট ছিলেন ও তাঁদের জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছিলেন।

৩) খায়বার যুদ্ধের (পর্ব: ১৩০-১৫২) পর মুহাম্মদ সবচেয়ে বেশী "লুটের মালের (গণিমত)" অধিকারী হয়েছিলেন এই যুদ্ধেই। মুহাম্মদ এই লুটের মালের হিস্যা বণ্টনের সময় মক্কাবাসী কুরাইশদের প্রতি এতটায় পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন যে বহু মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারী (আনসার) প্রকাশ্যে মুহাম্মদের সমালোচনা করেছিলেন।

৪) এই যুদ্ধ শেষে যখন বিরুদ্ধবাদীরা মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে "ইসলামে দীক্ষিত" হয়েছিলেন, তখন মুহাম্মদ তাঁদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের নারী-শিশু ও অন্যান্য বন্দীদের ফেরত দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদের "ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ" সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের গত একশত পঁচাত্তর-টি পর্বের আলোচনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, "সর্বাবস্থায়" মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরাই ছিলেন আক্রমণকারী ও আগ্রাসী, অবিশ্বাসীরা নয়। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের আক্রমণের কারণ হলো, "প্রতিহিংসা কিংবা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা!" পরিশেষে মুহাম্মদের জীবনের সর্বশেষ বৃহৎ রক্তক্ষয়ী এই সংঘর্ষ! এবারের সংঘর্ষে আক্রমণকারী ব্যক্তি-টি কে ছিলেন?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা - কবিতা পঙক্তি পরিহার: [97]
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [98] [99]

‘হাওয়াজিনের [উত্তর আরবের এক বৃহৎ গোত্র বা গোত্র সমষ্টি] লোকেরা যখন শুনতে পায় যে আল্লাহ কী ভাবে আল্লাহর নবী-কে মক্কার অধিকার প্রদান করেছে, তখন মালিক বিন আউফ আল-নাসরি তাদের একত্রিত করে। থাকিফ, নাসর ও জুশাম গোত্রের সমস্ত লোক এবং সা'দ বিন বকর ও বানু হিলাল গোত্রের কিছু লোক সেখানে তার সাথে মিলিত হয়। **কায়েস আইলান** (Qays `Aylan) গোত্রের অন্য আর কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। হাওয়াজিনের কাব ও কিলাব গোত্রের লোকেরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে; তাদের গুরুত্বপূর্ণ লোকদের কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। বানু জুশাম গোত্রের লোকদের মধ্যে ছিল দুরায়েদ বিন আল-সিমমা (Durayd b. al-Simma)। সে ছিল অতি বৃদ্ধ এক ব্যক্তি, যার সাহায্য করার একমাত্র যে ক্ষমতা-টি অবশিষ্ট ছিল তা হলো তার মূল্যবান পরামর্শ ও যুদ্ধের জ্ঞান; এই কারণে যে সে ছিল এক অভিজ্ঞ নেতা। থাকিফ গোত্রের নেতা ছিল দুই জন: আহলাফ উপগোত্রের নেতৃত্বে ছিল কারিব বিন আল-আসওয়াদ বিন মাসুদ বিন মুয়াত্তিব; আর বানু মালিক উপগোত্রের নেতৃত্বে ছিল ধু'ল খিমার সুবায়েব বিন আল-হারিথ বিন মালিক ও তার ভাই আহমার (আল-তাবারী: '--- ধু'ল খিমার সুবায়েব বিন আল-হারিথ বিন মালিক, যাকে বলা হতো আল-আহমর বিন আল-হারিথ’)। [100] [101] [102]

সাধারণ দিকনির্দেশনার দায়িত্বে ছিল মালিক বিন আউফ আল নাসরি (আল-ওয়াকিদি: 'তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর')। যখন সে আল্লাহর নবী-কে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে তার সাথের পুরুষ লোকদের সঙ্গে তাদের গবাদিপশু, স্ত্রী ও সন্তানদের ন্যস্ত রাখে। যখন সে **আওতাস** (Autus/Awtas)' নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি দেয়, লোকেরা তার কাছে এসে সমবেত হয়; যাদের মধ্যে ছিল দুরায়েদ বিন আল-সিমমা। সে ছিল এক ধরণের ‘হাওদার’ ভিতর, যাতে করে তাকে বহন করে আনা হয়েছিল। সেখানে পৌঁছেই সে জানতে চায় যে তারা কোন উপত্যকায় আছে। যখন তাকে জানানো হয় যে তা ছিল আওতাস, সে বলে যে এই স্থানটি অশ্বারোহী

সৈন্যদের জন্য চমৎকার। "এবড়ো-থেবড়ো পাথর যুক্ত কোন পাহাড় কিংবা ধুলায় সম্পূর্ণ ভর্তি কোন সমভূমি নয়; কিন্তু কেন আমি এখানে উটের গর্জন, গাধার ডাক, শিশুদের কান্না ও ভেড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছি?" [103] [104]

তারা তাকে বলে যে মালিক তাদের-কে তার লোকদের সাথে নিয়ে এসেছে।
সে তৎক্ষণাৎ তার খোঁজ করে (আল তাবারী: 'মালিক কোথায় আছে সে তার জিজ্ঞাসাবাদ করে ও তাকে ডেকে পাঠায়') ও বলে: "হে মালিক, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের প্রধান হয়েছো। আজকের দিনটি হলো এমন একটি ঘটনা, যাকে গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হবে।"

অতঃপর সে তাকে গবাদি পশু, মহিলা ও শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আর মালিক তাকে ব্যাখ্যা করে বলে যে, তাদের-কে নিয়ে আসা ও পুরুষদের পিছনে রাখার উদ্দেশ্য হলো এই যে তারা তাদের রক্ষায় মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করতে প্রস্তুত থাকবে। সে হতাশার ইঙ্গিত বাচক এক শব্দ উচ্চারণ করে (আল-ওয়াকিদি: 'হাত তালি দেয়') ও বলে, "ভেড়া-দরদী তুমি, তুমি কী বিশ্বাস করো যে কোন কিছু পলায়ন-রত কোন ব্যক্তি-কে পিছনে ফেরাতে পারে? যদি সবকিছু ঠিকঠাক সমাধা হয়, তবে একমাত্র তরোয়াল ও বল্লম ছাড়া আর কোন কিছুই তোমাকে সাহায্য করবে না; যদি তা দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তবে তুমি তোমার পরিবার ও সম্পদ-সহ লাঞ্ছিত হবে।"

অতঃপর সে কাব ও কিলাব গোত্রের খবর কী তা জিজ্ঞাসা করে। সে যখন শুনতে পায় যে তারা সেখানে অনুপস্থিত, তখন সে বলে: "সাহসী ও শক্তিমানরা এখানে নেই। এটি যদি মহৎ কর্মের কোন দিন হত তবে কাব ও কিলাব গোত্রের লোকেরা দূরে থাকতো না। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, যা তারা করেছে তা যদি তুমিও করতে। তুমি কী কোন গোষ্ঠীর (clan) সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছ?"
তারা তাকে বলে, "আমর বিন আমির ও আউফ বিন আমির।"

সে বলে, "সেই দুই আমির ছোকরা কিছুই করতে পারবে না। মালিক, অশ্বারোহী সৈন্যদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হাওয়াজিন সৈন্যদের আসল অংশটিকে আগে পাঠিয়ে তুমি কোন ভাল কাজ করো নাই। তাদের-কে তুমি তাদের ভূমির উচ্চ ও দুর্গম অংশে প্রেরণ করো ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে মুরতাদদের (এক্ষেত্রে 'নব্য ধর্মান্তরিত মুসলিম') মোকাবিলা করো। যদি সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়, তবে পিছনে যারা আছে তারা তোমার সাথে যোগদান করতে পারবে; আর লড়াই যদি তোমার বিরুদ্ধে যায়, তবে তোমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদ রক্ষা পাবে।"

মালিক জবাবে বলে, "আমি তা করবো না। তুমি হলে এক নির্বোধ বৃদ্ধ। হে হাওয়াজিনের লোকেরা, হয় তোমরা আমার আদেশ মান্য করবে, নতুবা আমি আমার তরোয়ালটির উপর ঝুঁকতে থাকবো যতক্ষণে না তা আমার পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বের হয়ে আসে।"

এ বিষয়ে দুরায়েদ কোন কৃতিত্বের অধিকারী হোক, তা সে সহ্য করতে পারছিল না। হাওয়াজিনের লোকেরা বলে যে তারা তার আনুগত্য করবে। আর দুরায়েদ বলে, "এটি এমন একটি দিন আমি (যোদ্ধা হিসাবে) যার সাক্ষী হতে চাই না, আবার তা পুরোপুরি হারাতেও চাই না।"

উমাইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন উসমান আমাকে বলেছেন যে: মালিক তার গুপ্তচরদের বাহিরে প্রেরণ করে, যারা তাদের হাড়ের-জয়েন্টগুলো স্থানচ্যুত (dislocated) অবস্থায় ফিরে আসে। যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাদের কী হয়েছিল, তারা বলে, "আমরা চিত্রবিচিত্র ঘোড়াগুলোর উপর বসা সাদা লোকদের দেখেছি, আর তার সাথে সাথেই আমরা যা ভোগ করেছি তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।" আল্লাহর কসম, এমন কী এই ঘটনাটিও তাকে তার সংকল্পের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে নাই।

আল্লাহর নবী যখন তাদের খবর-টি শুনতে পান, তিনি আবদুল্লাহ বিন আবু হাদরাদ আল-আসলামি কে তাদের কাছে পাঠান ও তাকে এই নির্দেশ দেন যে সে যেন সেখানে তাদের মধ্যে যায় ও তাদের সাথে বসবাস করে, যতক্ষণে না সে তাদের সমস্ত খবরাখবর জানতে পারে ও অতঃপর সেই খবরগুলো নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসে। আবদুল্লাহ প্রস্থান করে ও তাদের সাথে বসবাস করে ও অতঃপর খবরগুলো তাঁর কাছে নিয়ে আসে। আবদুল্লাহ সেখানে গিয়ে তাদের সাথে সেই সময় পর্যন্ত অবস্থান করে, যতক্ষণে না সে জানতে পারে যে তারা আল্লাহর নবীর সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আল্লাহর নবী যখন হাওয়াজিনদের বিরুদ্ধে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাঁকে বলা হয় যে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছে কিছু বর্ম-আবরণ (Armour) ও অস্ত্রশস্ত্র আছে। তাই তিনি তার কাছে লোক পাঠান, যদিও তখন সে ছিল একজন মুশরিক (polytheist), এই বলে: *"তোমার অস্ত্রগুলো আমাদের ধার দাও, যাতে আমরা আগামীকাল আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি।"*

সাফওয়ান জিজ্ঞাসা করে: *"মুহাম্মদ, তুমি কী তা জোর করে দাবি করছো?"*

সে বলে যে, সে ক্ষেত্রে কোন আপত্তি নাই। অতঃপর সে তাঁকে একশত বর্ম-আবরণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র তাদের সঙ্গে নেওয়ার জন্য প্রদান করে। তারা দাবী করেছেন যে, আল্লাহর নবী সেগুলো বহনের জন্য পরিবহন (Transport) চান ও সে তা সরবরাহ করে। [105]

অতঃপর আল্লাহর নবী দুই হাজার মক্কাবাসী ও তাঁর সঙ্গে 'মক্কা-বিজয়' প্রাক্কালে অংশগ্রহণ-কারী দশ হাজার অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হোন; মোট বার হাজার সৈন্য। আল্লাহর নবী আততাব বিন আসিদ বিন আবুল-ইস বিন উমাইয়া বিন আবদু

সামস-কে মক্কায় অবস্থানকারী লোকদের তদারক-কারীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি হাওয়াজিনদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হোন।' [106]

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [98]

‘আলী বিন নাসর বিন আলী আল-জাহদামি [মৃত্যু: ৮০২- ৮০৩ সাল] এবং আবদ আল-ওয়ারিথ বিন আবদ আল-সামাদ বিন আবদ আল ওয়ারিথ [মৃত্যু: ৮৬৬-৮৬৭ সাল] উভয়ই <আবদ আল-সামাদ বিন আবদ আল ওয়ারিথ [মৃত্যু: ৮২১-৮২২ সাল] <আবান বিন ইয়াজিদ আল-আততার < হিশাম বিন উরওয়া বিন আল-যুবায়ের [মৃত্যু: ৭৮০-৭৮১ সাল] <**উরওয়া বিন আল-যুবায়ের** [মৃত্যু: ৭১২-৭১৩ সাল] হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আল্লাহর নবী, মুসলমান ও হাওয়াজিনের (গোত্রের) যে বিষয়টি জানতে পেরেছি, তা হলো: [107]

'মক্কা বিজয়' প্রাক্কালে আল্লাহর নবী মক্কায় মাত্র একপক্ষ কাল অবস্থান করেন। সেই সময় (তিনি খবর পান যে) হাওয়াজিন ও থাকিফ (গোত্রের লোকেরা) তাঁর সাথে লড়াইয়ের অভিপ্রায়ে (মক্কার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছে ও) ইতিমধ্যেই হুনাইনে শিবির স্থাপন করেছে। হুনাইন স্থানটি হলো 'ধু আল-মাজাজের' পাশে অবস্থিত একটি উপত্যকা। [108] [109]

পূর্বোক্ত দুটি গোত্রের লোকেরা, মদিনা থেকে আল্লাহর নবীর প্রস্থানের খবর পেয়ে (তাদের অগ্রসর হওয়ার) পূর্বেই তারা সেখানে একত্রিত হয়েছিল, “এই ভেবে যে তিনি তাদের (আক্রমণের) অভিপ্রায়ে আসছেন।” [110]

(Both the aforementioned tribes had assembled before [their march] after hearing about the Messenger of God's departure from Medina, thinking that he was intending [to invade] them.)

যখন তারা জানতে পারে যে তিনি মক্কা বিজয় করেছেন, হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা তাদের সম্পদ, মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে (মক্কার উদ্দেশ্যে) অগ্রসর হয়। তাদের দলনেতা ছিল **বানু নাসর গোত্রের** মালিক বিন আউফ। থাকিফ (গোত্রের) লোকেরা আল্লাহর নবীর সাথে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে তাদের সৈন্যদের নিয়ে তাদের সাথে যোগদান করে ও হুনাইন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। [111]

আল্লাহর নবীর মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে যখন তাঁকে তাদের সম্বন্ধে জানানো হয়, তিনি তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া মনস্থ করেন। তিনি হুনাইনে তাদের সাথে মোকাবেলা করেন। আর মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের পরাজিত করে। এই যুদ্ধের বিষয়ে আল্লাহ কুরানে উল্লেখ করেছে [কুরান: ৯:২৫-২৬]। যেহেতু তারা তাদের মহিলা, শিশু ও পশুগুলো সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, তাই আল্লাহ তাদের-কে তার নবীর লুণ্ঠন-সামগ্রী (গনিমত) রূপে দান করে। আর তিনি এই লুণ্ঠন-সামগ্রী সেই কুরাইশদের মধ্যে ভাগ করে দেন যারা (সম্প্রতি) ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ----

দুরায়েদ ছিল বানু জুশাম গোত্রের প্রধান, তাদের নেতা ও তাদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ-পদমর্যাদা সম্পন্ন, কিন্তু বার্ধক্য তাকে এমন পর্যায়ে ফেলেছিল যে সে দুর্বল হয়ে পড়েছিলে। তার সম্পূর্ণ বংশানুক্রম হলো দুরায়েদ বিন আল-সিমমাহ বিন বকর বিন আলকামাহ বিন জুদাহ বিন ঘাযিয়াহ বিন জুশাম বিন মুয়াবিয়া বিন বকর বিন হাওয়াজিন। মালিক তার লোকদের বলে যে যখন তারা শত্রুদের দেখতে পাবে তখন যে তারা তাদের তলোয়ারের খাপগুলো খুলে একজোট হয়ে তাদের আক্রমণ করে। -

--- সে [ইবনে আবি হাদরাদ, মুহাম্মদের গুপ্তচর] আরও জানতে পারে মালিক ও হাওয়াজিনের লোকদের ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তের খবর। অতঃপর সে ফিরে আসে ও আল্লাহর নবী-কে তা অবহিত করায়।

আল্লাহর নবী উমর বিন আল-খাত্তাব-কে ডেকে পাঠান ও ইবনে আবি হাদরাদ তাঁকে যা বলেছে তা তাকে অবহিত করান। যার ফলে উমর বলে যে সে মিথ্যা বলেছে। ইবনে আবি হাদরাদ জবাবে বলে, "হে উমর, তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে পারো, কিন্তু তুমি সত্যকে দীর্ঘদিন অস্বীকার করেছিলে।" উমর বলে, "হে আল্লাহর নবী, ইবনে আবি হাদরাদ কী বলছে আপনি কি তা শুনেন নাই?" আল্লাহর নবী জবাবে বলেন, "হে উমর, তুমি ভ্রান্তিতে ছিলে, আর আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করেছে।"

'ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন [হইতে বর্ণিত]: [112]

আল্লাহর নবী যখন হাওয়াজিনদের বিরুদ্ধে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাঁকে বলা হয় যে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছে কিছু বর্ম-আবরণ ও অস্ত্রশস্ত্র আছে। তাই তিনি তার কাছে লোক পাঠান, যদিও তখন সে ছিল মুশরিক, এই বলে:"তোমার অস্ত্রগুলো আমাদের ধার দাও, যাতে আমরা আগামীকাল আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি।" সাফওয়ান জিজ্ঞাসা করে, "মুহাম্মদ, [তুমি কী তা] জোর করে দাবি করছো?" আল্লাহর নবী জবাবে বলেন:

“(না), শুধু ধার স্বরূপ, আমাদের-কে বিশ্বাস করে; সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণে না আমরা তোমাকে সেগুলো ফেরত দিই।” [105]

সাফওয়ান বলে যে সে ক্ষেত্রে তার কোন আপত্তি নেই। অতঃপর সে ১০০-টি বর্ম-আবরণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭ -৮২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [99]

আল ওয়াকিদি: 'আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন শুজা আল-থালি বলেছেন: আল-ওয়াকিদি আমাদের যা বলেছেন, তা হলো: "মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ বিন জাফর, ইবনে আবি সাবরা, মুহাম্মদ বিন সালিহ, আবু মাশার, ইবনে আবি হাবিবা, মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া বিন সাহল, আবদ আল-সামাদ বিন মুহাম্মদ আল-সা'দি, মুয়াধ বিন মুহাম্মদ, বুকায়ের বিন মিসমার এবং ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবি কাতাদা; একই সাথে অন্যান্য লোকেরা, যাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই - যারা ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসী, সকলেই আমাদের-কে এই উপাখ্যানের বিভিন্ন অংশগুলো বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক যারা অন্যদের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। এ সম্পর্কে তারা আমাকে যা বলেছেন তার সমস্তই আমি সংগ্রহ করেছি।"'

তারা বলেছে: যখন আল্লাহর নবী মক্কা-বিজয় সম্পন্ন করেন, হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের উচ্চপদমর্যাদা সম্পন্ন লোকেরা একত্রিত হয়। তারা সৈন্যসমাবেশ, বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও বলে:

"আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ এখনও এমন লোকদের সম্মুখীন হয় নাই যারা যুদ্ধে ভাল; সুতরাং তোমরা তোমাদের মনস্থির করো ও 'সে তোমাদের কাছে আসার আগে' তার দিকে যাত্রা শুরু করো।"

অতঃপর, হাওয়াজিনের লোকেরা তাদের নেতা মালিক বিন আউফের অধীনে সমবেত হয়। তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর, সে ছিল তাদের প্রধান ও সে পরিধান করতো লম্বা আলখাল্লা। সে তার ধন-সম্পদ দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করে; সে কারণেই লোকেরা তার নির্দেশ পালন করে ও হাওয়াজিনদের সকলেই একত্রিত হয়। সেই সময় থাকিফ গোত্রের নেতা ছিল দুইজন: 'আহলাফ' এর নেতৃত্ব দিয়েছিল কারিব বিন আল-আসওয়াদ বিন মাসুদ বিন মুয়াত্তিব; অন্যদিকে 'বানু মালিক' এর নেতৃত্বে ছিল থাকিফের সহযোগী ধু'ল খিমার সুবায়েব বিন আল-হারিথ বিন মালিক (অন্যরা বলে, সে ছিল আল-আহমর বিন আল-হারিথ')।

তারা সকলেই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অভিযানের নিমিত্তে হাওয়াজিনদের সাথে একত্রিত হয়, থাকিফরা অবিলম্বে তাদের সাথে এসে যুক্ত হয়। তারা বলে:

"আমরা তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে যাচ্ছিলাম এই কারণে যে 'আমাদের বিরুদ্ধে তার আগমণ-কে আমরা প্রচণ্ড ঘৃণা করি'। তা সত্ত্বেও, সে যদি আমাদের কাছে আসে তবে সে দেখতে পাবে দুর্গম দুর্গ, যার পিছনে থেকে আমরা প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী সমেত লড়াই করব 'যতক্ষণে না আমরা তাকে পরাস্ত করতে পারি, কিংবা সে ফিরে যায়'।"

তবে আমরা তা কামনা করি না। আমরা এক-জোট হয়ে তোমাদের সাথে যাত্রা করবো। অতঃপর তারা তাদের সাথে যাত্রা শুরু করে। -----

আল্লাহর নবী ১৫দিন মক্কায় অবস্থান করেন ও দুই রাকাত করে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর, পরদিন সকালে, শনিবার, ৬ই শওয়াল, তিনি যাত্রা শুরু করেন।'--

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, কী কারণে হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, তা ইবনে ইশাকের বর্ণনায় অস্পষ্ট। অন্যদিকে, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল-তাবারীর বর্ণনায় তা হলো:

"*মদিনা থেকে আল্লাহর নবীর প্রস্থানের খবর পেয়ে তাদের অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই তারা সেখানে একত্রিত হয়েছিল, "এই ভেবে যে তিনি তাদের আক্রমণের অভিপ্রায়ে আসছেন।"*

আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তা হলো:

“আমরা তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে যাচ্ছিলাম এই কারণে যে ‘আমাদের বিরুদ্ধে তার আগমন-কে আমরা প্রচণ্ড ঘৃণা করি’। ----আমরা লড়াই করব ‘যতক্ষণে না আমরা তাকে পরাস্ত করতে পারি, কিংবা সে ফিরে যায়’।"

অর্থাৎ, এটি ছিল তাঁদের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টা। তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন "মুহাম্মদের সম্ভাব্য আক্রমণের" কবল থেকে নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টায়। আদি উৎসের "সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের" ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আর যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো: হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ করেন নাই। অন্যান্য সকল আক্রমণের মতই আগ্রাসী আক্রমণকারী দলটি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা! অজুহাত, বরাবরের মতই: "তাহারা আক্রমণের পরিকল্পনা করিয়াছিল!"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [99]

‘Abū ‘Abdullah Muḥammad b. Shujā al-Thaljī said: Al-Wāqidī related to us that Muḥammad b. ‘Abdullah, ‘Abdullah b. Ja‘far, Ibn Abī Sabra, Muḥammad b. Ṣāliḥ, Abū Ma‘shar, Ibn Abī Habība, Muḥammad b. Yahyā b. Sahl, ‘Abd al-Samad b. Muḥammad al-Sa‘dī, Mu‘ādh b. Muḥammad, Bukayr b. Mismār, and Yahyā b.

ʿAbdullah b. Abī Qatāda, as well as others not named—people of trust—all have related portions of this tradition to us. Some of them are more reliable than others, and I have gathered all that was related to me about it.

They said: When the Messenger of God conquered Mecca, the nobility of the Ḥawāzin and the Thaqīf came together and they mobilized and rose up and demonstrated and said: By God, Muḥammad has not yet met with a people who are good in battle, so make up your minds and march to him before he marches to you. And the Ḥawāzin gathered under their commander Mālik b. ʿAwf, who at that time was thirty years of age, a lord of theirs, and wore a long cloak. He acted with his money and was commended for it, and all of the Ḥawāzin gathered. The two lords of the Thaqīf were at that time Qārib b. al-Aswad b. Masʿūd who commanded the Ahlāf, while Dhū 1-Khimār, Subayʿ b. al-Ḥārith (and others said it was al-Ahmar b. al-Ḥārith), who was the ally of the Thaqīf, commanded the Banū Mālik.

All of them gathered with the Ḥawāzin who came together for the expedition against Muḥammad, and the Thaqīf were swift to join them. They said: We were about to march to him for we detest that he march to us. Nevertheless, if he came to us he would find an inaccessible fortress that we will fight behind, and much food, until we take him or he turns away. But we do not desire that. We will march with you as one hand. And they set out with them. ----

--- The Messenger of God stayed in Mecca for fifteen days and prayed two bowings. Then, on the next morning, Saturday, the sixth of Shawwāl, he left having appointed ʿAttāb b. Asīd in Mecca to pray with them, and Muʿādh b. Jabal to inform them of the practice and jurisprudence of Islam.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[95] হুনাইন যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৬৬-৫৯৭; আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬৫৪-১৬৭০ ও ১৬৭৫-১৬৮৬; আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৮৫-৯২৩; ইংরেজি অনুবাদ - পৃষ্ঠা ৪৩৫-৪৫২;

[96] মালিক মুয়াত্তা (৭১১-৭৯৫ সাল): বই নম্বর ২৮, হাদিস নম্বর ৪৪

http://hadithcollection.com/maliksmuwatta/Maliks%20Muwatta%20Book%2028.%20Marriage/maliks-muwatta-book-028-hadith-number-044.html

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৯

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2005.%20Zakat/sahih-muslim-book-005-hadith-number-2309.html

'Anas b. Malik reported: We conquered Mecca and then we went on an expedition to Hunain. The polytheists came, forming themselves into the best rows that I have seen. ---'

[97] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৬৬-৫৬৮

[98] অনুরূপ বর্ণনা - "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক - লেখক: আল-তাবারী, ভলুউম ৯, (The Last Years of the Prophet) – translated and Annotated by Ismail K. Poonawala [State university of New York press (SUNY), Albany 1990, ISBN 0-88706-692—5 (pbk), পৃষ্ঠা ১-৭

[99] অনুরূপ বর্ণনা -আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৮৫-৮৯০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৩৫-৪৩৭

[100] হাওয়াযিন: উত্তর আরবের এক বৃহৎ গোত্র বা গোত্র সমষ্টি। মক্কা ও আল-তায়েফের মধ্যে বাণিজ্য শত্রুতার কারণে তারা কুরাইশের তীব্র বিরোধিতা করতো। তারা ছিল আল-তায়েফ শহরের বাসিন্দা কিংবা এই শহরের জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

[101] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২৪: "কায়েস আইলান - যারা ছিলেন মধ্য আরবের (Mudar) দুইটি প্রধান শাখার একটি, যাদের-কে আদনানের বংশধর হিসাবে গণ্য করা হয়; তথাকথিত উত্তর আরব।"

[102] থাকিফ গোত্র: এই গোত্রের লোকেরা আল-তায়েফ এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল, যেটি ছিল তাদের নগর কেন্দ্র। থাকিফ গোত্রের বেশিরভাগ লোকেরা, সম্ভবত তাদের নিজেদের স্বার্থ ও ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে, হাওয়াজিন গোত্রের লোকদের বংশধর হিসাবে বিবেচনা করতো। থাকিফ গোত্রের দু'টি শাখা: আল-আহলাফ ও বানু মালিক।

[103] হাওদা (Howdah): উট কিংবা হাতির পিঠের ওপর বসানো ডুলি সাদৃশ্য আসন।

[104] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৩২: "আওতাস: হাওয়াজিন অঞ্চলের এক উপত্যকা, যেখানে হুনাইনের যুদ্ধ-টি সংঘটিত হয়েছিল।"

[105] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid মালিক মুয়াত্তা: বই নম্বর ২৮, হাদিস নম্বর ৪৪
http://hadithcollection.com/maliksmuwatta/Maliks%20Muwatta%20Book%2028.%20Marriage/maliks-muwatta-book-028-hadith-number-044.html

অনুরূপ বর্ণনা: সুন্নাহ আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ সাল): বই-১৭, হাদিস নম্বর ৩৫৫৫-৫৬
http://hadithcollection.com/abudawud/Abu%20Dawud%20Book%2017.%20Wages/abu-dawud-book-017-hadith-number-3555.html

http://hadithcollection.com/abudawud/Abu%20Dawud%20Book%2017.%20Wages/abu-dawud-book-017-hadith-number-3556.html

[106] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি (৮১০-৮৭০ সাল) : ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২২
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/-sp-608/sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-622.html

অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল): বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৮
http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2005.%20Zakat/sahih-muslim-book-005-hadith-number-2308.html

[107] উরওয়া বিন আল-যুবায়েরের মাতা ছিলেন আবু বকর কন্যা আসমা বিনতে আবু বকর।

[108] হুনাইয়েন স্থানটি হলো মক্কা থেকে আল-তায়েফের রাস্তায় তৎকালীন এক দিন দূরত্বে অবস্থিত এক গভীর ও অসমতল উপত্যকা, যেখানে এই বিরাট যুদ্ধ-টি সংঘটিত হয়েছিল।

[109] 'ধু আল-মাজাজ': আরাফাত থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হুদাইল গোত্রের একটি বাজার।

[110] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ১৩: "আল-ওয়াকিদি, ইবনে সা'দ ও ইবনে আল-কাথিরের তথ্য মতে: হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের লোকেরা মক্কার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই কারণে যে, তারা ভীত ছিল এই ভেবে যে মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর নবী তাদের আক্রমণ করতে পারে।"

[111] বানু নাসর: জোটবদ্ধ হাওয়াজিন গোত্রগুলোর একটি।

[112] আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন (৬৭৭-৭৩৩ সাল): পঞ্চম শিয়া ইমাম, আলী ইবনে আবু তালিবের নাতি। তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট মুহাদ্দিস; যাকে বলা হতো, "আল-বাকির (al-Baqir): The one who opens knowledge (জ্ঞান উন্মুক্ত-কারী)।"

২০৩: হুনাইনের যুদ্ধ-২: অনুসারীদের পলায়ন ও নবীর আর্তনাদ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত সাতাত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার আলোকে, জগতের সকল ইসলাম বিশ্বাসী পন্ডিত ও ইসলাম বিজ্ঞ অপণ্ডিতদের (Non-scholar) যদি প্রশ্ন করা হয়: "একান্ত নিজ পরিবারের কোন দুই ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে হযরত মুহাম্মদ (সা:) হয়তো কখনোই নবী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন না?" এই প্রশ্নের জবাবে কোনরূপ দ্বিমত ছাড়াই তাঁদের সবাই হয়তো এই জবাব-টিই দেবেন যে, তাঁরা হলেন, "স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ ও চাচা আবু তালিব (আবদ-মানাফ) ইবনে আবদুল মুত্তালিব।" আর যদি তাঁদের এই প্রশ্নটি করা হয়, "একান্ত নিজ পরিবারের বাহিরে আর কোন ব্যক্তি বা গুষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে নবী মুহাম্মদ কখনোই (Never) নিজেকে নবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না?" এই প্রশ্নের জবাব প্রথম প্রশ্নটির মত সহজ নয়; তবে তাঁদের অধিকাংশই হয়তো এই জবাবটিই দেবেন যে তাঁরা হলেন, "আবু বকর, উমর, উসমান ----ইত্যাদি।" কিন্তু আমাকে যদি এই প্রশ্নটি করা হয়, তবে আমার দ্বিধাহীন জবাব হবে, "আনসার! আদি মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারীরা!"

ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি তা হলো: মক্কার সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছরের নিরলস প্রচেষ্টার

পর নবী মুহাম্মদের অনুসারীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক মাত্র ১২০-১৩০ জন। মুহাম্মদের মদিনায় পলায়নের (হিজরত) প্রায় তিন বছর পূর্বে (৬১৯ সাল) সর্বাবস্থায় পরামর্শদান ও সাহায্যদান-কারী স্ত্রী খাদিজা ও সর্বাবস্থায় স্ব-গোত্রীয় (হাশেমী গোত্র) নিরাপত্তা সুবিধা প্রদানকারী চাচা আবু তালিবের মৃত্যু হয়। তাঁদের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর, যখন মুহাম্মদের প্রতিপক্ষ চাচা আবু-লাহাব মুহাম্মদের ওপর থেকে তাঁর স্ব-গোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধাটি বাতিল করেছিলেন, তখন মুহাম্মদের নবী-জীবনের যবনিকাপাত ছিল "শুধুই" সময়ের ব্যাপার! এমত পরিস্থিতিতে 'আনসারদের' আমন্ত্রণ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতেই মুহাম্মদ "তাঁর ধর্ম-রক্ষার খাতিরে" প্রথমে কিছু মক্কাবাসী অনুসারীকে গোপনে মদিনায় পাঠিয়েছিলেন; অতঃপর তিনি নিজে রাতের অন্ধকারে মদিনায় পলায়ন করেছিলেন (হিজরত)। শুধু তাইই নয়, পরবর্তীতে বিভিন্ন হুমকি-শাসানী-ভীতি ও প্রলোভনের মাধ্যমে তিনি 'হিজরতে' অনিচ্ছুক মক্কাবাসী অনুসারীদেরও মদিনায় পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছিলেন (মুহাজির)! প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল মূলত: দুটি। প্রথমটি হলো: মদিনায় তাঁর দল ভারী করা। আর দ্বিতীয়টি হলো: আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের প্ররোচনায় তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীরা যেন আবার তাঁদের পূর্বধর্মে প্রত্যাবর্তন না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা! মক্কাবাসী কুরাইশরা তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন ও তাঁদের-কে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন বলে যে দাবীগুলো ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মনের মাধুরী মিশিয়ে গত ১৪০০ বছর যাবত উচ্চস্বরে প্রচার করে চলেছেন, ইসলামের ইতিহাসের "সবচেয়ে আদি উৎসে" সেই দাবীগুলোর আদৌ কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না! আর মক্কায় অবস্থানকালে মক্কাবাসী কুরাইশরা মুহাম্মদ-কে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন, এমন দাবী সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট (বিস্তারিত পর্ব: ৪১-৪২)! "

আনসাররা "তাঁদের" প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। মুহাম্মদ ও মুহাজিরদের রক্ষায় তাঁরা তাঁদের জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের সর্বাত্মক সাহায্য ও

সহযোগিতায় মূলত: মুহাম্মদ "তাঁর নবীত্ব" প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদেরই কল্যাণে মুহাম্মদ "ওহুদ যুদ্ধে" তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছিলেন; যখন মুহাজিররা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে একা ফেলে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকে ও আল-তাবারীর বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, আক্রান্ত মুহাম্মদ-কে রক্ষার জন্য সেদিন যে ছয় জন মুহাম্মদ অনুসারী এগিয়ে এসে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন "তাঁদের পাঁচ জনই ছিলেন আনসার (বিস্তারিত পর্ব: ৬৯)!"

ওহুদ যুদ্ধের সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল 'হুনাইন যুদ্ধেও!' এই যুদ্ধেও যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় মুহাম্মদ-কে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে "প্রায় সকল মুহাজিরই" সফলভাবে পলায়ন করেছিলেন। এবারেও মুহাম্মদ প্রাণ-রক্ষা পেয়েছিলেন 'আনসারদেরই' কল্যাণে। আদি উৎসের সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে 'আনসারদের' এই আনুগত্য বীরত্বের উপাখ্যান বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা - কবিতা পঙক্তি পরিহার: [113]
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [114] [115]

ইবনে শিহাব আল-যুহরি আমাকে <সিনান বিন আবু সিনান আল-দুয়ালি হইতে <আবু ওয়াকিদ আল-লেইথি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যা জানিয়েছেন, তা হলো,

আল-হারিথ বিন মালিক বলেছেন: 'আমরা পৌত্তলিকতা পরিহার করার পরেই আল্লাহর নবীর সাথে হুনাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বিধর্মী কুরাইশ ও অন্যান্য আরবদের "ধাতু আনওয়াত (Dhatu Anwat)" নামের এক বিশাল সবুজ গাছ ছিল, যেখানে তারা প্রতি বছর সমবেত হতো, তাদের অস্ত্রগুলি ঝুলিয়ে রাখত, তার পাশে

কোরবানি দিত ও সম্পূর্ণ একটি দিন তারা তার ভক্তি-শ্রদ্ধায় নিজেদের উৎসর্গ করতো। আল্লাহর নবীর সঙ্গে যাওয়ার প্রাক্কালে আমরা এক বিশাল বদরিকা গাছ (lote tree) দেখতে পাই ও রাস্তার পাশ থেকে আমরা আল্লাহর নবীকে ডেকে বলি, "আল্লাহর কাছ থেকে আপনি আমাদের জন্য এমনি এক গাছ আনয়ন করুন, যেখানে তাদের মত করে আমারা আমাদের জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখতে পারি।" তিনি বলেন, "আল্লাহু আকবার! যার হাতে আমার জীবন সেই আল্লাহর কসম, তোমারা আমাকে যা বলছো, তা মুসার লোকেরা মুসাকে বলতো: 'তাদের ঈশ্বরগুলোর মতো আপনি আমাদের জন্য এক সঠিক ঈশ্বর অনুসন্ধান করুন।" তিনি বলেন, "তোমরা হলে অজ্ঞ সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতি অনুসরণ করতে চাও।"

আসিম বিন উমর বিন কাতাদা আমাকে <আবদুল-রহমান বিন জাবির হইতে < তার পিতা জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন: [116] [117]

'হুনাইন উপত্যকাটিতে পৌঁছার পর আমরা এক প্রশস্ত ও ঢালু জলশূন্য পাথুরি নদী খাতের ভিতর দিয়ে নামা শুরু করি। আমরা ঊষালগ্নের অস্পষ্ট আলোকে ধীরে ধীরে নামছিলাম। শত্রুরা আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছেছিল এবং তারা সেখানের পথ, পার্শ্ববর্তী ছোট পথ ও সংকীর্ণ স্থানগুলোর পাশে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিল। তারা ছিল সংঘবদ্ধ ও পুরোপুরি প্রস্তুত। আর আল্লাহর কসম, আমাদের নেমে আসার প্রাক্কালে যখন তাদের সশস্ত্র দলগুলো একজোট হয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়, তখন আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। লোকেরা কারও প্রতি কোনরূপ মনোযোগ না দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।

আল্লাহর নবী ডান দিকে সরে আসেন ও বলেন: *"হে লোকসকল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমার কাছে এসো। আমি আল্লাহর নবী। আমি আবদুল্লাহর পুত্র 'মুহাম্মদ'।"*

তাতে কোন কাজ হয় না, উটগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা-ধাক্কি করে। লোকেরা পলায়ন করে, শুধু অল্প কিছু মুহাজির, আনসার ও তাঁর পরিবারের লোকেরা আল্লাহর নবীর সাথে অবস্থান করে। মুহাজিরদের মধ্যে যারা দৃঢ় ছিল, তারা হলো:

[১] আবু বকর, ও

[২] উমর;

তাঁর পরিবার সদস্যরা:

[৩] আলী ইবনে আবু তালিব [চাচাতো ভাই ও জামাতা]

[৪] আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব [চাচা],

[৫-৬] আবু সুফিয়ান বিন আল-হারিথ [আরেক চাচাতো ভাই, চাচা আল-হারিথ বিন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (পর্ব: ১২)] ও তার পুত্র,

[৭] আল-ফাদল বিন আল-আব্বাস [আরেক চাচাতো ভাই]

[৮] রাবিয়া বিন আল-হারিথ [আরেক চাচাতো ভাই],

[৯] ওসামা বিন যায়েদ [পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিথার পুত্র, যার পিতা 'মুতা যুদ্ধে' নিহত হয় (পর্ব: ১৮৫)], ও

[১০] আয়মান বিন উম্মে আয়মান বিন উবায়েদ, যে ঐ দিন মৃত্যুবরণ করে। [118]

হাওয়াজিনদের দলে ছিল এক লোক, যে তার লাল উটের ওপর বসে, তার লম্বা বর্শার ডগায় কালো ঝণ্ডা নিয়ে তাদের পরিচালনা করছিল। যখনই সে কোন লোকের নাগাল ধরে ফেলছিল, তখনই সে তার বর্শা দিয়ে তাকে বিদ্ধ করছিল। যখন লোকেরা তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল, তখন সে তার বর্শা-টি তার পিছনের লোকদের উদ্দেশ্যে উঁচু করছিল, আর তার লোকেরা ঐ লোকদের ধাওয়া করছিল।

যখন লোকেরা পলায়ন করে ও মুহাম্মদের সঙ্গে আগত মক্কাবাসী অভদ্র লোকেরা যখন তাদের এই পলায়ন দেখতে পায়, তাদের কিছু লোক এমন ভাবে কথা বলে যে তাদের শত্রু-ভাব প্রকাশ পায়। আবু সুফিয়ান বিন হারব [মক্কা বিজয়ের আগের রাত্রে

যিনি মুসলমান হয়েছিলেন (পর্ব: ১৯০)] বলে, "সমুদ্রের কাছে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তাদের এই পলায়নের গতি রোধ হবে না।" তার তূণী-তে ছিল ঐশ্বরিক তীর (divining arrows)। জাবলা বিন আল-হানবাল (তখন সে ও তার ভাই সাফওয়ান বিন উমাইয়া ছিল আল্লাহর নবীর দেয়া অবকাশ-কালীন সময়ের 'মুশরিক') চিৎকার করে বলে, "অবশ্যই আজ যাদুবিদ্যা বৃথা।" সাফওয়ান বলে, "চুপ করো! আল্লাহ যেন তোমার মুখ থেঁতলে দেয়! আমি বরং হাওয়াজিনদের কোন লোকের দ্বারা শাসিত হওয়ার চেয়ে কুরাইশদের কোন লোকের দ্বারা শাসিত হতে চাই।"

সেইবাহ বিন উসমান বিন আবু তালহা নামের বানু আবদুল-দার গোত্রের এক ভাই বলে, "আমি বলেছিলাম, আজ আমি মুহম্মদের ওপর আমার প্রতিশোধ নেবো (কারণ উহুদ যুদ্ধে তার পিতা-কে হত্যা করা হয়েছিল [কুরাইশদের মোট ২২জন (পর্ব: ৬৮-৬৯) নিহতের একজন]। আজ আমি মুহাম্মদ-কে হত্যা করবো। আমি তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার চারপাশে গিয়েছিলেম; অতঃপর আমি আমার উদ্দেশ্যে স্থির থাকা অবস্থায় এমন কিছু ঘটেছিল যে আমি তা চরিতার্থ করতে পারি নাই; আর আমি জানতাম যে সে আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে।"

মক্কাবাসীদের একজন আমাকে বলেছেন: যখন আল্লাহর নবী মক্কা থেকে বের হয়ে হুনাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ও দেখতে পান যে তাঁর সঙ্গে আছে আল্লাহর বিশাল সৈন্যবাহিনী, তিনি বলেন, আজ আমরা আমাদের চাহিদা সংখ্যার কারণে পরাস্ত হবো না।" কিছু লোক যুক্তি দেখান যে, এই মন্তব্যটি করেছিল বানু বকর গোত্রের এক লোক।

আল-যুহরি আমাকে <কাথির বিন আল-আব্বাস হইতে <তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন:

‘আমি আল্লাহর নবীর সাদা খচ্চরের চোয়ালের মাঝে লাগাম লাগিয়েছিলাম ও তার রিং-টি ধরে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করছিলাম। আমি ছিলাম এক বিশাল আকৃতির মানুষ ও আমার কণ্ঠস্বর ছিল শক্তিশালী। সৈন্যদের বিভ্রান্ত অবস্থায় দেখার পর আল্লাহর নবী যা বলেছিলেন, তা হলো, "হে লোকসকল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" আর তাদের একজনও তাতে মনোযোগ দেয় না। অতঃপর তিনি বলেন,

'হে আব্বাস, উচ্চস্বরে আর্তনাদ করো, "হে আনসাররা, হে বাবলা গাছের বিশ্বস্ত সাথীরা (আল-ওয়াকিদি: 'হে সামুরাহ গাছের সাথীরা)!" তারা জবাবে বলে, 'আমরা এখানে'।

অতঃপর তাদের কোন লোক যদি তার সওয়ারী পশুটিকে ফেরানোর চেষ্টা করে তা করতে না পরে, তবে সে তার বর্ম-আবরণটি খুলে ফেলে তার গর্দানের উপর ছুঁড়ে ফেলে; অতঃপর সে তার তরোয়াল ও ঢাল-টি নিয়ে পশুটির পিঠ থেকে নামে আসে ও পশুটিকে তার পথে যেতে দেয়; অতঃপর সে আহ্বান-টি অনুসরণ করে আল্লাহর নবীর কাছে ছুটে আসে। (আল-ওয়াকিদি; 'তারা এমনভাবে ছুটে আসে, যেমন করে উটেরা আকুল হয়ে তাদের বাচ্চাগুলোর দিকে ছুটে আসে'।)

অবশেষে একশত লোক তাঁর কাছে এসে জড়ো হয় (আল-ওয়াকিদি: '৩৩জন মুহাজির, ৬৭জন আনসার') ও তারা সম্মুখে অগ্রসর হয় ও লড়াই করতে থাকে।

প্রথম অবস্থায় আর্তনাদ-টি ছিল, "আনসাররা, আমার কাছে (আল তাবারী: 'অর্থাৎ, আনসারদের সাহায্য করো')!" আর পরিশেষে তা ছিল, "খাজরাজরা, আমার কাছে!" তারা ছিল যুদ্ধে অবিচল, আর আল্লাহর নবী তাঁর সওয়ারি পশুটির জিনের পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ অবলোকন করছিলেন ও বলছিলেন, "এখন লড়াই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।'

সহি মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল): বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৮৫

(বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ): [119]

আব্বাস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: 'হুনাইনের দিনটিতে আমি আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সঙ্গে ছিলাম। আমি ও আবু সুফিয়ান বিন হারিথ বিন আবদুল মুত্তালিব আল্লাহর নবীর সাথে (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) লেগে ছিলাম ও আমরা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হই নাই। আর আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁর সাদা খচ্চরটি-তে আরোহণ করছিলেন, যা ফারওয়া বিন নুফিথা আল-জুধামি তাঁকে উপহার হিসাবে প্রদান করেছিলেন।

মুসলমানরা যখন কাফেরদের মুখোমুখি হয়, তখন মুসলমানরা পালিয়ে যায়, পিছুটান দেয়, কিন্তু আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তার খচ্চরটি কে দ্রুতবেগে কাফেরদের দিকে ধাবিত করা শুরু করে। আমি আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) খচ্চরের লাগাম-টি ধরেছিলাম ও এটির অতি দ্রুতবেগে যাওয়া কে নিয়ন্ত্রণ করছিলাম, আবু সুফিয়ান আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) (খচ্চর-টির) পিঠের গদির পাদানি-টি ধরে রেখেছিল; আর তিনি বলছিলেন,

"আব্বাস, আল-সামুরার লোকদের ডাকো। আব্বাস (যে ছিল এমন এক ব্যক্তি যার কণ্ঠে ছিল উচ্চস্বর) তোমার গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাকো, "সামুরার লোকজনরা কোথায়?"

(আব্বাস বলেছে:) অতঃপর আল্লাহর কসম, যখন তারা আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, তারা এমনভাবে (আমাদের কাছে) ছুটে আসে, যেমন করে গাভীরা তাদের বাছুরগুলোর দিকে ছুটে আসে; ও বলে, "আমরা হাজির, আমরা হাজির!"

আব্বাস বলেছে: 'তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুরু করে। অতঃপর আনসারদের কাছে ডাক আসে। তারা (যারা তাদের-কে ডেকেছিল) চিৎকার করে

ডাকে, "হে আনসারের দল! হে আনসারদের দল! বানু আল হারিথ বিন আল-খাজরাজ কে ডাকা হবে সর্বশেষে। তারা (যারা তাদের ডেকেছিল) চিৎকার করে বলে, "হে বানু আল হারিথ বিন আল-খাজরাজ! হে বানু আল হারিথ বিন আল-খাজরাজ! আর আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁর খচ্চরের ওপর বসে, তাঁর গলাটি সামনের দিকে প্রসারিত করে লড়াই পর্যবেক্ষণ করছিলেন ও বলছিলেন, "এটি হলো সেই সময় যখন দূর্বার লড়াই শুরু হতে চলেছে।" ---

(It has been narrated on the authority of 'Abbas who said: I was in the company of the Messenger of Allah (may peace be upon him) on the Day of Hunain. I and Abd Sufyan b. Harith b. 'Abd al-Muttalib stuck to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and we did not separate from him. And the Messenger of Allah (may place be upon him) was riding on his white mule which had been presented to him by Farwa b. Nufitha al-Judhami. When the Muslims had an encounter with the disbelievers, the Muslims fled, falling back, but the Messenger of Allah (may peace be upon him) began to spur his mule towards the disbelievers. I was holding the bridle of the mule of the Messenger of Allah (may peace be upon him) checking it from going very fast, and Abu Sufyan was holding the stirrup of the (mule of the) Messenger of Allah (may peace be upon him), who said: Abbas, call out to the people of al-Samura. Abbas (who was a man with a loud voice) called out at the top of the voice: Where are the people of Samura? (Abbas said:) And by God, when they heard my voice, they came back (to us) as cows come back to their calves, and said: We are present, we are

present! 'Abbas said: They began to fight the infidels. Then there was a call to The Ansar. Those (who called out to them) shouted: O ye party of the Ansar! O party of the Ansar! Banu al-Harith b. al-Khazraj were the last to be called. Those (who called out to them) shouted: O Banu Al-Harith b. al-Khazraj! O BanU Harith b. al-Khazraj! And the Messenger of Allah (may peace be upon him) who was riding on his mule looked at their fight with his neck stretched forward and he said: This is the time when the fight is raging hot.'---)

[অনুরূপ বর্ণনা -সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৮ ও ২৩০৯] [120]

সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২২
(বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ): [121]

'আনাস হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী হুনাইনের (যুদ্ধের) দিনটিতে হাওয়াজিন গোত্রের লোকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যেখানে তাঁর সঙ্গে 'তুলকা (অর্থাৎ যারা মক্কার বিজয়ের দিনটিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) ছাড়াও দশ-সহস্র (পুরুষ) লোক। যখন তারা (অর্থাৎ, মুসলিমরা) পলায়ন করে, আল্লাহর নবী বলেন, "হে আনসারীর দল।" তারা জবাবে বলে, "লাব্বাইক, হে আল্লাহর রসূল ও সাদেক! আমরা আপনার আদেশের অধীন।" অতঃপর আল্লাহর নবী (তাঁর খচ্চর থেকে) নেমে আসেন ও বলেন, "আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।" অতঃপর পৌত্তলিকরা পরাজিত হয়।' -

সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬০৫ [122]

'আবু ইশাক হইতে বর্ণিত: আমি আল-বারা কে বর্ণনা করতে শুনেছি, যখন একজন লোক তার কাছে এসে বলে, "হে আবু উমারা! তুমি কি হুনাইন (যুদ্ধের) দিন পালিয়ে

গিয়েছিলে?" আল-বারা জবাবে বলে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহর নবী পালিয়ে যাননি, তবে তাড়াহুড়োকারীরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায় ও হাওয়াজিনের লোকেরা তাদের দিকে তীর ছুঁড়তে থাকে। সেই সময় আবু সুফিয়ান ইবনে হারিথ নবীর সাদা খচ্চরটির মাথাটি ধরে রেখেছিল ও আল্লাহর নবী বলছিলেন, "আমি নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী: আমি আবদুল-মুত্তালিবের পুত্র।"---

[অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬০৬, ৬০৭, ৬১০; সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৮৮ ও ৪৩৯০; সুনান আল-তিরমিজী: চ্যাপ্টার ৩৬, হাদিস নম্বর ৪।] [123]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মাত্র দশ জন মুহাজির ছাড়া প্রায় সকল মুহাজিরই মুহাম্মদ-কে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে সফলভাবে পলায়ন করেছিলেন! আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল নয় জন। তিনি মুহাজিরদের নামের তালিকার ওপরে বর্ণিত ১০-নম্বর ব্যক্তি, আয়মান বিন বিন উবায়েদ-কে আনসারদের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ-টি হলো, আয়মানের পিতা উবায়েদ বিন যায়েদ আল-খাযরাজি ছিলেন মদিনার খাযরাজ গোত্রের লোক। আয়মানের মাতা উম্মে আয়মান ছিলেন মুহাম্মদের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ক্রীতদাসী, মুহাম্মদের একান্ত শিশুকালে যিনি মুহাম্মদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। এই সেই উম্মে আয়মান, মুহাম্মদের ছয় বছর বয়সে যখন তাঁর মাতা আমিনা বিনতে ওহাব তাঁর শিশু পুত্র মুহাম্মদ-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। মদিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন-কালে আল-আবওয়া (Al-Abwa) নামক স্থানে মুহাম্মদের মা আমিনা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, আর উম্মে আয়মান শিশু মুহাম্মদ-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কায়

ফিরে আসেন। উম্মে আয়মান ছিলেন সেই মহিলা, যিনি মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া বিশাল সম্পদে নবী কন্যা "ফাতিমার উত্তরাধিকারের সপক্ষে" আবু-বকরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন (বিস্তারিত: পর্ব: ১৫৫-১৫৬)]। [118]

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত সকল 'সিরাত' লেখকদের বর্ণনায় আর যে বিষয়-টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, জীবনের চরম পরিস্থিতিতে জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে 'ওহুদ যুদ্ধের' মতই আর্ত-চিৎকারের মাধ্যমে মুহাম্মদের সর্ব-প্রথম আবেদন-টি ছিল:

"তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে! 'তাঁর আল্লাহর' উদ্দেশ্যে নয়! শুধু তাইই নয়, তিনি তা করেছিলেন পৌত্তলিকদের প্রাচীন দেবী আল-উজ্জার তীর্থস্থান সামুরাহ গাছের নামে!"

'নাখলা উপত্যকায় (আল তায়েফ থেকে মক্কা যাওয়ার পথে একটি স্থান) প্রাচীন আরবীয় দেবী 'আল-উজ্জার' তীর্থস্থানটি তিন-টি সামুরাহ (সামুরা) গাছ নিয়ে গঠিত, যার একটিতে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন বলে এটিকে পবিত্র ও দেবতার বাসস্থান হিসাবে বিবেচনা করা হতো। এটি ছিল সেই গাছ, হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি ঘটনার প্রাক্কালে যেখানে 'আল-রিযওয়ানের শপথ' অনুষ্ঠান-টি সম্পন্ন হয়েছিল (বিস্তারিত: পর্ব: ১১৭)।'] [124]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[113] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৬৮-৫৭০

[114] অনুরূপ বর্ণনা-আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৮-১২

[115] অনুরূপ বর্ণনা-আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৮৯ - ৮৯৯; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৩৭ - ৪৪১

[116] আসিম বিন উমর বিন কাতাদা আল-আনসারি ছিলেন আদি উৎসে 'সিরাত' স্কলারদের একজন, যিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ ও আনাস বিন মালিক হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন। তিনি ৭৩৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

[117] জাবির বিন আবদুল্লাহ ছিলেন মুহাম্মদের এক অনুসারী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিসদের একজন, যিনি 'প্রথম আকাবার' সময়টিতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

[118] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর-৬৭

[119] সহি মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল): বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৮৫
http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/sahih-muslim-book-019-hadith-number-4385.html

[120] অনুরূপ বর্ণনা -সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৮ ও ২৩০৯
http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2005.%20Zakat/sahih-muslim-book-005-hadith-number-2308.html

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2005.%20Zakat/sahih-muslim-book-005-hadith-number-2309.html

[121] সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২২
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/-sp-608/sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-622.html

[122] সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬০৫
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/-sp-608/sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-605.html

[123] অনুরূপ হাদিস: সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬০৬, ৬০৭, ৬১০

অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৮৮ ও ৪৩৯০:
http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/sahih-muslim-book-019-hadith-number-4388.html

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/sahih-muslim-book-019-hadith-number-4390.html

অনুরূপ বর্ণনা: সুনান আল-তিরমিজী (৮২৪-৮৯২ সাল): চ্যাপ্টার ৩৬, হাদিস নম্বর ৪
http://hadithcollection.com/shama-iltirmidhi/shama-il-tirmidhi-chapter-36-description-of-the-saying-of-rasoolullah-on-poetry/shama-il-tirmidhi-chapter-036-hadith-number-004-234.html

[124] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর-৭৮

২০৪: হুনাইনের যুদ্ধ-৩: নবী মুহাম্মদ-কে হত্যা চেষ্টা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত আটাত্তর

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, নবী মুহাম্মদ-কে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল কমপক্ষে তিনবার। আর এই হত্যা-চেষ্টা ঘটনার সবগুলোই ঘটেছিল তাঁর মদিনায় অবস্থান-কালীন সময়ে (৬২২-৬৩২সাল)। তাঁকে হত্যার প্রথম চেষ্টা-টি হয়েছিল সফল! আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় চেষ্টা দুটি হয়েছিল ব্যর্থ! আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি উদ্ভট ও আশ্চর্য-জনক মনে হতে পারে! কারণ, যদি কোন মানুষ-কে হত্যার প্রথম চেষ্টা-টিই সফল হয়, তবে কী ভাবে সম্ভব সে একই ব্যক্তি-কে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার হত্যা-চেষ্টা করা? বিষয়টি উদ্ভট ও আশ্চর্য-জনক মনে হলেও, মুহাম্মদের জীবনে এই ঘটনাটিই ঘটেছিল!

মক্কায় অবস্থান-কালীন সময়ে (৬১০-৬২২সাল) তাঁকে হত্যার যে উপাখ্যান-গুলো ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) শতাব্দীর পর শতাব্দী নিরলস প্রচার করে চলেছেন, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল; যার সমস্তই মিথ্যাচার ও অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনীর ওপর প্রতিষ্ঠিত!

প্রথম হত্যা-চেষ্টা: যয়নাব বিনতে আল-হারিথের প্রতিশোধ-স্পৃহা

আদি উৎসে বিশিষ্ট মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত পূর্ণাঙ্গ 'সিরাত (মুহাম্মদের জীবনী)' ও হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা জানতে পরি, স্ব-ঘোষিত আখেরি নবী

হযরত মুহাম্মদ-কে সর্ব-প্রথম হত্যা চেষ্টা করেছিলেন একজন "ইহুদি মহিলা!" যার নাম ছিল 'যয়নাব বিনতে আল-হারিথ।' ঘটনাটি ঘটেছিল মুহাম্মদের **'খায়বার আগ্রাসন'** এর প্রাক্কালে। কারণ-টি ছিল, মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা এই মহিলাটির পিতা আল-হারিথ [পর্ব-১৩৩], দুই চাচা ইয়াসার ও যাবির [পর্ব-১৩৪] ও স্বামী সাললাম বিন মিশকাম-কে [পর্ব-১৩৮] অমানুষিক নৃশংসতায় একে একে হত্যা করেছিলেন! এই লোকগুলোর কেউই মুহাম্মদ, কিংবা তাঁর অনুসারী-কে কখনোই আক্রমণ করতে আসেন নাই! রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে বসে থেকে, অতি-প্রত্যুষে এই অসহায় জনপদ-বাসীর ওপর আক্রমণকারী ব্যক্তিরা ছিলেন, "মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা!"

এই অসীম সাহসী মহিলা-টি তাঁর সবচেয়ে একান্ত এই নিকট-আত্মীয়দের হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায়, নিজের জীবন বাজী রেখে, মুহাম্মদ-কে বিষ-প্রয়োগ করেছিলেন। সময়-টি ছিল মে-জুন, ৬২৮ সাল; বরাবর হিজরি ৭ সালের মহরম মাস। আর সেই বিষের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার অসহ্য-যন্ত্রণা মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুকালে অনুভব করেছিলেন! সেই কষ্টের ইতিবৃত্ত মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুকালে নিজেই স্বীকার করেছেন, যার প্রাণবন্ত বর্ণনা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ভাবে তাঁদের নিজ-নিজ গ্রন্থে লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৪৫)। মুহাম্মদ-কে হত্যার প্রথম চেষ্টাটির প্রায় বিশ মাস পর, ৬৩০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে (শওয়াল, হিজরি ৮ সাল) দ্বিতীয় ও তৃতীয় হত্যা-চেষ্টা ঘটনা দুটি সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় হত্যা-চেষ্টা:

দ্বিতীয় হত্যা-চেষ্টা ঘটনাটি সংঘটিত হয় "হুনাইন যুদ্ধ" সংঘটিত হওয়ার পূর্বে। মুহাম্মদ যখন এক বিশাল গাছের নিচে ঘুমচ্ছিলেন। ইবনে হিশাম সম্পাদিত, A. GUILLAUME অনুদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) 'সিরাত রাসুল

আল্লাহ’ ও আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) বইটিতে এই হত্যা-চেষ্টার ঘটনা-টি অনুপস্থিত। কিন্তু, আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তা বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত বর্ণনা: [125]

তিনি বলেছেন, আবু বারদা বিন নাইয়ার বলেছে: 'আওতাস [হাওয়াযিন এলাকার একটি উপত্যকা, যেখানে হুনাইন যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল] স্থানটির নিম্নাঞ্চলে আসার পর আমরা এক গাছের নিচে অবতরণ করি। সেখানে আমরা এক বিশাল বৃক্ষ দেখতে পাই। আল্লাহর নবী সেটির নিচে অবতরণ করেন ও তাঁর তরবারি ও ধনুক-টি তাতে ঝুলিয়ে রাখেন।' সে বলেছে: 'আমি আল্লাহর নবীর সবচেয়ে নিকটতম অনুসারীদের সঙ্গে ছিলাম।' সে বলেছে: 'হঠাৎ তাঁর চীৎকার, "হে আবু বারদা!" আমি চমকে উঠি ও বলি, "আমি আপনার আজ্ঞা-পালন করি!;" ও দ্রুতগতি-তে এগিয়ে আসি ও বিস্মিত হয়ে দেখি যে আল্লাহর নবী এক লোকের সাথে বসে আছেন। আল্লাহর নবী বলেন, "নিশ্চিতই, আমি যখন ঘুমচ্ছিলাম তখন এই ব্যক্তিটি আমার কাছে এসেছে ও তার তরবারি-টি বের করে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার যে কথাটি শুনে হতবাক হয়েছি, তা হলো: "কে আছে যে আজ তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারে?" আমি বলেছি, "আল্লাহ!"'

আবু বারদা বলেছে: 'আমি লাফিয়ে আমার তরোয়াল-টির নিকট আসি ও তা খাপযুক্ত করি, কিন্তু আল্লাহর নবী বলেন, "তোমার তরবারি-টি খাপে ঢোকাও!" আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী, আমাকে শত্রুর মস্তক ছিন্ন করার হুকুম দিন। নিশ্চিতই সে মুশরিকদের গুপ্তচরদের একজন।” কিন্তু, তিনি বলেন, "হে আবু বারদা, চুপ থাকো।"

আল্লাহর নবী কাফের-টি কে না কিছু বলেছিলেনে, না তাকে দিয়েছিলেন কোন শাস্তি।

আমি শিবিরে তার সম্পর্কে চিৎকার করা শুরু করি। লোকেরা তাকে দেখতে পায় ও তাদের কেউ একজন আল্লাহর নবীর আদেশ ছাড়ায় তাকে হত্যা করে।

আর আমার ব্যাপারটি হলো, আল্লাহর নবী আমাকে সত্যিই তাকে হত্যা করা থেকে বিরত রেখেছিলেন। আল্লাহর নবী বলছিলেন, "হে আবু বারদা, লোকটির কাছ থেকে দূরে থাকো। বস্তুতই, আল্লাহই আমার রক্ষাকারী ও তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন যতক্ষণে না তার ধর্ম অন্য সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী হয়।"'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত উপাখ্যান-টির "খণ্ডিত অংশ" বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত। ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের অধিকাংশই এই উপাখ্যান-টির বর্ণনা কালে শুধু প্রথম অংশ-টিই (লাইনের উপরিভাগ) ইসলাম-অজ্ঞ সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে গর্বভরে প্রচার করেন। অর্থাৎ, *"আল্লাহর নবী কাফের-টি কে না কিছু বলেছিলেনে, না তাকে দিয়েছিলেন কোন শাস্তি" পর্যন্ত।"* আর তার নিচের অংশটি চতুরতার মাধ্যমে করেন গোপন।

"এক ইহুদি বুড়ি নবীর চলার পথে প্রতিদিন কাঁটা দিত। একদিন পথে কাঁটা না দেখে নবী তার বাড়িতে গিয়ে যখন দেখলেন যে বুড়িটি অসুস্থ। তখন দয়াল নবী নিজেই সেই বুড়িটিকে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তুললেন। নবীর এই মহানুভবতায় বুড়িটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই হলো আমাদের নবীর শিক্ষা (পর্ব-২৬)!" - মিথ্যা কিসসা-টি যে উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়, এই উপাখ্যানের "কাট-ছাঁট" অংশটিও সেই একই উদ্দেশ্যে। আর সেই উদ্দেশ্যটি হলো, প্রমাণ করার চেষ্টা:

"নবী মুহাম্মদ এতই মহানুভব ছিলেন যে তিনি তাঁকে হত্যা চেষ্টাকারী কাফের-কে হাতে-নাতে পাকড়াও করেও তাকে কিছুই বলেন নাই, শাস্তি তো অনেক দূরের বিষয়!"

মুহাম্মদ নিশ্চিত জানতেন যে, তাঁর শিবিরে এসে হাতে-নাতে পাকড়াও হওয়ার পর, এই ব্যক্তি-টি তাঁর জীবন নিয়ে কোন-ভাবেই পালাতে পারবে না। তাই তিনি তাকে আবু বারদার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর আবু বারদা তার শাস্তি নিশ্চিত করেছিলেন:

"আমি শিবিরে তার সম্পর্কে চিৎকার করা শুরু করি। লোকেরা তাকে দেখতে পায় ও তাদের কেউ একজন আল্লাহর নবীর আদেশ ছাড়ায় তাকে হত্যা করে।"

লোকটি-কে হত্যা করা হয়েছিল মুহাম্মদেরই ইচ্ছায়। "যে মুহাম্মদ-কে জানে, সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

তৃতীয় হত্যা-চেষ্টা: সেইবাহ বিন উসমান বিন আবু তালহার প্রতিশোধ স্পৃহা:

তৃতীয় হত্যা-চেষ্টা ঘটনাটি সংঘটিত হয় "হুনাইন যুদ্ধ" সংঘটিত হওয়ার সময়টিতে, যখন মুহাম্মদ অনুসারীদের প্রায় সবাই তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে একা ফেলে রেখে পলায়ন করেছিলেন (পর্ব: ২০৩)। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও তাঁর উদ্ধৃতি সাপেক্ষে আল-তাবারী 'সিরাত' গ্রন্থে এই ঘটনার বর্ণনা খুবই সামান্য। মাত্র পাঁচ লাইন। অন্যদিকে, আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তা বিস্তারিত। আল-ওয়াকিদি এই উপাখ্যানের দুইটি ভার্সন উল্লেখ করেছন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারীর) বর্ণনা: [126] [127]

'সেইবাহ বিন উসমান বিন আবু তালহা নামের বানু আবদুল-দার গোত্রের এক ভাই বলে, "আমি বলেছিলাম, আজ আমি মুহম্মদের ওপর আমার প্রতিশোধ নেবো (কারণ উহুদ যুদ্ধে তার পিতা-কে হত্যা করা হয়েছিল)। আজ আমি মুহাম্মদ-কে হত্যা করবো। আমি তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার চারপাশে গিয়েছিলেম; অতঃপর আমি

আমার উদ্দেশ্যে স্থির থাকা অবস্থায় এমন কিছু ঘটেছিল যে আমি তা চরিতার্থ করতে পারি নাই; আর আমি জানতাম যে সে আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে।"

আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [128]

'আল্লাহর নবী যখন হুনাইন গমন করেন, সেইবাহ বিন উসমান বিন আবু তালহা এই প্রতিজ্ঞা করে যে, সে ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া যদি দেখে যে মুহাম্মদ পরাজিত হয়েছে, তবে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যাবে - পুনশ্চ: [সাফওয়ানের পিতা] উমাইয়া বিন খালাফ-কে বদর যুদ্ধের দিনটি-তে [পর্ব: ৩২] ও উসমান বিন আবু তালহা-কে [সেইবাহর পিতা] ওহুদ যুদ্ধের দিনটি-তে [পর্ব: ৬৮-৬৯] হত্যা করা হয়েছিল। তারা তাঁকে অনুসরণ করে। সেইবাহ বলেছে: 'কিন্তু আল্লাহ আমাদের অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করায়।'

সেইবাহ বলেছে: 'সত্যই আমি তাকে হত্যার প্রায় কাছাকাছি গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সম্মুখে একটা-কিছু আসে যা আমার হৃদয় জড়িয়ে দেয় ও আমি তা সহ্য করতে পারি না। আর আমি জানতাম যে সে আমার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।'

যা বলে হয়েছে, সে বলেছে: 'অন্ধকার আমাকে এমনভাবে ছেয়ে ফেলে যে আমি কিছু দেখতে পাই না। সুতরাং আমি জানতাম যে সে আমার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অতঃপর আমি ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠি।

সেইবাহর এই উপাখ্যানের অন্য এক বিবরণ আমি শুনেছি। সেইবাহ বিন উসমান যা বলতো, তা হলো:

'আমি দেখেছি যে আল্লাহর নবী মক্কা আক্রমণ করেছেন, সফলকাম হয়েছেন ও অতঃপর তিনি হাওয়াজিনদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। সে কারণে আমি সিদ্ধান্ত নেই, "আমি রওনা হবো, ও সম্ভবত, আমার প্রতিশোধ নেব!" আমি স্মরণ করি যে,

ওহুদ যুদ্ধের দিনটি-তে আমার পিতা-কে হত্যা করা হয়েছিল। তাকে হত্যা করেছিল হামজা, আর আমার আঙ্কেল-কে হত্যা করেছিল আলী।

যখন নবীর অনুসারীরা পলায়ন করে, আমি তাঁর ডান পাশ দিয়ে তাঁর কাছে আসি। কিন্তু হঠাৎ করেই আমার সম্মুখে আল-আব্বাস এসে দাঁড়ায়; তার পরনে ছিল সাদা বর্ম-আবরণ, যা মনে হয় রূপার ও যার ওপরের ধুলাগুলো সরিয়ে ফেলা। আমি বলি: তাঁর চাচা তাঁকে কখনোই পরিত্যাগ করবে না।'

সে বলেছে: 'অতঃপর আমি তাঁর বাম দিক দিয়ে তাঁর কাছে আসি ও অবাক হয়ে দেখি যে সেখানে আছে তাঁর চাচার পুত্র আবু-সুফিয়ান। তাই আমি বলি: তাঁর চাচার পুত্র তাঁকে কখনোই পরিত্যাগ করবে না!

অতঃপর আমি তাঁর পিছন দিক থেকে তাঁর কাছে আসি, তাঁকে আমার তরবারির নিশানায় আনার সেটিই ছিল অবশিষ্ট একমাত্র পথ। হঠাৎই তখন আমার ও তাঁর মধ্যে এক আগুনের শিখা জ্বলে উঠে, যা দেখে মনে হয়েছিল বজ্র-বিদ্যুত। আমি আশংকা করছিলাম যে এটি আমাকে জ্বালিয়ে দেবে। তাই আমি আমার হাত আমার দৃষ্টির সামনে ধরে পিছনের দিকে হাঁটা শুরু করি। আর আল্লাহর নবী আমার দিকে ফিরে তাকান ও বলেন, "হে সেইবাহ, আমার কাছে এসো!" অতঃপর তিনি তাঁর হাত আমার বুকে রাখেন ও বলেন, "হে আল্লাহ, শয়তানকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নাও।"'

সে বলেছে: 'আমি আমার মাথা তাঁর দিকে উঁচু করি ও তাঁকে আমার শ্রবণশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি বা আমার অন্তঃকরণের চেয়ে ও বেশি পছন্দনীয় বলে মনে হয়। অতঃপর তিনি বলেন, "হে সেইবাহ, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো!"'

সে বলেছে: 'আমি সম্মুখে অগ্রসর হই ও আল্লাহর ইচ্ছায় আমি আমার প্রাণ ও সমস্ত কিছুর বিনিময়ে তাঁকে রক্ষার আকাঙ্ক্ষা করি। যখন হাওয়াজিনরা পরাজিত হয়, তিনি

তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ও আমিও তাঁর সাথে প্রবেশ করি। অতঃপর তিনি বলেন, "প্রশংসা সেই আল্লাহর, তোমার প্রতি যার কামনা তোমার নিজের কামনার চেয়েও অধিক। অতঃপর যা আমি তাঁর বিরুদ্ধে করা মনস্থ করেছিলাম তা তিনি আমাকে বর্ণনা করেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো, মুহাম্মদের স্ব-রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ 'কুরআন।' সেই কুরআনেরই বর্ণনায় আমরা নিশ্চিত জানি যে, মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের বারংবার আহ্বান স্বত্বেও তাঁর নবুয়তের সপক্ষে একটি প্রমাণও হাজির করতে পারেন নাই! এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব (পর্ব: ২৩-২৫)" পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদের যাবতীয় "মোজেজার কিসসা" ইসলামের হাজারও মিথ্যাচারের একটি। সুতরাং, আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনার "অলৌকিক অংশগুলো" নিঃসন্দেহে অসত্য ও অতিরঞ্জিত।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [125] [128]

He said: Abū Burda b. Niyār said: When we were below Awṭās we alighted under a tree, and we observed a large tree. The Messenger of God alighted under it, and he hung his sword and

bow on it. He said: I was among the closest of the Messenger of God's companions. He said: All of a sudden his voice crying, "O Abū Burda!" startled me: I said, "I obey you!" and approached swiftly, and lo and behold, the Messenger of God was seated with a man. The Messenger of God said, "Indeed, this man arrived while I was sleeping, and he drew his sword and stood with it at my head, and I was startled by his words, 'Who will protect you from me today?' And I said, 'God!'" Abū Burda said: I jumped to my sword and drew it, [Page 892] but the Messenger of God said, "Sheath your sword!" I said, "O Messenger of God, ask me to strike off the head of the enemy. Indeed, this is one of the spies of the polytheists." But he said to me, "Be silent, O Abū Burda." The Messenger of God said nothing to the disbeliever, nor did he punish him.

I began shouting about him in the camp and the people witnessed him and someone killed him without the command of the Messenger of God. As for me, indeed, the Messenger of God had stopped me from killing him. The Messenger of God kept saying, "Keep away from the man, O Abū Burda. Indeed, God is my protector and my keeper until His religion is victorious over all other religions." -------

When the Messenger of God went to Ḥunayn, Shayba b. ʿUthmān b. Abī Ṭalḥa promised that he and Ṣafwān b. Umayya—and Umayya b. Khalaf was killed on the day of Badr, and ʿUthmān b.

Abī Ṭalḥa was killed on the day of Uḥud—that if they saw Muḥammad defeated, they would be against him. They followed him. Shayba said: But God entered faith in our hearts. Shayba said: Indeed I was about to kill him, but something came forward until it wrapped my heart and I could not bear that, and I knew that he was protected from me. It was said: He said: Darkness wrapped me until I could not see. So I knew that he was protected from me, and I became convinced of Islam. I have heard another version of this story of Shayba. Shayba b. ʿUthmān used to say: I saw the Messenger of God raid Mecca and be successful, and then set out to the Hawāzin, so I said, "I will set out, and perhaps, take my revenge!" I remembered that my father was killed on the day of Uḥud. Ḥamza had killed him and ʿAlī had killed my uncle. When the Prophet's companions were exposed, I came to him from his right, but all of a sudden al-ʿAbbās stood before me, wearing white armor that appeared silver, and dust was removed from it. I said: His uncle never abandons him. He said: Then I came to him from his left, and lo and behold, there was Abū Sufyān, the son of his uncle. So I said: [Page 910] The son of his uncle will never abandon him! So I came to him from behind him, and it only remained for me to get him with the sword, when all of a sudden a flame was raised between me and him from a fire which looked like lightening. I feared that it would burn me, so I placed my hand on my sight and walked backwards, and the Prophet turned to me and said, "O Shayba, come near me!" Then he put his hand

on my chest and said, “O God, take Satan away from him.” He said: I raised my head to him, and he was more desirable to me than my hearing or my sight or my heart. Then he said, “O Shayba, fight the disbelievers!” He said: I stepped before him, and I desired by God, to shield him with my soul and with every thing. When the Hawāzin were defeated he returned to his house, and I entered upon him and he said, “Praise God who desired in you better than what you desired for yourself.” Then he related to me what I had intended to do with him. ---

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[125] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৯১-৮৯২; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৩৮
[126] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৬৯
[127] অনুরূপ বর্ণনা -আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১০-১১
[128] Ibid আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৯০৯-৯১০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৪৬

২০৫: হুনায়েন যুদ্ধ-৪: ফেরেশতা-বাহিনী প্রেরণ ও তার কারণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত উনআশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

মানব শরীরে মস্তিষ্ক (Brain) হলো এমন একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ, যার কার্যক্ষমতা ব্যতিরেকে মানবের চিন্তা, চেতনা, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়-অনুভূতি, বাক, নড়াচড়া ও শরীরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় অঙ্গের শক্তি ও কর্ম-ক্ষমতা লোপ পায়। আর আমাদের যে দু'টি অঙ্গ তাদের যথাযথ কার্য-প্রণালী দ্বারা মস্তিষ্ক সহ শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে, তা হলো: "হৃৎপিণ্ড-রক্তসঞ্চালন ও ফুসফুস-শ্বাস যন্ত্র (Cardiovascular and Respiratory system)।" হৃৎপিণ্ড-রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস যন্ত্র অচল হলে মস্তিষ্ক সহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একে একে মৃত্যু ঘটে। সামগ্রিকভাবে হৃৎপিণ্ড-রক্তসঞ্চালন ও ফুসফুস-শ্বাস যন্ত্রই হলো আমাদের জীবনের মূল চালিকা শক্তি!

একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের (Evidenced based knowledge) এই স্বর্ণ-যুগে আজ আমরা আমাদের জীবনের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কারের প্রতি নির্ভরশীল। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে টয়লেট-দাঁত ব্রাশ থেকে শুরু করে আকাশ-ভ্রমন পর্যন্ত; প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। আজকের এই বিজ্ঞান যুগে, যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো: "মৃত্যুই" হলো আমাদের জীবনের সর্বশেষ পরিণতি! এটি আমাদের সবচেয়ে বড় অসহায়ত্বের একটি! মৃত্যুর ওপার থেকে কেউ কখনোই

ফিরে এসে মৃত্যু-পরবর্তী (পরকাল) জীবনের অকাট্য সত্যতার "প্রমাণ" হাজির করতে পারেন নাই। আর এ-বিষয়ে কোন বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রমাণ ও কোথাও নেই; কখনো ছিলও না। সে কারণেই ধর্ম-গ্রন্থে রচিত যাবতীয় 'মৃত্যু-পরবর্তী' জীবনের গল্পগুলো ভিত্তিহীন ও অবৈজ্ঞানিক। এগুলো আমাদের পূর্ব-পুরুষদের রচিত কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়!

জগতের সকল ধর্ম-বিশ্বাস কে যদি **"ধর্মের মস্তিষ্ক"** রূপে বিবেচনা করা হয়, তবে তার যাবতীয় অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনী ও তার প্রথা-আচার অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াগুলো-কে ধর্মের হৃৎপিণ্ড ও শ্বাস যন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনী ও আচার অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াগুলোই "ধর্মবিশ্বাস-কে" সচল রাখে ও তাতে শক্তি যোগায়। যে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সকল ইহকাল ও পরকাল বিষয়ক কিচ্ছা-কাহিনী গুলোর প্রচার ও প্রসার যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেই "ধর্ম-বিশ্বাসের মৃত্যু" শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র! ধর্মের প্রাণ বলতে যা বোঝায়, তা হলো, এই অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনী ও তার প্রথা-আচার অনুষ্ঠানাদি। আর তা নৃত্য করে মানুষের অজ্ঞতা ও অসহায়ত্ব-কে (মৃত্যু, রোগ, শোক, দুঃখ, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ও না পাওয়ার বেদনা: ইত্যাদি) পুঁজি করে।

জগতের প্রায় সকল ধর্ম-বিশ্বাসই ইহকাল ও পরকালের কিচ্ছা-কাহিনী নির্ভর। "ইসলাম" ও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্ব-রচিত ব্যক্তি-মানস-জীবনী গ্রন্থ (Psycho-biography) 'কুরআনে' দাবী করেছেন যে, হুনায়েন (হুনাইন) যুদ্ধের" প্রাক্কালে তাঁর আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের সাহায্য করেছিলেন!

মুহাম্মদের (আল্লাহর) ভাষায় – কুরআন: [129] [130]

৯:২৫ (সূরা আত তাওবাহ) - *"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।"*

৯:২৬- "*তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল।"*

প্রেক্ষাপট:

হুনায়েন যুদ্ধে মুহাম্মদের সঙ্গে ছিল ১২০০০ সশস্ত্র অনুসারী। আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ সাল) ও মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের এই ৯:২৫-ভাষ্যের প্রেক্ষাপট ছিল এই বিশাল বাহিনী বিষয়ে একটি মন্তব্য! ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে, সেই মন্তব্যটি করেছিলেন নবী মুহাম্মদ, অথবা বানু বকর গোত্রের এক লোক। আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে, মন্তব্যটি করেছিলেন আবু বকর সিদ্দিক, কিংবা মুহাম্মদের অন্য এক অনুসারী।

আল-ওয়াকিদির বর্ণনা: [131]

তিনি বলেছেন: মামর আমাকে < আল-যুহরি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন: - 'তারা বলেছে: আল্লাহর নবী বার হাজার মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন, যাদের দশ হাজার ছিল মদিনার লোকজন ও দুই হাজার মক্কার অধিবাসী। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর এক অনুসারী বলে," ---অল্প সংখ্যার কারণে আজ কেউ আমাদের পরাজিত করতে পারবে না।" এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক ঘোষণা করে: *"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল (কুরআন: ৯:২৫)।"*

তিনি বলেছেন: ইসমাইল বিন ইবরাহিম আমাকে < মুসা বিন উকবা হইতে <আল যুহরি হইতে < সাইদ আল-মুসায়েব হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন যে, সে বলেছে: 'আবু বকর সিদ্দিকি বলেছে: হে আল্লাহর নবী, অল্প সংখ্যার কারণে আজ আমরা পরাজিত হবো না।" এই প্রসঙ্গে আল্লাহ নাজিল করে যে, "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে।"

মুহাম্মদের ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [132]

'এক মক্কাবাসী আমাকে যা বলেছেন তা হলো, যখন আল্লাহর নবী মক্কা থেকে হুনায়েনের উদ্দেশ্যে রওনা হোন ও দেখতে পান যে তাঁর সঙ্গে আছে আল্লাহর বিশাল বাহিনী, তিনি বলেন, " অল্প-সংখ্যার অভাবে আজ আমাদের পরাজিত হতে হবে না (We shall not be worsted today for want of numbers)।" কিছু লোক দাবী করেছে যে, এই উক্তি-টি করেছিল বানু বকর গোত্রের এক লোক।'

মুহাম্মদের (আল্লাহর) এই "৯:২৫-২৬ বানী" সাক্ষ্য দিচ্ছে যে:

'হুনায়েন যুদ্ধে মুহাম্মদের সৈন্য-সংখ্যা ছিল "বিশাল"; যা মুসলমানদের "প্রফুল্ল" করেছিল; কিন্তু তা সত্বেও মুসলমানরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে "পলায়ন করেছিল;" এবং এমত অবস্থায় "আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিল সেনাবাহিনী" যাদের তারা দেখতে পায় নাই!"

কিন্তু "কীভাবে" আল্লাহ তার এই সাহায্য-টি করেছিল, তার বিশদ ও বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে অনুপস্থিত। অন্যদিকে, আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থে এ-বিষয়ের বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত বর্ণনা বিভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁদের সেই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আল্লাহর এই সাহায্য ব্যবস্থা-টি ছিল অতি অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক! ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয়, "মোজেজা!" তাঁদের সেই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, হুনায়েন যুদ্ধের প্রাক্কালে

নবী মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহ উভয়েই তাদের 'মোজেজা' প্রদর্শন করেছিলেন। নবী মুহাম্মদের মোজেজা-টি ছিল, এই যে, তিনি তাঁর শত্রুদের উদ্দেশ্যে "এক মুঠো ধূলি বা নুড়ি-পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন;" যার প্রতিক্রিয়াই কাফেররা পরাজয় বরণ করেছিলেন! আর তাঁর আল্লাহর মোজেজা-টি ছিল, এই যে, আল্লাহ তার প্রিয় নবী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাহায্যের নিমিত্তে "আসমান থেকে ফেরেশতা-বাহিনী" প্রেরণ করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়েছিলেন; যা মুহাম্মদ (আল্লাহ) কুরআনের ওপরে বর্ণিত বাণী দু'টি (৯:২৫-২৬) দ্বারা সত্যায়িত করেছেন! আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদের এই সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের পলায়নের পর "উল্লেখযোগ্য সংখ্যক" মুহাম্মদ অনুসারী তাঁর সাথে থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই। যদি তারা তা করতেন, তবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিমিত্তে আল্লাহ-কে আর আসমান থেকে ফেরেশতা-বাহিনী পাঠাতে হতো না!

সুতরাং প্রশ্ন হলো:
"হুনায়েন যুদ্ধে মুসলমানদের পলায়নের পর আনুমানিক কতজন নিবেদিত-প্রাণ মুহাম্মদ অনুসারী মুহাম্মদের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন?"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা - কবিতা পঙক্তি পরিহার: [133]
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [134] [135]

আমার পিতা ইশাক বিন ইয়াসার আমাকে বলেছেন যে, যুবায়ের বিন মুতিম তাকে যা বলেছেন তা হলো: [136]

'লোকেরা পলায়ন করার পূর্বে যখন তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করছিল, আমি আকাশ থেকে কালো পোশাকের মতো এক বস্তুর আগমন দেখতে পাই যা আমাদের ও আমাদের শত্রুদের মাঝখানে এসে পড়ে। আমি তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখি যে,

কালো পিঁপড়ারা উপত্যকার সর্বত্র পরিপূর্ণ করে রেখেছে। তারা যে ফেরেশতা, এ ব্যাপারে আমার কোনই সন্দেহ ছিল না।

অতঃপর শত্রুরা পালিয়ে যায়। আল্লাহ হুনায়েনের মুশরিকদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে ও তার নবী-কে তাদের ওপর ক্ষমতাবান করে।'

আল তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [137]

'আলী বিন সাহল [138] <মুয়াম্মিল [বিন ইসমাইল আল-আদওয়ায়ি] হইতে [139] <উমারাহ বিন যাদান হইতে <থাবিত [বিন আসলাম আল বানানি আল বাসরি] হইতে [140] < আনাস [বিন মালিক] হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন:

'হুনায়েনের দিনটি-তে, আল্লাহর নবী দুলদুল (Duldul) নামের এক সাদা খচ্চরের ওপর সওয়ার হয়েছিলেন। মুসলমানরা যখন পালিয়ে যায়, তখন আল্লাহর নবী তাঁর খচ্চরটি-কে বলে, "দুলদুল, (এই জায়গায়) দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো!" খচ্চর তার পেট-টি মাটির সঙ্গে লাগিয়ে শুয়ে পড়ে।

আল্লাহর নবী এক মুঠো ধূলি নেন ও তা তাঁর শত্রুদের ওপর নিক্ষেপ করেন ও বলেন: "হা মিম, তারা বিজয়ী হবে না!" [141]

মুশরিকরা পিছু হটে। না কোন তরোয়াল খাপ-মুক্ত করা হয়েছিল, না কোন তীর নিক্ষেপ কিংবা বর্শা নিক্ষেপ।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [135]

তিনি বলেছেন: মামর [ইবনে রসিদ (৭১৪-৭৭০ সাল)] ও মুহাম্মদ বিন আবদুলাহ আমাকে <আল-যুহরি [৬৭১-৭৪১ সাল] হইতে <কাথির বিন আল-আব্বাস বিন আবদ

আল-মুত্তালিব হইতে < তার পিতা [আল-আব্বাস বিন আবদ আল-মুত্তালিব] হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন যে, সে বলেছে:

'হুনাইন যুদ্ধের দিনটি-তে, মুসলমান ও মুশরিকরা মুখোমুখি হয় ও সেই সময় মুসলিমরা পলায়ন করে। ----- আমার গলার স্বর ছিল উচ্চকণ্ঠ। যা ঘটেছিল তা যখন আল্লাহর নবী দেখতে পান আর লোকজন যখন কোনভাবেই থামে না, তখন তিনি বলেন, "হে আব্বাস, চিৎকার করে ডাকো, 'হে আনসার জনগণ, হে সামুরাহ বৃক্ষের সাথীরা'!" তাই আমি চিৎকার করে ডাকি, "হে আনসার লোকেরা, হে সামুরাহ বৃক্ষের সাথীরা!" সে বলেছে; উটেরা আকুল হয়ে তাদের বাচ্চাগুলোর দিকে যেমন করে ছুটে আসে তেমনি ভাবে তারা যা বলতে বলতে ছুটে আসে, তা হলো, "আমরা আপনার সেবায় নিয়োজিত! আমরা আপনার সেবায় নিয়োজিত!"

সে বলেছে: 'এই প্রত্যাবর্তনে তারা ছিল ধৈর্যশীল ও যুদ্ধে ছিল আস্থাশীল। আল্লাহর নবী সম্মুখে তাকান ও তাদের দিকে এমন ভাবে দৃষ্টিপাত করেন যে তিনি যেন তাঁর সওয়ারি পশুর ওপর উঠে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি। যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি বলেন, "এখন লড়াই মারাত্মকর আকার ধারণ করেছে।' [বিস্তারিত: পর্ব-২০৩]!"

অতঃপর তিনি তাঁর হাতে কিছু নুড়ি-পাথর তুলে নেন ও তা তাদের-কে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন ও বলতে থাকেন, "কাবার প্রভুর কসম, তারা পরাজিত হবে!"

আল্লাহর কসম, আমি তাদের পিছু হটা দেখতে থাকি। তাদের অবরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে ও আল্লাহ তাদের-কে পরাজিত করে। আমার বিষয়টি হলো, আমি লক্ষ্য করি যে আল্লাহর নবী তাঁর খচ্চরের ওপর বসে তাদের পিছনে পিছনে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন।' ------

তিনি বলেছেন: আবদ আল-রহমান বিন আবদ আল-আজিজ আমাকে <আসিম বিন ওমর বিন কাতাদা হইতে <আবদ আল-রহমান বিন জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে <তার পিতা [জাবির বিন আবদুল্লাহ (৬০৭-৬৯৭ সাল)] হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন যে, সে বলেছে:

'যখন লোকেরা দৃষ্টিগোচর হয় ও আল্লাহর কসম, তাদের পরাজিত লোকেরা যখন ফিরে আসে, তখন তারা দেখতে পায় যে বন্দীরা বন্দী অবস্থায় আল্লাহর নবীর সাথে আছে।' সে বলেছে: 'আল্লাহর নবী সে সময় আবু সুফিয়ান বিন আল-হারিথের দিকে ঘুরে তাকান; যার মুখে ছিল এক লোহার মুখোশ। সে ছিল তথায় ধৈর্য-শীলদের একজন, আর সে আল্লাহর নবীর খচ্চরের পিঠের জিন-টি ধরে রেখেছিল। আল্লাহর নবী বলেন, "কে তুমি?" সে জবাবে বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি আপনার মায়ের পুত্র।" ----

আল্লাহর নবী বলেন, "হ্যাঁ, আমার ভাই, কিছু নুরি-পাথর তুমি আমাকে মাটি থেকে তুলে এনে দাও!" সে তাঁকে তা দেয় ও তিনি তা তাদের সবার চোখে ছুঁড়ে মারেন; অতঃপর তারা পরাজিত হয়।

যা বলা হয়েছে, তা হলো: 'যখন লোকেরা পলায়ন করে, আল্লাহর নবী হারিথা বিন আল-নুমান কে বলেন, "হে হারিথা, তুমি কতজন লোক-কে দৃঢ়পদ অবস্থায় দেখছো?" সে বলেছে, 'আমি আমার পিছনে ঘুরে তাকিয়ে যখন দেখি যে তাদের সংখ্যা সীমিত। আমি আমার ডান ও বাম দিকে তাকায় ও অনুমান করি যে তাদের সংখ্যা একশত। আমি বলি,

"হে আল্লাহর নবী, তাদের সংখ্যা একশত!”

পরবর্তীতে, দিনের শেষে যখন আল্লাহর নবী মসজিদের দরজায় জিবরাইল ফেরেশতার সাথে নিভৃতে অবস্থান করছিলেন, তখন আমি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

জিবরাইল বলে, "হে মুহাম্মদ, কে এই ব্যক্তি?" আল্লাহর নবী জবাবে বলেন, "হারিথা বিন আল-নুমান।"

জিবরাইল বলে, "হুনায়েন যুদ্ধের দিনটি-তে যে 'একশত ধৈর্যশীল লোকেরা ছিল', এই লোকটি ছিল তাদের একজন।"

অতঃপর সে যখন আমাকে সালাম জানায়, আমি তার সালামের জবাব দেই। আমি আল্লাহর নবীকে অবহিত করায়, "আমি মনে করি নাই যে আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি-টি দিহায়া আল কালবি ছাড়া অন্য কেউ।"

লোকেরা যখন তাঁর চারিপাশে দৃষ্টিগোচর হয় ও যখন মাত্র একশত ধৈর্যশীল লোক অবশিষ্ট থাকে, তখন আল্লাহর নবী যা বলে দোয়া করেন, তা হলো, "হে আল্লাহ, তোমারই কাছে প্রশংসা ও তোমারই কাছে আমার অভিযোগ। তুমিই সাহায্যকারী!" জিবরাইল তাঁকে বলে, "সমুদ্র বিভক্ত হওয়ার দিনটিতে যখন ফেরাউন মুসার পিছু নিয়েছিল, তখন আল্লাহ মুসাকে যে কথাগুলো শিক্ষা দিয়েছিল তা নিশ্চয়ই আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।" -----

বলা হয়েছে: 'নিশ্চিতই, সেই সময়ে একশত ধৈর্যশীল লোকদের তেত্রিশ-জন ছিল মুহাজির, সাতষট্টি জন আনসার, আল-আব্বাস ও আবু সুফিয়ান [ইবনে আল-হারিথ] - যে আল্লাহর নবীর খচ্চরের লাগাম-টি ধরে ছিল। আবু সুফিয়ান ছিল তাঁর ডান দিকে আর তাঁর চারিপাশে ছিল মুহাজির ও আনসাররা।' --------

তিনি বলেছেন: ইবনে আবি সাবরা আমাকে যা বলেছেন, তা হলো: 'আবদুল্লাহ বিন আবি বকর বিন হাযম আমাকে <ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবদ রহমান হইতে < তার সম্প্রদায়ের গুরুজন আনসারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যা বলেছেন, তা হলো, তারা বলেছে:

"সেই সময়, আমরা আকাশ থেকে কালো পোশাক সাদৃশ্য জিনিস স্তূপাকারে পড়তে দেখেছিলাম। অতঃপর আমরা তার দিকে তাকিয়ে দেখি যে, তা হঠাৎই পিঁপড়ার এক গালিচা। অবশ্যই সে-গুলো আমরা আমাদের পোশাক থেকে ঝেড়ে ফেলছিলাম। এটি ছিল আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য। ----
হুনাইনের দিনটি-তে ফেরেশতাদের নিদর্শন ছিল লাল পাগড়ি, যা ঢিলেঢালা অবস্থায় তাদের দুই কাঁধের মাঝখানে পড়েছিল। হুনাইনের দিনটি-তে আল্লাহ মুশরিকদের অন্তরে ভীতি প্রয়োগ করে।"'

মালিক বিন আউস বিন আল-হাদাথান যা বলতো, তা হলো: 'আমার সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক যারা ঐ দিনটি প্রত্যক্ষ করেছিল, আমাকে যা জানিয়েছে, তা হলো:

"আল্লাহর নবী পর্যাপ্ত পরিমাণ নুড়ি-পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। আমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে সে তার চোখে ধূলিকণার অভিযোগ করে নাই। সত্যিই আমরা আমাদের বুকে স্পন্দন অনুভব করেছিলাম, যা ছিল গামলায় রাখা নুড়ির মতো। সেই স্পন্দন শান্ত হচ্ছিল না।

সেই সময় আমরা সত্যিই চিত্রবিচিত্র ঘোড়ায় চড়া শ্বেতকায় মানুষদের দেখেছিলাম। যাদের পরিধানে ছিল লাল পাগড়ি, যা তাদের দুই কাঁধের মাঝখানে এসে পড়েছিল; আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে অশ্বারোহী বাহিনী - দলে দলে। তারা কিছুতেই পিছু হটে নাই। আর আমরা ভয়ে তাদের সাথে লড়াই করতে পারি নাই।"'

সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৮৫ [142]
(বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ - পূর্ব প্রকাশিতের [পর্ব: ২০৩] পর):

আব্বাস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: '----- আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁর খচ্চরের ওপর বসে, তাঁর গলাটি

সামনের দিকে প্রসারিত করে লড়াই পর্যবেক্ষণ করছিলেন ও বলছিলেন, "এটি হলো সেই সময় যখন প্রচণ্ড লড়াই শুরু হতে চলেছে।

অতঃপর আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক) (কিছু) নুড়ি-পাথর নেন ও তা কাফেরদের সম্মুখে ছুড়ে মারেন। অতঃপর তিনি বলেন: "মুহাম্মদের রবের কসম, কাফেররা পরাজিত হয়েছে।"

আব্বাস বলেছে: 'আমি চারিদিকে ঘোরাঘুরি করি ও দেখতে পাই যে লড়াই একই অবস্থায় আছে যা আমি দেখেছিলাম। আল্লাহর কসম, তা সেই অবস্থাতেই ছিল যতক্ষণে না তিনি নুড়ি নিক্ষেপ করেছিলেন। আমি তা পর্যবেক্ষণ করতে থাকি ও দেখতে পাই যে তাদের শক্তি শেষ হয়ে এসেছে ও তারা পিছু হটতে শুরু করেছে।'

সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৯২ [143]

সালামা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই হাদিস-টি বর্ণিত; তিনি যা বলেছেন, তা হলো:
'হুনায়েনে আমরা আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক) সাথে লড়াই করেছিলাম। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হই, আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এক ছোট পাহাড়ের টিলার উপর আরোহণ করি। শত্রুপক্ষের এক লোক আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, আর আমি তার উদ্দেশ্যে এক তীর নিক্ষেপ করি। সে (হঠাৎ মাথা নিচু করে ও) নিজেকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। সে কি করেছিল তা আমি বুঝতে পারি নাই, কিন্তু (হঠাৎ করেই) আমি দেখতে পাই যে অন্যান্য ছোট ছোট পাহাড়ের টিলাগুলো থেকে একদল লোক আবির্ভূত হয়েছে। তারা ও আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক) অনুসারীরা যুদ্ধে জড়িত হয়; কিন্তু আল্লাহর নবীর অনুসারীরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ও আমিও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি। আমার ছিল দু'টি আলখাল্লা, যার একটি-কে আমি আমার কোমরের চারপাশে আবৃত করে

রেখেছিলাম (আমার দেহের নীচের অংশটি আচ্ছাদিত করে), আর অন্যটি আমি রেখেছিলাম আমার কাঁধের চারপাশে। আমার কোমরের আচ্ছাদন-টি আলগা হয়ে পড়ে ও আমি আমার আলখাল্লা দু'টি একসাথে ধরে রাখি। (এই হতাশা-জনক অবস্থায়) আমি আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর চড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আকাওয়ার পুত্র পুরোপুরি বিভ্রান্ত অবস্থায় নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।"

যেখানে তাঁর অনুসারীরা তাঁর চারিপাশে সব দিক থেকে জড়ো হয়েছিল, আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক) সেখানে তাঁর খচ্চরটির ওপর থেকে নেমে আসেন, মাটি থেকে এক মুঠো ধুলা তুলে নেন ও তা তাদের (শত্রুদের) মুখমণ্ডলে ছুঁড়ে মারেন এবং বলেন: "তদের চেহারাগুলো বিকৃত হয়ে উঠুক।"

শত্রুদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যার চোখে এই একমুঠো ধুলায় ধুলা-ভর্তি হয় নাই। অতঃপর তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ও পালিয়ে যায়। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করে, আর আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক) তাদের কাছ থেকে
লুণ্ঠিত মালামাল (booty) মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> প্রশ্ন ছিল: "মুসলমানদের পলায়নের পর আনুমানিক কতজন নিবেদিত-প্রাণ মুহাম্মদ অনুসারী মুহাম্মদের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন?" আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বিস্তারিত বর্ণনায় সেই প্রশ্নের জবাব হলো:

"মাত্র একশত! আর এই সংখ্যাটি মুহাম্মদের জিবরাইল দ্বারা সত্যায়িত!"

হ্যাঁ, মাত্র একশত! আর এই একশত মুহাম্মদ অনুসারী হুনায়েন যুদ্ধে আগত প্রতিপক্ষ অবিশ্বাসী ২০,০০০ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়ার "কারণ-কে" ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ পন্থা হলো "অলৌকিকত্বের কিচ্ছা" প্রচার! আজকের যুগের তথাকথিত কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজী ও তাঁদের অনুসারীরা যেমন-টি করে থাকেন, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাইই করেছিলেন (পর্ব-১৪)। [144]

স্ব-ঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ কী প্রক্রিয়ায় "ওহী নাজিল" করতেন তার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব-৭০)। ওহী নাজিলের সেই প্রক্রিয়ায় বদর যুদ্ধ শেষে তার ফলাফল নির্ধারিত হওয়ার পর যেমন মুহাম্মদ ওহী নাজিল করে তাঁর বিজয়ের কারণ ব্যক্ত করেছিলেন (পর্ব: ৩৪); ওহুদ যুদ্ধ শেষে তার ফলাফল নির্ধারিত হওয়ার পর যেমন মুহাম্মদ ওহী নাজিল করে তাঁর চরম পরাজয়ের কারণ ব্যক্ত করেছিলেন (পর্ব: ৭০); তেমনই হুনায়েন যুদ্ধ শেষে তার ফলাফল নির্ধারিত হওয়ার পর তিনি তাঁর বিজয়ের সপক্ষে রচনা করেছিলেন শ্লোক (কুরআন: ৯:২৫-২৬)। অমানুষিক নৃশংসতায় বদর যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর যেমন-টি তিনি করেছিলেন!

আবারও উল্লেখ্য, কুরআনেরই বর্ণনায় আমরা নিশ্চিত জানি যে, মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের বারংবার আহ্বান স্বত্বেও তাঁর নবুয়তের সপক্ষে একটি প্রমাণও হাজির করতে পারেন নাই (পর্ব:২৩-২৫)! মুহাম্মদের যাবতীয় "মোজেজার কিসসা" ইসলামের হাজারও মিথ্যাচারের একটি।

সুতরাং, কী ঘটেছিল সেদিন?

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায়

বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [131] [135]

'He said: Maʿmar related to me from al-Zuhrī, who said: --
---They said: The Messenger of God set out with twelve thousand Muslims, ten thousand from the people of Medina, and two thousand from the people of Mecca. When he went out, one of his companions said: If we meet the Banū Shaybān we will not care. One will not defeat us today for our small numbers. God most high revealed about that: *God has already helped you on many fields, and on the day of Hunayn, when your numbers please you* (Q. 9:25).

[Page 890] He said: Ismāʿīl b. Ibrāhīm related to me from Mūsā b. ʿUqba from al-Zuhrīfrom Saʿīd al-Musayyib, who said: Abū Bakr al-Siddīq said, "O Messenger of God, we will not be defeated to day because of our small numbers." God revealed about that *God has already helped you on many fields.* -------------

He said: Maʿmar and Muḥammad b. ʿAbdullah related to me from al-Zuhrī, from Kathīr b. al-ʿAbbās b. ʿAbd al-Muṭṭalib from his father, who said:

When it was the day of Ḥunayn, the Muslims and the polytheists met, and the Muslims turned away, at that time. ------ I had a strong voice, and the Messenger of God said, when he saw what he saw among the people and they did not stop for anything, "O ʿAbbās, shout, 'O, people of the Anṣār! O companions of the Samura tree!'" So I called out, "O people of the Anṣār! O companions of the Samura!" He said: They approached like camels when they crave for their young ones, saying, "At your service! At your service!" -----He said: They were patient at the meeting, trusting with the war. He said: The Messenger of God looked out, peering over as one who is raised up on his riding animal. Observing the battle he said, "Now there is feverish fighting!" Then he took pebbles in his hand and aimed at them, saying, "Defeat them by the Lord of the Kaʿba!" By God, I continued to see their command go back. Their constraints were weak until God defeated them. As for me, I observed the Messenger of God gallop behind them on his mule. ------

It was said: When the people were revealed, the Messenger of God said to Ḥāritha b. al-Nuʿmān, "O Ḥāritha, how many do you see who hold firm?" He said: When I turned and looked behind me it was limited. I looked on my right and left and estimated them at a hundred. I said, "O Messenger of God, they are a hundred!" Until later in the day I passed the Prophet while he was confiding in the angel Gabriel at the door of the mosque. Gabriel said: [Page 901]

"Who is this, O Muḥammad?" The Messenger of God answered, "Ḥāritha b. al-Nuʿmān." Gabriel said, "This was one of the patient hundred on the day of Ḥunayn." And when he greeted I returned his greeting. I informed the Prophet and said, "I did not think he was other than Diḥya al-Kalbī standing with you."

When the people were exposed around him, and only a hundred enduring ones remained, the Prophet prayed at that time, "O God, to You is praise and to You is my complaint. You are the Helper!" Gabriel said to him, "Surely you understood the words which God taught Moses on the day the sea separated before him, while the Pharaoh was behind him." ----

It was said: Indeed, the enduring hundred consisted at that time of thirty-three Muhājirūn, sixty-seven Anṣār, al-ʿAbbās, and Abū Sufyān who was taking the Prophet's mule by the reins. Abū Sufyān was on his right, and around him were the Muhājirūn and the Anṣār. ----

He said: Ibn Abī Sabra related to me saying: ʿAbdullah b. Abī Bakr b. Ḥazm related to me from Yaḥyā b. ʿAbdullah b. ʿAbd al-Raḥmān, from the elders of his community of the Anṣār, who said: We saw, at that time, the likeness of a black garment fall from the heavens in a heap. And we looked and all of a sudden there was a carpet of ants, and indeed we were dusting them off our garments. It was God's help to us.

The mark of the angels on the day of Ḥunayn was a red turban that loosened and dropped between their shoulders. God threw fear in the hearts of the polytheists on the day of Ḥunayn. ----

Mālik b. Aws b. al-Ḥadathān used to say: A number of my community who witnessed that day related to me: The Messenger of God threw sufficient pebbles, and there was not one among us, but he complained of the dust in his eyes. Indeed, we found a beating in our chests like pebbles in the basin. The beating did not calm down. Surely we saw at that time white men on piebald horses, wearing red turbans that fell down between their shoulders, between the heaven and the earth, squadron upon squadron. They did not hold back anything, and we were not able to fight them for fear.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[129] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।

http://www.quraanshareef.org/ কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/

[130] ইবনে কাথিরের কুরআন (৯:২৫-২৬) তাফসীর:
http://www.alim.org/library/quran/AlQuran-tafsir/TIK/9/25

[131] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৮৯-৮৯০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৩৭

[132] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৬৯

[133] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৭২

[134] অনুরূপ বর্ণনা-আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১৩-১৪

[135] অনুরূপ বর্ণনা -আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৯৮-৯০২ ও ৯০৫-৯০৬; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৪১-৪৪২ ও ৪৪৪-৪৪৫

[136] যুবায়ের বিন মুতিম বিন আদি বিন নওফল বিন আবদ মানাফ মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকরেন। তিনি মৃত্যু বরণ করেন ৬৭৫-৬৭৬ সাল কিংবা ৬৭৮-৬৭৯ সালে।

[137] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১৪-১৫

[138] আলী বিন সাহল বিন কাদিম, যাকে সম্বোধন করা হতো ইবনে মা'সি আল হায়াসি (Ibn Masi al-Hayashi) নামে, ৮৭৪-৮৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[139] মুয়াম্মিল বিন ইসমাইল আল-আদওয়ায়ি ৮২১-৮২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[140] থাবিত বিন আসলাম আল বানানি আল বাসরি ৭৪০-৭৪১ সাল কিংবা ৭৪৪-৭৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[141] 'হা মিম' - কুরআনের ৪৬ নম্বর সুরা, সূরা আল আহক্কাফের শুরুতেই এই অক্ষর দু'টিও "আলিফ-লাম-মীম” এর মতই মুহাম্মদের হিং-টিং-ছট (পর্ব: ১৭)! সংকলিত কুরআনের সুরা-ফাতিহা প্রার্থনাটির পর কুরানের সর্বপ্রথম যে বাণী তা হলো "আলিফ-লাম-মীম” (২:১)" - যার কোন অর্থ (meaning) নেই ।

[142] সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৮৫

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-19/Hadith-4385/

‘---Then the Messenger of Allah (may peace be upon him) took (some) pebbles and threw them in the face of the infidels. Then he said: By the Lord of Muhammad, the infidels are defeated. 'Abbas said: I went round and saw that the battle was in the same condition in which I had seen it. By Allah, it remained in the same condition until he threw the pebbles. I continued to watch until I found that their force had been spent out and they began to retreat.’

[143] সহি মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল): বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৯২

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-19/Hadith-4392/

‘This tradition has been narrated on the authority of Salama who said: We fought by the side of the Messenger of Allah (may peace be upon him) at Hunain. When we encountered the enemy, I advanced and ascended a hillock. A man from the enemy side turned towards me and I shot him with an arrow. He (ducked and) hid himself from me. I could not understand what he did, but (all of a sudden) I saw that a group of people appeared from the other hillock. They and the Companions of the Prophet (may peace be upon him) met in combat, but the Companions of the Prophet turned back and I too turned back defeated. I had two mantles, one of which I was wrapping round the waist (covering the lower part of my body) and the other I was putting around my shoulders. My waist-wrapper got loose and I held the two mantles together. (In this downcast condition) I passed by the Messenger of Allah (may peace be upon him) who was riding on his white mule. He said: The son of Akwa' finds himself to be utterly perplexed.

Where the Companions gathered round him from all sides, the Messenger of Allah (may peace be upon him) got down from his mule, picked up a handful of dust from the ground, threw it into their (enemy) faces and said: May these faces be deformed. There was no one among the enemy whose eyes were not filled with the dust from this handful. So they turned back fleeing and Allah the Exalted and Glorious defeated them, and the Messenger of Allah (may peace be upon him) distributed their booty among the Muslims.’

[144] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৮৯৩; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৩৮

“হুনায়েন যুদ্ধে হাওয়াজিনদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০,০০০।"

২০৬: হুনায়েন যুদ্ধ-৫: হাওয়াজিনদের পরাজয় – কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত আশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় যে বিষয়-টি সর্বদায় সর্বান্তকরণে মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, তা হলো, আদি উৎসে এই ইতিহাসের একমাত্র উৎস হলো হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর রচিত 'কুরান' ও তাঁর অনুসারীদের রচিত 'সিরাত ও হাদিস;' যে অনুসারীদের একমাত্র কর্তব্য হলো সর্বাবস্থায় তাঁদের প্রিয় নবীর প্রশংসা করা ও তাঁর যাবতীয় বানী (কুরআন) ও কর্ম-কাণ্ডের বৈধতা প্রদান করা। অন্যথায়, তাঁদের সেই প্রিয় নবীরই অন্যান্য গুণমুগ্ধ নিবেদিত প্রাণ অনুসারীদের হাতে তাঁদের "খুন হওয়ার" সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ (বিস্তারিত: পর্ব:-৪৪)।

সে কারণেই, 'ইসলামের' সকল ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে একপেশে, পক্ষপাতদুষ্ট ও মুহাম্মদের চাটুকারিতায় সমৃদ্ধ। আর, এই চাটুকারিতার বহিঃপ্রকাশ হলো: কারণে ও অকারণে মুহাম্মদের প্রশংসা, শক্তিমত্তা ও মহানুভবতার জয়গান! সর্বোপরি মুহাম্মদের নামে হাজারও অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনীর অবতারণা। মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৪০০ বছর পর, মুমিন-দের এই চাটুকারিতা ও অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনীগুলো আজ এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, ইসলামের আধুনিক স্কলারদের অনেকেই এখন তাঁদের ওয়াজ-মাহফিলে "নবী মুহাম্মদের পায়খানা মোবারকের" গুণকীর্তন ও অলৌকিকত্বের বয়ান করেন! উপস্থিত হাজারও মুসল্লিদের সম্মুখে তাঁরা ঘোষণা দেন: "নবী

মুহাম্মদের পায়খানা মোবারক কেউ কখনোই দেখেন নাই! যখনই তিনি পায়খানা করতেন, সঙ্গে সঙ্গেই মাটি তা গ্রাস করে নিতো --!" আর, এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি শুনে উপস্থিত মুগ্ধ মুসলমানরা তৎক্ষণাৎ 'সোবহানাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ!' বলে সমস্বরে চিৎকার করে আসর গরম ও ইমানী জোশ ব্যক্ত করেন।

ইসলামের এই পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস, মিথ্যাচার ও অলৌকিকত্বের বিস্তার ঘটেছে ক্রমবর্ধমান গতিতে; সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। এই সত্যটি বিবেচনায় রেখে, এই বইটির মূল অংশে নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর ২৯০ বছর পরে রচিত কোন ইসলামের ইতিহাস-গ্রন্থের রেফারেন্স উদ্ধৃত করা হয় নাই। এই চরম একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস থেকে "সত্য-কে" খুঁজে বের করা অত্যন্ত দুরূহ ও গবেষণা-ধর্মী কার্যক্রম। মুহাম্মদের রচিত "কুরান" ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের "সিরাত ও হাদিস" গ্রন্থের বর্ণনার আলোকে হুনায়েন যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহ উভয়েই কীভাবে তাঁদের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। প্রশ্ন ছিল: "কী ঘটেছিল সেদিন?" The Devil is in the Detail (পর্ব ১১৩)!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ - কবিতা পঙক্তি পরিহার: [145]
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [146] [147]

আসিম বিন উমর বিন কাতাদা হইতে <আবদুল রহমান হইতে <তার পিতা জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন:

হাওয়াজিনদের সেই লোকটি যখন তাদের পতাকা-টি নিয়ে তার উটের ওপর থেকে তেমন-টি করছিল, যেমন-টি সে আগেও করেছিল, আলী ও আনসারদের একজন [আল ওয়াকিদি: 'আবু দুজানা'] এক পাশে ঘুরে দাঁড়ায় ও তার জন্য প্রস্তুত হয়ে

থাকে। আলী পিছন থেকে তার কাছে আসে ও উটটির উরুর পিছনের মাংসপেশিগুলো (Hamstring) কেটে দেয় ও সেটি তার লেজের ওপর ভূপতিত হয়। আনসার লোকটি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও আঘাত করে, যার ফলে তার পায়ের নলির অর্ধেক-টি ছিটকে উড়ে যায় ও লোকটি তার পশুর ওপর থেকে মাটিতে পড়ে যায়। লোকেরা যুদ্ধ করতে থাকে, আর আল্লাহর কসম,

পলাতক লোকেরা যখন ফিরে আসে তখন দেখতে পায় যে আল্লাহর নবীর সাথে শুধু বন্দীরা হাতকড়া পরা অবস্থায় আছে। ---'

'আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে যা বলেছে, তা হলো:

আল্লাহর নবী ঘুরে দাঁড়ান ও উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান-কে দেখতে পান, সে ছিল তার স্বামী আবু তালহার সাথে। তার পরিধানে ছিল ডোরাকাটা কোমরবন্ধ ও তার গর্ভে (pregnant) ছিল তার পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবু তালহা। তার সঙ্গে ছিল তার স্বামীর উট-টি, আর সে ভয় পেয়েছিল এই ভেবে যে তাকে সামলানো তার পক্ষে খুব কঠিন হবে; তাই সে তার মাথাটি ধরে তার নিকটে নিয়ে এসেছিল ও তার হাত দিয়ে সেটির নাকের আংটা সহ লাগাম-টি ধরে রেখেছিল। আল্লাহর নবীর প্রশ্নের জবাবে তাঁকে তার পরিচয় জানানোর পর সে বলে, "যারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের হত্যা করুন, যেমন করে আপনি হত্যা করছেন ঐ লোকদের যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করছে; কারণ তাদের যোগ্য পাওনা হলো মৃত্যু!' আল্লাহর নবী বলেন, "হে উম্মে সুলায়েম, বরং আল্লাহই আমাকে (প্রয়োজন) রক্ষা করবে!' তার হাতে ছিল একটি চাকু, আর আবু তালহা যখন তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে, সে বলে, "আমি এই ছুরিটি এনেছি এই কারণে যে, যদি কোনও মুশরিক আমার কাছে আসে তবে আমি যেন তাকে এটি দিয়ে কেটে ফেলতে পারি!" সে [আবু তালহা] বলে, "হে আল্লাহর নবী, উম্মে সুলায়েম আল-রুমায়েসা কী বলছে তা কি আপনি শুনেছেন?"' [অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৪৫৩] [148]

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [147]

'মক্কা থেকে বের হওয়ার দিন আল্লাহর নবী বানু সুলাইয়েম গোত্রের অশ্বারোহী সৈন্যদের অগ্রগামী সৈন্য হিসাবে সম্মুখে প্রেরণ করেন। আল্লাহর নবী খালিদ বিন আল ওয়ালিদ-কে তাদের নেতৃত্বে নিযুক্ত করেন ও জিররানা (Jiʿrrāna) নামক স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তা বহাল রাখেন। ------

আনাস বিন মালিক যা বলতো তা হলো: [149]

'যখন আমরা হুনাইন উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছই, যেটি ছিল তিহামার সেই উপত্যকাগুলির একটি যেখানে ছিল সরু গিরিপথ - হাওয়াজিনদের কাছ থেকে এমন একটা কিছু আসে - যা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন জনতার ঢল; আল্লাহর কসম, না, আমি ততকালে এমনটি কখনোই দেখি নাই। তারা তাদের মহিলা, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদগুলো-কে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ও তাদের-কে সারিবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রেখেছিল। [150]

তারা তাদের সারিবদ্ধ পুরুষ লোকদের পিছনে তাদের মহিলাদের বসিয়ে রেখেছিল উটের পিঠের ওপর। আর তার পিছনে তারা স্থাপন করেছিল উট, গরু ও ভেড়াগুলো যা তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল; এই দাবীতে যে তাহলে তারা হয়তো আর পলায়ন করবে না।

অতঃপর যখন আমরা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন জনতার ঢল দেখতে পাই, আমরা ভাবি যে এদের সবাই হলো পুরুষ। কারণ যখন আমরা উপত্যকাটির নিচে নেমেছিলাম, তখন ছিল ভোরের অন্ধকার। হঠাৎই আমরা এই উপলব্ধি করি যে, সরু উপত্যকা-টি ও তার গিরিখাত থেকে দলে দলে সৈন্যরা আমাদের দিকে এসে আমাদের-কে একযোগে আক্রমণ করছে। সর্বপ্রথম আমাদের যে অশ্বারোহী-দল টি আক্রান্ত হয় তা ছিল সুলায়েম গোত্রের ও তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে; অতঃপর তাদের অনুসরণ করে

মক্কাবাসীরা ও অতঃপর অন্যান্য লোকেরা পরাজিত অবস্থায় পিছনে না তাকিয়ে দৌড়ে পালায়।'

আনাস বলেছে: 'আমি শুনেছি যে, যখন লোকেরা দৌড়ে পালাচ্ছিল, তখন আল্লাহর নবী তাঁর ডান ও বাম দিকে তাকিয়ে দেখেন ও বলেন, "হে আল্লাহ ও তার নবীর সাহায্যকারীরা! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার ধৈর্যশীল রাসূল!"' সে বলেছে: অতঃপর আল্লাহর নবী তাঁর বর্শাটি নিয়ে লোকদের সম্মুখে অগ্রসর হয়; আর সেই সত্তার কসম যে তাঁকে সত্য সহ প্রেরণ করেছে:

"তারা পরাজিত হওয়া পর্যন্ত না কোন তরোয়াল আমাদের আঘাত করেছিল, কিংবা না কোন বর্শা আমাদের-কে করেছিল বিদ্ধ।"

অতঃপর আল্লাহর নবী তাঁর শিবিরে ফিরে আসেন ও আদেশ করেন, "মুসলমানদের হাতে ধৃত যে সমস্ত লোকেরা আছে, তাদের-কে যেন হত্যা করা হয়।"

হাওয়াজিন লোকেরা পলায়ন করা শুরু করে ও যে সমস্ত মুসলমানরা পলায়ন করেছিল তারা ফিরে আসে [পৃষ্ঠা: ৪৪০-৪৪১]।' ---

(তিনি বলেছেন: আবদ আল-রহমান বিন আবদ আল-আজিজ আমাকে <আসিম বিন ওমর বিন কাতাদা হইতে <আবদ আল-রহমান বিন জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে <তার পিতা [জাবির বিন আবদুল্লাহ] হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন যে, সে বলেছে: 'যখন লোকেরা দৃষ্টিগোচর হয় ও আল্লাহর কসম, তাদের পরাজিত লোকেরা যখন ফিরে আসে, তখন তারা দেখতে পায় যে বন্দীরা বন্দী অবস্থায় আল্লাহর নবীর সাথে আছে [পর্ব: ২০৫])।----

তারা বলেছে: হাওয়াজিনদের এক লোক তার লম্বা বর্শার আগায় তার কালো পতাকা-টি ধরে তার লাল উটের পিঠের ওপর বসেছিল। যখনই সে কোন লোককে অতিক্রম করছিল, তখনই সে তার বর্শা দিয়ে তাকে বিদ্ধ করছিল। সে মুসলমানদের

সঙ্গে যুদ্ধ তীব্রতর করে। আবু দুজানা তার কাছে আসে ও তার উটের পিছনের পায়ের মাংসপেশিগুলো কেটে দেয়। উট-টি ধরাশায়ী হওয়ার সময় যে আর্তনাদ করে, তা সে শুনতে পায়। অতঃপর আলী ও আবু দুজানা লোকটি-কে আক্রমণ করে।

আলী তার ডান হাত-টি কেটে ফেলে, আর আবু দুজানা কেটে ফেলে তার অন্য হাত-টি। তারা তার কাছে আসে ও উভয়ে তাদের তরোয়াল দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকে যতক্ষণ না তাদের তরোয়ালগুলো ভোঁতা হয়ে যায়। অতঃপর, তাদের একজন নিবৃত হয় ও অন্যজন তাকে শেষ করে ফেলে।

অতঃপর তাদের একজন তার সঙ্গী-কে বলে, "বাদ দাও, তার সঙ্গের মালামাল লুট করার নিমিত্তে আর ফিরে এসো না।" অতঃপর তারা যুদ্ধের জন্য আল্লাহর নবীর সম্মুখে গিয়ে হাজির হয়।

অতঃপর হাওয়াজিনদের এক অশ্বারোহী তার হাতে লাল পতাকা নিয়ে তাদের সম্মুখীন হয়। তাদের একজন অশ্বারোহী লোকটির হাতে আঘাত করে ও সে তার মুখ থুবড়ে মাটিতে পরে যায়। অতঃপর তারা তাদের তরোয়াল দিয়ে তাকে আঘাত করে ও তারা তার সাথের মালামালগুলো লুট না করে চলে আসে। আবু তালহা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সে প্রথম ব্যক্তিটির মালামাল লুট করে। ও অতঃপর আবার তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে শেষের লোকটির মালামাল লুট করে। উসমান বিন আফফান, আলী, আবু দুজানা, আয়মান বিন উবায়েদ আল্লাহর নবীর সম্মুখে থেকে যুদ্ধ করে।'

তিনি বলেছেন: সুলায়েমান বিন বিলাল আমাকে <উমারা বিন ঘাযিয়া হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন যে, সে বলেছে:

উম্মে উমারা বলেছে: 'সেই সময় লোকেরা সবদিক থেকে পরাজিত হয়, আমি তখন এক ধারালো তরোয়াল নিয়ে চারজন মহিলার সাথে ছিলাম। আর উম্মে সুলায়েমের

কাছে ছিল এক ছুরি, যেটি সে তার মধ্যবর্তী স্থানে পেঁচিয়ে রেখেছিল - সে ছিল গর্ভবতী, তার গর্ভে ছিল আবদুল্লাহ বিন আবি তালহা। আর সেখানে ছিল উম্মে সালিত ও উম্মে আল-হারিথ। তারা বলেছে: সে তরোয়াল-টি টেনে বের করার চেষ্টা করে ও আনসারদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, "এটা কি ধরণের রীতি! কেন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছো!"

সে বলেছে: 'আমি হাওয়াজিনদের এক লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করি, লোকটি এক গাঢ়-ধূসর উটের পিঠের ওপর বসেছিল। তার সাথে ছিল এক পতাকা। সে তার উট-টি মুসলমানদের গমন পথে রাখছিল। আমি তাকে বাধা প্রদান করি ও উটটির পায়ের গোড়ালির পেশী ও হাড়ের সংযুক্তি স্থানের মোটা তন্তুটির (Achilles' tendon) ওপর আঘাত করি। উট-টি ছিল উঁচু। লোকটি তার পিঠের ওপর ধরাশায়ী হয়।

আমি তার বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করি ও তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি তাকে আঘাত করতে থাকি।

আমি তার তরোয়াল-টি নিয়ে নিই ও পিঠের দিক থেকে গড়িয়ে পেটের ওপরে ওঠা আর্তনাদ-রত উটটি-কে ফেলে আসি। আল্লাহর নবী তাঁর হাতের তরোয়াল-টি উঁচু করে ধরেছিলেন। তিনি সেটির খাপটি ফেলে দিয়েছিলেন ও চিৎকার করে ডাকছিলেন, এই বলে, "হে গাভী অধ্যায়ের (Chapter of the Cow) সাথীরা!"

সে বলেছে: 'অতঃপর, মুসলমানরা ঘুরে দাঁড়ায় ও বলা শুরু করে, "হে আবু আবদ আল-রহমান! হে বানু উবায়েদুল্লাহ! হে আল্লাহর অশ্বারোহী সেনারা!" আল্লাহর নবী তাঁর অশ্বারোহী সেনাদের নাম রেখেছিলেন 'আল্লাহর অশ্বারোহী সেনা।' তিনি মুহাজিরদের কোড নাম দিয়েছিলেন 'আবু আবদ আল-রহমান;' আউস গোত্রের লোকদের কোড নাম দিয়েছিলেন 'বানু উবায়েদুল্লাহ।' অতঃপর আনসাররা ঘুরে

দাঁড়ায় ও হাওয়াজিনরা সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে ও অতঃপর তারা পরাজিত হয়। আল্লাহর কসম, আমি এর আগে এমন পরাজয় দেখি নাই। শত্রুরা চতুর্দিকে পলায়ন করে। আর আমার দুই পুত্র আমার কাছে ফিরে আসে - হাবিব ও আবদুল্লাহ, যায়েদের পুত্রদ্বয়; তাদের সাথে ছিল বেঁধে রাখা বন্দীরা। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের কাছে আসি ও তাদের একজনের মাথায় আঘাত করি। লোকেরা বন্দিদের নিয়ে আসা শুরু করে। আমি বানু মাযিন বিন নাজ্জার গোত্রের লোকদের সাথে ত্রিশ জন বন্দি দেখেছি। পরাজিত মুসলমানরা পালিয়ে সুদূর মক্কা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। অতঃপর তারা ঘুরে দাঁড়ায় ও ফিরে আসে। আল্লাহর নবী সকল-কে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করেন। [পৃষ্ঠা: ৪৪৩]' -----

ইমাম মুসলিমের (৮১৫-৮৭৫ সাল) বর্ণনা:

(সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৯) [149]

'আনাস বিন মালিক হইতে বর্ণিত: আমরা মক্কা বিজয় করি ও অতঃপর হুনায়েন অভিযানের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পৌত্তলিকরা সেখানে আসে ও আমার দেখা সবচেয়ে উত্তম সারিবদ্ধ-ভাবে তারা তাদের নিজেদের বিন্যাস করে।

তারা তাদের সম্মুখের সারি-গুলোতে তাদের অশ্বারোহী-সৈন্যদের স্থাপন করে, অতঃপর তার পরের সারিগুলোতে স্থাপন করে তাদের পদাতিক-বাহিনী ও তার পিছনের সারিগুলো-তে তাদের মহিলাদের। অতঃপর তার পিছনে তাদের ভেড়া, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীদের সারি। আমাদের লোকজনদের সংখ্যাও ছিল বিশাল, আর আমাদের (সংখ্যা) ছয় হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। আমাদের এক পাশে অশ্বারোহী-বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ। আর আমাদের ঘোড়াগুলি অবিলম্বে আমাদের পিছন দিক থেকে ঘুরে যায়। ঘোড়াগুলো হারানোর পর আমাদের অল্পই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে ও বেদুইন ও আমাদের পরিচিত অন্যান্য লোকেরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। (এই দৃশ্যটি দেখে) আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত

হোক) ডাকতে থাকেন, এই বলে, "হে মুহাজিররা, হে মুহাজিররা।" অতঃপর তিনি ডাকেন, "হে আনসাররা, হে আনসাররা।" (আনাস বলেছে: এই হাদিসটি এক দল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা বর্ণিত।) আমরা বলি, "হে আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক), আমরা আপনার ইশারা ও আহ্বানে হাজির।" অতঃপর আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সম্মুখে অগ্রসর হোন, আর সে (আনাস) বলেছে:

"আল্লাহর কসম, আমরা তাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই আল্লাহ তাদের পরাজিত করে ও আমরা তাদের সম্পদগুলো দখল করি। অতঃপর আমরা তায়েফের দিকে রওনা হই ও চল্লিশ রাত যাবত তাদের-কে ঘেরাও করে রাখি।"

তারপর আমরা মক্কায় ফিরে আসি ও (এক জায়গায়) শিবির স্থাপন করি, আর আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) আমাদের প্রত্যেক-কে একশো-টি করে উট প্রদান করা শুরু করেন। বাকী হাদিসও একই রকম।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারী), আল-ওয়াকিদি ও ইমাম মুসলিমের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদের ধূলি নিক্ষেপের পর:

(১) হাওয়াজিনরা মুসলমানদের ওপর কোনরূপ কার্যকর প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেন নাই; যা আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (পর্ব:২০৫) ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায়:

"অতঃপর মুশরিকরা পিছু হটে; না কোন তরোয়াল খাপ-মুক্ত করা হয়েছিল, না কোন তীর নিক্ষেপ কিংবা বর্শা নিক্ষেপ!"

"তারা পরাজিত হওয়া পর্যন্ত না কোন তরোয়াল আমাদের আঘাত করেছিল, কিংবা না কোন বর্শা আমাদের-কে করেছিল বিদ্ধ।"

বাস্তবিকই হুনায়েন যুদ্ধে মুসলমানদের নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র চার জন, যাদের একজন তাঁর ঘোড়ার ওপর থেকে মাটিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

(২) হাওয়াজিনরা পরাজিত হয়েছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আক্রমণে, যা আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও ইমাম মুসলিমের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায়:

"পলাতক লোকেরা যখন ফিরে আসে, তখন তারা দেখতে পায় যে আল্লাহর নবীর সাথে শুধু বন্দীরা হাতকড়া পরা অবস্থায় আছে।"

"আল্লাহর কসম, আমরা তাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই আল্লাহ তাদের পরাজিত করে ও আমরা তাদের সম্পদগুলো দখল করি।"

(৩) হাওয়াজিনরা ইচ্ছা করলেও পলাতক মুহাম্মদ অনুসারীদের পিছু ধাওয়া করে তাদের আক্রমণ করতে পারতেন না। কারণ, তাঁদের সঙ্গে ছিল পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, গবাদি-পশু ও সম্পদ এক বিশেষ নিয়মে; যা আমরা জানতে পারি আল-ওয়াকিদি ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনায়:

"তারা তাদের সম্মুখের সারি-গুলোতে তাদের অশ্বারোহী-সৈন্যদের স্থাপন করে, অতঃপর তার পরের সারিগুলোতে স্থাপন করে তাদের পদাতিক-বাহিনী ও তার পিছনের সারিগুলো-তে তাদের মহিলাদের। অতঃপর তার পিছনে তাদের ভেড়া, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীদের সারি।"

পরিবার-পরিজন ও গবাদি-পশুর এই বিশাল বহর সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানো মুহাম্মদ অনুসারীদের পিছু ধাওয়া করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

(৪) মুহাম্মদের আহ্বানে পলাতক অনুসারীদের একশত জন ফিরে এসে হাওয়াজিনদের "নৃশংস আক্রমণগুলো করেছিলেন অতর্কিতে", যা আমরা জানতে আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়। হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের নিহতের সংখ্যা ছিল: ইবনে ইশাকের বর্ণনায় ৭০ জন; ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তা ১০০ জন।

আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, হুনায়েন যুদ্ধে হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে। তাঁরা বলেছিলেন: *"আমরা লড়াই করব 'যতক্ষণে না আমরা তাকে পরাস্ত করতে পারি, কিংবা সে ফিরে যায় (বিস্তারিত: পর্ব-২০২)"*

তারা ফিরে গিয়েছিল:

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ অনুসারীদের সকলেই যখন মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গের "মাত্র দশ জন অনুসারী-কে (পর্ব:২০৩)" যুদ্ধের ময়দানে একা ফেলে রেখে পলায়ন করেছিলেন, তখন হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের লোকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন এই ভেবে যে, "তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন!" যে মুহূর্তে মুহাম্মদের সঙ্গে ছিল মাত্র দশ জন লোক, আর তাঁদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার, ইচ্ছা করলেই তখন তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর এই দশজন অনুসারীদের হত্যা করতে পারতেন। তাঁরা তা করেন নাই। এই ঘটনাটি তাঁদের পরম সহিষ্ণুতারই পরিচয় বহন করে। কী ঘটেছিল তখন? অতঃপর মুহাম্মদের একশত অনুসারীরা তাঁদের আক্রমণ করেছিলেন অতর্কিতে ও অমানুষিক নৃশংসতায়; যার প্রমাণ আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল-ওয়াকিদির বর্ণনা:

অতঃপর আল্লাহর নবী তাঁর শিবিরে ফিরে আসেন ও আদেশ করেন, "মুসলমানদের হাতে ধৃত যে সমস্ত লোকেরা আছে, তাদের-কে যেন হত্যা করা হয়।"

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আক্রমণ ও অমানুষিক নৃশংসতায় দিগভ্রান্ত অবস্থায় তাঁরা তাঁদের জীবন বাঁচানোর তাগিদে, তাঁদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদগুলো ফেলে রেখে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পলায়ন করেছিলেন।

সুতরাং, হুনায়েন যুদ্ধে হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের এই পরাজয়, "মুহাম্মদের ধূলি নিক্ষেপের" কারণে নয়। অবিশ্বাসীদের সহিষ্ণুতা ও মানবতার বিপরীতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত ও চোরাগোপ্তা হামলা, ত্রাস ও নৃশংসতার কারণে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [147]

The Messenger of God [Page 897] had dispatched the Sulaym on the day he set out from Mecca and made them the vanguard of the cavalry. The Messenger of God appointed Khālid b. al-Walīd to lead it and he continued to do so until he arrived in Jiʿrrāna. ------

Anas b. Mālik used to relate saying: When we reached Wādī Ḥunayn—it was one of those valleys of Tihāma with narrow

gorges—something came to us from the Hawāzin—no, by God, I had never, in that time, seen anything like such a dark multitude. They had driven their women, their property and their children, and arranged them in rows. They had placed the women on camels, behind the rows of men. Then they brought camels and cows and sheep and placed them behind that, claiming that they could not run away. And when we saw that dark multitude, we thought it all men, for when we descended into the wadi we were in the darkness of dawn. Suddenly, we felt, nothing but the squadrons that came out to us from the narrow valley and its gorges, and attacked us as one.

The first cavalry to be exposed, the cavalry of Sulaym, turned back, followed by the people of Mecca, followed by the people, defeated running without looking back. Anas said: I heard the Messenger of God looking around to his right and left while the people were fleeing, and he says, "O helpers of God [Page 898] and helpers of His messenger! I am the servant of God and his patient messenger!" He said: Then the Messenger of God came forward with his spear, in front of the people, and by Him who sent him with the truth, not a sword struck us nor a spear pierced us until God defeated them. Then the Prophet returned to the camp and he commanded that those who were caught by the Muslims be killed. The Hawāzin began to flee and those Muslims who had fled came back.

He said: Sulaymān b. Bilāl related to me from ʿUmāra b. Ghaziyya, who said: Umm ʿUmāra said: When, at that time, the people were defeated in every way, I was with **four women,** holding a sharp sword in my hand, while Umm Sulaym had a dagger which she had wrapped around her middle—and she was pregnant with ʿAbdullah b. Abī Ṭalḥa. And there was Umm Salīt and Umm al-Ḥārith.–They said: She tried to draw the sword [Page 903] while shouting at the Anṣār, "What custom is this! Why are you fleeing!" She said: I looked at a man from the Hawāzin on a dark grey camel. He had a flag. He was placing his camel in the tracks of the Muslims. I opposed him and struck the Achilles' tendon of the camel. It was a tall camel, and the man fell on his back. I strengthened against him and I continued to strike him until I killed him. -------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[145] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল): পৃষ্ঠা ৫৭০

[146] অনুরূপ বর্ণনা-আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল), ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১২-১৩

[147] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৯৬-৯০৫; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৪০-৪৪৪

[148] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৪৫৩: https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-19/Hadith-4453/

[149] অনুরূপ বর্ণনা - সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৯: https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-5/Hadith-2309/

Anas b. Malik reported: We conquered Mecca and then we went on an expedition to Hunain. The polytheists came, forming themselves into the

best rows that I have seen. They first formed the rows of cavalry, then those of infantry, and then those of women behind them. Then there were formed the rows of sheep and goats and then of other animals. We were also people large in number, and our (number) had reached six thousand. And on one side Khalid b. Walid was in charge of the cavalry. And our horses at once turned back from our rear. And we could hardly hold our own when our horses were exposed, and the bedouins and the people whom we knew took to their heels. (Seeing this) the Messenger of Allah (may peace be upon him) called thus: O refugees, O refugees. He then, said: O Ansar, O Ansar. (Anas said: This Hadith is transmitted by a group of eminent persons.) We said: At thy beck and call are we, Messenger of Allah. The Messenger of Allah (may peace be upon him) then advanced and he (Anas) said: By Allah, we had not yet reached them when Allah defeated them and we took possession of the wealth and we then marched towards Ta'if, and we besieged them for forty nights and then came back to Mecca and encamped (at a place), and the Messenger of Allah (may peace be upon him) began to bestow a hundred camels upon each individual. The rest of the Hadith is the same.

[150] 'তিহামা (Tihāma)': আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের নিম্নভূমি-তে অবস্থিত এক সরু অঞ্চল, যার সবচেয়ে প্রশস্ত অংশটি জেদ্দার পশ্চাদভূমি-তে অবস্থিত।

২০৭: হুনায়েন যুদ্ধ-৬: নবীর সন্ত্রাস ও অবিশ্বাসীদের আতঙ্ক!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত একাশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, হুনায়েন যুদ্ধের প্রাক্কালে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে দু'টি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ত্রাস ও অমানুষিক নৃশংসতার নয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তার প্রথম-টি হলো, ধৃত বন্দিদের হত্যার নির্দেশ; আর দ্বিতীয়-টি হলো, মৃত-ব্যক্তির যাবতীয় সম্পদ হত্যাকারী-অনুসারী কে প্রদান! প্রথম ঘটনাটির আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটির বর্ণনা আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ বিষয়ের সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি ও ইমাম বুখারী। তবে নবী মুহাম্মদ তাঁর এই প্রলোভন-টি ঠিক কখন তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, সে বিষয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ - কবিতা পঙক্তি পরিহার: [151]

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [152] [153]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২০৬) পর:

'আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে আবু কাতাদা আল-আনসারী হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে; এবং আমাদের সহচরদের একজন যার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই আমাকে < বানু গিফার আবু মুহাম্মদ গোত্রের মক্কেল নাফি হইতে < আবু কাতাদা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যা বলেছেন, তা হলো, পরের ব্যক্তি-টি বলেছেন:

হুনায়েনের দিনটি-তে আমি দুই জন লোক-কে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখেছি, যাদের একজন ছিল মুসলমান ও অন্যজন ছিল মুশরিক (polytheist)। পরের লোকটির এক বন্ধু তাকে মুসলমান-টির বিরুদ্ধে সাহায্য করার চেষ্টা করছিল, তাই আমি তার কাছে যাই ও তার এক হাতে আঘাত করি, আর সে তার অন্য হাত-টি দিয়ে আমার টুটি চেপে ধরে। আল্লাহর কসম, সে আমাকে ছেড়ে দেয় না যতক্ষণে না আমি রক্তের বোটকা গন্ধ পাই। সে আমাকে মেরেই ফেলেছিল; যদি তার রক্তক্ষরণ তাকে দুর্বল করে না দিতো, তবে সে হয়তো আমাকে তাইই করতো। পরন্তু, সে মাটিতে পড়ে যায় ও আমি তাকে আঘাত করি ও হত্যা করি। আমি লড়াইয়ে এত বেশী ব্যাপৃত ছিলাম যে আমি তার প্রতি আরও বেশী মনোনিবেশ করতে পারি নাই। মক্কাবাসীদের একজন তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মালামাল ছিনতাই করে।

অতঃপর, লড়াই যখন শেষ হয় ও আমরা শত্রুদের সাথে মোকাবেলা শেষ করি, তখন আল্লাহর নবী এই ঘোষণা দেন যে:

"যে কেউ কোন শত্রু-কে হত্যা করবে, সে তার সম্পদ লুটের মালের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত হবে।"

আমি আল্লাহর নবী-কে বলি যে: আমি এক ব্যক্তি-কে হত্যা করেছি, যার কাছে ছিল সম্পদ। আমি সেই সময় লড়াইয়ে এতই মগ্ন ছিলাম যে আমি জানি না কে তার মালামাল লুণ্ঠন করেছে। মক্কাবাসীদের একজন স্বীকার করে যে আমি সত্য বলেছি ও মালামালগুলো তার দখলে আছে। "অতএব, তার সন্তুষ্টির জন্য আমার পক্ষ থেকে

তার লুণ্ঠিত মালামালের অংশ আমি তাকে প্রদান করবো।" আবু বকর বলে, "আল্লাহর কসম, না; তার মালামাল থেকে কোন অংশই তুমি 'তার সন্তুষ্টির জন্য' প্রদান করবে না। তুমি কী আল্লাহর সিংহ-দের একজন-কে, যে তার ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেছে, তার মালামালের অংশ থেকে তোমাকে হিস্যা দিতে বাধ্য করবে? যে লোকটিকে সে হত্যা করেছে, সে লোকটির মালামাল তাকে প্রদান করো।" আল্লাহর নবী আবু বকরের কথা অনুমোদন করেন। এইভাবে, আমি সেই লুণ্ঠিত মালামাল তার কাছ থেকে গ্রহণ করি ও তা বিক্রি করি; অতঃপর সেই টাকাপয়সা দিয়ে এক ছোট খেজুরের বাগান কিনি। সেটিই ছিল আমার সর্ব-প্রথম সম্পত্তি, যার মালিক ছিলাম আমি।'

আমি সন্দেহ করি না এমন একজন ব্যক্তি <আবু সালামা হইতে < ইশাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবু তালহা হইতে < আনাস বিন মালিক হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছে: [154] [155]

"আবু তালহা একাই বিশ জন লোকের মালামাল লুণ্ঠন করেছিল (আল তাবারী: 'যাদের-কে সে হত্যা করেছিল')।"' ----

যখন হাওয়াজিনরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, থাকিফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু মালিক গোত্রের

লোকদের-কে হত্যার তীব্রতা বেড়ে যায়। তাদের পতাকার নীচে সত্তর জন (আল-ওয়াকিদি: 'প্রায় একশত জন') লোক-কে হত্যা করা হয়; যাদের মধ্যে ছিল উসমান বিন আবদুল্লাহ বিন রাবিয়া বিন আল-হারিথ বিন হাবিব। তাদের পতাকা-টি ছিল ধুল-খিমারের (Dhu'l-Khimar) নিকট। সে খুন হওয়ার পর, উসমান বিন আবদুল্লাহ তা গ্রহণ করে তা নিয়ে যুদ্ধ করে যতক্ষণে না তাকে হত্যা করা হয়। ----

আমির বিন ওহাব বিন আল-আসওয়াদ আমাকে যা বলেছেন, তা হলো: যখন তার মৃত্যুর খবর-টি আল্লাহর নবীর কাছে এসে পৌঁছে, তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, তাকে অভিশাপ বর্ষণ করো! সে কুরাইশদের ঘৃণা করত।"----- [156]

আহলাফ-দের (Ahlaf) পতাকা-টি ছিল কারিব বিন আল-আসওয়াদের নিকট। যখন লোকেরা পলায়ন করছিল, তখন সে সেটি এক গাছের সাথে হেলান দিয়ে রাখে ও অতঃপর সে তার কাজিনদের ও তার লোকদের সাথে পলায়ন করে। আহলাফ-দের মাত্র দুইজন লোক-কে হত্যা করা হয়; যাদের একজন ছিল বানু ঘিয়ারা (Ghiyara) গোত্রের ওহাব নামের এক ব্যক্তি ও অন্যজন বানু কুববা (Kubba) গোত্রের আল-জুলাহ (আল ওয়াকিদি: 'আল-লাজলিজ [Al-Lajlij]') নামের এক লোক। যখন আল্লাহর নবী আল-জুলাহর (al-Julah) হত্যার খবর-টি শুনতে পান, তিনি বলেন, "থাকিফ গোত্রের যুবক নেতাদের আজ হত্যা করা হয়েছে; ব্যতিক্রম ইবনে হুনায়দা, এর দ্বারা তিনি আল-হারিথ বিন উয়ায়েস (al-Harith b. Uways) কে বুঝিয়েছিলেন।"’

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [153]

তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন আমর বিন যুহায়ের আমাকে < উমর বিন আবদুল্লাহ আল-আবসি হইতে < রাবিয়া হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছে, সে বলেছে: 'আমাদের সম্প্রদায়ের একদল লোক যারা সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিল, আমাকে যা বলেছে, তা হলো: ----

আবু কাতাদা যা বলতো, তা হলো: 'আমরা যখন মুখোমুখি হয়েছিলাম, তখন মুসলমানরা পরাজিত হচ্ছিল। আমি দু'জন লোক-কে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখি, একজন ছিল মুসলমান ও অপরজন মুশরিক। মুশরিক লোক-টি ছিল মুসলমান লোকটির ওপর। আমি তার চারপাশে যাই ও পিছন দিক থেকে তার ঘাড় ও কাঁধের

মাঝখানের মাংসপেশির ওপর আঘাত করি। সে আমার কাছে আসে ও আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যে আমি তার নিঃশ্বাসে মৃত্যুর গন্ধ পাই। সে আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল, কিন্তু তার শরীর থেকে রক্ত নিঃসৃত হচ্ছিল। সে ভূপতিত হয়; আমি তাকে হত্যা করি ও তার মালামাল লুণ্ঠন না করেই ফিরে আসি। আমি উমরের সাক্ষাত পাই ও তাকে বলি, "কী ব্যাপার লোকজনদের?" সে জবাবে বলে, "এটি আল্লাহর নির্দেশ।"

অতঃপর লোকজন সত্যিই ফিরে আসে ও আল্লাহর নবী ঘোষণা করেন: "যে ব্যক্তি কোন শত্রু-কে হত্যা ও তার প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবে, সেইই হবে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত সম্পদের স্বত্বাধিকারী।"

তাই আমি উঠে দাঁড়াই ও বলি, "কে আছে এমন যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে?" অতঃপর আমি বসে পড়ি। অতঃপর, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি কোন শত্রু-কে হত্যা ও তার প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবে, সেইই হবে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত সম্পদের স্বত্বাধিকারী।" তাই আমি উঠে দাঁড়াই ও বলি, "কে হবে আমার পক্ষের সাক্ষী?" অতঃপর আমি বসে পড়ি। অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন: "যে ব্যক্তি কোন শত্রু-কে হত্যা করবে ও তার প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবে, সেইই হবে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত সম্পদের স্বত্বাধিকারী।"

আবদুল্লাহ বিন উনায়েস আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর, আমি আল-আসওয়াদ বিন আল-খুযায়ির সাথে সাক্ষাত করি ও সে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তারপর, হঠাৎ করেই, আমার যে সঙ্গী-টি সেই লুটের মালগুলো নিয়েছিল আর অস্বীকার করতে পারে না যে আমি সেই মুশরিক-টিকে হত্যা করেছিলাম। আমি আল্লাহর নবীর কাছে ঘটনা-টি বর্ণনা করি - আর সে বলে, "হে আল্লাহর নবী, সেই মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত সম্পদগুলো আমার কাছে আছে; আর আমি তা থেকে তাকে সন্তুষ্ট করবো।" আবু বকর বলে, "আল্লাহর কসম, এটি কখনও হবে না। আল্লাহর

সিংহদের একজনের কাছে, যে আল্লাহ ও তার রসুলের কারণে যুদ্ধ করে, কোন প্রস্তাব দিতে যেও না। সে তার লুণ্ঠিত মালামাল সামগ্রী তোমাকে হস্তান্তর করবে।" আল্লাহর নবী বলেন, "সে সত্য বলেছে। সেগুলো তাকে দিয়ে দাও।"

আবু কাতাদা বলেছে, "সে আমাকে সেগুলো দেয়।" হাতিব বিন আবু বালতা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "হে আবু কাতাদা, তুমি কী আমাকে অস্ত্রগুলো বিক্রি করবে?" তাই আমি তার কাছে সেগুলো সাত আওয়াকের [one Awāq = চল্লিশ দিরহাম] বিনিময়ে বিক্রি করি।

অতঃপর আমি মদিনায় আগমন করি ও বানু সালামা গোত্রের কাছ থেকে আমি এক খেজুরের বাগান ক্রয় করি, যা ছিল 'আল-রুদায়েনি' নামে পরিচিত। এটিই ছিল আমার সর্বপ্রথম সম্পত্তি, যা আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে পেয়েছি। এর অর্থে আজ অবধি আমরা আমাদের জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছি।' ---- [157]

তারা বলেছে: বানু নাসর ও তারপর বানু রিবাব গোত্রের লোকদের ওপর হত্যাকাণ্ডের তীব্রতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। আবদুল্লাহ বিন কায়েস নামের এক মুসলমান বলতে শুরু করে, "হে আল্লাহর নবী, বানু রিবাব গোত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।" সে বলেছে: আল্লাহর নবী বলেন, "হে আল্লাহ, তাদের দুর্দশা দূর করো!" ---

তিনি বলেছেন: উসামা বিন যায়েদ আমাকে < আল যুহরি হইতে < আবদুর রহমান বিন আযহার হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছে যে, সে বলেছে: 'আমি আল্লাহর নবী কে লোকজন-দের ভিতর দিয়ে যেতে দেখেছি। তিনি তাদের-কে খালিদের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমি তখন তাঁর সাথেই ছিলাম।

সেই সময় এক যুবক-কে ধরে আনা হয়। আল্লাহর নবী তাঁর সঙ্গের লোকদের এই আদেশ করেন যে তারা যেন তাদের হাতে যা কিছু আছে তাই দিয়ে লোক-টি কে আঘাত করে! আর, আল্লাহর নবী তার ওপর ধুলা নিক্ষেপ করেন।" [পৃষ্ঠা: ৪৫২]

সহি বুখারি. ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬১০: [157] [158]

আবু কাতাদা হইতে বর্ণিত: 'আমারা হুনাইন (যুদ্ধের) বছর-টিতে আল্লাহর নবীর সাথে গমন করি। অতঃপর আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হই, তখন মুসলমানরা (আল্লাহর নবী ও তাঁর কিছু সাহাবী ব্যতীত) পিছু হটে (শত্রুর কাছ থেকে)। আমি দেখতে পাই যে, পৌত্তলিকদের এক লোক মুসলমানদের এক লোক-কে পরাভূত করেছে। তাই আমি পৌত্তলিক-টিকে তার গলার পেছন দিক থেকে আঘাত করি, যার ফলে তাঁর বর্মটি কেটে যায়। পৌত্তলিক-টি আমার দিকে অগ্রসর হয় ও আমাকে এমন ভাবে চেপে ধরে যে, আমার মনে হয় যে আমি যেন মারা যাচ্ছি। অতঃপর, মৃত্যু তাকে গ্রাস করে ও সে আমাকে ছেড়ে দেয়। অতঃপর, আমি উমর-কে অনুসরণ করি ও তাকে বলি, "লোকগুলোর সমস্যা কী?" সে বলে, "এটি আল্লাহর আদেশ।"

অতঃপর, মুসলমানরা (তাদের পলায়নের পর যুদ্ধ ক্ষেত্রে) ফিরে আসে **ও (শত্রুদের পরাস্ত করার পর)** আল্লাহর নবী বসে পড়েন ও বলেন:

"যে কেহ কোন অবিশ্বাসী-কে হত্যা করবে ও এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবে, সেইই হবে তার 'সালব' (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পদ, যেমন: পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া, ইত্যাদি)।"

আমি (উঠে দাঁড়াই ও) বলি, "কে আমার সাক্ষী হবে?" ও অতঃপর আমি বসে পড়ি। অতঃপর আল্লাহর নবী তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন। অতঃপর তিনি একই কথা বলেন (তৃতীয় বার)। আমি উঠে দাঁড়াই ও বলি, "কে হবে আমার সাক্ষী?" ও অতঃপর আমি বসে পড়ি। আল্লাহর নবী আবারও তাঁর পূর্বের প্রশ্ন-টি করেন। তাই আমি উঠে দাঁড়াই। আল্লাহর নবী বলেন, "হে আবু কাতাদা, কী ব্যাপার?" তাই আমি তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা-টি বর্ণনা করি। এক লোক বলে, "আবু কাতাদা সত্য বলেছে ও মৃত ব্যক্তি-টির 'সালব (Salb)' আমার কাছে আছে; সুতরাং অনুগ্রহ পূর্বক আবু

কাতাদা-কে আমার পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের অনুমতি দিন।" আবু বকর বলে, "না! আল্লাহর কসম, এটি কখনই হবে না যে আল্লাহর নবী আল্লাহর সিংহদের একজন-কে, যে আল্লাহ ও তার রসুলের কারণে যুদ্ধ করে, বঞ্চিত করে তার ভাগের লুণ্ঠিত-সম্পদগুলো তোমাকে দান করবেন।" আল্লাহর নবী বলেন, "আবু বকর সত্য বলেছে। (এই যে লোকটা) তাকে সেগুলো (লুণ্ঠিত-সম্পদ) ফেরত দাও।" অতএব, সে আমাকে সেগুলো প্রদান করে ও তার মাধ্যমে (অর্থাৎ, লুণ্ঠিত সম্পদ) আমি বানু সালামা গোত্রের (জমি-তে) একটি বাগান খরিদ করি। আর সেটিই ছিল আমার প্রথম সম্পত্তি যা আমি ইসলাম গ্রহণের পর পেয়েছি।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারী), আল-ওয়াকিদি ও ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, হুনায়েন যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ যে অমানুষিক নৃশংসতার "সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত" স্থাপন করেছিলেন, তা হলো, "মানুষ হত্যায় নগদ-গনিমত প্রদান!" ইতিপূর্বে যুদ্ধ-জয়ের পর মুহাম্মদ গনিমতের যে ভাগাভাগি করতেন, তা ছিল, "তাঁর হিস্যায় প্রথমেই এক-পঞ্চমাংশ ও অতঃপর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের বাকি চার-পঞ্চমাংশ সমভাবে বণ্টন (কুরআন: ৮:৪১)! তা তাঁর কোন অনুসারী যুদ্ধক্ষেত্রে একজন লোক-কে হত্যা করুন, কিংবা দশজন, কিংবা কাউকেই নয়। হুনায়েন যুদ্ধে "গণিমতের বণ্টন" ছিল তার এই নিয়মের ব্যতিক্রম। অনুসারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বিশেষ প্রলোভন, "যে যত বেশী মানুষ খুন করতে পারবে, সে তত বেশী নগদ-গণিমত প্রাপ্ত হবে।" হুনায়েন যুদ্ধে তাঁর অনুসারীরা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আবু তালহা নামের মুহাম্মদের এক অনুসারী একাই **"বিশ জন"** লোকের মালামাল লুণ্ঠন করেছিলেন, যাদের-কে তিনি হত্যা করেছিলেন।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় মুহাম্মদ তাঁর এই সিদ্ধান্ত-টি জারী করেছিলেন, "যখন লড়াই শেষ হয়।"

ইমাম বুখারীর বর্ণনায় তা, "মুসলমানরা (তাদের পলায়নের পর যুদ্ধ ক্ষেত্রে) ফিরে আসে ও (শত্রুদের পরাস্ত করার পর)।" অর্থাৎ, ইমাম বুখারী তাঁর মূল বর্ণনায় "যখন লড়াই শেষ হয়" তথ্য-টি উদ্ধৃত না করে তা তিনি উল্লেখ করেছেন "ব্রাকেটে", বোধকরি তার ব্যক্তিগত মন্তব্য হিসাবে।

অন্যদিকে, আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদ তাঁর এই সিদ্ধান্ত-টি জারী করেছিলেন, "যখন লোকজন পলায়নের পর ফিরে আসে।"

এখন প্রশ্ন হলো, আদি উৎসের এই তিন-টি বর্ণনার কোন-টি যৌক্তিক? লড়াই শেষ হওয়ার পর মুহাম্মদ কী কারণে তাঁর অনুসারীদের এই "বিশেষ প্রলোভন" জারী করবেন? কী উদ্দেশ্যে? তার চেয়ে এটিই কী বেশী যৌক্তিক নয় যে, মুসলমানরা পলায়নের পর যখন ফিরে আসেন তখন মুহাম্মদ তাঁদের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে তাঁরা "গনিমতের লোভে" মরণ-পণ যুদ্ধ করবেন?" - যা আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

হুনায়েনের যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ অমানুষিক নৃশংসতায় ধৃত-বন্দিদের বন্দি অবস্থাতেই "যুদ্ধের ময়দানে" বন্দি-হত্যার নৃশংসতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ইতিপূর্বে, বদর যুদ্ধে তিনি যে দুই জন ধৃত-বন্দিদের বন্দি অবস্থাতেই হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন, তা ছিল যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন কালে (পর্ব: ৩৫); ওহুদ যুদ্ধের পর তিনি যে তিনজন বন্দি-কে হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন, তা ছিল যুদ্ধের ময়দান থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর (পর্ব: ৭১); খন্দক যুদ্ধের পর তিনি বন্দি অবস্থাতেই “বানু কুরাইজা গোত্রের লোকদের ওপর যে গণহত্যা চালিয়েছেন", তা কোন যুদ্ধ ছিল না, ছিল প্রহসন (পর্ব: ৮৭-৯৫); খায়বার আক্রমণের পর তিনি

বন্দি অবস্থাতেই সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাবের (পর্ব: ১৪২-১৪৪) স্বামী কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবুল হুকায়েক-কে অমানুষিক নৃশংসতায় যে নিপীড়ন ও হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন, তা ছিল যুদ্ধের পর তাঁদের পরিবারের ধন-ভাণ্ডারের সন্ধান জানার অভিপ্রায়ে (পর্ব: ১৪১)।

নবী মুহাম্মদ তাঁর স্ব-রচিত জবানবন্দি কুরআনে, সুনির্দিষ্ট ভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, 'হুনায়েন যুদ্ধে তাঁর আল্লাহ, তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের সাহায্য ও সান্ত্বনার নিমিত্তে এমন এক অলৌকিক সেনাবাহিনী অবতীর্ণ করেছিলেন, "যাদের তোমরা দেখতে পাওনি (কুরান: ৯:২৬)।" অন্যদিকে, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায় আমারা জানতে পারি: হুনায়েন যুদ্ধের দিন-টিতে নবী মুহাম্মদের কিছু অনুসারী এই দাবী করেছেন যে, "তাঁরা এই অলৌকিক সেনাবাহিনী স্বচক্ষে দেখেছেন (পর্ব: ২০৫)!" নিশ্চিতরূপেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী দাবী একই সাথে কখনোই সত্য হতে পারে না! মুহাম্মদের "৯:২৬-বানীটি" সত্য হলে হুনায়েন যুদ্ধে "ফেরেশতা-বাহিনী আগমনের" কোন চাক্ষুষ সাক্ষ্য থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং, হুনায়েন যুদ্ধে "ফেরেশতা-বাহিনী আগমনের" যিনি দাবীদার, তিনিই একমাত্র সাক্ষী-দাতা। তাই তা মুহাম্মদের সত্যবাদিতার "প্রমাণ" হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

সর্বোপরি, মুহাম্মদ যদি সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে তাঁর আল্লাহ আসমান থেকে ফেরেশতা-বাহিনী প্রেরণ করেছেন, তবে কোন তিনি তাঁর অনুসারীদের "বন্দি হত্যা ও নয়া নগদ-গনিমতের প্রলোভনের" নির্দেশ জারী করবেন?

নিশ্চিতরূপেই মুহাম্মদের এই নয়া বন্দি হত্যা ও নগদ-গনিমত প্রলোভনের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো, "অবিশ্বাসীদের নির্বিচারে হত্যা ও তাদের অন্তরে ত্রাস-সৃষ্টি!" হুনায়েন যুদ্ধে এই ঘটনা-টিই ঘটেছিল! অর্থাৎ, হুনায়েন যুদ্ধে মুহাম্মদ বিজয়ের প্রকৃত কারণ হলো, "তাঁর সন্ত্রাস!"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [153]

'He said: ʿAbdullah b. ʿAmr b. Zuhayr related to me from ʿUmar b. ʿAbdullah al-ʿAbsī from Rabīʿa, who said: A group of our community who attended, at that time, related to me saying: ----

Abū Qatāda used to relate: When we met, the Muslims were being defeated. I saw two men fight, a Muslim and a polytheist, and the polytheist was above the Muslim. I went around him until I came to him from behind and struck him on the sinew between his neck and shoulder. He came to me and embraced me such that I smelled on him the breath of death. He almost killed me but that the blood drained from him. He fell, and I killed him and departed, leaving his booty. I met ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, and said, "What is the matter with the people?" He replied, "It is the command of God." Then indeed the people returned, and the Messenger of God said, "Whoever kills an enemy and has proof, his booty belongs to him." So I stood up and said, "Who will give evidence for me?" Then I sat down. Then he said, "Whoever makes a killing and he

has proof, to him belongs his booty.” So I stood up and said, “Who will be my witness?” Then I sat down. Then the Messenger of God said, “Whoever makes a killing and has proof, to him belongs his booty.”

ʿAbdullah b. Unays testified for me. Then I met al-Aswad b. al-Khuzāʿī and he testified for me. And all of a sudden, my companion who took the booty no longer denied that I had killed the polytheist. I narrated the story to the Prophet—and he said, “O Messenger of God, the booty of that dead is with me and so I will satisfy him.” And Abū Bakr said, “This, by God, will never be. [Page 909] Do not approach one of the lions of God who fight about God and His messenger. He will hand over to you his booty.” The Messenger of God said, “He is honest. Give it to him.” Abū Qatāda said, “He gave it to me.” Ḥāṭib b. Abī Baltaʿa said, “O Abū Qatāda, will you sell me the weapons?” So I sold them to him for seven Awāq. Then I came to Medina and purchased an orchard of date palms from the Banū Salama with it called al-Rudaynī. It was the first property that I obtained in Islam. We continue living from it to this day of ours.-----

They said: the killing of the Banū Naṣr and then of the Banū Ribāb intensified. ʿAbdullah b. Qays—he was a Muslim—began saying, “O Messenger of God, the Banū Ribāb are destroyed.” He said: The Messenger of God said, “O God, relieve their misery!” ----

He said: Usāma b. Zayd related to me from al-Zuhrī from ʿAbd al-Raḥmān b. Azhar, who said: I saw the Prophet in Ḥunayn pass through the men, asking them about the situation of Khālid b. al-Walīd, while I was with him. At that time a youth was brought and the Prophet commanded those who were with him to strike him with whatever was in their hands, and he scattered dust on him.'---

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[151] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৭১-৫৭৫

[152] অনুরূপ বর্ণনা-আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১৩- ১৬

[153] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৯০৬-৯১০ ও ৯২২; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৪৫-৪৪৬ ও ৪৫২:

[154] ইশাক বিন আবি তালহা ছিলেন একজন আদি মদিনা-বাসী মুসলমান (আনসার)। তিনি ৭৪৯-৭৫০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

[155] আনাস বিন মালিক ছিলেন একজন সাহাবী ও সর্বাধিক পরিচিত মুহাদ্দিসদের একজন। তিনি ৭০৯-৭১১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দশ বছর বয়সের সময়, মুহাম্মদের হিজরতের পর, তাঁর মা তাঁকে ভৃত্য হিসাবে নবী মুহাম্মদ-কে প্রদান করেন।

[156] নবী মুহাম্মদ তাঁর স্ব-রচিত জবান-বন্দি কুরানের অসংখ্য বাক্যে আল্লাহর নামে তাঁর প্রতিপক্ষ-কে "অভিশাপ বর্ষণ" করেছেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা - পর্ব: ১১-১২:
https://drive.google.com/file/d/0BwbIXqxRzoBOejFmTXhTdk5zNDA/view

[157] অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারি. ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬১০:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-610/

Narrated By Abu Qatada: We set out along with the Prophet during the year of (the battle of) Hunain, and when we faced the enemy, the

Muslims (with the exception of the Prophet and some of his companions) retreated (before the enemy). I saw one of the pagans over-powering one of the Muslims, so I struck the pagan from behind his neck causing his armor to be cut off. The pagan headed towards me and pressed me so forcibly that I felt as if I was dying. Then death took him over and he released me. Afterwards I followed 'Umar and said to him, "What is wrong with the people?" He said, "It is the Order of Allah." Then the Muslims returned (to the battle after the flight) and (after overcoming the enemy) the Prophet sat and said, "Whoever had killed an Infidel and has an evidence to this issue, will have the Salb (i.e. the belonging of the deceased e.g. clothes, arms, horse, etc)." I (stood up) and said, "Who will be my witness?" and then sat down. Then the Prophet repeated his question. Then the Prophet said the same (for the third time). I got up and said, "Who will be my witness?" and then sat down. The Prophet asked his former question again. So I got up. The Prophet said, What is the matter, O Abu Qatada?" So I narrated the whole story; A man said, "Abu Qatada has spoken the truth, and the Salb of the deceased is with me, so please compensate Abu Qatada on my behalf." Abu Bakr said, "No! By Allah, it will never happen that the Prophet will leave a Lion of Allah who fights for the Sake of Allah and His Apostle and give his spoils to you." The Prophet said, "Abu Bakr has spoken the truth. Give it (the spoils) back to him (O man)!" So he gave it to me and I bought a garden in (the land of) Banu Salama with it (i.e. the spoils) and that was the first property I got after embracing Islam.

[158] অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারি. ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬১১ https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-611/

পর্ব-২০৮: হুনায়েন যুদ্ধ-৭: পিছু ধাওয়া ও রক্তের হোলি-খেলা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত বিরাশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার নিরপেক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: হাওয়াজিনদের সহিষ্ণুতা ও মানবিকতার (পর্ব: ২০৬) বিপরীতে নবী মুহাম্মদের অমানুষিক নৃশংসতায় হলো হুনায়েন যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের প্রকৃত কারণ; যার আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আক্রমণ ও নৃশংসতায় হাওয়াজিনরা তাঁদের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে দিগ্বিদিকে পলায়ন শুরু করে। কিছু লোক পালিয়ে আশ্রয় নেয় 'আল-তায়েফ' অঞ্চলে। কিছু লোক পালিয়ে শিবির স্থাপন করে 'আল আওতাস' এলাকায়। আর, কিছু লোক যায় 'নাখলা' অঞ্চলে। মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারীরা প্রাণ-ভয়ে ভীত এই লোকগুলোর পিছু ধাওয়া করে; তাঁদের বন্দী ও হত্যা করে পাশবিক নৃশংসতায়! মুহাম্মদের "কোন প্রলোভনে" তাঁর অনুসারীরা মানুষ হত্যার রক্তের এই হোলি-খেলায় মেতে উঠেছিল, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। যত বেশী মানুষ খুন, তত বেশী পার্থিব নগদ-গনিমত প্রাপ্তি! মানুষ খুনের বিনিময়ে ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য প্রাপ্তির খোলা ঘোষণা!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ - কবিতা পঙক্তি পরিহার: [159]

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [160] [161]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২০৭) পর:

'মুশরিকরা বিতাড়িত হওয়ার পর আল-তায়েফে গমন করে। তাদের সঙ্গে ছিল মালিক বিন আউফ। অন্যরা শিবির স্থাপন করে 'আল আওতাসে'। তাদের কিছু লোক, শুধুমাত্র বানু থাকিফের অন্তর্ভুক্ত বানু ঘিয়ারা (আল-ওয়াকিদি: 'বানু আনাযাহ') গোত্রের লোকেরা, নাখলার উদ্দেশ্যে গমন করে। আল্লাহর নবীর অশ্বারোহী বাহিনী ধাওয়া করে নাখলার রাস্তায় গমনকারী লোকদের পিছনে, গিরিপথ-গামী লোকদের পিছনে নয়।' [162] [163] [164]

অতি-বৃদ্ধ দুরায়েদ বিন আল-সিমমার (পর্ব-২০২) পাশবিক হত্যাকাণ্ড:

'রাবিয়া বিন রুফায়ে বিন উহবান বিন থালাবা বিন রাবিয়া বিন ইয়ারবু বিন সামমাল বিন আউফ বিন ইমরুল-কায়েস, যাকে তার মায়ের নাম অনুসারে ইবনে দুঘুননা (Ibn Dughunna) নামেই বেশী ডাকা হতো, দুরায়েদ বিন আল সিমমা-কে ধরে ফেলে ও তার উটের গলার রশিটি চেপে ধরে এই চিন্তায় যে সে ছিল এক নারী; কারণ সে তার ডুলির (হাওদার [Howdah]) মধ্যে অবস্থান করছিল। অতঃপর সে বিস্মিত হয়ে দেখে যে লোকটি ছিল পুরুষ। সে উট-টি কে হাঁটু গেড়ে বসায় ও দেখে যে লোক-টি অতিবৃদ্ধ - দুরায়েদ বিন আল সিমমা। যুবক-টি তাকে চিনতো না। দুরায়েদ তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে, তার নাম কী ও সে কী চায়। জবাবে সে তাকে জানায় যে, সে তাকে হত্যা করতে চায়।

অতঃপর সে তাকে তার তরোয়াল দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না। দুরায়েদ বলে: "কী ভোঁতা অস্ত্রই না তোমার মা তোমাকে দিয়েছে! আমার উটের জিনের পিছনে ডুলির ভিতরে আমার যে তরোয়াল-টি আছে তা নিয়ে এসো ও

আমাকে আঘাত করো (আল তাবারী: 'মেরুদণ্ডের উপরে কিন্তু মস্তিষ্কের নীচে, কারণ আমি সেইভাবে মানুষদের হত্যা করতাম।')।

অতঃপর যখন তুমি তোমার মায়ের সাথে মিলিত হবে, তখন তাকে বলো যে তুমি দুরায়েদ বিন আল সিমমা-কে হত্যা করেছো; কারণ-টি হলো এই যে আমি বহুকাল যাবত তোমাদের নারীদের সুরক্ষা দিয়েছি (আল তাবারী: 'আল্লাহর কসম, আমি কতবার যে তোমাদের নারীদের রক্ষা করেছি!')।"

বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা দাবী করে যে, রাবিয়া বলেছে: "আমি যখন তাকে আঘাত করি, সে পড়ে যায় ও উলঙ্গ হয়ে পড়ে। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখি যে তার ঊরুসন্ধি ও দুই উরুর অভ্যন্তরের অংশটি কাগজের মতো, ঘোড়ার পিঠের ওপর গদি (জিন) ছাড়া অশ্ব-চালনার কারণে।"

রাবিয়া যখন তার মায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করে ও তাকে বলে যে সে তাকে হত্যা করেছে; [আল তাবারী: 'তার মা'] বলে, "আল্লাহর কসম, সে তোদের তিনজন মা ও ঠাকুরমা-কে মুক্ত করেছিল।"

(আল-ওয়াকিদি: ---'তার মা বলে, "আল্লাহর কসম, সে এক সন্ধ্যায় তোদের তিনজন মা-কে মুক্ত করেছিল। আর সে ছেঁটে দিয়েছিল তোর পিতার কপালের উপরে থাকা মাথার চুলের গুচ্ছ।" যুবক-টি বলে, "আমি তা জানতাম না।" [পৃষ্ঠা ৪৪৮-৪৪৯])

আল্লাহর নবী আবু আমির আল-আশারি কে 'আওতাসের' পথে গমনকারী লোকদের পিছু ধাওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। সে পলাতক কিছু লোকের নাগাল ধরে ফেলে। এই সংঘর্ষে এক তীরের আঘাতে আবু আমীর নিহত হয় ও তার চাচাত ভাই আবু মুসা আল-আশারী যুদ্ধের ঝাণ্ডা-টি গ্রহণ করে। সে যুদ্ধ চালিয়ে যায়; আল্লাহ তাকে বিজয়ী করে ও শত্রুদের তাড়িয়ে দেয়। কথিত আছে যে, সালমা বিন দুরায়েদ নামের এক

ব্যক্তি আবু আমিরের হাঁটুতে তীর-বিদ্ধ করে, আর সেই ক্ষত-টি তার প্রাণনাশের কারণ হয়। ----

যুদ্ধের এই সময়টি-তে মালিক বিন আউফ তার কিছু অশ্বারোহী লোকদের নিয়ে এক গিরিপথের সম্মুখে এসে থেমে যায় ও তাদের বলে যে যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্বলরা এই পথটি অতিক্রম না করে ও পিছনে পড়া লোকজন তাদের নাগাল পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তারা সেখানে অপেক্ষা করে। তারা তাই করে।' -----

আল তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [160]

'আবু জাফর [আল-তাবারী]: যে সমস্ত লোকেরা আওতাস (Awtas) নামক স্থানে পালিয়ে যায়, তাদের পিছু ধাওয়ার জন্য আল্লাহর নবী (তাঁর লোকদের) প্রেরণ করেন।

মুসা বিন আবদ আল-রহমান আল-কিনদি হইতে < আবু ওসামা হইতে < বুরায়েদ বিন আবদুল্লাহ [বিন আবু বারদা] হইতে <আবু বারদা বিন [আবু মুসা] হইতে < তার পিতা (আবু মুসা আল-আশারি) হইতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক: [165]

'আল্লাহর নবী হুনায়েন থেকে ফিরে আসার পর আবু আমির (আল-আশারি) কে এক সেনাবাহিনী সহ 'আওতাসের' উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সে দুরায়েদ বিন আল-সিমমার মুখোমুখি হয় ও তাকে হত্যা করে; অতঃপর, আল্লাহ দুরায়েদের সঙ্গীদের বিতাড়িত করে।' [166] [167] [168]

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [161]

(তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন আমর বিন যুহায়ের আমাকে < উমর বিন আবদুল্লাহ আল-আবসি হইতে < রাবিয়া হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছে, সে বলেছে:

'আমাদের সম্প্রদায়ের একদল লোক যারা সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিল, আমাকে যা বলেছে, তা হলো [পৃষ্ঠা ৪৪৫]): -------

তারা বলেছে: যারা 'আওতাসের' পথে গমন করে, তাদের পিছু ধাওয়ার জন্যে আল্লাহর নবী আবু আমির আল-আশারি কে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে একটি ঝাণ্ডা প্রদান করেন। তিনি যাদের-কে প্রেরণ করেন, তাদের মধ্যে ছিল **সালামা বিন আল-আকওয়া**, সে যা বলতো, তা হলো:

যখন হাওয়াজিনরা পরাজিত হয়, তারা 'আওতাসে' এক বিরাট শিবির স্থাপন করে। তাদের যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তারা তো পালিয়েই গিয়েছিল; আর যারা নিহত হয়েছিল, তারা তো নিহতই হয়েছিল; আর যারা বন্দি হয়েছিল তারা তো বন্দীই হয়েছিল। আমরা তাদের শিবিরে পৌঁছায়। হঠাৎ তারা আমাদের বাধা প্রদান করে। এক লোক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানায়, এই বলে, "কে আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করবে?" তাই আবু আমির তার সাথে লড়াই করে।

সে বলেছে: আল্লাহ সাক্ষী, আবু আমির তাকে হত্যা করে। একই ভাবে সে আরও নয় জন লোক-কে হত্যা করে। তার নবম দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রাক্কালে এক চিহ্নিত ব্যক্তি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের অনুরোধ জানায়, আবু আমির দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করে ও তাকে হত্যা করে। তার দশম দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময়টিতে যে চিহ্নিত ব্যক্তি-টি ছিল, তার পরিধানে ছিল হলুদ পাগড়ি। তাই আবু আমির বলে, "আল্লাহই যেন হয় আমার সাক্ষী!"

সে বলেছে: কিন্তু লোকটি বলে, "আল্লাহ যেন সাক্ষী না হয়!" অতঃপর সে আবু আমির-কে আঘাত করে ও তাকে হত্যা করে। আমরা তাকে বহন করে নিয়ে আসি, যখন তার মধ্যে জীবনের স্ফুলিঙ্গ তখনো অবশিষ্ট ছিল। সে আবু মুসা আল-আশারি কে তার উত্তরসূরি নিযুক্ত করে। আবু আমির আবু মুসা-কে জানায় যে হলুদ পাগড়ির মালিক লোকটি তাকে হত্যা করেছে।

তারা বলেছে: আবু আমির তার উত্তরসূরি নিযুক্ত করে আবু মুসা-কে। সে তাকে ঝাণ্ডা-টি দেয় ও বলে, "আমার ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র-গুলো তুমি নবী-কে প্রদান করো।" আবু মুসা তাদের সাথে লড়াই করে, যতক্ষণে না আল্লাহ তাকে বিজয়ী করে। সে আবু আমিরের হত্যাকারী-কে হত্যা করে; ও তার ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র-গুলো নবীর কাছে নিয়ে আসে। সে বলে, "নিশ্চয়ই আবু আমির আমাকে এ বিষয়ে যে আদেশ করেছে, তা হলো, 'আল্লাহর নবী-কে বলো যে তিনি যেন আল্লাহর কাছে আমার ক্ষমার জন্য দোয়া-প্রার্থনা করেন।'" আল্লাহর নবী উঠে দাঁড়ান ও দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, আবু আমির-কে ক্ষমা করো। তাকে আমার সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় লোকদের সাথে জান্নাতে স্থান দিও!" তিনি আদেশ করেন যে, আবি আমিরের রেখে যাওয়া সম্পদ-গুলো যেন তার পুত্র-কে দেয়া হয়।

সে বলেছে: আবু মুসা বলেছিল, "হে আল্লাহর নবী, আমি জানি যে আল্লাহ আবু আমির-কে ক্ষমা করেছে, কারণ সে শহিদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে। বরঞ্চ আপনি আমার জন্য আল্লাহ-কে বলুন।" তাই নবী বলেন, "হে আল্লাহ, আবু মুসা-কে ক্ষমা করো ও তাকে আমার সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় লোকদের সাথে স্থান দাও!" যারা এই বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল, তারা এটিকে দুই রায়ের দিন হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল।'

মালিক বিন আউফ আল নাসরির পলায়ণ:

‘মালিক বিন আউফ তার অনুসারীদের মধ্যে থেকে তার অশ্বারোহী লোকদের নিয়ে এক গিরিপথের নিকট এসে দাঁড়ায়। অতঃপর সে বলে, "তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তারা আগে অগ্রসর না হত্তয়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো; অতঃপর সবার শেষে তাদের অনুসরণ করো।"

সে বলে, "যা কিছু দেখছো, তা মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করো।" তারা বলে, "আমরা একটি সম্প্রদায়-কে তাদের ঘোড়াগুলোর ওপর দেখতে পাচ্ছি। তারা তাদের

বর্শাগুলো ঘোড়াগুলির পশ্চাৎ-ভাগে রেখেছে।" সে বলে, "তারা তোমাদের ভাই, বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা। তারা তোমাদের জন্য হুমকি নয়। যা কিছু দেখছো, তা মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করো।" তারা বলে, "আমরা লোকদের পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাচ্ছি, যারা তাদের বর্শাগুলো ঘোড়াগুলির পশ্চাৎ-ভাগে রেখেছে।" সে বলে, "তারা খাযরাজ গোত্রের লোকেরা; তাদের কাছ থেকে তোমাদের কোন বিপদ নেই। তোমারা তোমাদের ভাইদের পথ অনুসরণ করো।" সে বলে, "যা কিছু দেখছো, তা মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করো।" তারা বলে, "আমরা একটি সম্প্রদায়-কে দেখছি, তাদের প্রতিমাগুলো ঘোড়াগুলোর ওপর।" সে বলে, "সেটি হলো কাব বিন লুয়েভি গোত্র। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে।"

যখন অশ্বারোহী বাহিনী তাকে (মালিক-কে) আড়াল করে, তখন সে তার ঘোড়া থেকে নেমে আসে, এই ভয়ে যে তাকে হয়তো বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর তৎক্ষণাৎই সে গাছ-গছালির ভিতরে আশ্রয় নেয় ও নাখলার শীর্ষে অবস্থিত ইয়াসুম পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যাত্রা করে। সে পালিয়ে যায়, তাই তারা তার কাছে পৌঁছতে পারে না।

কিছু লোক বলে: সে বলেছিল, "তোমারা কী দেখতে পাচ্ছো?" তারা বলেছিল, "আমরা দুই লোকের মাঝখানে এক ব্যক্তি-কে দেখতে পাচ্ছি, যার কাছে আছে এক হলুদ ফিতা ও যে সজোরে জমিনে তার পা ঠোকাচ্ছে। সে তার বর্শা-টি তার কাঁধের ওপর রেখেছে।” সে বলেছিল, "সে হলো সাফিয়ার পুত্র আল-যুবায়ের। আল্লাহর কসম, নিশ্চিতই সে তোমাদের জায়গা থেকে তোমাদের উচ্ছেদ করবে!" যুবায়ের তাদের-কে দেখতে পায় ও আক্রমণ করে ও তাদের-কে গিরিপথ থেকে ধরে নিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখে। মালিক বিন আউফ পালিয়ে যায় ও লিয়ার দুর্গের (Qasr bi Liyya) মধ্যে আশ্রয় নেয় ও নিজেকে সুরক্ষিত করে। কথিত আছে যে, সে থাকিফদের এক দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করেছিল।' [পৃষ্ঠা: ৪৪৯-৪৫০]।

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১, হাদিস নম্বর ৬০৯২: [167] [168] [160]

'আবু বারদা তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যা বর্ণনা করেছেন, তা হলো: হুনায়েন যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পর, আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) আবু আমির-কে সেনাপ্রধান হিসাবে আওতাসের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তার সাথে সংঘর্ষ হয় দুরায়েদ বিন আল-সিমমার; দুরায়েদ-কে হত্যা করা হয় ও আল্লাহ তার সঙ্গীদের পরাস্ত করে।

আবু মুসা বলেছে: তিনি (নবী করীম সাঃ) আমাকে আবু আমিরের সঙ্গে প্রেরণ করেন। আবু আমির তার হাঁটুতে তীর-বিদ্ধ হয় আঘাত প্রাপ্ত হয়, তীর-টি (ছুঁড়েছিল) বানু জুশাম গোত্রের এক লোক। সেটি তার হাঁটুতে বিদ্ধ হয়। আমি তার কাছে যাই ও বলি: চাচা, কে তোমাকে তীর-টি ছুঁড়েছিল? আবু আমির আবু মুসার দিকে ইঙ্গিত করে ও বলে: বস্তুত: যে ব্যক্তি আমার উপর তীর-টি ছুঁড়েছে, সে আমাকে প্রকৃতপক্ষে হত্যাই করেছে।

আবু মুসা বলেছে: আমি তাকে হত্যার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অনুসরণ করি ও তার নাগাল ধরে ফেলি। আর আমাকে দেখতে পেয়ে সে হঠাৎ চম্পট দেয়। আমি তাকে অনুসরণ করি ও তাকে বলি: তোমার কী লজ্জা বোধ হয়না (এ ভাবে পালাতে), তুমি কী আরব নও? কেন তুমি থামছো না? সে থেমে যায় ও তার সাথে আমার এক সংঘর্ষ হয়। আমরা একে অপর-কে (তরোয়ালের) আঘাত করি। আমি তাকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করি ও হত্যা করি। অতঃপর আমি আবু আমিরের কাছে ফিরে আসি ও বলি: বস্তুতই যে ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাকে হত্যা করেছে। আর সে বলে: এখন তীর-টি টেনে তুলে ফেলো। আমি যখন তীর-টি টেনে উঠাই, সেখান (জখম) থেকে পানি বের হয়ে আসে। আবু আমির বলে: হে আমার ভাতিজা, আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক) কাছে যাও ও তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাও ও তাঁকে বলো যে আবু আমির আপনাকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আর্জি জানিয়েছে। অতঃপর

আবু আমির আমাকে তার লোকদের প্রধান নিযুক্ত করে ও তার অল্প সময় পরে সে মারা যায়।

আমি আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) কাছে আগমন করি ও তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। তিনি তখন দড়ি দিয়ে বোনা এক দোলনার উপর শুয়ে ছিলেন, যার ওপরে কোন বিছানা ছিল (না); যে কারণে আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) পিঠ ও তার দুই পাশে ছিল দড়ি-গুলোর ছাপ। আমাদের ওপর যা ঘটেছিল তা আমি তাকে খুলে বলি ও আবু আমিরের ঘটনা-টি বর্ণনা করার পর তাঁকে জানাই যে, সে তাঁকে এই আর্জি জানিয়েছে যে তিনি যেন তার জন্য (আল্লাহর) ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যে কারণে আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) পানি আনতে বলেন ও তা দিয়ে তিনি অজু করেন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত উত্তোলন করেন ও বলেন: হে আল্লাহ, তুমি তোমার দাস আবু আমির-কে ক্ষমা করে দাও। (নবী করিম (সাঃ) তাঁর এই প্রার্থনা কালে হাতগুলো এত উপরে উঠিয়েছিলেন যে) আমি তাঁর বগলের সাদা দাগ-টি (শুভ্রতা) দেখতে পাই। তিনি আবারও বলেন: হে আল্লাহ, তুমি তাকে তোমার সৃষ্ট সত্তাদের মধ্যে বেশী প্রাধান্য কিংবা জনগণের মধ্যে বেশী সম্মান প্রদান করো। আমি বলি: হে আল্লাহর নবী, আপনি আমার জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। যে কারণে আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন: হে আল্লাহ, তুমি আবদুল্লাহ বিন কায়েসের (আবু মুসা আশারী) পাপ-গুলো মার্জনা করো ও কিয়ামতের দিন তুমি তাকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করো। আবু বারদা যা বলেছে, তা হলো: একটি প্রার্থনা ছিল আবু আমিরের জন্য ও অপর-টি ছিল আবু মুসার জন্য।'

সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৪৪: [169]

সালামা বিন আল-আকওয়া হইতে বর্ণিত:

আমরা আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সাথে হাওয়াজিন যুদ্ধ-টি করি। (একদিন) যখন আমরা আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সাথে সকালের নাস্তা করছিলাম, লাল রংয়ের উঠের পিঠের ওপর চড়ে সেখানে এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। সে তাকে হাঁটু গেড়ে বসায়, তার জিনের পেটি থেকে এক টুকরা চামড়ার দড়ি বের করে ও তা দিয়ে উট-টি কে বেঁধে রাখে। অতঃপর সে লোকদের সাথে খাবার খাওয়া শুরু করে ও (কৌতূহলী দৃষ্টি-তে চারপাশে) দেখতে থাকে। আমাদের অবস্থা ছিল দরিদ্র ও তাই আমাদের কিছু লোক এসেছিল পদব্রজে (সওয়ারী পশু না থাকার কারণে)। হঠাৎ করেই সে তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যায়, তার উটের কাছে আসে, উট-টি কে সে হাঁটু গেড়ে বসায়, তার ওপর উঠে বসে ও জন্তু-টি কে চালনা করে; অতঃপর সেটি তাকে নিয়ে দৌড়ে চলে যায়। (তাকে গুপ্তচর মনে করে) বাদামী রংয়ের উষ্ট্রীর ওপর বসা এক লোক তাকে তাড়া করে।

সালামা (বর্ণনাকারী) বলেছে: আমি পায়ে হেঁটে তার পশ্চাদনুসরণ করি। আমি দৌড়াতে থাকি যতক্ষণে না আমি উট-টির ঊরু-দেশের কাছে এসে পৌঁছোই। আমি আরও অগ্রসর হয়ে উট-টির পাছার কাছে যাই। আমি আরও বেশী অগ্রসর হয়ে উট-টির নাকে লাগানো দড়ি-টি ধরে ফেলি। আমি তাকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করি। যখনই সেটি তার হাঁটু মাটি-তে স্থাপন করে, আমি তরোয়াল উন্মুক্ত করি ও সওয়ারি লোকটির মাথায় আঘাত করি; সে নিচে পড়ে যায়। আমি লোকটির মালামাল ও অস্ত্রশস্ত্র সহ উট-টি তাড়িয়ে নিয়ে আসি। আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য সামনে এগিয়ে আসেন, তাঁর সাথে ছিল লোকজন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: কে এই লোক-টি কে হত্যা করেছে? লোকেরা বলে: ইবনে আকওয়া। তিনি বলেন: এই লোকটির সমস্ত কিছুই তার (ইবনে আকওয়া)।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমারা জানতে পারি: স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী-কে প্রেরণ করেন নাখলার রাস্তায় পলায়নকারী লোকদের পিছনে। অতি-বৃদ্ধ দুরায়েদ বিন আল-সিমমা কে হত্যা করা হয় অমানুষিক নৃশংসতায়! মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে তাঁর হত্যাকারী ছিল রাবিয়া বিন রুফায়ে বিন উহবান; আর আল-তাবারী, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনা মতে, তাঁর হত্যাকারী ছিল আবু আমির আল-আশারি। তাঁদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো:

"এই অতিবৃদ্ধ লোকটি তাঁর হত্যাকারীর পরিবারের তিনজন মহিলা-কে রক্ষা করেছিলেন। শুধু তাইই নয়, আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে এই অতিবৃদ্ধ লোকটি ছিলেন হত্যাকারীর পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-যুক্ত।"

আবু আমির আল-আশারি কে একদল অনুসারী সহ মুহাম্মদ প্রেরণ করেন 'আওতাসে' গমনকারী লোকদের বিরুদ্ধে। আবু আমির কম-পক্ষে দশজন লোক-কে হত্যা করে ও নিজেও নিহত হয়, সালমা বিন দুরায়েদ নামের এক অবিশ্বাসীর তীরের আঘাতে। এই যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের পক্ষের সংগঠক ও সাধারণ দিকনির্দেশনার দায়িত্ব পালনকারী যুবক, ৩০ বছর বয়সী নেতা মালিক বিন আউফ আল নাসরি (পর্ব: ২০২) ছিল 'আল-তায়েফের' উদ্দেশ্যে পলায়নকারী লোকদের সঙ্গে। সে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে আল-তায়েফের এক দুর্গের ভিতরে।

আমারা ইতিমধ্যেই জেনেছি, 'হুনায়েন যুদ্ধে' আক্রমণকারী দল-টি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা; আর হাওয়াজিনরা সমবেত হয়েছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসনের কবল থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায়। সে কারণেই মুহাম্মদের প্রায় সকল অনুসারী যখন মুহাম্মদ-কে প্রায় একা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা মুহাম্মদ-কে আক্রমণ করেন নাই। মুহাম্মদে প্রাণ রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদের এই

সহিষ্ণুতার কারণে। অন্যদিকে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা পলায়নরত হাওয়াজিনদের পিছু ধাওয়া করে হত্যা করেছিলেন নির্বিচারে। পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট!

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [161]

He said: ʿAbdullah b. ʿAmr b. Zuhayr related to me from ʿUmar b. ʿAbdullah al-ʿAbsī from Rabīʿa, who said: A group of our community who attended, at that time, related to me saying: ------

They said: The Messenger of God sent Abū ʿĀmir al-Ashʿarī on the tracks of those who went to **Awṭās.** He gave him a flag. With him in that sending was Salama b. al-Akwāʿ, and he used to relate saying: When the Hawāzin were defeated they set up a large camp in Awṭās. Those who dispersed from them. And those who were killed were killed. And those who were taken prisoner were taken prisoner. We reached their camp, and all of a sudden they were obstructing us. A man challenged to a duel, saying, "Who will fight a duel?" so Abū ʿĀmir fought him. He said: May God be my witness, Abū ʿĀmir killed him and nine others in this manner.

When it was his ninth duel a marked man begged for a duel, and Abū ʿĀmir dueled and killed him. When it was the tenth duel, there was a marked man wearing a yellow turban. So Abū ʿĀmir said, [Page 916] “May God be my witness!” He said: And the man says, “May God not witness!” And he struck Abū ʿĀmir and killed him. We carried him while there was a spark of life in him. He appointed Abū Mūsā al-Ashʿarī his successor; Abū ʿĀmir informed Abū Mūsā that the owner of the yellow turban had killed him.

They said: Abū ʿĀmir appointed Abū Mūsā his successor. He gave him the flag and said, “Give my horse and weapons to the Prophet.” Abū Mūsā fought them until God conquered for him. He killed the killer of Abū ʿĀmir. He brought his weapons and took them and his horse to the Prophet. He said, “Indeed Abū ʿĀmir commanded me about this. He said, “Say to the Messenger of God, ‘Ask God’s forgiveness for me.’” The Messenger of God stood up and prayed two bowings. Then he said, “O God, forgive Abū ʿĀmir. Make him among the uppermost of my community in Paradise!” He commanded that the bequest of Abū ʿĀmir be given to his son. He said: Abū Mūsā said, “O Messenger of God, I know that God has forgiven Abū ʿĀmir for he was killed a martyr. But ask God for me.” So the Prophet said, “O God, forgive Abū Mūsā and place him with the highest of my companions!” Those who witnessed that called it the day of the two judgments.’

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[159] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৭৪- ৫৭৫

[160] অনুরূপ বর্ণনা-আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১৬-১৮

[161] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৯০৬ ও ৯১৪-৯১৮; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৪৫ ও ৪৪৮-৪৫০:

[162] 'আওতাস': হাওয়াজিন অঞ্চলের এক উপত্যকা, যেখানে হুনাইনের যুদ্ধ-টি সংঘটিত হয়েছিল।

[163] 'আল-তায়েফ': মক্কার ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে 'সারাত (Sarat)' পর্বতমালার উপরে অবস্থিত একটি শহর।

[164] 'নাখলা': মক্কা থেকে প্রায় দুই রাত্রির যাত্রা-পথে অবস্থিত একটি উপত্যকা।

[165] Ibid: আল-তাবারী নোট নম্বর: ১২১-১২৬

"মুসা বিন আবদ আল-রহমান বিন সাইদ বিন মাসরুক আল-কিনদি আল কুফি ৮৭১-৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আবু ওসামা: হামমাদ বিন ওসামা বিন যায়েদ আল-কুরায়েশি আল কুফি মৃত্যুবরণ করেন ৮১৬-৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। আবু বারদা আমির বিন আবু মুসা আল-আশারি ছিলেন কুফায় সর্বপ্রথম নিযুক্ত কাজীদের একজন; তিনি ৭২১-৭২২ সাল কিংবা ৭২২-৭২৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আবু মুসা আল-আশারি ছিলেন ইয়েমেন থেকে আগত এক ব্যক্তি; ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন ও খায়বার যুদ্ধের প্রাক্কালে [পর্ব: ১৩০-১৫২] তিনি মদিনায় আগমন করেন; তিনি আলীর সমর্থক হিসাবে খ্যাত ছিলেন ও সিফফিনের যুদ্ধের পর আলী তাঁকে মধ্যস্থতাকারী (arbiter) হিসাবে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি আমর বিন আল-আসের প্রতারণার শিকার হোন; তিনি ৬৬২-৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আবু আমির আল-আশারি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।"

[166] Ibid: আল-তাবারী নোট নম্বর -১২৭:

"এই রিপোর্ট-টি রাবিয়া বিন রুফায়ের কর্তৃক দুরায়েদের হত্যার পূর্বোক্ত রিপোর্ট-টির সাথে সাংঘর্ষিক। ইবনে হিশাম তার সিরাত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: যে ব্যক্তি দুরায়েদ-কে হত্যা করেছে, তার নাম হলো আবদুল্লাহ বিন কুনায়ে বিন উহবান বিন থালাবা বিন রাবিয়া। বালাধুরি তাঁর 'আনসাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: আবু আমির-কে হত্যা করে ইবনে দুরায়েদ বিন আল-সিমমা, আর সে কারণে আল-দাহহাক বিন আবদ আল-রহমান আল-আশারি তাকে হত্যা করে।"

[167] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১, হাদিস নম্বর ৬০৯২: https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-31/Hadith-6092/

[168] অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬১২: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-612/

[169] সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৪৪: https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-19/Hadith-4344/

২০৯: হুনায়েন যুদ্ধ-৮: নবী মুহাম্মদের উদারতা- আবারও!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত তিরাশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হুনায়েন যুদ্ধের আলোচনা কালে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা গর্বভরে যা বয়ান করেন, তা হলো: এই যুদ্ধকালে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নারী ও শিশুদের প্রতি অতুলনীয় উদারতা ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বাস্তবিকই, আদি উৎসের প্রায় সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ 'সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে' এ বিষয়ের বর্ণনা বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁদের সেই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই যুদ্ধের প্রাক্কালে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের প্রতি এই নির্দেশ জারী করেছিলেন যে, তারা যেন, "নারী ও শিশুদের হত্যা ও গর্ভবতী যুদ্ধ-বন্দিনীদের সাথে যৌনকর্ম না করে।" তাঁদের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, এই যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ তাঁর পালিত বোনের (Foster sister) প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছিলেন। শুধু তাইই নয়, তিনি তাঁর এই পালিত বোনের 'বিজাদ (Bijad)' নামের এক ভাই-কে ও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন! যে ভাই-টি এক মুসলমান-কে শুধু যে হত্যা করেছিলেন তাইই নয়; তাকে হত্যার পর বিজাদ তার লাশ-টি টুকরো-টুকরো করে কেটে আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ - কবিতা পঙক্তি পরিহার: [170]

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [171] [172]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২০৮) পর:

‘আমাদের সহচরদের একজন আমাদের যা বলেছে, তা হলো: আল্লাহর নবী সেদিন এক স্ত্রীলোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার চারিপাশে লোকজন জড়ো হয়েছিল ও যাকে হত্যা করেছিল খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ। ঘটনা-টি জানার পর তিনি খালিদের কাছে এক বার্তা পাঠান, এই বলে যে,

সে যেন কোন শিশু, কিংবা নারী, কিংবা ভাড়াটে দাস-কে হত্যা না করে।

বানু সা'দ বিন বকর গোত্রের এক লোক আমাকে বলেছে:

‘সেদিন আল্লাহর নবী বলেছিলেন, "যদি তোমরা বানু সা'দ বিন বকর গোত্রের বিজাদ-কে ধরতে পারো, তবে যেন তাকে তোমরা তোমাদের কাছ থেকে পালাতে দিও না," কারণ সে ভীষণ অন্যায় কাজ করেছে। মুসলমানরা তাকে ধরে ফেলে ও তারা তাকে তার পরিবারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। তার সাথে ছিল (তাবারী: 'তার বোন'), আল্লাহর নবীর পালিত বোন আল সেইমা বিনতে আল-হারিথ (তাবারী: 'বিন আবদুল্লাহ) বিন আবদুল উজ্জা। [173]

তাকে [সেইমা-কে] তারা তার সাথে ধরে নিয়ে আসার সময় তার প্রতি কঠোর আচরণ করে। সে মুসলিমদের বলে যে সে আল্লাহর নবীর পালিত বোন, কিন্তু তারা তাকে আল্লাহর নবীর কাছে ধরে নিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাকে বিশ্বাস করে না।

ইয়াযিদ বিন উবায়েদ আল-সাদি [মৃত্যু: ৭৪৭-৭৪৮ সাল] আমাকে যা বলেছে, তা হলো:

'আল্লাহর নবীর কাছে তাকে ধরে নিয়ে আসার পর সে দাবী করে যে, সে তাঁর পালিত বোন। যখন তিনি তাকে তার প্রমাণ হাজির করতে বলেন, তখন সে বলে যে, "তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাওয়ার সময় তুমি আমার পিঠে যে কামড় দিয়েছিলে তার দাগ।" আল্লাহর নবী সেই প্রমাণের সত্যতা স্বীকার করেন ও তার বসার জন্য তাঁর পোশাকটি প্রসারিত করে দেন ও তার সাথে সদয় আচরণ করেন। তিনি তাকে স্নেহ ও সম্মানের সাথে তাঁর সাথে থেকে যাওয়া, কিংবা উপঢৌকন সহ তার লোকদের কাছে ফিরে যাওয়া প্রস্তাবের যে কোন একটি বেছে নিতে বলেন। সে পরের প্রস্তাব-টি বেছে নেয়। বানু সা'দ গোত্রের লোকদের দাবী এই যে তিনি তাকে মাখুল (Makhul) নামের এক ক্রীতদাস ও এক ক্রীতদাসী প্রদান করেন; তারা একে অপরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যাদের বংশধররা এখনও বিদ্যমান।'

হুনায়েন যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিল, তারা হলো:

(১) কুরাইশদের বানু হাশিম [মুহাম্মদের গোত্র] গোত্রের: 'আয়মান বিন উবায়েদ।' (আল-ওয়াকিদি: 'আয়মান বিন উবায়েদ ছিল উম্মে আয়মানের পুত্র-সন্তান। সে ছিল নবীর কাছে আশ্রিত' এক আনসার; বাল হারিথ বিন আল-খাযরাজদের অন্তর্ভুক্ত [পর্ব: ২০৩])।

(২) বানু আসাদ বিন আবদুল-উজ্জা গোত্রের: ইয়াযিদ বিন যা'মা বিন আল-আসওয়াদ বিন আল-মুত্তালিব। 'আল-জানাহ' নামের তার এক ঘোড়া তাকে ফেলে দেয় ও হত্যা করে। [আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় এই নাম-টি অনুপস্থিত; পরিবর্তে তিনি রুকায়াম বিন থাবিত বিন থালাবা বিন যায়েদ বিন লাওধান (Ruqaym b. Thābit b. Thaʿlaba b. Zayd b. Lawdhān) নামের এক আনসারের নাম উদ্ধৃত করেছেন (পৃষ্ঠা: ৪৫২)]

(৩) আনসারদের মধ্যে: বানু আজলান গোত্রের 'সুরাকা বিন আল-হারিথ বিন আদি'।

(৪) আশারিয়ানদের মধ্যে: আবু আমির আল-আশারি। [174]

হুনায়েনের যুদ্ধ-বন্দী ও তাদের সম্পদ-গুলো আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসা হয়। মাসুদ বিন আমর আল-ঘিফারি (আল-তাবারী: 'মাসুদ বিন আমর আল-কারী'; আল-ওয়াকিদি: 'বুদায়েল বিন ওয়ারাকা আল-খুযায়ি') ছিল লুণ্ঠিত মালগুলোর তত্ত্বাবধানে। অতঃপর আল্লাহর নবী এই আদেশ জারী করেন যে, যুদ্ধ-বন্দী ও পশুগুলো-কে যেন 'আল-জিরানা' নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানে তাদের পাহারা দিয়ে রাখা হয়। [175]

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [171]

'ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ < ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত:

পরাজিত থাকিফের লোকেরা আল-তায়েফে গমন করার পর তারা তাদের শহরের দরজা-টি বন্ধ করে দেয় ও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উরওয়া বিন মাসুদ ('Urwah b. Mas'ud) ও ঘায়েলান বিনা সালামা (Ghaylan b. Salamah), এই দুই জনের কেহই হুনায়েন যুদ্ধ ও তায়েফ দখল প্রত্যক্ষ করে নাই। (কারণ) তারা তখন জুরাশ নামক স্থানে Testudo ('আল-দাববাদ ও আল-দুবুর') ও Catapult ('আল-মাজানিক') যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করছিল। [176] [177] [178]

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [172]

ইবনে আবি সাবরা আমাকে যা বর্ণনা করেছে, তা হলো, সে বলেছে:

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবি সা'সা আমাকে জানিয়েছে যে, সা'দ বিন উবাদা তখন খাযরাজ গোত্রের লোকদের চিৎকার করে ডাকছিল, "হে আল-খাযরাজ! হে আল খাযরাজ!" আর, উসায়েদ বিন হুদায়ের [ডাকছিল], "হে আল-আউস," তিনবার। তারা চতুর্দিক থেকে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করছিল যে, মনে হয়েছিল তারা হলো মৌমাছি যারা তাদের নেত্রীর (রানী) কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। সে বলেছে: মুসলমানরা তাদের প্রতি ছিল ক্রুদ্ধ; তারা তাদের হত্যা করে ও শত্রুর শিশু-

সন্তানদের হত্যার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। এটি আল্লাহর নবীর কাছে পৌঁছে ও তিনি বলেন:

"লোকদের কী হয়েছে যে তারা এমনকি শিশুদের ও হত্যা করতে যায়! নিশ্চিতই শিশুদের কখনই হত্যা করা উচিত নয়!" তিনবার বলেন।

উসায়েদ বিন হুদায়ের বলে, "হে আল্লাহর নবী, নিশ্চিতই তারা মুশরিকদের সন্তান?" আল্লাহর নবী জবাবে বলেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে উত্তম তারা কী মুশরিকদের সন্তান নয়? প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর স্বভাবই সহজাত, যে পর্যন্ত না তার জিহ্বা তার অভিপ্রায় প্রকাশ করতে পারে। তাদের পিতৃপুরুষরাই তাদের ইহুদী বা খ্রিস্টান করে তোলে।" [পৃষ্ঠা ৪৪৫]। ----

আল্লাহর নবী সুলায়েম গোত্রের লোকদের সম্মুখে প্রেরণ করেন, তাদের নেতৃত্বে ছিল খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ। আল্লাহর নবী এক মৃত মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার চারিপাশে লোকেরা সমবেত হয়েছিল। তিনি বলেন, "এটা কী?" তারা বলে, "একজন নারী, খালিদ যাকে হত্যা করেছে।" আল্লাহর নবী এক ব্যক্তি-কে হুকুম করেন যে সে যেন খালিদের নাগাল ধরে ফেলে ও তাকে বলে:

"আল্লাহর নবী তোমাকে অবশ্যই নারী ও বৃদ্ধদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।"

আল্লাহর নবী অন্য একজন মহিলা-কে দেখতে পান ও তার সম্বন্ধে জানতে চান। এক লোক বলে: "হে আল্লাহর নবী, আমি তাকে হত্যা করেছি। আমি তাকে আমার পিছনে বসিয়েছিলাম, সে আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল; তাই আমি তাকে হত্যা করেছি।" আল্লাহর নবী বলেন যে, তাকে যেন কবর দেওয়া হয়।

তারা বলেছে: আল্লাহ যখন হাওয়াযিনদের পরাজিত করে, মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে ও হত্যা করে। ---- আল্লাহর নবী সেই অঞ্চলে খানাতল্লাশি চালানোর হুকুম জারী করেন। অতঃপর তিনি তার অশ্বারোহী সেনাদল-কে বলেন, "যদি তোমারা বিজাদ-কে পাকড়াও করতে পারো, তবে তাকে পালাতে দিও না! সে এক মারাত্মক অপকর্ম করেছে!"

বিজাদ ছিল বানু সা'দ গোত্রের এক লোক। তার কাছে এসেছিল এক মুসলমান। বিজাদ তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

সে তার অপরাধ জানতো, সে পালিয়ে যায়। অশ্বারোহী বাহিনীর লোকেরা তাকে ধরে ফেলে। তার সাথে ছিল আল্লাহর নবীর পালিত বোন, সেইমা বিনতে আল-হারিথ বিন আবদ আল-উজ্জা। -- [অবশিষ্ট বর্ণনা ইবনে ইশাকের ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ]।

সে [সেইমা] ধর্মান্তরিত হয়।

আল্লাহর নবী তাকে তিন-টি ক্রীতদাস ও একটি ক্রীতদাসী প্রদান করেন। তাদের একজন-কে ডাকা হতো 'মাখুল' নামে। ক্রীতদাসী-টি এই ক্রীতদাস-কে বিবাহ করে।

আবদ আল-সামাদ বলেছে: আমার পিতা আমাকে জানিয়েছে যে, সে তার [সেইমার] সন্তান ও বানু সা'দ গোত্রের নাগাল পেয়েছিলেন। আল-সেইমা তার বাড়ি ফিরে আসে ও সেখানের মহিলারা তার সাথে বিজাদ সম্বন্ধে কথা বলে। তাই সে আল্লাহর নবীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে ও তাঁর কাছে এই আর্জি করে যে, তিনি যেন বিজাদ-কে ক্ষমা করেন ও তাকে উপহার স্বরূপ বিজাদ-কে প্রদান করেন। তিনি তাই করেন।

অতঃপর তিনি তার জন্য এক কিংবা দুইটি উট নিয়ে আসার আদেশ দেন ও তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান যে, তাদের মধ্যে আর কারা অবশিষ্ট আছে। সে তাঁকে তার বোন, তার ভাই ও তাদের আন্কেল আবু বারকান সম্বন্ধে অবহিত করায়। সে আল্লাহর নবীর সাথে তাদের সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথা বলে। অতঃপর আল্লাহর নবী তাকে বলেন, "আল-জিরানায় ফিরে যাও, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে থাকবে; কারণ আমি আল-তায়েফ যাচ্ছি।" তাই সে আল-জিরানায় প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহর নবী আল-জিরানায় তার কাছে এসেছিলেন ও তার নিজের ও তার পরিবারের অন্যান্য অবশিষ্ট সদস্যদের জন্য প্রদান করেছিলেন গবাদি পশু ও ভেড়া। [পৃষ্ঠা: ৪৪৮-৪৪৯] ----

তারা বলেছে: সেই সময় মুসলমানরা দুইজন মহিলা-কে বন্দী করে। তারা তাদের সাথে সহবাস করতে দারুণ অপছন্দ করে এই জন্য যে তারা ছিল বিবাহিতা। তারা এ বিষয়ে আল্লাহর নবী-কে জিজ্ঞাসা করে।

তখন আল্লাহ নাজিল করেন:
(তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ) বিবাহিত মহিলারা, ব্যতিক্রম হলো তারা যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারী [যুদ্ধ-বন্দিনী/দাসী- কুরআন: ৪:২৪]।

সেই সময় আল্লাহর নবী বলেন:
বন্দিনীদের মধ্যে যারা গর্ভবতী, তাদের-কে "মাড়ানো (trampled)" উচিৎ নয় যতক্ষণে না তারা সন্তান-প্রসব করে। বন্দিনীদের মধ্যে যারা গর্ভবতী নয়, তাদের ব্যাপারে তোমরা তার ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করো। [অনুরূপ বর্ণনা: সুন্নাহ আবু দাউদ, বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২১৫৩।] [179]

সেই সময় তারা নবীকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি জবাবে বলেন,

"গর্ভবতী হওয়ার জন্য সমস্ত 'জল' প্রয়োজনীয় নয়; আর যখন আল্লাহ তা ইচ্ছা করে, কোন কিছুই তাকে এড়াতে পারবে না।" [পৃষ্ঠা: ৪৫১]।

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, হুনায়েন যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ নিশ্চিতই "যুদ্ধ-বন্দি নারী ও শিশুদের হত্যার নিষেধাজ্ঞা" জারী করেছিলেন। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনা ছাড়াও, আমরা মুয়াত্তা ইমাম মালিকের (৭১১-৭৯৫ সাল) বর্ণিত কমপক্ষে দুই-টি (বই নম্বর ২১, হাদিস নম্বর ৯ ও ১১); ও ইমাম মুসলিমের বর্ণিত কমপক্ষে পাঁচ-টি (বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর: ৪৩১৯, ৪৩২০; ৪৪৫৬; ৪৪৬০; ৪৪৬১) হাদিসে অনুরূপ বর্ণনা দেখতে পাই। [180]

প্রশ্ন হলো:
"অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণে যুদ্ধ-বন্দি নারী ও শিশুদের বাবা, চাচা-ফুপা, দাদা-নানা, ভাই, স্বামী ও অন্যান্য সকল প্রাপ্ত বয়সের পুরুষ আত্মীয় স্বজনদের অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করার পর; এইসব হতভাগ্য নারী শিশুদের হত্যা না করার নির্দেশ-কে কী মুহাম্মদের উদারতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত বলে আখ্যায়িত করা যায়?

ভুললে চলবে না, মুহাম্মদের আবিষ্কৃত মতবাদে এই সব যুদ্ধ-বন্দী নারী ও শিশুরা হলো, "মুসলমানদের অর্জিত সম্পদ; গনিমতের মাল!" যা তারা ব্যবহার করতে পারেন দাস ও যৌন-দাসী রূপে! বিতরণ করতে পারেন বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-অনাত্মীয় স্বজনদের মধ্যে! তাদের বিক্রয় করতে পারেন ও সেই বিক্রয় লব্ধ সম্পদে ধনী হতে পারেন অতি অল্প সময়ে! কোন সাধারণ বুদ্ধির মানুষও কী তার অর্জিত এই মহামূল্যবান "গণিমত" ধ্বংস করে? যদি তারা তা না করে, তবে কী তাদের-কে "উদার ও মহানুভব" ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়?

সত্য হলো, ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের আরোপিত মুহাম্মদের এই সকল মহানুভবতার দাবী একান্তই হাস্যকর; যার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, মুহাম্মদের খায়বার আগ্রাসন (পর্ব: ১৪২); বানু আল-মুসতালিক আগ্রাসন (পর্ব: ১০১) ও তাঁর মদিনার নবী জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা কালে। আদি উৎসের উপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট হয়, তা হলো, "মুহাম্মদ ছিলেন ধীর-স্থির ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এক মানুষ!" তাঁর অনুসারীরা যখন উত্তেজিত হয়ে তাঁদের নিজেদেরই অর্জিত সম্পদ (গনিমত) ধ্বংস করা শুরু করেছিলেন, তখন মুহাম্মদ তা প্রতিহত করেছিলেন তাঁর নির্দেশের মাধ্যমে। এই সত্যতার প্রমাণ হলো, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের নিম্ন-বর্ণিত হাদিস-গুলো:

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ২৫৬: [181]

‘আস-সা'ব বিন জাথথামা হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী আল-আবওয়া বা ওয়াদদান নামক স্থানে আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, রাতের বেলায় পৌত্তলিক যোদ্ধাদের ওপর হামলার সময় যদি এই সম্ভাবনা থাকে যে তাদের স্ত্রী ও শিশুরা বিপদের কবলে আছে তবে তাদের ওপর আক্রমণ করা জায়েয কি না। আল্লাহর নবী জবাবে বলেন, "তারা (অর্থাৎ, নারী ও শিশুরা) তাদের (অর্থাৎ পৌত্তলিকদের) অন্তর্ভুক্ত।" -
(অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই-১৯, হাদিস: ৪৩২১; ৪৩২২ ও ৪৩২৩।) [182]

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে হামলা-কালে যদি "নারী ও শিশুরা" তাঁদের মধ্যেই অবস্থান করে, তবে তাদের বিপদের সম্ভাবনা যত বেশীই থাকুক না কেন, তাদের-কে সহ হামলা করতে হবে। কারণ, তারা, *"অবিশ্বাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত!"*

তালেবান, ইসলামিক স্টেট, বোকো-হারাম সহ প্রায় সকল ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের ইসলামে নিবেদিত-প্রাণ সদস্যরা শিশুদের স্কুল সহ অন্যান্য জনসমাগমস্থল-গুলোতে

বাছবিচারহীন (indiscriminate) হামলা পরিচালনা করে সাধারণ নিরীহ মানুষদের ওপর যে হত্যা যজ্ঞ চালান, তার আদি উৎস হলো মুহাম্মদের এই শিক্ষা!

পালিত বোন সেইমা বিনতে আল-হারিথ বিন আবদুল উজ্জার প্রতি নবী মুহাম্মদের উদারতা ও সহানুভূতির ওপরে বর্ণিত উপাখ্যানের বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারী যে "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" তথ্যের কোন উল্লেখই করেন নাই তা হলো,

"সেইমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ!"

“নবী মুহাম্মদ ছিলেন দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরম মানসিকতার অধিকারী" এক ব্যক্তি। একদিকে অবিশ্বাসীদের প্রতি যেমন ছিল তাঁর সীমাহীন ঘৃণা, ত্রাস-হত্যা, আগ্রাসী হামলা, নৃশংসতা ও অমানবিকতা; অন্যদিকে অনুসারীদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম সহমর্মিতা, দায়িত্বজ্ঞান ও মানবিকতা" - মুহাম্মদের সাফল্যের চাবি-কাঠি ছিল এখানেই, যার বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব:১৭৯)। সুতরাং, ধর্মান্তরিত সেইমার প্রতি মুহাম্মদের এই অকৃত্রিম সহমর্মিতা, দায়িত্বজ্ঞান ও মানবিকতায় অবাক হওয়ার কোনই কারণ নেই। যদিও আদি উৎসের বর্ণনায় উল্লেখিত হয় নাই, তবুও প্রায় নিশ্চিত রূপেই ধারণা করা যায় যে, সেইমার ভাই বিজাদ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরেই মুহাম্মদের কবল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, হুনায়েন যুদ্ধে "মাত্র চার জন" মুহাম্মদ অনুসারী নিহত হয়েছিলেন, যার একজন তাঁর ঘোড়ার ওপর থেকে মাটিতে পড়ে (ইবনে ইশাকের বর্ণনা)। অর্থাৎ, "মাত্র তিন জন" মুহাম্মদ অনুসারী খুন হয়েছিলেন। অন্যদিকে এই যুদ্ধে ঠিক কতজন অবিশ্বাসী প্রাণ হারিয়েছিলেন তার সঠিক সংখ্যা আদি উৎসের বর্ণনায় কোথাও স্পষ্ট নয়। তবে বিভিন্ন উৎসের

রেফারেন্সে ওপরে বর্ণিত বর্ণনা ও গত দুটি পর্বের বিস্তারিত আলোচনায়, আমার এ বিষয়ের কিছুটা ধারণা পেতে পারি।

"যখন হাওয়াজিনরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, থাকিফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু মালিক গোত্রের লোকদের-কে পতাকার নীচে সত্তর জন (আল-ওয়াকিদি: 'প্রায় একশত জন') লোক-কে হত্যা করা হয়; আহলাফ-দের মাত্র দুইজন লোক-কে হত্যা করা হয়; বানু নাসর ও তারপর বানু রিবাব গোত্রের লোকদের ওপর হত্যাকাণ্ডের তীব্রতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় ও আবদুল্লাহ বিন কায়েস নামের এক মুসলমান বলতে শুরু করে যে, বানু রিবাব গোত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে; --- সেই সময় এক যুবক-কে ধরে আনা হয়, মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গের অনুসারীরা তাকে হত্যা করে (পর্ব: ২০৭)। অতঃপর, অতি-বৃদ্ধ দুরায়েদ বিন আল-সিমমা-কে হত্যা; সালামা বিন আল-আকওয়া কর্তৃক গুপ্তচর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে হত্যা; আওতাসে আবু আমির কর্তৃক দশ জন লোক-কে হত্যা; অতঃপর আবু মুসা কর্তৃক আবু আমিরের হত্যাকারী-কে হত্যা (পর্ব:২০৮)। আর, ওপরে বর্ণিত বর্ণনায়, খালিদ বিন ওয়ালিদ কর্তৃক এক মহিলা-কে হত্যা ও অন্য একজন মুহাম্মদ অনুসারী কর্তৃক অপর এক মহিলা-কে হত্যা।"

অর্থাৎ, হাওয়াজিনদের নিহতের আনুমানিক সংখ্যা:

বানু মালিক গোত্রের = ৭০-১০০জন

বানু আহলাফ গোত্রের = ২ জন

বানু নাসর গোত্রের নিহতের সংখ্যা = ? জন (তীব্র আক্রমণ)

বানু রিবাব গোত্র নিহতের সংখ্যা = ? জন (ধ্বংস প্রাপ্ত)

এক যুবক-কে হত্যা = ১ জন

দুরায়েদ বিন আল-সিমমা হত্যা = ১ জন

সালামা বিন আল-আকওয়া কর্তৃক = ১ জন

আওতাসে আবু আমির ও আবু মুসা কর্তৃক = ১১ জন

খালিদ বিন ওয়ালিদ কর্তৃক এক মহিলা = ১ জন

অন্য এক মুহাম্মদ অনুসারী কর্তৃক এক মহিলা = ১ জন

মোট সংখ্যা = ৮৮-১১৮ জন + বানু নাসর ? জন + বানু রিবাব গোত্র ধ্বংস!

*আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, হুনায়েন যুদ্ধে অবিশ্বাসীরা আওতাস প্রান্তরে সমবেত হয়েছিলেন মুহাম্মদও তাঁর অনুসারীদের "আক্রমণের উদ্দেশ্যে"; আর তাঁদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক বিশ হাজার। অন্যদিকে মুহাম্মদের সঙ্গে ছিল ১২০০০ সশস্ত্র অনুসারী! এটি ছিল সম্মুখ যুদ্ধ! আর এই সম্মুখ যুদ্ধে ২০,০০০ সশস্ত্র অবিশ্বাসীদের একটি দল, ১২,০০০ সশস্ত্র মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করে মাত্র **"তিন-চার জন"** মুসলমান-কে হত্যা করেছিলেন! অন্যদিকে, প্রথমাবস্থায় পলায়নের পর নবীর আর্তনাদে সাড়া দিয়ে, মাত্র ১০০জন মুহাম্মদ অনুসারী ফিরে এসে ২০,০০০ সশস্ত্র অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কমপক্ষে ১১৮জন অবিশ্বাসী-কে হত্যা করেছিলেন!*

"এমন একটি উপাখ্যান 'আরব্য উপন্যাসের' সবচেয়ে উদ্ভট ঘটনা-কেও হার মানাতে বাধ্য!"

সুতরাং, ওহুদ-যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহের মতই (পর্ব: ৬৯), আবারও প্রশ্ন: "কী ঘটেছিল তখন?" The Devil is in the Detail (পর্ব: ১১৩)!

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির

মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [172]

'Ibn Abī Sabra related to me and said: Muḥammad b. ʿAbdullah b. Abī Ṣaʿṣaʿa related to me that Saʿd b. ʿUbāda was shouting at that time to the Khazraj, "O al-Khazraj! O al-Khazraj!" And Usayd b. Ḥuḍayr, "O al-Aws," three times. They returned from every region as if they were bees seeking refuge with their leader (Queen). He said: The Muslims were angry at them and killed them until [Page 905] they hastened in killing children of the enemy. That reached the Messenger of God and he said, "What is the matter with people that they go killing even the children! Indeed, children should never be killed!" Three times. Usayd b. Ḥuḍayr said, "O Messenger of God, surely they are the children of polytheists?" The Messenger of God replied, "Are not the best of you children of polytheists? Every living creature has a natural disposition until his tongue can express his intentions. It is their fathers who make them Jews or Christians." ------

The Messenger of God dispatched the Sulaym with his vanguard led by Khālid b. al-Walīd. The Messenger of God passed a dead woman, and the people gathered to it. He said, "What is this?" They said, "A woman whom Khālid killed." The Messenger of God commanded a man to overtake Khālid and say, "Surely the Messenger of God forbade you to kill women and old men." The Messenger of God saw another woman and asked about her, and a man said: I killed her, O

Messenger of God. I seated her behind me, and she tried to kill me, so I killed her. The Messenger of God commanded that she be buried.

They said: When God defeated the Hawāzin the Muslims followed them and killed them. ---- The Messenger of God ordered the search for the community. Then he said to his cavalry, "If you catch Bijād do not let him escape! He committed a grave misdeed."

Bijād was from the Banū Saʿd. A Muslim had come to him, and Bijād took him and cut him part by part and burned him in the fire. He knew his crime and he fled. The cavalry caught him attached to Shaymā bt. al-Ḥārith b. ʿAbd al-ʿUzzā, the foster-sister of the Messenger of God. ------She converted and the Messenger of God gave her three slaves and a slave girl. One of them was called Makḥūl. The slave girl married the slave.

ʿAbd al-Ṣamad said: My father informed me that he reached her children with the Banū Saʿd. Al-Shaymā' returned to her home, and the women spoke to her about Bijād. So she returned to the Messenger of God and asked him to gift Bijād to her and to forgive him. He did. Then he ordered a camel or two for her and asked her who was left among them. She informed him about her sister and her brother and their uncle Abū Burqān. She told the Messenger of God about the community. Then the Messenger of God said to her, "Return to al-Jiʿirrāna and you will be with your community, for I am going to al-Tā'if." So she returned to al-Jiʿirrāna. The Messenger of

God came to her in al-Jiʿirrāna and gave her cattle and sheep, for herself, and for those who remained from the people of her house.

--- They said: The Muslims took two female prisoners at that time. They detested taking them for they were married women. They asked the Prophet about that, and God revealed: (*Forbidden to you*) *are married women except those whom your right hand possesses.* The Messenger of God said at that time: Pregnant women among the prisoners may not be "trampled" until they are delivered. As for a prisoner who is not pregnant, wait until she menstruates. They asked the Prophet at that time about birth control. He replied, "Pregnancy does not require all the 'water,' and when God desires it, nothing will prevent it."

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[170] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৭৬

[171] অনুরূপ বর্ণনা-আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ১৮-২০

[172] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩: পৃষ্ঠা ৯০৪- ৯০৫, ৯১২-৯১৪, ৯১৯ ও ৯২২; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা – যথাক্রমে ৪৪৫; ৪৪৮-৪৪৯; ৪৫১ ও ৪৫২:

[173] আল-তাবারী: নোট নম্বর-১৩২: সেইমা বিনতে আল-হারিথ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল উজ্জা - 'নবীর শিশুকালে সে তাঁকে কোলে নিয়ে থাকতো ও তাঁর দেখা-শোনা করতো।'

[174] আল-তাবারী: নোট নম্বর ১৪০: আশারিয়ান: 'দক্ষিণ আরবের একটি গোত্র, যারা ছিলেন আল-আশার এর বংশধর; যার আসল নাম ছিল নাবিত বিন উবায়েদ বিন যায়েদ বিন ইয়াশজুব (Nabt b. Udad b. Zayd b. Yashjub)।

[175] 'আল-জিরানা': মক্কা থেকে ২৪ কিলো-মিটার দূরবর্তী তায়েফের রাস্তায় পাশে অবস্থিত একটি কুপ।

[176] উরওয়া বিন মাসুদ: 'তিনি ছিলেন মুঘিরা বন শুবার আঙ্কেল ও তিনি বিবাহ করেছিলেন আবু সুফিয়ানের এক কন্যা-কে।'

[177] জুরাশ (Jurash): 'আবহা (Abha) থেকে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি স্থান।'

[178] Testudo: কাঠ ও চামড়া দিয়ে তৈরি এক ধরণের প্রতিরক্ষা যন্ত্র]; Catapult: দূরবর্তী স্থানে পাথর ও বর্শা নিক্ষেপে ব্যবহৃত এক ধরণের যুদ্ধাস্ত্র।

[179] অনুরূপ বর্ণনা: সুন্নাহ আবু দাউদ, বই নম্বর ১১, হাদিস নম্বর ২১৫৩: https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-2153/

[180] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর: ৪৩১৯, ৪৩২০; ৪৪৫৬; ৪৪৬০; ৪৪৬১;

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-19/Hadith-4319/

অনুরূপ বর্ণনা: মুয়াত্তা মালিক: বই নম্বর ২১, হাদিস নম্বর ৯ ও ১১:

https://quranx.com/hadith/Malik/USC-MSA/Book-21/Hadith-9/

[181] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ২৫৬:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-52/Hadith-256/

Narrated As-Sab bin Jaththama: The Prophet passed by me at a place called Al-Abwa or Waddan, and was asked whether it was permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women and children to danger. The Prophet replied, "They (i.e. women and children) are from them (i.e. pagans)." ----."

[182] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর: ৪৩২১; ৪৩২২ ও ৪৩২৩: https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-19/Hadith-4321/

২১০: হুনায়েন যুদ্ধ-৯: ইমাম তিরমিজির ভাষ্য - অসংগতি সুস্পষ্ট!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত চুরাশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসে আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (ইমাম তিরমিজি) এক অতি পরিচিত ও সুনাম ধন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত 'সুনান আত-তিরমিজী বা জামি আত তিরমিজী' হাদিস গ্রন্থটি সুন্নি মুসলমানদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থের (সিহাহ সিত্তাহ) প্রথম পাঁচটির অন্তর্ভুক্ত। স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর ২৯০ বছরের কম সময়ের মধ্যে লিখিত যে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকগন মুহাম্মদের মৌলিক জীবনী ('সিরাত') ও হাদিস গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। [183]

'ইসলাম' নামের মতবাদ-টি তিন-টি লিখিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত। এর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ-টি হলো, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ব-রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ (Psycho-Biography) 'কুরআন'! অন্য দু'টি হলো, মুহাম্মদেরই একান্ত গুণমুগ্ধ নিবেদিত প্রাণ অনুসারীদের রচিত গ্রন্থ 'সিরাত ও হাদিস'। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে যে নিবেদিত-প্রাণ মুহাম্মদ অনুসারী মুহাম্মদের "সর্বপ্রথম" পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক জীবনী-গ্রন্থটি (সিরাত) রচনা করেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ইবনে ইয়াসার (৭০৪-৭৬৮ সাল)। অতঃপর, তাঁর জন্মের তেতাল্লিশ বছর পর জন্ম-গ্রহণকারী যে মুহাম্মদ অনুসারী

মুহাম্মদের মদিনা-জীবন ও তাঁর 'হামলা ও যুদ্ধ ('মাঘাজি')' সংক্রান্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা-সমৃদ্ধ মৌলিক 'সিরাত' গ্রন্থ-টি রচনা করেছেন, তিনি হলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে ওয়াকিদ আল-আসলামি (সংক্ষেপে, 'আল-ওয়াকিদি')। হুনায়েন যুদ্ধ উপাখ্যানের এক বর্ণনায় আল-ওয়াকিদি উল্লেখ করেছেন:

'তারা বলেছে: আল-বারা বিন আযিব যা বলতো, তা হলো: একমাত্র আল্লাহর কসম, যিনি একমাত্র মাবুদ; আল্লাহর নবী পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন নাই, তবে তিনি দাঁড়িয়ে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। অতঃপর তিনি এই বলতে বলতে নেমে আসেন, "আমি নবী, আমি মিথ্যা বলি না; আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।" অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি তার সাহায্যের প্রকাশ ঘটান। তাঁর শত্রুরা মাথা নত করে ও তাঁর কর্তৃত্ব সমৃদ্ধ লাভ করে।' [184]

আল-ওয়াকিদির জন্মের তেষট্টি বছরের ও অধিক পরে জন্ম-গ্রহণকারী হদিস লেখকগণ আল-ওয়াকিদির এই বর্ণনারই অনুরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের নিজ নিজ হাদিস-গ্রন্থে (সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬১০; সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৮৮ ও ৪৩৯০ (বিস্তারিত: পর্ব: ২০৩)]। ইমাম তিরমিজিও তার ব্যতিক্রম নয়। পার্থক্য হলো এই যে, এই হাদিস-টির বর্ণনার পর ইমাম তিরমিজি তাঁর জন্মের ১২০ বছর পূর্বে জন্ম-গ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও ৭৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণকারী আল-ওয়াকিদি তাঁদের নিজ নিজ সিরাত গ্রন্থে 'হুনায়েন যুদ্ধের' যে উপাখ্যান-গুলো বর্ণনা করেছেন, সেই ঘটনাপ্রবাহের সামগ্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এক দীর্ঘ ধারাভাষ্যের মাধ্যমে। তাঁর রচিত সেই হাদিস ও ধারাভাষ্য-টি হলো নিম্নরূপ:

সুনান আত-তিরমিজী: চ্যাপ্টার ৩৬, হাদিস নম্বর- ৪ (২৩৪):

(মূল ইংরেজি: তথ্যসূত্র [185]):

'একদা বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: হুনায়েন যুদ্ধে কী তোমরা সবাই রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলে? জবাবে সে বলে: না, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফেরান নাই; যখন হাওয়াজিনরা তীর নিক্ষেপ শুরু করেছিল, তখন সেনাদলের অল্প কিছু তাড়াহুড়োয় থাকা লোকজন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিল (যাদের অধিকাংশই ছিল সুলাইয়েম গোত্রের ও অল্প কিছু ছিল মক্কার নব্য ধর্মান্তরিত যুবক)। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খচ্চরের পিঠে আরোহণ করছিলেন (যার সাথে স্বাভাবিকভাবেই অবস্থান করছিল মহান সাহাবী রদিয়াল্লাহু আনহুরা)। আবু সুফিয়ান ইবনে আল-হরিথ ইবনে আবদুল মুত্তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু তার লাগাম ধরে পরিচালনা করছিল। সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে দু'টি শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন, তা হলো: নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে আমি একজন নবী। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের (নাতি) একজন।'

ধারাভাষ্য (Commentary):

'সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পিতার পরিবর্তে তাঁর দাদার (আবদুল মুত্তালিব) উল্লেখ করেছেন; কারণ আবদুল মুত্তালিব কুরাইশ কাফেরদের উদ্দেশ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তারা পরাজিত হবে। এই মুহূর্তে ভবিষ্যদ্বাণী-টি পূর্ণ হয়েছিল। কিছু লোক বলে যে, এর কারণ ছিল এই যে, সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্মের আগেই তাঁর পিতা মৃত্যু বরণ করেন। সে কারণেই সাধারণত: তাঁকে লোকেরা ইবনে আবদুল মুত্তালিব নামেই জানতো। এটিও বলা হয় যে, যেহেতু আবদুল মুত্তালিব ছিলেন এক বিখ্যাত দলনেতা, সে কারণেই সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর দাদার নাম উল্লেখ করেছেন। হা'ফিয ইবনে হাজার যে কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো, কাফেরদের (অবিশ্বাসীদের) মধ্যে এটি সুবিদিত ছিল যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে, যে জনগণকে পথ প্রদর্শন করবে ও যে

সমস্ত নবী-রসুলদের মোহরাঙ্কিত করবে। সে কারণেই সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন ও তাদের জানা এই বাস্তবতার কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

হুনায়েনের ঘাজওয়া-টি [যে যুদ্ধে মুহাম্মদ সশরীরে উপস্থিত থাকতেন] সংঘটিত হয়েছিল হিজরি ৮ সালে। আরব উপজাতির লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'মক্কা বিজয়ের' অপেক্ষা করছিল। সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সেই শহরটি জয় করেন, তবে তিনি অবিশ্বাসীদের পরাভূত করবেন ও কোন প্রকার ঝগড়া বা প্রশ্ন ছাড়াই লোকেরা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করবে। যদি তিনি মক্কা বিজয় করতে না পারতেন, তবে তিনি অবিশ্বাসীদের পরাভূত করতে সমর্থ হতেন না। অবশেষে যখন মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়, হুনায়নের কাফের ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা তাদের ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েকটি উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা এক চুক্তি-তে আবদ্ধ হয় ও তারা যুদ্ধের নিমিত্তে হুনায়েন নামক স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যে স্থানটি ছিল মক্কা থেকে আরাফা ও তায়েফ অভিমুখে দশ মাইল দূরবর্তী।

এ সকল উপজাতির কয়েকজন অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি তাদের লোকদের এই পরামর্শ দিয়েছিল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ চালানো উচিত নয়। উদ্যমী যুবকরা তাদের এই পরামর্শ মানে নাই। তারা বলেছিল যে, মুসলমানরা এখন পর্যন্ত অভিজ্ঞ সৈনিকদের সাথে লড়াই করে নাই, তাই তারা অনেক জায়গা দখল করতে পেরেছে। তারা আমাদের আক্রমণের লালসা করতে পারে, তাই আমাদের উচিত প্রথমেই তাদের আক্রমণ করা। বিশ হাজারেরও বেশি যোদ্ধা যুদ্ধের নিমিত্তে একত্রিত হয়। [বিস্তারিত: পর্ব-২০২]

যখন সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের এই প্রস্তুতির খবর শুনতে পান, তখন তিনি দশ থেকে বারো হাজার যোদ্ধাদের এক সেনাদল

সমবেত করেন, যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল মুহাজিরীন, আনসার ও মক্কার নব দীক্ষিত মুসলমানরা। মক্কার কাফেরদের একটি দল, যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই, তারাও ছিল এদের অন্তর্ভুক্ত। কিছু লোক মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়েছিল এই আশায় যে তারা লুঠের মাল প্রাপ্ত হবে; আর কিছু লোক, কী ভাবে লড়াই করতে হয় শুধু এই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। হিজরি ৮ সালের ৯ই শাওয়াল সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হুনায়েনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একটি খুবই সরু উপত্যকার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের যেতে হয়েছিল। পাহাড়ের উপরিভাগে শত্রুরা তাদের কিছু সেনাদের নিযুক্ত করেছিল। মুসলমানরা যখন সেখান দিয়ে পার হচ্ছিল, তখন তারা তাদের উপর তীর বর্ষণ শুরু করে। এই আকস্মিক আক্রমণে মুসলমানরা হতবাক হয়ে যায় ও তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

ইমাম বুখারির (রহ:) বর্ণনায়: যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানরা শত্রুদের পরাজিত করা শুরু করে। শত্রুরা সমস্ত দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। লোকেরা লুঠের-মাল নেওয়া শুরু করে। হঠাৎ পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা শত্রুরা চারদিক থেকে আক্রমণ করা শুরু করে। সেনাবাহিনীর লোকরা তখন আতঙ্কে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বিশিষ্ট সাহাবী সাইয়্যিদিনা আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহু, সাইয়্যিদিনা উমর রদিয়াল্লাহু আনহু, সাইয়্যিদিনা আলী রদিয়াল্লাহু আনহু, সাইয়্যিদিনা আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু, ও অন্যান্য কিছু সাহাবী রদিয়াল্লাহু আনহুম ছাড়া, একটি লোকও সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটে ছিল না। এই কঠিন সময়ে, ইসলাম, ও কিছু দুর্বল মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল ঝুঁকির মধ্যে। কিছু লোক চিৎকার, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করা শুরু করে। কিছু লোক দৌড়ে পালিয়ে মক্কায় ফিরে আসে ও মুসলমানদের পরাজয়ের খবর সেই লোকদের সাথে বলতে শুরু করে, যারা ইসলামকে গ্রহণ করে নাই কিংবা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ভণ্ডামির মাধ্যমে।

সেই মুহূর্তে সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাশেমী বংশের রক্ত টগবগ করা শুরু করে। তিনি তাঁর খচ্চরের ওপর থেকে নেমে আসেন ও এই ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন, আর বলতে শুরু করেন: "আমি নবী, মিথ্যা নয় ('Annan Nabi laa kadhib')"; অতঃপর তিনি শত্রুদের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সাইয়্যিদিনা আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির, আনসার ও গাছের সাথীদের ('As-haabus Shajarah') ডাকতে শুরু করে, এই বলে, "এখানে এসো, তোমারা কোথায় যাচ্ছ?" এই আহ্বানটি শোনার সাথে সাথে উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত দলটি ভালবাসা ও উৎসাহ নিয়ে এমন ভাবে ফিরে আসে, যেমন করে উটেরা তাদের বাচ্চাগুলোর দিকে ছুটে আসে। মুসলমানরা ফিরে আসার সাথে সাথে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। [বিস্তারিত: পর্ব-২০৩]

সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুঠো মাটি ও পাথর ইত্যাদি নিয়ে শত্রুর দিকে ছুঁড়ে মারেন ও বলেন, "Shaa-hatil Wujuh (তাদের মুখগুলি যেন বিকৃত/কদাকার হয়)।" মারাত্মক যুদ্ধের দৃশ্যটি কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হয়। যে মুসলিমরা ছিল দুর্দশাগ্রস্ত, তারা এখন শত্রুদের পরাভূত করা শুরু করে; তারা তাদের সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তান, ইত্যাদি জিনিসগুলো মুসলমানদের জন্য লুঠের-মাল হিসাবে ফেলে রেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এমনভাবে পালানো শুরু করে যে, তারা পিছনে ফিরে তাকানোর ও প্রয়োজন বোধ করে না। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যদি কেউ আগ্রহী হয়, তবে সে বিশদ-বর্ণিত ইতিহাসের কোন বইয়ের সাহায্য নিতে পারে।

এ বিষয়টি নজরে আনা খুব জরুরি। দু'-একটি হাদিস পড়ে এই ঘটনা বা বিষয় সম্বন্ধে কারও মনে বিভ্রান্তির সন্দেহ তৈরি করা উচিত নয়। এটি তথ্য অনুসন্ধানে শিথিল হওয়ার লক্ষণ। কোন একটি ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ অনেক সময় এক বা দুটি হাদিসে সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয় না, কিংবা বর্ণনাকারীর সম্পূর্ণ ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য ও থাকে না। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সমস্ত বিবরণ পুরোপুরি অর্জন না করে

সে বিষয়ে নিজের উপসংহার টানা কাহারও উচিত নয়। কাহারও নিছক অপরিপক্ক মতামত তারই অজ্ঞতার লক্ষণ।

একইভাবে, হুনায়েনের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়ার পর বা এই ঘটনার কয়েকটি হাদিস পড়ার পর অপরিপক্ক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয় ও মনে করা উচিত নয় যে ধর্মনিষ্ঠ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের গোটা দল, বা সমস্ত সৈন্যবাহিনীর প্রায় দশ হাজার লোক, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। শুধু অল্প কয়েক জন সাহাবা রদিয়াল্লাহু আনহুম ছাড়া সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আর কেউই উপস্থিত ছিল না। এটি সত্যের বিপরীত ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তার পরিপন্থী।

যখন তাদের সেনাবাহিনী থেকে লোকেরা পালিয়ে গিয়েছিল, তখন বিশ হাজারের অধিক সংখ্যক কাফের অনায়াসেই অল্প কিছু মুসলমানদের ঘেরাও ও হত্যা করতে পারতো। যেখানে বলা হয়েছে সায়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরিত্যক্ত অবস্থায় একাই ছিলেন, এমন একটি বর্ণনায় প্রভাবিত ও মুগ্ধ হয়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিরা যখন এ জাতীয় অবমাননাকর বক্তব্য প্রদান করে, তখন তা শুনে অবাক হতে হয়।

একটি সেনাবাহিনী পাঁচটি রেজিমেন্টে বিভক্ত। সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেনাবাহিনী-কে তাদের কৌশলগত অবস্থানগুলো-তে স্থাপন করেছিলেন। সম্মুখে, ডানে, বামে, মাঝখানে (যার সেনাপতি ছিলেন সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও পিছনে। এই সমস্ত রেজিমেন্টে-গুলো যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথক অবস্থানগুলোতে ছিল ও এর প্রত্যেকটির ছিল পতাকা সহ সেনাপতি। মুহাজিরদের সেনাপতি ছিল সাইয়্যিদিনা উমর রদিয়াল্লাহু আনহু, সাইয়্যিদিনা আলী রদিয়াল্লাহু আনহু,সাইয়্যিদিনা সাইদ ইবনে আবি ওয়াকাস রদিয়াল্লাহু আনহু, সাইয়্যিদিনা উসায়েদ ইবনে হুদায়ের রদিয়াল্লাহু আনহু ও

সাইয়্যিদিনা খাববাব ইবনে মুনধির রদিয়াল্লাহু আনহু, ইত্যাদি; অন্যান্য দলগুলোর অধিনায়করাও ছিল ও তারা অবস্থান নিয়েছিল তাদের কৌশলগত স্থান-গুলোতে।

সম্মুখের রেজিমেন্ট-গুলি বানু সুলাইয়েমের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, যার সেনাপতি ছিল সাইয়্যিদিনা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহু আনহু। এই ঘটনাটি ঘটেছিল এই রেজিমেন্টের সাথে। যখন তারা উপত্যকা-টির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, শুরুতে শত্রুরা পালাতে শুরু করে, ফলস্বরূপ মুসলমানরা মনে করে যে তারা বিজয়ী হয়েছে ও তারা লুঠের-মালগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করে। হঠাৎ পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা শত্রুরা চারদিক থেকে তীর বর্ষণ শুরু করে। এই ক্ষেত্রে মুসলিম সেনাবাহিনীর পক্ষে বিস্মিত হওয়া ও বিভিন্ন দিকে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়াই ছিল স্বাভাবিক। অধিকন্তু, এই ঘটনাটি অন্যান্য রেজিমেন্ট-গুলিকেও আতঙ্কিত করেছিল ও যা ক্ষণিকের জন্য বিশৃঙ্খলার কারণ হয়েছিল।

এর অর্থ এই নয় যে পুরো সেনাবাহিনীর লোকেরা পলায়ন শুরু করেছিল।

আবদুর রহমান নামের এক ব্যক্তি, যে তখন মুসলমান ছিল না, বলেছে: হুনায়েনে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের পর আমরা তাদের পিছু হটাতে শুরু করেছিলাম। তারা আমাদের আক্রমণগুলি সহ্য করতে পারছিল না ও তারা আরও পিছু হটছিলো। আমরা এ ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলাম, যতক্ষণে না আমরা এক লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছি, যে এক সাদা খচ্চরের ওপর আরোহণ করেছিল ও যার মুখমণ্ডল ছিল খুবই সুদর্শন। তাঁর চারি পাশে ছিল অনেক লোক। তিনি আমাদের দেখতে পান ও বলেন, "Shaa-hatil Wujuh, Irjiuâ [তাদের মুখগুলি যেন বিকৃত/কদাকার হয়।]" তার এই কথাটি বলার পর আমরা পিছু হটতে শুরু করি ও তারা আমাদের পরাস্ত করে। [186]

সে কারণেই সাইয়্যিদিনা বারা' রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্বে উল্লিখিত হাদিসে বলেছেন যে সায়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই, তবে কিছু অধৈর্য ব্যক্তি, যারা তীর-কে সহ্য করতে পারে নাই, তারা পলায়ন শুরু করেছিল। আরও বর্ণিত আছে, যখন এই ঘটনাটি ঘটেছিল, সায়্যিদিনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ডান পাশের পথ চলা বজায় রেখেছিলেন। এ বিষয়ও বিবেচনা করা উচিত যে, এমন একটি সময়ে যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তখন লোকেরা জানবে না যে সায়্যিদিনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোথায় আছেন ও তাদের পক্ষে এটাও জানা সম্ভব নয় যে, সায়্যিদিনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন দিক বেছে নিয়েছেন।

এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, এমন একটি সময়ে একশত লোক সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে অবশিষ্ট ছিল। অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, অন্য এক সময়ে আশি জন লোক সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে অবশিষ্ট ছিল। যখন তিনি খচ্চরের পিঠে চড়ে দ্রুতবেগে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন লোকেরা হাল ছেড়ে দেয় ও মাত্র বার জন লোক অবশিষ্ট থাকে। তারপর মাত্র চার জন লোক অবশিষ্ট থাকে, যারা খচ্চর-টিকে পরিচালনা করছিল ও তার লাগাম-টি ধরে রেখেছিল [বিস্তারিত: পর্ব-২০৩]। খচ্চর-টি যখন আর কাঙ্ক্ষিত গতিতে অগ্রসর হতে পারছিল না, সায়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তা থেকে নেমে আসেন ও এক মুঠো নুড়ি-পাথর হাতে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হোন [বিস্তারিত: পর্ব-২০৫]। এটি হলো সেই অভিন্ন বর্ণনা, সায়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একা ও তাঁর সাথে কেউ ছিল না, যা সাহিব বুখারী তার এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

এই [তথ্যের] ভিত্তিতে যদি কেউ আগেই স্থির করে ফেলে যে এই যুদ্ধে লোকেরা পালিয়ে গিয়েছিল ও অধিকন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে সায়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর সমস্ত সাহাবাই পক্ষ-ত্যাগ করেছিল, তবে তা নিশ্চিতরূপে এটিই প্রমাণ করে যে লোকটি পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে জানে না।

অতএব, সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল ও সত্য সত্যই অনেক লোক পালিয়ে যাচ্ছিল ও কিছু লোক এই (সাময়িক) পরাজয়ে খুশি হয়েছিল, এই যুদ্ধের ঘটনাগুলির বর্ণনায় যা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ একটি সময়ে প্রায়শই যা ঘটে, তা হলো, একজন জানত না যে অন্য জন কোথায় আছে। এ কারণে সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী সাইয়্যদীনা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই আদেশ করেন যে সে যেন মুহাজিরীন, আনসার ও (গাছের) লোকদের আলাদা আলাদা করে আহ্বান করে, যাতে আহ্বান-টি শোনার পর সকলেই সাইয়্যদীনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে, যুদ্ধক্ষেত্র-টি ছিল মুসলমানদের হাতে। এ বিষয়ে, সে যাই হোক, তখন কত জোন লোক সাইয়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাথে ছিলেন? অনেকগুলি বর্ণনা আছে ও প্রত্যেকে-টি ভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত। এমনকি বুখারীর বর্ণনা সঠিক, যেখানে উল্লেখ আছে যে সায়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কেউই ছিল না।

সায়্যিদিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর খচ্চর থেকে নেমে সম্মুখে অগ্রসর হোন ও এক মুঠো নুড়ি-পাথর বা বালু নিক্ষেপ করেন, তখন সবাই ছিলেন পিছনে; পক্ষান্তরে সায়্যিদিনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একাই এগিয়ে ছিলেন সম্মুখে।

কোন বর্ণনায়ই উল্লেখ করা হয় নাই যে যারা সর্বাবস্থায় সায়্যিদিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে ছিল, তারা পক্ষ ত্যাগ করেছিল।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ওপরে বর্ণিত ধারাভাষ্য-টি ইমাম তিরমিজির 'হাদিস-গ্রন্থে' বর্ণিত। সুতরাং, যৌক্তিকভাবেই ধারণা করা যায় যে এই সুদীর্ঘ ধারাভাষ্য-টি তাঁরই রচনা। আদি উৎসের প্রায় সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার ভিত্তিতে, "হুনায়েন যুদ্ধের" গত আট-টি পর্বের বিশদ ও বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা যা জেনেছি, তার সাথে তিনি "নতুন যে তথ্যগুলো" যোগ করেছেন তা হলো:

(১) "যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানরা শত্রুদের পরাজিত করা শুরু করে ও অতঃপর যখন মুসলমানরা তাদের লুঠের-মালগুলো লুণ্ঠন করা শুরু করে" তখন পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয় ও আতঙ্ক-গ্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করে!"

এই ঘটনার রেফারেন্সে তিনি ইমাম বুখারী বর্ণিত এক হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন সে হাদিস তার কোন "সূত্র" উল্লেখ করেন নাই। যেহেতু আদি উৎসের কোন 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের লেখকই এই তথ্য-টি কোথাও উল্লেখ করেন নাই, সেহেতু তাঁর এই দাবীর সপক্ষে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ একান্ত অত্যাবশ্যক।

(২) এই যুদ্ধের শুরুতে মুহাম্মদ ও তাঁকে রক্ষায় নিয়োজিত অতি অল্প সংখ্যক অনুসারী ছাড়া বাঁকি সমস্ত অনুসারীরাই যে পলায়ন করেছিলেন, তা আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রাণবন্ত।

"এমতাবস্থায়, বিশ হাজারের অধিক সংখ্যক কাফের অনায়াসেই অল্প কিছু মুসলমানদের ঘেরাও ও হত্যা করতে পারতো"

এমন একটি একান্ত যৌক্তিক বক্তব্য-কে ইমাম তিরমিজি অবমাননাকর ও বিস্ময়কর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর সে কারণেই তিনি অবাক বিস্ময়ে, বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও বারংবার মুহাম্মদের 'মোজেজা' প্রদর্শনের উদ্ধৃতি দিয়ে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে, "অল্প কিছু তাড়াহুড়োয় থাকা লোকজন" ছাড়া বাঁকি সবাই ছিল মুহাম্মদের সাথে। তাঁর ভাষায়:

"যখন মুহম্মদ তাঁর খচ্চর থেকে নেমে সম্মুখে অগ্রসর হোন ও এক মুঠো নুড়ি-পাথর বা বালু নিক্ষেপ করেন, তখন সবাই ছিলেন তাঁর পিছনে!"

তাঁর এই দাবী আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী। আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি: মুহাম্মদ ও উচ্চকণ্ঠ আল-আব্বাসের আর্ত-চিৎকারে "সর্বোচ্চ একশত জন" মুহাম্মদ অনুসারী প্রত্যাবর্তন করেছিলেন! তেত্রিশ-জন ছিল মুহাজির, সাতষট্টি জন আনসার বিস্তারিত: পর্ব: ২০৫)! অতঃপর মুহাম্মদ সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রুর উদ্দেশ্যে এক মুঠো নুড়ি-পাথর বা বালু নিক্ষেপ করেছিলেন।

সুতরাং, আদি উৎসের প্রায় সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের সুস্পষ্ট বর্ণনা ও ইমাম তিরমিজির ওপরে বর্ণিত ধারাভাষ্যের অসংগতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট! তা সত্বেও, ইমাম তিরমিজির এই ধারাভাষ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, তিনি তাঁর সময়ের ৬৩-১২০ বছর পূর্বে রচিত সিরাত ও তার সমসাময়িক হাদিস গ্রন্থের লেখকদের বর্ণনার "অন্তত:পক্ষে একটি" অসংগতি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন ও এ বিষয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আদি উৎসে হুনায়েন যুদ্ধ উপাখ্যানের 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় কমপক্ষে চার-টি অসংগতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা কয়েকটি মাত্র বাক্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে" একান্ত যৌক্তিক রূপ ধারণ করে! এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[183] সিহাহ সিত্তাহ (কুতুব আল সিত্তাহ): যে প্রধান ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে একত্রিতভাবে "সিহাহ সিত্তাহ (নির্ভুল ছয়)" বলা হয়, সেগুলো হলো: 'সহি বুখারী,

সহি মুসলিম, সুনানে নাসাই, সুনানে আবু দাউদ, সুনান আত-তিরমিজী ও 'সুনান ইবনে মাজাহ, অথবা মুয়াত্তা মালিক'।

[184] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩: পৃষ্ঠা ৯০২; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৪৩

'They said: al-Barā' b. 'Āzib used to say: By God who is the only God, the Messenger of God did not turn back but stood and asked for help. Then he alighted saying, "I am the Prophet, I do not lie; I am the son of 'Abd al-Muṭṭalib." And God revealed His help to him. His enemy bowed, and his authority prospered.'

[185] সুনান আত-তিরমিজী (৮২৪-৮৯২ সাল): চ্যাপ্টার ৩৬, হাদিস নম্বর- ৪ (২৩৪):
http://hadithcollection.com/shama-iltirmidhi/shama-il-tirmidhi-chapter-36-description-of-the-saying-of-rasoolullah-on-poetry/shama-il-tirmidhi-chapter-036-hadith-number-004-234.html

'Baraa ibn Aazib radiyallahu anhu was once asked, You all deserted Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam and ran away in the Battle of Hunayn? He replied, No, Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam did not turn away, except a few people in the army who were in a hurry (many of whom were from the tribe of Sulaym and a few newly converted youth of Makkah) turned away when the people of the tribe of Hawaazin began to shower arrows. Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam (with whom there naturally were the great Sahaabah radiyallahu anhum) was riding a mule. Abu Sufyan ibn Al-Haarith ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu was leading it by its reins. Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam was

reciting the following couplet: Verily, without doubt I am a Prophet. I am from the children (grandsons) of Abdul Muttalib.'

Commentary

'Sayyidina Rasulullah Sallallahu'Alayhi Wasallam mentioned his grand father ('Abdul Muttalib) instead of his father, because 'Abdul Muttalib had forecast to the kuffaar of Quraysh that they would be defeated. At this moment the forecast had been fulfilled. Some people say the reason of this is that the father of Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam passed away before his birth, therefore he was commonly known as Ibn 'Abdul Muttalib. It is also said that because 'Abdul Muttalib was a famous leader, therefore Sayyidina Rasulullah Sallallahu, 'Alayhi Wasallam mentioned his grandfathers name. Haafiz Ibn Hajar, has written this reason, that it was well known among the kuffar (non-believers) that a person would be born among the children of 'Abdul Muttalib, who would guide the people, and would be the Seal of all the Prophets. That is why Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam mentioned this relationship and reminded them of this well known fact The Ghazwah of Hunayn took place in the eighth year hijri. The tribes of 'Arabia were waiting for Makkah to be conquered before they accepted Islaam. If Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam conquered that city, he would overcome the non-believers and he would be obeyed without any fuss or question. If he could not conquer

Makkah, he would not be able to overcome the non-believers. Finally when Makkah was conquered, the kuffaar of Hunayn and the outlying areas decided to test their fate. A few tribes made a pact and decided to go to war at Hunayn, a place about ten miles from Makkah in the direction of 'Arafah and Taa-if. A few experienced old people of these tribes advised their people that war should not be waged against the Muslims. The energetic young people did not heed their advice and said that, the Muslims had not yet fought experienced soldiers, hence they were conquering many places. They may want to attack us, therefore we should attack first. More than twenty thousand fighters were assembled to wage war. When Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam received the news of their preparations, he assembled an army of ten to twelve thousand fighters, in which were included the Muhaajireen, Ansaars, and the newly converted Muslims of Makkah. A group from among the kuffaar of Makkah who had not yet accepted Islaam were also included. A few had joined the Muslims hoping they would receive booty and a few just to experience how a battle is fought.

Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam left for Hunayn on the 9th of Shawwaal in the 8th year hijri. The Muslims had to pass a very narrow valley. The enemy had posted some contingents on the hills. When the Muslims passed there, they began showering

arrows on them. This sudden attack shocked the Muslims and they began dispersing into different directions.

In the narration of lmaam Bukhaari RA., the Muslims began 'defeating the enemy at the beginning of the battle. The enemy scattered in all directions. The people began taking the booty. Suddenly the enemy who were hiding in the mountains began attacking from all sides. The army then began dispersing in different directions in panic. Besides the great Sahaabah, Sayyidina Abubakr Radiyallahu 'Anhu, Sayyidina 'Umar Radiyallahu 'Anhu, Sayyidina 'Ali Radiyallahu 'Anhu, Sayyidina 'Abbaas Radiyallahu 'Anhu, and some other Sahaabah Radiyallahu 'Anhum, none remained near Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam. In this term of difficulty, the islaam or faith of a few weak Muslims was at stake. Some began to shout, jeer and taunt. Some ran away and returned to Makkah and began relating the defeat of the Muslims to those people who had not accepted Islaam, or to those who had accepted Islaam hypocritically. At this moment the Haashimi blood of Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam began to boil. He dismounted from his inule and began walking through this frightening scene and began saying: 'Annan Nabi laa kadhib', and began going towards the enemy. Sayyidina 'Abbaas Radiyallahu 'Anhu called the Muhaajireen, Ansaar, the companions of the tree (As-haabus Shajarah), by saying: 'Come here, where are you going?' As soon as they heard this call, this worried and

distressed group returned with such love and enthusiasm, as a camel returns to its child. As soon as the Muslims returned a fierce battle ensued between the two sides. Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam took a handful of soil and stones etc. and threw it in the direction of the enemy saying 'Shaa-hatil Wujuh' (The faces have become distorted/disfigured). The scene of fierce battle remained for a few moments. The Muslims who were distressed, now began defeating the enemy, who began running away from the battlefield in such a manner that they did not care to look back, leaving their possessions, wives and children etc. as booty for the Muslims. This event is written briefly here. If one is interested, a detailed history book may be referred to.

It is very important that this factor be brought to notice. One should not create a doubt of perplexity after reading one or two hadith on an incident or subject. This is a sign of being lax in seeking facts. Complete details of an incident are many a time not fully covered in one or two hadith, nor is it the intention of the narrator to explain the complete incident. One should not draw oneâ€™s own conclusion without fully obtaining all the details on the subject. Merely to express oneâ€™s premature opinion is a sign of not knowing. In this same manner one should not come to an immature conclusion after reading a brief history on the Battle of Hunayn, or a few ahadith on this incident, and think that the whole group of the pious Sahaabah radiyallahu anhum, or all the

soldiers from the force of about ten thousand ran away from the battlefield. Also besides a few Sahaabah radiyallahu anhum, no one remained with Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam. This is contrary to the facts and against sound thinking. It would not have been difficult for the kuffar, who numbered more than twenty thousand to surround a few Muslims and kill them when some from their army had deserted. It is astonishing to hear from those who have experienced war, to make such derogatory statements, and become influenced and impressed by narrations where it is stated that Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam was left alone. An army is divided into five regiments. Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam positioned the army in their strategic positions. The front, right, left, middle (of which Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam was the commander) and the back. All these regiments were in separate positions on the battlefield and each had its commander with its flag. The commander of the Muhajireen was Sayyidina Umar radiyallahu anhu, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, Sayyidina Saâ€™d ibn abi Waqaas radiyallahu anhu, Sayyidina Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, and Sayyidina Khabbab ibn Mundhir radiyallahu anhu, etc., were commanders of the other groups and were stationed at their strategic places. The front regiments consisted of the people of Banu Sulaym, whose commander was Sayyidina Khalid ibn Waleed radiyallahu anhu. This incident took place with this regiment. When they were passing through the valley, at the

beginning the enemy began running away, as a result the Muslims thought they were victorious and began collecting the booty. Suddenly the enemy who were hiding in the mountains began showering arrows from all sides. It was natural in this case for the Muslim army to be taken by surprise and scatter in different directions. This also made the other regiments frightened and caused a momentary chaos. This does not mean that the whole army began to run away. A person by the name of Abdur Rahman who was not a Muslim at the time says, When we attacked the Muslims at Hunayn, we began to push them back. They could not withstand our attacks and retreated even further. We carried on in this manner till we reached a person who was riding a white mule, and had a very handsome face. Many people were around him. He saw us and said, â€˜Shaa-hatil Wujuh, Irjiuâ€™. After he said this we began to retreat and they overcame us. For this reason Sayyidina Baraa radiyallahu anhu says in the hadith mentioned previously in the Shamaail that Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam did not turn back, but a few impatient people who could not withstand the arrows, began fleeing. It is also stated that when this happened, Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam continued on a path on the right side. It should be pondered upon that at such a time when there is chaos, the people will not know where Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam is, and it was not possible for them to know which direction Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam had

taken. At such a time a hundred people were left with Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam as mentioned in a narration. At another time eighty people were left with Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam as stated in another narration. When he began to ride fast on the mule people gave way till only twelve men were left. After that only those four were left who were steering and holding the reins of the mule. When the mule could not move at the desired pace, Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam dismounted and took a handful of pebbles and went forward. This is the same that is mentioned in a narration of Sahib Bukhari that Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam was alone and no one was with him. With this, if one predetermines that in this battle the people ran away, and also decides that besides Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam all the Sahaabah were defected, it is surely a sign that one does not know the full incident. Since there was chaos and verily many people were running away and a few people were happy about this (temporary) defeat as has been mentioned in detail in the events of this battle. One did not know where the other was, as it often happens at such times. For this reason Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam asked Sayyidina Abbas radiyallahu anhu, who had a loud voice to call the Muhajireen, Ansar, the people of the (tree), separately, so that on hearing the call, all would return to Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam. In the second attack, the battlefield was

in the hands of the Muslims. Anyhow on this subject, that how many people were with Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam at that time? There are many narrations and each one relates to a different activity. Even the narration of Bukhari, where it is mentioned that no one was with Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam is correct. When Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam descended from his mule and went forward and threw at the enemy a handful of pebbles or sand, all remained behind whilst Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam stepped forward alone. It is not mentioned in any narration that, those who were at any time near Sayyidina Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam defected.'

[186] অনুরূপ বর্ণনা-Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯০৬-৯০৭; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৪৫:

'He said: ʿAbdullah b. ʿAmr b. Zuhayr related to me from ʿUmar b. ʿAbdullah al-ʿAbsī from Rabīʿa, who said: A group of our community who attended, at that time, related to me saying: We hid from them in the narrow passes and gorges, then we attacked them riding at their shoulders until we reached the owner of a gray mule. Around him were white men with beautiful faces. Then he said, "The faces are distorted, turn back!" And they defeated us.' -----

২১১: হুনায়েন যুদ্ধ-১০: অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ - যুদ্ধ নয়!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত পঁচাশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

“মহাকালের পরিক্রমায় এক নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের ইতিহাস হলো সেই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পারিপার্শ্বিক অসংখ্য ধারাবাহিক ঘটনা পরম্পরা ও কর্ম-কাণ্ডের সমষ্টি। ঘটনা পরম্পরার এই ধারাবাহিকতা-কে উপেক্ষা করে কোন বিশেষ সময়ের ইতিহাসের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়; বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ।" সে কারণেই মুহাম্মদের নবী জীবনের সর্বশেষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, ‘হুনায়েন যুদ্ধের’ কারণ ও প্রেক্ষাপট বিষয়ের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য মদিনা হিজরতের (সেপ্টেম্বর ২৪, ৬২২ সাল) পর থেকে হুনায়েন যুদ্ধ পর্যন্ত (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩০ সাল) মুহাম্মদের সাড়ে সাত বছরের মদিনা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের আলোকপাত আর একবার করা যাক:

হিজরতের মাস সাতেক পরেই রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য-ফেরত কুরাইশ কাফেলার উপর অতর্কিত হামলা ও মালামাল লুণ্ঠন অভিযানের সূত্রপাত। প্রথম অভিযান, "সিফ-আল বদর", যা ছিল ব্যর্থ (পর্ব: ২৮)! অতঃপর মুহাম্মদ ও তাঁর আদি মক্কাবাসী অনুসারীদের (মুহাজির) পর পর সাতটি অনুরূপ ব্যর্থ ডাকাতি চেষ্টা ও অষ্টম বারের হামলায় সফলতা; ইসলামের ইতিহাসে যা "নাখলা অভিযান" নামে

অবিহিত (জানুয়ারি, ৬২৪ সাল)। আবদুল্লাহ বিন জাহাশ নামের মুহাম্মদের এক অনুসারীর নেতৃত্বে নিরীহ বাণিজ্য ফেরত কাফেলায় সফল ডাকাতি। এই হামলায় আমর বিন আল-হাদরামী নামের এক নিরপরাধ কুরাইশ কাফেলা-যাত্রী-কে নৃশংস ভাবে খুন এবং ওসমান বিন আবদ-আল্লাহ ও আল হাকাম বিন কেউসুন নামের দুই নিরপরাধ কুরাইশ কাফেলা যাত্রী-কে বন্দি করে ধরে নিয়ে এসে তাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে সহিংস যাত্রার সূচনা। মুহাম্মদ ও কুরাইশদের মধ্যে পরবর্তী যাবতীয় সহিংস সংঘর্ষের আদি কারণ হলো নাখলায় এই বাণিজ্য কাফেলা ডাকাতি ও সহিংসতা (পর্ব: ২৯)।

এরই ধারাবাহিকতায়, নাখলা আক্রমণের প্রায় দুই মাস পর (মার্চ, ৬২৪ সাল) ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, "বদর যুদ্ধ!" অমানুষিক নৃশংসতায় মোট ৭২ জন (দুইজন-কে বন্দি অবস্থাতেই পথিমধ্যে) কুরাইশ-কে হত্যা, ৬৮ জন-কে বন্দি করে ধরে নিয়ে এসে ৬৫ জনের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে মুক্তি প্রদান (পর্ব: ৩০-৪৩)। ধর্মের নামে "ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও পার্থিব মুনাফা অর্জনের" সর্ব-প্রথম বৃহৎ সাফল্য। অতঃপর, বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মুহাম্মদের আদেশে মদিনায় বেশ কিছু 'বুদ্ধিজীবী' হত্যা, যাদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে তাঁরা তাঁদের লিখিত কবিতার মাধ্যমে মুহাম্মদের নৃশংস কর্ম-কাণ্ডের "মৌখিক প্রতিবাদ" করেছিলেন। আবু আফাক নামের এক অতি-বৃদ্ধ, আসমা-বিনতে মারওয়ান নামের এক পাঁচ সন্তানের জননী ও কাব বিন আল-আশরাফ নামের এক কবি - যাকে হত্যা করা হয়েছিল প্রতারণার আশ্রয়ে। অতঃপর মদিনার ইহুদীদের "যাকে পারো তাকেই হত্যা" ঘোষণা (পর্ব: ৪৬-৪৯)!

অতঃপর, বদর যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পর মদিনার "বনি কেইনুকা" নামের এক ইহুদি গোত্র-কে তাঁদের শত শত বছরের আবাস-ভূমি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি (মার্চ ২৭, ৬২৪ সাল)। সন্ত্রাসী কায়দায়, ধর্মের নামে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের "দ্বিতীয় বৃহৎ উপার্জন (পর্ব- ৫১)!" তাঁদের

জীবন রক্ষা পেয়েছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই নামের এক আদি মদিনা-বাসী অনুসারীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে, যাকে মুহাম্মদ মুনাফিক নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

অতঃপর ওহুদ যুদ্ধ, বদর যুদ্ধের ঠিক এক বছর পর (মার্চ ২৩, ৬২৫ সাল)। এই যুদ্ধে মুহাম্মদের চরম ব্যর্থতা (পর্ব: ৫৪-৭১)। অতঃপর এই যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদের আরও কিছু ব্যর্থতা ও অবিশ্বাসীদের দ্বারা তাঁর অনুসারীদের হত্যা (পর্ব: ৭২-৭৪)। ওহুদ যুদ্ধ ও এই যুদ্ধ পরবর্তীর ব্যর্থতার পর, নিজের হৃতগৌরব ও নেতৃত্ব পুন:প্রতিষ্ঠা ও সর্বোপরি “গনিমতের মাল" নিশ্চিত করার প্রয়োজনে মুহাম্মদের পরবর্তী নৃশংসতা, **"বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ”** ও তাদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন (মে, ৬২৫ সাল)! বনি কেইনুকা গোত্রের লোকদের মতই, বনি নাদির গোত্রের লোকদেরও জীবন রক্ষা পেয়েছিল সেই একই আবদুল্লাহ বিন উবাইের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে (পর্ব: ৫২ ও ৭৫)।

অতঃপর "খন্দক যুদ্ধ!" ওহুদ যুদ্ধের দুই বছর পর (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ৬২৭ সাল)। আবারও মুহাম্মদের চরম ব্যর্থতা (পর্ব: ৭৭-৮৬)। খন্দক যুদ্ধের চরম ব্যর্থতার পর, যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার পরপরই সংঘটিত হয় বনি কুরাইজা গোত্র আক্রমণ ও গণহত্যা (মার্চ-এপ্রিল, ৬২৭ সাল)! মুহাম্মদ তাঁর ৬২ বছরের (৫৭০-৬৩২ খৃষ্টাব্দ) জীবদ্দশায় যে সকল মানবতা বিরোধী নৃশংস অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তার সবচেয়ে জঘন্যটি হলো এই "বনি কুরাইজা গণহত্যা”! মুহাম্মদের নেতৃত্বে এই গোত্রের সমস্ত প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদের একটা একটা করে গলা কেটে করা হয় খুন; তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ভাগাভাগি করে করা হয় যৌন-দাসীতে রূপান্তর ও ধর্ষণ; তাঁদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের করা হয় দাসে পরিবর্তন ও ভাগাভাগি; তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি করা হয় লুণ্ঠন এবং পরবর্তীতে এই দাসীদের অনেককে নাজাদ অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে করা হয় বিক্রি ও সেই উপার্জিত অর্থে ক্রয় করা হয় যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও ঘোড়া। মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কাছে নিজের শক্তিমত্তার প্রমাণ উপস্থাপন করতে, অনুসারীদের "পার্থিব সুযোগ সুবিধার

জোগান (গণিমত)" নিশ্চিত করতে ও প্রয়োজনে 'তিনি' কতটা নিষ্ঠুর হতে পারেন" এই বার্তা প্রতিপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে এই গণহত্যা-টি সংঘটিত করেছিলেন (পর্ব: ৮৭-৯৫)।

বনি কুরাইজা গণহত্যার ছয় মাস পর বানু লিহায়েন (লিহিয়ান) গোত্রের লোকদেরকে প্রতারণার আশ্রয়ে বিভ্রান্ত করে অতর্কিত আক্রমণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, "বানু আল-মুসতালিক" গোত্রের ওপর অতর্কিত হামলা (ডিসেম্বর, ৬২৭ সাল)। মুহাম্মদের পরবর্তী "বৃহৎ গনিমত" অর্জন (পর্ব: ৯৭-১০১)। এটি ছিল মুহাম্মদের 'হুদাইবিয়া সন্ধি (মার্চ, ৬২৮ সাল)' পূর্ববর্তী সাত মাসে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিরপরাধ অবিশ্বাসী জনপদের উপর চৌদ্দটি আগ্রাসী হামলার একটি (পর্ব- ১০৯)। এই হামলাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আর একটি হলো, "উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড," যেখানে উম্মে কিরফা নামের এক অতি-বৃদ্ধা সম্ভ্রান্ত মহিলা-কে হত্যা করা হয় অমানুষিক নৃশংসতায় (পর্ব-১১০):

"তাঁর পা আলাদা আলাদা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় ও অতঃপর সেই দড়িগুলো দু'টি উটের সাথে বেঁধে তাদের উল্টো দিকে পরিচালনা করা হয় যতক্ষণে না তাঁর শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হে যায়!"

অতঃপর, মুহাম্মদের "হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি!" বানু আল-মুসতালিক হামলার তিন মাস পর (মার্চ-এপ্রিল, ৬২৮ সাল)। আবারও চরম ব্যর্থতা ও অনুসারীদের অত্যন্ত হতাশা-জনক প্রতিক্রিয়া। অনুসারীদের এহেন হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ, তাঁদের মনোবল চাঙ্গা করা ও সর্বোপরি তাঁর নিজের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার ও নেতৃত্ব পুন:প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সন্ধি-চুক্তি শেষে মক্কা থেকে মদিনায় ফিরে আসার প্রাক্কালে পথিমধ্যেই "সুরা আল-ফাতহ (সুরা নম্বর ৪৮)" এর অবতারণার মাধ্যমে অনুসারীদের "লুটের মালের ওয়াদা প্রদান (পর্ব: ১১১-১২৩)। অতঃপর, পরবর্তী বাইশ মাস সময়ে, হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পর থেকে মক্কা বিজয়ের সময় (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল) পর্যন্ত,

বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের উপর মুহাম্মদ কমপক্ষে আঠার-টি আগ্রাসী হামলা সংঘটিত করেন (পর্ব: ১২৪)। সেই হামলাগুলো হলো, যথাক্রমে:

*খায়বার হামলা (মে, ৬২৮ সাল)", **"অতর্কিত আক্রমণে"** এই জনপদ-বাসীর ওপর অমানুষিক নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ড, তাদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ লুণ্ঠন ও যৌন-দাসী হস্তগতকরণ (পর্ব: ১৩০-১৫২); অতঃপর,"ফাদাক' আগ্রাসন", ফাদাক-বাসী মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে পেরেছিলেন "তাঁকে" তাদের যাবতীয় ভূখণ্ডের অর্ধেক মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে (পর্ব: ১৫৩-১৫৮); অতঃপর অতর্কিত ওয়াদি আল-কুরা হামলা (পর্ব: ১৫৯); অতঃপর অতর্কিত তুরাবা হামলা ও নাজাদ আক্রমণ (পর্ব-১৬০); অতর্কিত বানু মুরাহ আক্রমণ; অতর্কিত আবদ বিন থালাবা আক্রমণ; অতর্কিত আল-জিনাব আক্রমণ; বানু সুলায়েম হামলা; অতর্কিত আল-কাদিদ হামলা (পর্ব: ১৭৫); অতর্কিত আল-গাবা হামলা (পর্ব: ১৭৬); অতর্কিত আল মুনধির বিন সাওয়া আল-আবদি ও তাঁর গোত্রের লোকদের ওপর হামলা; অতর্কিত বানু আমির গোত্রের ওপর হামলা; অতর্কিত ধাত আতলাহ আক্রমণ; অতঃপর ব্যর্থ মুতা হামলা (পর্ব: ১৮৪-১৮৬)!*

অতঃপর, মুহাম্মদের মক্কা আক্রমণ ও বিজয়! মুতা হামলার (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬২৯ সাল) চার মাস ও হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির বাইশ মাস পর; ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাসে **"অতর্কিত আক্রমণে"** মুহাম্মদের মক্কা বিজয়', হত্যাকাণ্ড-নৃশংসতা ও 'প্রতিমা' ধ্বংসের মহোৎসব (পর্ব: ১৮৭-১৯৭)।

এই আঠারটি হামলা ছাড়াও মক্কা থেকে পালিয়ে আসা আবু বসির নামের মুহাম্মদের আর এক অনুসারীর নেতৃত্বে কুরাইশ বাণিজ্য বহরের ওপর হামলা, তাঁদেরকে খুন ও তাঁদের যাবতীয় মালামাল লুণ্ঠন ছিল পুরা-দমে অব্যাহত।

অতঃপর, বানু জাধিমা গোত্রের মানুষদের ওপর অমানুষিক হত্যাকাণ্ড (পর্ব: ১৯৮-২০১); নেতৃত্বে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ। অতঃপর "হুনায়েন যুদ্ধ", যার বিশদ আলোচনা গত নয়টি পর্বে করা হয়েছে। প্রশ্ন ছিল, "কী ঘটেছিল তখন?"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের প্রায় সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকই 'হুনায়েন যুদ্ধ' উপাখ্যানের বর্ণনায় এই যুদ্ধের যে কারণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা হলো (পর্ব-২০২):

'হাওয়াজিনের লোকেরা যখন শুনতে পায় যে নবী মুহাম্মদ 'মক্কা বিজয়' সম্পন্ন করেছেন, তখন বানু নাসর গোত্রের মালিক বিন আউফ নামের এক ৩০ বছর বয়সী যুবক তাদের একত্রিত করে। থাকিফ, নাসর ও জুশাম গোত্রের সমস্ত লোক এবং সা'দ বিন বকর ও বানু হিলাল গোত্রের কিছু লোক তার সাথে মিলিত হয়; কায়েস আইলান গোত্রের অন্য আর কেহই তার সাথে যুক্ত ছিল না; আর কাব ও কিলাব গোত্রের কোনই লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল না। তাঁদের আনুমানিক সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার! হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের লোকেরা মক্কার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই কারণে যে,

"তারা ভীত ছিল এই ভেবে যে, মক্কা বিজয়ের পর নবী মুহাম্মদ তাদের আক্রমণ করতে পারে।"

সে কারণেই তারা একত্রিত হয়, সৈন্যসমাবেশ, বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও বলে, "-- তোমরা তোমাদের মনস্থির করো ও 'সে তোমাদের কাছে আসার আগে' তার দিকে যাত্রা শুরু করো।" অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করে ও হুনায়েনের 'আওতাস' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে।

মুহাম্মদ যখন এই খবর-টি শুনতে পান, তিনি আবদুল্লাহ বিন আবু হাদরাদ আল-আসলামি কে তাদের কাছে পাঠান ও তাকে এই নির্দেশ দেন যে সে যেন সেখানে

তাদের মধ্যে যায় ও তাদের সাথে বসবাস করে ও তাদের সমস্ত খবরাখবর নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসে। আবদুল্লাহ প্রস্থান করে ও সেখানে গিয়ে তাদের সাথে অবস্থান করে ও জানতে পারে যে তারা আল্লাহর নবীর সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতঃপর আবদুল্লাহ ফিরে এসে মুহাম্মদ-কে সেই খবর-টি অবহিত করায়। অতঃপর মুহাম্মদ উমর বিন আল-খাত্তাব-কে ডেকে পাঠান ও আবদুল্লাহ তাঁকে যা বলেছে তা তাকে অবহিত করান। কিন্তু,

আবদুল্লাহ বিন আবু হাদরাদের এই খবর উমর সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করে ও বলে: "সে মিথ্যা বলেছে।"

অতঃপর, আবদুল্লাহ বিন আবু হাদরাদ ও উমরের মধ্যে বচসা শুরু হয়। স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আবদুল্লাহ বিন আবু হাদরাদ-কে সমর্থন করেন। অতঃপর, মুহাম্মদ তাঁর মক্কা বিজয় সম্পন্ন করার মাত্র ১৫দিন পর তাঁর প্রায় বারো হাজার অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওনা হোন ও তাদের আক্রমণ ও পরাস্ত করেন।

অর্থাৎ, আদি উৎসের এই বর্ণনায় আপাতদৃষ্টিতে সাধারণভাবে এই ধারণা-টিই পাওয়া যায় যে: "হাওয়াজিন, থাকিফ ও অন্যান্য আরব গোত্রের 'সম্ভাব্য আক্রমণ' প্রতিহত করার লক্ষ্যেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মুহাম্মদ তাদের-কে আক্রমণ করেছিলেন!"

কিন্তু, আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে "কমপক্ষে চার-টি অসংগতি" অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা এই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য-বাহী। সেই অসংগতিগুলো হলো এই:

প্রথম অসংগতি:

"হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের লোকেরা তাঁদের নারী, শিশু, পরিবার-পরিজন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও তাদের গাধা-উট-ভেড়া জাতীয় গবাদি পশু ও তাদের সম্পদ-গুলো সঙ্গে এনেছিলেন! এর কারণ হিসাবে উল্লেখিত আছে যে, 'তাদের দলনেতা মালিক বিন আউফের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাহলে পুরুষরা তাদের রক্ষায় মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করতে প্রস্তুত থাকবে'।"

সুতরাং প্রশ্ন হলো:
মুহাম্মদের মদিনা জীবনের গত সাড়ে সাত বছরের ওপরে বর্ণিত আগ্রাসী আক্রমণ ও নৃশংসতার ইতিহাস; মাত্র ১৫দিন আগে অতর্কিত আক্রমণে মুহাম্মদের 'মক্কা বিজয়', হত্যাকাণ্ড-নৃশংসতা, 'প্রতিমা' ধ্বংস ও অতঃপর বানু জাধিমা গোত্রের মানুষদের ওপর হত্যাকাণ্ডের বিষয়-টি জানা থাকা সত্বেও হাওয়াজিনরা কোন ভরসায় তাদের নারী-শিশু-উট-গাধা ভেড়া নিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মত এমন এক দুর্ধর্ষ সশস্ত্র বাহিনী-কে আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন? তারা কী এতটাই নির্বোধ ছিলেন?

মুহাম্মদের প্রেরিত গুপ্তচর আবদুল্লাহ বিন আবু হাদরাদের আনা খবরগুলো উমর ইবনে খাত্তাব কী কারণে বাতিল ও তাকে "মিথ্যাবাদী রূপে" দোষারোপ করেছিলেন, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আদি উৎসের বর্ণনায় অনুপস্থিত। কিন্তু আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, "তারা ভীত ছিল এই ভেবে যে, মক্কা বিজয়ের পর নবী মুহাম্মদ তাদের আক্রমণ করতে পারে।"

কোন শক্তিশালী আগ্রাসী নৃশংস বাহিনীর আক্রমণের কবল থেকে পরিবারের নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নিকট-আত্মীয়দের জীবন ও কষ্টার্জিত সম্পদ রক্ষায় মানুষ দলে দলে নিরাপদ আশ্রয়ে "পলায়নের চেষ্টা" করে! পথিমধ্যে আক্রান্ত হলে হয়তো নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনে "তৎক্ষণাৎ" শত্রুর মোকাবেলাও করে! কিন্তু নিজেদের নারী-শিশু পরিবার পরিজন, উট-ভেড়া-গাধা-ছাগল (গবাদি পশু) ও

সম্পদ বগলে নিয়ে কোন গুষ্টি "আগ বাড়িয়ে" শক্তিশালী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে, এই যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য?

আদি উৎসের বর্ণনায় 'হুনায়েন যুদ্ধের' এই ঘটনা-টি পাঠের সময় **১৯৭১** সালের বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছু স্মৃতি মানস-পটে ভেসে উঠে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়টিতে আমরা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সম্ভাব্য অতর্কিত আক্রমণ ও নৃশংসতার কবল থেকে বাঁচার প্রত্যাশায় নিজেদের গচ্ছিত সম্পদ ও নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতা-মাতা সহ সকল পরিবার সদস্যদের-কে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ধাবিত হয়েছিলাম। সেই একই দৃশ্য আমরা দেখতে পাই বর্তমান সময়েও। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর আক্রমণ ও নৃশংসতার কবল থেকে বাঁচার প্রত্যাশায় রোহিঙ্গারাও দলে দলে বাংলাদেশে আগমন করেছিল সেই একইভাবে। ইসলামিক স্টেট ও সিরিয়ার সরকারী বাহিনীর আক্রমণের কবল থেকে বাঁচার প্রত্যাশায় যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইরাক-সিরিয়া থেকে তুরস্ক ও ইউরোপ অসংখ্য মানুষ পাড়ি দিয়েছে সেই একই প্রক্রিয়ায়।

দ্বিতীয় অসংগতি:

“এই যুদ্ধের শুরুতে মুহাম্মদ ও তাঁকে রক্ষায় নিয়োজিত অতি অল্প সংখ্যক অনুসারী ছাড়া বাঁকি সমস্ত অনুসারীরা যখন পলায়ন করেছিলেন, ও অতঃপর যখন তাঁর ও তাঁর চাচা আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের আর্ত-চিৎকারে "সর্বোচ্চ একশত জন মুহাম্মদ অনুসারী ফিরে এসেছিলেন", তখন বিশ হাজারের অধিক সংখ্যক হাওয়াজিন যোদ্ধারা অনায়াসেই এই অল্প কিছু মুসলমানদের ঘেরাও ও হত্যা করতে পারতেন! কিন্তু তারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কোন-রূপ আক্রমণ চালিয়েছিলেন, এমন ইতিহাস আদি উৎসের কোথাও বর্ণিত হয় নাই!”

সুতরাং প্রশ্ন হলো:

“হাওয়াজিনরা যদি তাদের নারী-শিশু, উট-গাধা-ভেড়া-ছাগল নিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের "আক্রমণের উদ্দেশ্যেই" হুনায়েনের আওতাস নামক স্থানে এসে সমবেত হোন, তবে কোন তারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই চরম দুর্বল মুহূর্তে আক্রমণ করেন নাই? কেন তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন নাই? তবে কী তারা 'আওতাস প্রান্তরে' সমবেত হয়েছিলেন মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে ‘বাঁচার প্রচেষ্টায়, যুদ্ধের নিমিত্তে নয়’?”

তৃতীয় অসংগতি:

“যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় মুহাম্মদ ও আল-আব্বাসের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে সর্বোচ্চ মাত্র ১০০জন মুহাম্মদ অনুসারী ফিরে এসে ২০,০০০ সশস্ত্র হাওয়াজিন সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে "অতি অল্প-সময়ের মধ্যে" তদের-কে পরাজিত করে! বর্ণিত হয়েছে, তা ছিল এতটায় অল্প-সময় যে, অন্য মুসলমানরা ফিরে এসে দেখে যে, ‘হাওয়াজিনরা পরাজিত হয়েছে ও না কোন তরোয়াল মুসলমানদের আঘাত করেছিল কিংবা না কোন বর্শা মুসলমানদের করেছিল বিদ্ধ’!" (পর্ব: ২০৬)!"

কী আশ্চর্য! সে কারণেই এই যুদ্ধের বর্ণনায় আল্লাহর নামে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (কুরআন: ৯:২৫) ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নামে তার অনুসারীরা "অলৌকিক ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীর (মোজেজা)" অবতারণার মাধ্যমে গোঁজামিল প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে; যার কোন বাস্তব ও যৌক্তিক ভিত্তি নেই (পর্ব:২০৫)!

সুতরাং আবারও প্রশ্ন:

"হাওয়াজিনরা যদি তাদের নারী-শিশু, উট-গাধা-ভেড়া-ছাগল নিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের "আক্রমণের উদ্দেশ্যেই" হুনায়েন প্রান্তরে সমবেত হয়ে থাকে, তবে কী ভাবে সর্বোচ্চ মাত্র ১০০জন মুহাম্মদ অনুসারী “অতি অল্প সময়ে" তাদের এই বিশাল

বাহিনী-কে পরাজিত করতে পারে? তবে কী তারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে "শুধুমাত্র" বাঁচার প্রচেষ্টায়, যুদ্ধের নিমিত্তে নয়?"

চতুর্থ অসংগতি:

"এই যুদ্ধে 'মাত্র চার-জন' মুহাম্মদ অনুসারী নিহত হয়েছিলেন, যার একজন নিহিত হয়েছিলেন তাঁর ঘোড়ার ওপর থেকে মাটিতে পড়ে (পর্ব: ২০৯) ও আবু আমির আল-আশারি নামের অন্য একজন অনুসারী নিহত হয়েছিলেন যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর, হাওয়াজিনদের সাথে তার দশম দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময়টি-তে (পর্ব: ২০৮)। অর্থাৎ, ২০,০০০ সশস্ত্র হাওয়াজিন সৈন্য সর্বোচ্চ একশত জন মুহাম্মদ অনুসারীর সাথে (কিংবা 'বারো হাজার মুহাম্মদ অনুসারীর সাথে', আল-তিরমিজির ব্যাখ্যা মতে (পর্ব: ২১০) যুদ্ধ করে "মাত্র দুই-জন" মুহাম্মদ অনুসারী-কে হত্যা করেছিলেন! অন্যদিকে প্রথম অবস্থায় পলায়নের পর সর্বোচ্চ একশত জন মুহাম্মদ অনুসারী ফিরে এসে এই বিশাল সংখ্যক হাওয়াজিন সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে কমপক্ষে ১১৮-জন অবিশ্বাসী-কে হত্যা করেছিলেন!"

কী তেলেসমাতি কাণ্ড! আবারও সেই একই প্রশ্ন:
"এই অত্যন্ত অসম হতাহতের সংখ্যায় কী নিশ্চিতরূপে এটাই প্রতীয়মান হয় না যে, হাওয়াজিনরা তাদের নারী-শিশু, উট-গাধা-ভেড়া-ছাগল নিয়ে আওতাস প্রান্তরে সমবেত হয়েছিলেন মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে "শুধুমাত্র" বাঁচার প্রচেষ্টায়, যুদ্ধের নিমিত্তে নয়?"

সুতরাং, "কী ঘটেছিল" প্রশ্নটির জবাব হলো:

"হুনায়েন হামলার" সেই সময়টি-তে সত্যিই কী ঘটেছিল, তা সঠিকভাবে জানা কখনোই সম্ভব নয়। তবে, ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের সকল বিশিষ্ট

মুসলিম ঐতিহাসিকদের 'হুনায়েন যুদ্ধ' উপাখ্যানের বর্ণনায় ওপরে বর্ণিত অসঙ্গতিগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে যা প্রতীয়মান হয়, তা হলো:

'হাওয়াজিনরা আওতাস প্রান্তরে সমবেত হয়েছিলেন মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচার প্রত্যাশায়, যুদ্ধের নিমিত্তে নয়! আর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের-কে আক্রমণ করেছিলেন, "অতর্কিতে!" অতি প্রত্যুষে! হাওয়াজিনরা তা টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ বাঁচার তাগিদে তাদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের ওপর থেকে 'তীর নিক্ষেপ' শুরু করে। যেহেতু মুহাম্মদের এই আক্রমণ-টি ছিল অতর্কিত, মুহাম্মদ অনুসারীদের কাছে হাওয়াজিনদের পক্ষ থেকে এই প্রতিরোধ তাদের জন্য ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। হাওয়াজিনরা যে তাদের নারী-শিশু ও গবাদি-পশুগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছে, এই তথ্য-টি মুহাম্মদ অনুসারীদের জানা ছিল না, যা আমরা জানতে পারি আল-ওয়াকিদি ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনায়। অতি প্রত্যুষের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে মুহাম্মদ অনুসারীরা ধারণা করেছিলেন যে, "এদের সবাই ছিল পুরুষ, বিশাল জনতার ঢল (পর্ব: ২০৬)।" তাই তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করেছিলেন দিগ্বিদিকে।

অন্যদিকে, হাওয়াজিনরা যেহেতু সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, "শুধুমাত্র" মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে! সে কারণেই তৎক্ষণাৎ মোকাবিলায় তারা মুহাম্মদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও তারা তাদের নিজেদের ও তাদের নারী-শিশু-পরিবার পরিজনদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন শুরু করে। তারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কখনোই 'আগ্রাসী আক্রমণ' চালানোর চিন্তাও করে নাই। সে কারণেই সংখ্যায় তারা বিশাল হওয়া সত্বেও 'মাত্র দুইজন' মুহাম্মদ অনুসারী নিহত হয়েছিল। মুহাম্মদ ও আল-আব্বাসের আর্ত-চিৎকারে সর্বোচচ একশত জন মুহাম্মদ অনুসারী যখন ফিরে আসে, তখন মুহাম্মদ তদের-কে "এই পলায়নরত হাওয়াজিনদের" বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় ও ঘোষণা করে যে, "যে কেউ কোন শত্রু-কে হত্যা করবে, সে তার সম্পদ লুটের মালের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত

হবে (পর্ব: ২০৭)।" গণিমতের লোভে তাঁর এই অনুসারীরা পলায়ন-রত এই হাওয়াজিনদের হত্যার হোলি-খেলায় মেতে উঠে। সে কারণেই সংখ্যায় মাত্র একশত জন হওয়া সত্বেও "অতি অল্প সময়ে তারা তাদের-কে পরাজিত করে।" অমানুষিক নৃশংসতায় তারা ১১৮ জনেরও অধিক সংখ্যক হাওয়াজিনদের হত্যা করে! তাঁদের নারী-শিশু ও পরিবার পরিজনদের বন্দি করে ও বিশাল পরিমাণ গনিমত লুণ্ঠন করে। অন্যান্য মুহাম্মদ অনুসারীরা ফিরে এসে দেখতে পায় যে, "হাওয়াজিনরা পরাজিত হয়েছে ও না কোন তরোয়াল মুসলমানদের আঘাত করেছিল কিংবা না কোন বর্শা মুসলমানদের করেছিল বিদ্ধ'!"

আদি উৎসের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, 'মুতা যুদ্ধে' চরম ব্যর্থতায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন মনক্ষুন্ন ও 'গনিমত-বঞ্চিত!' মক্কা বিজয়ে চরম সাফল্য, তথাপি 'গনিমত বঞ্চিত।' মুহাম্মদের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো, "ওহী নাজিল ও অনুসারীদের গনিমত জোগান!" অনুসারীদের গনিমতের জোগান নিশ্চিত করার প্রয়োজনেই মুহাম্মদ আওতাসে সমবেত হাওয়াজিনদের ওপর এই "অতর্কিত আক্রমণ" চালিয়েছিলেন।

২১২: তায়েফ যুদ্ধ -১: কে ছিল আক্রমণকারী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত ছিয়াশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

অতর্কিত আক্রমণে মক্কা বিজয় ও তার দুই সপ্তাহ পর 'হুনায়েন' নামক স্থানে সমবেত হাওয়াজিন ও অন্যান্য আরব গোত্রের লোকদের অমানুষিক নৃশংসতায় পরাস্ত করার পর, নবী মুহাম্মদের পরবর্তী সশস্ত্র আগ্রাসন-টি ছিল, "আল-তায়েফ আক্রমণ!" ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ সিরাত (মুহাম্মদের জীবনী) ও হাদিস গ্রন্থে এই হামলা-টির বর্ণনা বিভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, আল-ওয়াকিদি (৭৪৭ -৮২৩ সাল); তাঁর "কিতাব আল-মাঘাজি" গ্রন্থে।

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, যুগে যুগে মানুষ তার প্রয়োজনে মতবাদ ও সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে; 'ঈশ্বরের নাম' ব্যবহার করে কিংবা তা না করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই মতবাদ-গুলোর কোনটিই চিরস্থায়ী নয়। এর মুখ্য কারণ হলো: মানুষের চিন্তা-চেতনা, চাহিদা, প্রয়োজন, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সভ্যতা - ইত্যাদি বিষয়গুলো সর্বদায় পরিবর্তনশীল (Dynamic)। আজকের একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুষের চিন্তা-ভাবনা, চাহিদা, প্রয়োজন, পরিস্থিতি ও তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সভ্যতা নিঃসন্দেহে শতাব্দী প্রাচীন মানুষদের তুলনায় ভিন্ন

প্রকৃতির। পরিবর্তনশীল এই সমস্ত বিষয়কে 'অপরিবর্তনশীল' কোন মতবাদের অধীনে 'অনন্তকাল' টিকিয়ে রাখা কখনোই সম্ভব নয়।

প্রায় প্রতিটি মতবাদেরই এক একান্ত অপরিহার্য ও প্রাথমিক (fundamental) শিক্ষা থাকে, যার ভিত্তিতে সেই মতবাদের অনুসারীরা তাঁদের চিন্তা-চেতনা, কর্মকাণ্ড ও রীতি-নীতি অনুশীলনের চেষ্টা করেন। ইসলাম ও তার ব্যতিক্রম নয়। কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতি-তে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের অনুসারীরা কী ধরনের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারেন, তা বহুলাংশেই নির্ভর করে সেই মতবাদের একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা পদ্ধতির ওপর।

'ইসলামের' একান্ত অপরিহার্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা ও নির্দেশ অনুযায়ী জগতের সকল 'মুমিন' মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হলো, **"সর্বাবস্থায়"** তাঁদের স্ব-ঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রশংসা করা, তাঁর সকল আদেশ-নির্দেশ যথাযথ পালন করা ও যাবতীয় কসরতের মাধ্যমে মুহাম্মদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদান করা। 'ইসলামের' এই একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শর্ত অনুযায়ী, জগতের কোন 'মুমিন' মুসলমানই কোন অবস্থাতেই তাঁদের নবী মুহাম্মদের বানী ও কর্ম-কাণ্ডের বৈধতার প্রশ্নে কোনরূপ সন্দেহ-পোষণ করতে পারেন না। **"পরোক্ষ ভাবেও নয়!"** যদি তাঁরা তা করেন, তবে ইসলামের প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী তাঁদের-কে আর মুসলমান হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় না। সেক্ষেত্রে, সন্দেহকারী এ সমস্ত মানুষদের 'ইসলাম-বিচ্যুত (মুনাফিক বা মুরতাদ)' ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এমতাবস্থায়, তাঁরা যদি নবী মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ডের **"কোনরূপ সমালোচনা"** করেন, তবে তাঁদের-কে হত্যা করায় হলো ইসলামের নির্ধারিত বিধান। এই প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো:

"সত্যের সমাধি রচনা, ভণ্ডতার অনুশীলন ও মুহাম্মদের চাটুকারিতার প্রসার!"

এমত পরিস্থিতিতে, মুহাম্মদের মৃত্যুর কয়েক শত বছর পর তাঁর গুণগ্রাহী অনুসারীদের বর্ণিত (যাদের বর্ণনার ভিত্তিতে লেখকগণ উপাখ্যান-গুলো লিপিবদ্ধ করেছেন) ও লিখিত ইতিহাস থেকে সত্য-কে খুঁজে বের করা অত্যন্ত দুরূহ ও গবেষণা-ধর্মী বিষয়। তাঁদের রচিত এই ইতিহাসগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে 'সত্য-কে' খুঁজে বের করা কখনোই সম্ভব নয়।

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের প্রায় সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের 'হুনায়েন যুদ্ধ' উপাখ্যানের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিত-রূপে জানি তা হলো: "হাওয়াজিন ও অন্যান্য আরব গোত্র ও উপ-গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কোনরূপ আগ্রাসী আক্রমণ চালান নাই। বরাবরের মতই, আক্রমণকারী দল-টি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা (পর্ব: ২০২-২০৯)! আর, আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার "অসঙ্গতিগুলোর" পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে যা প্রায় নিশ্চিত-রূপেই প্রতীয়মান হয়, তা হলো:

“মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল) তারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের করাল গ্রাস থেকে ***"বাঁচার প্রত্যাশায়",*** *যুদ্ধের নিমিত্তে নয়! আর মুহাম্মদ তাঁদের-কে আক্রমণ করেছিলেন অতর্কিতে! এটি কোন যুদ্ধ ছিল না! এটি ছিল অমুসলিমদের* প্রতি মুহাম্মদের বহু অতর্কিত আগ্রাসী হামলার আর একটি উদাহরণ মাত্র (পর্ব: ২১১)!

বানু থাকিফ গোত্রের যে সমস্ত লোকেরা হুনায়েনে সমবেত হয়েছিলেন ও মুহাম্মদের আগ্রাসী নৃশংস আক্রমণ থেকে তাঁদের জীবন নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন, তাঁরা পালিয়ে আল-তায়েফে আশ্রয় নেই। "হুনায়েন হামলা" সম্পন্ন করার পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সেখান থেকে সরাসরি আল-তায়েফ গমন করেন ও তার

অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ চালান! তায়েফ-বাসী তাঁদের নগরীর দুর্গের দু'টি দরজাই বন্ধ করে দেয় ও প্রাচীরের ওপার থেকে তাঁরা মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ শুরু করে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [187]

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [188] [189]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২০৯) পর:

‘থাকিফের পলাতক লোকেরা আল-তায়েফ গমন করে ও শহরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উরওয়া বিন মাসুদ [পর্ব: ১১৫] ও ঘায়েলান বিন সালামা এই দুইজনের কেহই হুনায়েন কিংবা আল-তায়েফ অবরোধ কালে উপস্থিত ছিল না; তারা তখন জুরাশ নামক স্থানে Testudo ('আল-দাববাদ), Catapult ও অন্যান্য যন্ত্রের ('দুবুর’- এক ধরনের Testudo) ব্যবহার শিক্ষা করছিল। হুনায়েনের বিষয়-টি সমাপ্ত করার পর আল্লাহর নবী 'আল-তায়েফ' গমন করেন। --- [190]

আল্লাহর নবী নাখলাতুল-ইয়েমেনিয়া, কাড়ন (Qarn), আল-মুলায়াহ ও লিয়ার (Liya) বাহরাতুল রুঘার পাশ দিয়ে (এই স্থানগুলো তায়েফ এলাকার অন্তর্ভুক্ত) যাত্রা করেন। তিনি সেখানে এক মসজিদ নির্মাণ করেন ও তার ভিতরে নামাজ আদায় করেন। [191]

আমর বিন শুয়ায়েব [মৃত্যু ৭৩৬ সাল] আমাকে যা বলেছে, তা হলো: [192]

তিনি যখন সেখানে পৌঁছান, সেই দিনটি-তে তিনি হত্যার বিনিময়ে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল এ জাতীয় ঘটনার

প্রথম। হুদায়েল গোত্রের এক লোক বানু লেইথ গোত্রের এক লোক-কে হত্যা করে; তাকে সে হত্যা করেছিল হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে।

লিয়ায় অবস্থান কালে আল্লাহর নবী মালিক বিন আউফের দুর্গ-টি ধ্বংস করার (আল ওয়াকিদি: 'পুড়িয়ে দেওয়ার') আদেশ জারী করেন।

অতঃপর তিনি এমন এক রাস্তা দিয়ে গমন করেন, যার নাম ছিল 'আল-দেইকা (al-Dayqa)'। রাস্তা-টি অতিক্রমের সময় তিনি এর নাম-টি জানতে চান। যখন তাকে বলা হয় যে, এটির নাম হলো 'আল-দেইকা [সঙ্কীর্ণ], তিনি বলেন, "না, এটি হলো 'আল-উসরা [সহজসাধ্য]'।"

অতঃপর তিনি নাখিব স্থানটির পাশ দিয়ে যাত্রা করেন ও 'আল-সাদিরা' নামের এক লোট-গাছের (lote tree) নিচে এসে যাত্রা বিরতি দেন; যে স্থান-টি ছিল থাকিফের এক লোকের সম্পত্তির সন্নিকটে। আল্লাহর নবী তার কাছে এই হুকুম পাঠান যে, "হয় তুমি বেরিয়ে আসবে, নতুবা আমরা তোমার প্রাচীর ('ha'it': যার মানে হলো প্রাচীর ও বাগান - যা ঐ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত) ধ্বংস করবো (আল-ওয়াকিদি: 'পুড়িয়ে দেব')।"

সে বের হয়ে আসতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে; তাই আল্লাহর নবী এই নির্দেশ জারী করেন যে তার প্রাচীর-টি যেন ধ্বংস করা হয়।

তিনি আল-তায়েফের কাছে এসে থামেন ও সেখানেই তাঁর শিবির স্থাপন করেন। তাঁর কিছু সহযোগী সেখানে তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে; এই কারণে যে, শিবির-টি ছিল আল-তায়েফের প্রাচীরের খুবই নিকটে ও তীরগুলি তাদের নাগাল অবধি পৌঁছেছিল। মুসলমানরা তাদের প্রাচীর অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকতে পারে নাই। কারণ তারা সেটির দরজা দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে রেখেছিল। তীরের আঘাতে লোকগুলো

নিহত হওয়ার পর তিনি শিবির-টি স্থানান্তরিত করেন সেই স্থানটির নিকট, যেখানে তাঁর মসজিদ-টি আজ অবস্থিত।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [189]

‘সে বলেছে: আবদুল্লাহ বিন জাফর, ইবনে আবি সাবরা, ইবনে মাওহাব, আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ, আবদ আল-সামাদ বিন মুহাম্মদ আল সা'দি ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আমাকে আল-যুহরি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছে; আর এছাড়াও উসামা বিন যায়েদ, আবু মাশার, আবদ আল-রাহমান বিন আবদ আল-আযিয ও মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া বিন সাহল ও অন্যান্য ব্যক্তিরা যাদের নাম আমি উল্লেখ করি নাই, লোকগুলো ছিল বিশ্বস্ত। তাদের সকলেই আমাকে এই ঘটনাটির অংশগুলো অবহিত করিয়েছে। আমাকে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার সমস্তই আমি লিখে রেখেছি। তারা বলেছে:

'হুনায়েন দখল করার পর আল্লাহর নবী আল-তায়েফে যাত্রার বাসনা করেন। তিনি আল-তোফায়েল বিন আমর-কে **'ধু আল-কাফিয়ান'** - আমর বিন হুমামার প্রতিমা - ধ্বংসের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে এই নির্দেশ দেন যে, সে যেন তার লোকদের এই অনুরোধ করে যে তারা যেন তাকে সাহায্য করে ও তার সাথে আল-তায়েফে যোগদান করে।

আল-তোফায়েল বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমাকে পরামর্শ দিন।"
আল্লাহর নবী বলেন, "শান্তি ছড়িয়ে দাও; খাদ্য প্রদান করো; ঈশ্বরের সম্মুখে চুপচাপ থাকো, যেমন করে এক অভিজাত ব্যক্তি তার পরিবারের সামনে চুপচাপ থাকে। যদি তুমি কোন খারাপ কাজ করো, তবে পরিবর্তে একটি ভাল কাজ করো। কারণ যা কিছু ভাল, তা মন্দ-কে অপসারণ করে: 'যারা স্মরণ রাখে (তাদের পালনকর্তা-কে) তার জন্য এটি এক মহা স্মারক (কুরআন: ১১:১১৪)।"

সে বলেছে: তাই তোফায়েল দ্রুত তার লোকদের কাছে গমন করে ও 'ধু আল-কাফিয়ান-কে' ধ্বংস করে।

সে প্রতিমা-টি তে আগুন ধরিয়ে দেয়। ---

আল-তোফায়েল তার সম্প্রদায়ের চার-শত লোক কে নিয়ে আসে। আল-তায়েফে আল্লাহর নবীর অবস্থানের চতুর্থ দিনে সে তাঁর সম্মুখে এসে হাজির হয়। আর সে তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল যুদ্ধ-মেশিন ও ম্যাঙ্গোনেল-গুলো। আল্লাহর নবী বলেন, "হে 'আল-আযদ' এর লোকেরা, কে তোমাদের ব্যানার বহন করবে?" আল-তোফায়েল জবাবে বলে, "যে এটিকে জাহিলিয়া-যুগে বহন করত সে।" নবীজি বলেন, "তুমি ঠিকই বলেছ!" সেই লোকটি ছিল আল নুমান বিন আল-যাররাফা আল-লিহবি।

আল্লাহর নবী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়ে হুনায়েন থেকে প্রেরণ করেন। খালিদ কিছু পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করে যেন তারা তাকে পথ দেখিয়ে আল-তায়েফে নিয়ে যায়। সে আল-তায়েফে আল্লাহর নবীর কাছে এসে পৌঁছে। আল্লাহর নবী এই নির্দেশ জারী করেন যে, বন্দীদের যেন 'আল-জিররানায় (al-Ji῾irrāna)' স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি বুদায়েল বিন ওয়ারকা আল-খুযায়ি-কে [পর্ব: ১১৫] এই কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তিনি আদেশ জারী করেন যে, গবাদি পশুগুলো-কে পরিচালিত করে যেন আল-জিররানা ও আল-রিথথায় (al-Riththa) নিয়ে যাওয়া হয়।

আল্লাহর নবী আল-তায়েফে গমন করেছিলেন, আর থাকিফরা তাদের দুর্গ মেরামত করেছিল। 'আওতাসে' পরাজিত হওয়ার পর তারা সেটির ভিতরে প্রবেশ করে ও নিজেদের তালাবন্ধ করে রাখে। এটি ছিল তাদের শহরের দুর্গ, যার ছিল দু'টি দরজা। তারা লড়াইয়ের জন্য প্রশিক্ষন নিয়েছিল ও প্রস্তুত ছিল ও অবরোধের আশংকায় তারা তাদের দুর্গের ভিতরে এক বছরের খাদ্যসম্ভার মজুদ রেখেছিল। ----

সে বলেছে: আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ আমাকে সাইদ বিন আমর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানিয়েছে, যে বলেছে:

এমন এক ব্যক্তি যে লিয়ায় (Liyya) আল্লাহর নবীর নিজ হাতে মসজিদ নির্মাণ প্রত্যক্ষ করেছিল, যখন তাঁর অনুসারীরা তাঁকে পাথরগুলি হস্তান্তর করছিল, আমাকে বলেছে যে: আল্লাহর নবীর সম্মুখে বানু লেইথ গোত্রের এক লোককে ধরে নিয়ে আসা হয়, যে লোকটি হুদায়েল গোত্রের এক লোক-কে হত্যা করেছিল। মামলারত দুই ব্যক্তি আল্লাহর নবীর কাছে সিদ্ধান্তের আবেদন জানায় ও আল্লাহর নবী লেইথি লোক-টি কে হুদালি-দের কাছে হস্তান্তর করেন। তারা তাকে ধরে নিয়ে নিয়ে যায় ও তার কল্লা-টি কেটে ফেলে। ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহর নবী কর্তৃক এটিই ছিল নির্ধারিত প্রথম হত্যাকাণ্ড।

আল্লাহর নবী লিয়ায় জোহরের নামাজ আদায় করেন। সে সময় আল্লাহর নবী এক দুর্গ দেখতে পান ও তিনি সেই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন।
তারা বলে, "এটিই হলো মালিক বিন আউফের দুর্গ।"
তিনি বলেন, "মালিক কোথায়?"
তারা জবাবে বলে, "সে এখন আপনাকে থাকিফ-দের দুর্গ থেকে পর্যবেক্ষণ করছে।"
আল্লাহর নবী বলেন, "এই দুর্গের ভিতরে কে আছে?"
তারা বলে, "এর ভিতরে কেউ নেই।"
আল্লাহর নবী বলেন, "এটি পুড়িয়ে দাও!"

আছরের নামাজের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এটি জ্বলতে থাকে। -----

অতঃপর তিনি নাখিব স্থানটির উদ্দেশ্যে রওনা হোন ও বানু থাকিফ গোত্রের এক লোকের সম্পত্তির ওপর অবস্থিত 'সিদরার [গাছ]' নীচে এসে যাত্রা বিরতি দেন।

আল্লাহর নবী তার কাছে এক বার্তা পাঠান, এই বলে, "নিশ্চিতই, তোমাকে অবশ্যই বাহির হয়ে যেতে হবে; নতুবা আমরা তোমার দেয়ালগুলি পুড়িয়ে দেবো!"

কিন্তু সে বাহিরে আসতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। আল্লাহর নবী তার দেয়ালগুলো ও তার ভিতরে যা কিছু ছিল তা জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ জারী করেন।

আল্লাহর নবী তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন ও আল-তায়েফের দুর্গের প্রাচীরগুলোর নিকটবর্তী স্থানে এসে তাঁর যাত্রা বিরতি দেন। তিনি সেখানে তাঁর শিবির স্থাপন করেন। আল্লাহর নবী ও তাঁর সঙ্গীরা সেখানে নামা মাত্রই আল-হুবাব বিন আল-মুনধির তাঁর নিকটে আসে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, বাস্তবিকই আমরা দুর্গের কাছাকাছি। যদি এই সিদ্ধান্তটি আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশের কারণে হয়, তবে আমরা তা মেনে নেবো; কিন্তু যদি এটি মতামত যোগ্য হয় তবে দুর্গের কাছ থেকে দূরে থাকুন।"
সে বলেছে: আল্লাহর নবী নীরব ছিলেন।

আমর বিন উমাইয়া আল-দামরি এ সম্পর্কে যা বলতো, তা হলো: সেখানে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাদের তীরগুলোর সম্মুখীন হই - শুধু আল্লাহই জানে যে তার সংখ্যা ছিল কত - পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে। মুসলমানদের পক্ষের লোকজন আহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা সেগুলো থেকে নিজেদের রক্ষা করি। আল্লাহর নবী আল-হুবাব কে ডাকেন ও বলেন, "লোকজন-দের পিছনের অংশে কোন উঁচু জায়গার সন্ধান করো।" তাই আল-হুবাব রওনা দেয় ও নগরীর বাহিরে আল-তায়েফের মসজিদের স্থান-টির কাছে এসে পৌঁছে; ও অতঃপর সে আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে এসে তাঁকে খবর-টি জানায়। আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবীদের-কে সরে যাওয়ার নির্দেশ জারী করেন। আমর বিন উমাইয়া বলেছে: সত্যই আমি আবু মিহজান-কে দুর্গের উপর থেকে তার প্রায় দশটি তীর নিশানা করতে দেখেছি, যেগুলো দেখতে ছিল বর্শার মত; আর তার তীরগুলোর একটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। তারা বলেছে: আল্লাহর

নবী উপরে উঠে ঐ স্থানটি-তে আসেন, যেখানে আজ আল-তায়েফের মসজিদ-টি টিকে আছে।' -----

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো:

"থাকিফ ও আল-তায়েফের লোকেরা, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ চালান নাই!”

বরাবরের মতই, আগ্রাসী আক্রমণকারী মানুষ-টি ছিলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সঙ্গীরা। আর আল-তায়েফের জনপদ-বাসী লড়াই করেছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায়।

আদি উৎসের বর্ণনায় ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, মুহাম্মদ পথিমধ্যেই মালিক বিন আউফের দুর্গ ও অন্য এক তায়েফ-বাসীর সম্পদ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন (ইবনে ইশাক: 'ধ্বংস করেছিলেন')। মালিক বিন আউফ হুনায়েনে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু উক্ত তায়েফ-বাসী হুনায়েনে উপস্থিত ছিলেন এমন ইতিহাস কোথাও বর্ণিত হয় নাই। বর্ণিত হয়েছে:

“লোকটি তার নিজ বাড়ির ভিতর থেকে বাহিরে আসতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন, আর সে কারণেই মুহাম্মদ তাঁর বাড়ির দেওয়াল ও তার ভিতরে যা কিছু আছে সবকিছু পুড়িয়ে ফেলার হুকুম জারী করেছিলেন!”

লোকটির কী পরিণতি হয়েছিল ও মুহাম্মদ তাঁকেও পুড়িয়ে মেরেছিলেন কিনা, তা আদি উৎসের বর্ণনায় অনুপস্থিত।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [189]

'He said: ʿAbdullah b. Jaʿfar, Ibn Abī Sabra, Ibn Mawhab, ʿAbdullah b. Yazīd, ʿAbd al-Ṣamad b. Muḥammad al-Saʿdī, and Muḥammad b. ʿAbdullah related to me from al-Zuhrī; and also Usāma b. Zayd, Abū Maʿshar, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-ʿAzīz and Muḥammad b. Yaḥyā b. Sahl, and others who I have not named, people of trust. All have related this tradition to me in portions. I wrote down all that was related to me. They said: When the Messenger of God conquered Ḥunayn, he desired to march to [Page 923] al-Ṭā'if. He sent al-Ṭufayl b. ʿAmr to Dhū 1-Kaffayn—the idol of ʿAmr b. Ḥumama—to destroy it. He commanded him to ask his people to help him and join him in al-Ṭā'if. Al-Ṭufayl said, "O Messenger of God, advise me." The Messenger of God said, "Spread peace, grant food, be reticent before God, just as an elegant man would be reticent before his family. If you do a bad deed, follow it with a good deed. *For those things that are good remove those that are evil: Be that word of remembrance to those who remember (their*

Lord) (Q: 11:114).” He said: So Ṭufayl went out swiftly to his people and destroyed Dhū 1-Kaffayn. He stuffed the idol with fire. ----

Al-Ṭufayl hastened and came down with four hundred of his community. They appeared before the Prophet in al-Ṭā’if after his stay of four days, and he arrived with war machines and mangonels. The Messenger of God said, “O people of al-Azd, who shall carry your banner?” Al-Ṭufayl replied, “He who used to carry it in *jāhiliyya*.” The Prophet said, “You are right!” And it was al-Nuʿmān b. al-Zarrāfa al-Lihbī. The Messenger of God dispatched Khālid b. al-Walīd from Ḥunayn to lead the attack. Khālid took some guides to lead him to al-Ṭā’if. He reached the Messenger of God at al-Ṭā’if. The Messenger of God commanded that the prisoners be moved to al-Jiʿirrāna. He appointed Budayl b. Warqā’ al-Khuzāʿī over them. [Page 924] He commanded that the cattle be driven to al-Jiʿirrāna and al-Riththa.

The Messenger of God went to al-Ṭā’if, and the Thaqīf had repaired their fortress. They had entered it after their defeat at Awṭās and locked themselves in. It was a fortress over their city that had two doors. They trained the skilled to fight and be prepared, and they brought into their fortresses provisions for a year in case they were besieged. -----

He said: ʿAbdullah b. Yazīd related to me from Saʿīd b. ʿAmr, who said: One who saw the Messenger of God build a mosque, with his

own hands, in Liyya, while his companions transferred the stones to him, related to me that a man from the Banū Layth who had killed a man from Hudhayl was brought before the Prophet. The two litigants applied to the Prophet for a decision, and the Messenger of God handed the Laythī to the Hudhalī, and they took him and cut off his head. It was the first blood stipulated by the Prophet in Islam.

The Messenger of God prayed *Ẓuhr* in Liyya, and, at that time, the Messenger of God saw a castle, and he asked about it. They said, "This is the castle of Mālik b. ʿAwf." He said, "Where is Mālik?" They replied, "He observes you now from the fortress of Thaqīf." [Page 925] The Messenger of God said, "Who is in his castle?" They said, "No one is in it." The Messenger of God said, "Burn it!" It burned from the time of the *ʿAṣar* prayer until sun set. -----

Then he went out to Nakhib until he alighted under a Sidra at the property of a man from Thaqīf. The Prophet sent him a message, saying, "Indeed, you must go out, or we will burn your walls!" But he refused to go out. The Prophet commanded the burning of the walls and whatever was in it.

The Messenger of God proceeded until he alighted close to the walls of the fortress of al-Ṭā'if. He set up his camp there. As soon as the Messenger of God and his companions alighted, al-Ḥubāb b. al-Mundhir came to him and said, "O Messenger of God, indeed we

are near the fortress. If this decision was due to a command from God, we submit, but if it is an opinion then stay back from the fortress." He said: The Messenger of God was silent.

[Page 926] Amr b. Umayya al-Ḍamrī used to relate saying: As soon as we alighted, we received from their arrows—God only knows how many—as though it was a swarm of locust, and we shielded ourselves from them until the people from the Muslims were wounded. The Messenger of God called al-Ḥubāb and said, "Look for a place raised and at the rear of the people." So al-Ḥubāb set out until he reached the place of the Mosque of al-Ṭā'if, outside the village and he came to the Prophet and informed him. The Messenger of God commanded his companions to move. 'Amr b. Umayya said: Indeed I saw Abū Miḥjan aim from above the fortress with about ten of his arrow heads as though they were spears, and not an arrow of his fell short of its mark. They said: The Messenger of God ascended to where the masjid al-Ṭā'if stands today.'----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[187] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৮৭-৫৮৯

[188] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ২১-২২

[189] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩: পৃষ্ঠা ৯২২-৯২৬; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৪

[190] Testudo: 'কাঠ ও চামড়া দিয়ে তৈরি এক ধরণের মধ্যযুগীয় প্রতিরক্ষা যন্ত্র; Catapult: দূরবর্তী স্থানে পাথর ও বর্শা নিক্ষেপে ব্যবহৃত এক ধরণের মধ্যযুগীয় যুদ্ধাস্ত্র।'

[191] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর:

১৫১: নাখলাতুল- ইয়েমেনিয়া - 'মক্কা থেকে ইয়েমেনের পথে প্রায় এক কিংবা দুই রাত্রির দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা।'

১৫২: কাড়ন আল-থালিব - 'মক্কা থেকে প্রায় এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান; যেখানে নাজদ, বাকরি, মুজামের লোকেরা এসে মিলিত হতো।'

১৫৩: আল-মুলায়াহ -'আল-তায়েফের নিকটবর্তী একটি উপত্যকা।'

১৫৪- বাহরাতুল রুঘা - 'আল-তায়েফ জেলায় অবস্থিত একটি স্থান।'

১৫৫: লিয়া (Liya or Liyyah) - 'আল-তায়েফ থেকে ১৩ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা।

[192] 'আমর বিন শুয়ায়েব বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস; তিনি ৭৩৬ সালে তায়েফে মৃত্যুবরণ করেন।'

[193] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর:

১৫৬: বানু লেইথ বিন বকর বিন আবদ মানাত বিন কিনানা গোত্র।

১৫৭: হুদায়েল গোত্র - 'উত্তর আরব বংশোদ্ভূত একটি উপজাতি; যাদের বসতি ছিল মক্কার পশ্চিম, পূর্ব ও আল-তায়েফের দিকে পাহাড় পর্যন্ত বেশিরভাগ অঞ্চলে। তারা কিনানা গোত্রের লোকদের সাথে ছিল ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, ফলস্বরূপ তারা ছিল কুরাইশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।'

১৫৯: আল-দেইকা (al-Dayqah) - 'সরু উপত্যকা বোঝাতে এই শব্দটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়, বন্যার সময় যা সম্ভবত অতিক্রম-যোগ্য নয়।'

১৬০: নাখিব বা নাখাব (Nakhib or Nakhab) - 'আল-তায়েফের নিকটস্থ একটি উপত্যকা।'

২১৩: তায়েফ যুদ্ধ -২: আঙ্গুর ক্ষেত ও সম্পদ ধ্বংসের আদেশ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত সাতাশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কুরআন (সুরা হাশর: ৫৯:৫) ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত মুহাম্মদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থ (সিরাত) ও হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আগ্রাসী আক্রমণে অবিশ্বাসী জনপদের মানুষদের অবরুদ্ধ করে তাঁদের ভূমির ফসল ও সম্পদ বিনষ্ট করা ছিল মুহাম্মদের চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বানু নাদির গোত্র উচ্ছেদ (পর্ব: ৫২) ও খায়বার হামলার (পর্ব: ১৩১) প্রাক্কালে তিনি তাঁর এই কর্মটি কী প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করেছিলেন তার বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। মুহাম্মদের তায়েফ আক্রমণ ও তাঁর এই চরিত্রের ব্যতিক্রম ছিল না। মুহাম্মদের ও তাঁর অনুসারীদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত তায়েফ-বাসী যখন তাঁদের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে তাঁদের দুর্গের দরজা দু'টি বন্ধ করে দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের-কে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন দিনের পর দিন! তাঁদের এই অবরোধ ঠিক কতদিন যাবত স্থায়ী ছিল, সে বিষয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই সময়-টি তে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা কী প্রক্রিয়ায় তায়েফ-বাসীর "আঙ্গুর ক্ষেত ও ফসল" ধ্বংস করেছিলেন,

তা ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ "পূর্ণাঙ্গ সিরাত" গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [194]
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [195] [196]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২১২) পর:

'প্রায় বিশ দিন যাবত তিনি তাদের অবরোধ করে রাখেন। [ইবনে হিশাম: 'কিছু লোক বলে ১৭ দিন' [197]; আল-ওয়াকিদি: 'কিছু লোক বলে আঠারো দিন, অন্যরা বলে উনিশ দিন, এ ছাড়াও অন্যরা বলে পনেরো দিন; ইমাম মুসলিম: 'চল্লিশ দিন' (পর্ব: ২০৬)।']

তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর দু'জন স্ত্রী: উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া [তাবারী: 'ও তার সঙ্গে ছিল আর একজন'; আল ওয়াকিদি: 'ও যয়নাব']। তিনি তাদের জন্য দুটি তাঁবু নির্মাণ করেন ও তাঁবুগুলির মধ্যবর্তী স্থানে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি সেখানে অবস্থান করেন। থাকিফের লোকদের আত্মসমর্পণের পর আমর বিন উমাইয়া বিন ওহাব বিন মুয়াত্তাব বিন মালিক তাঁর নামাজ পড়ার স্থান-টি তে এক মসজিদ নির্মাণ করে। সেই মসজিদে ছিল একটি স্তম্ভ। কিছু লোকের দাবী এই যে, সেখান থেকে আসা এক ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনতে পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সূর্য কোন দিনই তার ওপরে উঠে আসতো না। আল্লাহর নবী তাদের অবরোধ করে রাখেন ও তাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। দুপক্ষই একে অপরকে তীর নিক্ষেপ শুরু করে ও আল-তায়েফের প্রাচীরে ঝটিকা আক্রমণের দিন-টি তে তাঁর কিছু অনুসারী testudo-এর নীচ দিয়ে গিয়ে তাদের প্রাচীর অতিক্রমের চেষ্টা করে। থাকিফরা তাদের উপর টুকরো টুকরো গরম লোহা নিক্ষেপ করে ও তারা যখন তার [testudo-এর] নীচ থেকে বের হয়ে

আসে তখন থাকিফরা তাদের ওপর তীর নিক্ষেপ শুরু করে ও তাদের কিছু লোক-কে হত্যা করে।

আল্লাহর নবী তাদের আঙ্গুরের ক্ষেত-গুলো কেটে ফেলার আদেশ জারী করেন ও লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তা কেটে ফেলা শুরু করে।

আবু সুফিয়ান বিন হারব ও আল-মুঘিরা বিন শুবা আল-তায়েফে গমন করে ও থাকিফদের-কে ডেকে নিজেদের নিরাপত্তার আশ্বাস চান, যেন তারা তাদের সাথে কথা বলতে পারে। তারা যখন রাজী হয়, তখন তারা কুরাইশ ও বানু কিনানা গোত্রের মহিলাদের-কে তাদের কাছে আসার জন্য ডাকতে থাকে; কারণ তারা শঙ্কিত ছিল এই ভেবে যে তারা [সেই মহিলারা] বন্দী হতে পারে। কিন্তু তারা বাহিরে আসতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। তারা ছিল: [198]

[১] আমিনা বিনতে আবু সুফিয়ান (আল ওয়াকিদি: 'আবু সুফিয়ানের কন্যা'; [তিনি কন্যাটির নাম উল্লেখ করেন নাই]'), যার বিয়ে হয়েছিল উরওয়া বিন মাসুদের সাথে ও যার ঔরসে সে জন্ম দিয়েছিল দাউদ বিন উরওয়া-কে (ইবনে হিশাম: 'অন্যরা বলে ইবনে হুবাব-কে') [199] [200]

[২] আল-ফিরাসিয়া বিনতে সুয়ায়েদ বিন আমর বিন থালাবা, যার পুত্র হলো আবদুল রহমান বিন কারিব; ও

[৩] আল-ফুকায়েমিয়া উমায়েমা বিনতে উমাইয়া বিন কা'ল [আল ওয়াকিদি: 'অন্য একটি মহিলা'; তিনি মহিলা-টির নাম উল্লেখ করেন নাই]।

তারা যখন বাহিরে আসতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তখন ইবনে আল-আসওয়াদ বিন মাসুদ এই লোক দু'টি কে [আবু সুফিয়ান ও আল-মুঘিরা-কে] বলে:

"যে কারণে তোমাদের আগমন তার চেয়ে ও উত্তম কিছু একটা তোমাদের বলি। তোমরা তো জানো যে বানু আসওয়াদের সম্পত্তি-টি কোথায় অবস্থিত। (আল্লাহর নবী সেই স্থান- ও আল-তায়েফের মধ্যবর্তী উপত্যকা-টি তে অবস্থান করছিলেন, যার নাম ছিল আল-আকিক।) আল-তায়েফে এমন কোন সম্পত্তি নাই যা বানু আসওয়াদের এই সম্পত্তি-তে পানি সেচন, চাষাবাদ করণ ও রক্ষণাবেক্ষণের চেয়ে ও বেশী শ্রম ও কষ্টসাধ্য। যদি মুহাম্মদ এর গাছগুলো কেটে দেয় তবে এতে আর কখনোই চাষাবাদ করা যাবে না। সুতরাং তার সাথে কথা বলো ও এটি তাকে তার নিজের জন্য নিতে বলো, কিংবা তার আত্মীয়-স্বজন ও তার আল্লাহর জন্য রাখতে বলো; এই কারণে যে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক-টি সুপরিচিত তারা জানিয়েছে যে আল্লাহর নবী এটি তাদের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [196]

'আল্লাহর নবী যখন আল-আকামা নামক স্থানে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর দুই জন স্ত্রী; উম্মে সালামা ও যয়নাব। মুসলমানরা দুর্গ আক্রমণ করে। জননেতা, ইয়াযিদ বিন যা'মা বিন আল-আসওয়াদ তার ঘোড়ায় চড়ে বেড় হয়ে আসে ও থাকিফিদের কাছে তার নিরাপত্তার আশ্বাস চায়, এই প্রত্যাশায় যে সে যেন তাদের সাথে কথা বলতে পারে। তারা তাকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার করে; কিন্তু সে যখন তাদের নিকটে আসে, তখন তারা তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে ও তাকে হত্যা করে। [আল-ওয়াকিদির এই বর্ণনা ইবনে ইশাকের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে: ইয়াযিদ বিন যা'মা আল-আসওয়াদ মৃত্যু বরণ করেছিল "হুনায়েন যুদ্ধের সময়টি-তে"; 'আল-জানাহ' নামের ঘোড়া-টি তাকে ফেলে দেওয়ার কারণে (পর্ব: ২০৯)]।

উমাইয়া বিন আবি আল-সালতের ভাই হুদায়েল বিন আবি আল-সালত দুর্গের দরজাটির কাছে বের হয়ে আসে; সে চিন্তাও করে নাই যে তার আশেপাশে কেউ আছে। যা বলা হয়েছে, তা হলো: ইয়াকুব বিন যা'মা তাকে বন্দী করার জন্য লুকিয়ে ছিল, যাতে সে তাকে আল্লাহর নবীর কাছে ধরে নিয়ে যেতে পারে। সে বলেছিল, "হে আল্লাহর রসুল, [এই হলো] আমার ভাইয়ের হত্যাকারী!" আল্লাহর নবী খুশী হয়েছিলেন, এই কারণ যে, সে তাকে তাঁর কাছে ধরে নিয়ে এসেছিল। নবী তাকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন ও অতঃপর সে তার কল্লা-টি কেটে ফেলেছিল।

আল্লাহর নবী তাঁর স্ত্রীদের জন্য দু'টি তাঁবু নির্মাণ করেন। তাঁর আল-তায়েফ অবরোধের সময়-টি তে তিনি সর্বদায় এই দু'টি তাঁবুর মধ্যবর্তী স্থানে নামাজ আদায় করতেন। এই অবরোধের বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু লোক বলে: আঠারো দিন; অন্যরা বলে উনিশ দিন, আরও অন্যরা বলে পনেরো দিন। সর্বদায় তিনি এই তাঁবু দু'টির মাঝখানে দুই রাকাত করে নামাজ আদায় করতেন। ----

আল্লাহর নবী একটি ম্যাঙ্গোনেল [দুর্গের দেওয়ালে ভারী কিছু ছুঁড়ে মারার জন্য মধ্যযুগে যুদ্ধে ব্যবহৃত এক ধরণের যন্ত্র] স্থাপন করেন। সে বলেছে: আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের সাথে পরামর্শ করেন। অত:পর, সালমান আল-ফারসী [পর্ব: ৭৯] তাঁকে বলে:

"হে আল্লাহর নবী, আমার মনে হয় তাদের দুর্গের বিপরীতে আপনার ম্যাঙ্গোনেল স্থাপন করা উচিত। বস্তুতই, পারস্য দেশে আমরা আমাদের শত্রুদের দুর্গগুলোর মোকাবেলায় দু'টি ম্যাঙ্গোনেল স্থাপন করেছিলাম। আমরা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে ম্যাঙ্গোনেল ব্যবহার করেছিলাম এবং তারাও আমাদের বিরুদ্ধে ম্যাঙ্গোনেল ব্যবহার করেছিল। যদি আমাদের ম্যাঙ্গোনেল না থাকতো, তবে তা হতো এক দীর্ঘস্থায়ী বিলম্ব।"

আল্লাহর নবী তাকে নির্দেশ প্রদান করেন ও সে তার সম্মুখে একটি ম্যাঙ্গোনেল স্থাপন করে। সে এটি আল-তায়েফের দুর্গের বিরুদ্ধে স্থাপন করে। যা বলা হয়েছে, তা হলো: ইয়াযিদ বিন যা'মা একটি ম্যাঙ্গোনেল ও দু'টি যুদ্ধ-যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। কিছু লোক বলে: '[সে ছিল] আল-তোফায়েল বিন আমর। আরও কিছু লোক বলে: আল-জুরাশ থেকে আসার প্রাক্কালে খালিদ বিন সায়িদ একটি ম্যাঙ্গোনেল ও দু'টি যুদ্ধ-যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। আল্লাহর নবী তাদের দুর্গের চারপাশে দ্বিমুখী কাঁটা ছড়িয়ে দেন, 'আইডনের' কাঁটা। মুসলমানরা যুদ্ধ-যন্ত্রের নীচে প্রবেশ করে, যা ছিল গরুর চামড়া দিয়ে নির্মিত। সেই দিনটির পর সেটি-কে 'আল-শাদখা' নামে নামকরণ করা হয়।

কেউ একজন জিজ্ঞাসা করে: আল-শাদখা কী?

সে বলেছে: মুসলমানদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিল —। তারা যুদ্ধ-যন্ত্রটির নীচে প্রবেশ করেছিল, অতঃপর তারা দুর্গের প্রাচীর-টি ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে সেটি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দুর্গের প্রাচীর-টির কাছে গিয়েছিল। কিন্তু থাকিফরা আগুনে উত্তপ্ত করা ছোট ছোট লোহার গরম টুকরা তাদের ওপর নিক্ষেপ করেছিল ও যুদ্ধের যন্ত্রটি পুড়িয়ে ফেলেছিল; সে কারণে মুসলমানরা এটির নীচে থেকে বেরিয়ে এসেছিল, যাদের মধ্যে ছিল আহতরাও। থাকিফরা তাদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ শুরু করেছিল ও তাদের কিছু লোক-কে হত্যা করেছিল।

সে বলেছে: আল্লাহর নবী তাদের-কে আঙ্গুরের ক্ষেতগুলো কেটে ফেলা ও পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ জারী করেন। তিনি বলেন, "যে কেহ এক বাণ্ডিল আঙ্গুর কাটবে, তার জন্য বেহেশতে এক *রজ্জু* স্থাপিত হবে।"

ইয়ালা বিন মুররা আল-থাকাফি-কে ইউয়ানা বিন বদর জিজ্ঞাসা করে, "সেগুলো কেটে ফেলার জন্য কি আমাকে পুরস্কৃত করা হবে?" ইয়ালা বিন মুররা তাই

করছিল। অতঃপর ইয়ালা তার কাছে আসে ও বলে, "হ্যাঁ।" ইউয়ানা বলে, "তোর জন্যই হলো জাহান্নামের আগুন।" সেটি [খবর-টি] আল্লাহর নবীর কাছে এসে পৌঁছে ও তিনি বলেন: **"ইয়ালার চেয়ে ইউয়ানাই হলো আগুনের জন্য বেশী উপযুক্ত।"** মুসলমানরা দ্রুতগতিতে কাটা-কাটি শুরু করে।

সে বলেছে: সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ আল-থাকাফি কে উমর ইবনে আল-খাত্তাব ডেকে বলে, "আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই তোমাদের পরিবারগুলোর ভরণপোষণ-সামগ্রী কেটে ফেলছি!" সুফিয়ান জবাবে বলে, "তাহলে কী তোমারা আমাদের জল ও মাটি ধ্বংস করবে না!" সে যখন এই কাটা-কাটিগুলো দেখতে পায়, সুফিয়ান চিৎকার করে বলে:

"হে মুহাম্মদ, কেন তুমি আমাদের সম্পদগুলো কেটে ফেলছো? তুমি যদি আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হও, তবে তো তুমি তা অবশ্যই আত্মসাৎ করবে। অতঃপর, তোমার দাবী মোতাবেক নিশ্চয়ই তা তুমি আল্লাহ ও তোমার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য গচ্ছিত রাখবে!"

আল্লাহর নবী বলেন, "অবশ্যই, আমি এটি আল্লাহ ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য গচ্ছিত রাখতে পারি!" তাই, আল্লাহর নবী তা রেখে আসেন।

আবু ওয়ায়েযা আল-সা'দি হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী প্রত্যেক ব্যক্তি-কে পাঁচ বাণ্ডিল আঙ্গুর কেটে ফেলার নির্দেশ জারী করেন। উমর ইবনে আল-খাত্তাব আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, নিশ্চয়ই এটি সম্পূর্ণ পরিপক্ক ও ফলগুলো এখনও ঘরে তোলা হয় নাই।”

তাই আল্লাহর নবী এই নির্দেশ জারী করেন যে, ইতিমধ্যেই যে ফসলগুলো ঘরে তোলা হয়েছে, তারা যেন সেগুলো কেটে ফেলে। সে বলেছে: তাই তারা তা কাটা শুরু করে। ----

একজন লোক দুর্গে দাঁড়িয়ে বলছিল, "হে ভেড়ার রাখাল, দুর হও! মুহাম্মদের চেলারা, দুর হও! মুহাম্মদের দাসরা, দুর হও! তোরা কী মনে করিস যে আমাদের আঙ্গুরের ক্ষেত থেকে তোদের আত্মসাৎ করা আঙ্গুরের কারণে আমরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বো?"

আল্লাহর নবী বলেন, "হে আল্লাহ, তাকে তুমি জাহান্নামে প্রেরণ করো!"

সা'দ বিন আবি ওয়াকাস [পর্ব: ৬২] বলে: আমি তাকে নিশানা করে তীর নিক্ষেপ করি, যা তার শিরা (Vein) বিদ্ধ করে ও সে মৃত অবস্থায় দুর্গ থেকে ভূপতিত হয়। আমি দেখতে পাই, আল্লাহর নবী সেই কারণে খুশী হোন।'-------

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ভয়ে ভীত হয়ে যখন তায়েফ-বাসী তাঁদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের এই আদেশ করেছিলেন যে তারা যেন তাঁদের আঙ্গুর-ক্ষেতের আঙ্গুরগুলো কেটে ফেলে! আর আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই কর্মে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের বেহেশতের প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, এই বলে:

"যে কেহ এক বাণ্ডিল আঙ্গুর কাটবে, তার জন্য বেহেশতে একটি রজ্জু স্থাপিত হবে।"

এই অনৈতিক আদেশের বিরুদ্ধে যখন 'ইউয়ানা বিন বদর' নামের তাঁর এক অনুসারী সন্দেহ প্রকাশ করেন ও এই কর্মে লিপ্ত ইয়ালা বিন মুররা আল-থাকাফি নামের তাঁর অন্য এক অনুসারী-কে জানান যে, এই অনৈতিক কর্মের প্রতিফল হলো, "জাহান্নামের আগুন!" এই খবর-টি শোনার পর মুহাম্মদ তাঁর এই সন্দেহকারী অনুসারীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, *"ইয়ালার চেয়ে ইউয়ানাই হলো আগুনের জন্য বেশী উপযুক্ত।"* অতঃপর, উমর ইবনে আল-খাত্তাব যখন মুহাম্মদ-কে অবহিত করান যে, এই আঙ্গুরের ফসলগুলো পাকা আঙ্গুর সমৃদ্ধ ও তায়েফ-বাসী তা এখনও ঘরে তোলে নাই, তখন মুহাম্মদ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তায়েফ-বাসী যে ফসল-গুলো ঘরে তুলেছে, সেগুলো যেন ধ্বংস করা হয়!

প্রতিপক্ষের ভূমির ফসল ও সম্পদ ধ্বংস করা ছাড়াও মুহাম্মদের চরিত্রের আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, যুদ্ধ-হামালা ও অবরোধ কালে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের **"পানির উৎস"** বন্ধ করে দিতেন। তিনি এই কাজটি করেছিলেন ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ "বদর যুদ্ধ (পর্ব: ৩২)" ও তাঁর খায়বার হামলার প্রাক্কালে (পর্ব: ১৩৮)।

আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি মুহাম্মদ এক থাকিফ-বাসী-কে অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন ও অতঃপর সা'দ বিন আবি ওয়াকাস নামের তার এক অনুসারী এই লোক-টি কে হত্যা করেছিলেন। মুহাম্মদের চরিত্রের আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এই যে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ-কে যথেচ্ছ "অভিশাপ বর্ষণ" করতেন, যার আলোচনা "অভিশাপ ও আবু-লাহাব তত্ত্ব" পর্বে (পর্ব: ১১ -১২) করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায়

বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [196]

When the Messenger of God came down to al-Akama he had two of his wives with him, Umm Salama and Zaynab. The Muslims stormed the fortress. The leader of the people, Yazīd b. Zamaʿa b. al-Aswad came out on his horse and he asked a Thaqīfite for protection desiring to speak to them. They promised him protection but when he came close to them they aimed at him with arrows and killed him. Hudhayl b. Abī l-Ṣalt the brother of Umayya b. Abī l-Ṣalt came out to the gate of the fortress, not thinking that there was anyone with him. It was said that Yaʿqūb b. Zamaʿa had stayed in hiding for him and taken him captive in order to bring him before the Messenger of God. He said, "The killer of my brother, O Messenger of God!" The Messenger of God was happy that he brought him to him. The Prophet [Page 927] gave him the authority, and he cut off his head.

The Messenger of God had struck up two tents for his wives. He used to pray between the two tents, all the time he laid siege to al-Ṭā'if. There was disagreement among us about its siege. Someone said: eighteen days; another, nineteen days; another fifteen days; and all that while he prayed between the two tents two bowings. -----

The Prophet established a mangonel. He said: The Messenger of God consulted his companions, and Salmān b. al-Fārisī said to him, "O Messenger of God, I think that you should establish a mangonel against their fortress. Indeed, we in the land of Persia established two mangonels against the fortresses that were established against us. We established mangonels against our enemy and they established mangonels against us. If there were no mangonel, it would be a long stay." The Messenger of God commanded him and he set up a mangonel in front of him. He set it up against the fortress of al-Ṭā'if. It was said: Yazīd b. Zamaʿa brought a mangonel and two war machines. And some said: al-Ṭufayl b. ʿAmr. And some said: Khālid b. Saʿīd arrived from al-Jurash with a mangonel and two war machines. The Prophet spread double-pronged thorns, thorns of the ʿAydān around their fortress. The Muslims entered under the war machine, which was made of cowhide. That day was named al-Shadkha, after it.

[Page 928] Someone asked: What is al-Shadkha? He said: those who were killed among the Muslims—They entered under the war machine, then they crawled with it to the wall of the fortress to breach it, but the Thaqīf sent scraps of iron heated with fire against them and burned the war machine; so the Muslims came out from under it, and among them were those who were wounded. The Thaqīf aimed at them with arrows and some of them were killed.

He said: the Messenger of God ordered them to cut the grape vines and burn them. He said: Who cuts a rope of grapes, for him is a rope in Paradise. ʿUyayna b. Badr said to Yaʿla b. Murra al-Thaqafī, "The

cutting of that rewards me?" Yaʿla b. Murra did so. Then Yaʿla came to him and said, "Yes." ʿUyayna said, "For you is the hell-fire." That reached the Messenger of God and he said, "ʿUyayna is more deserving of the fire than Yaʿla." The Muslims began cutting cuttings rapidly.

He said: ʿUmar b. al-Khaṭṭāb called out to Sufyān b. ʿAbdullah al-Thaqafī, "By God, we are surely cutting the provider of your families." Sufyān replied, "Then, you will not destroy the water and soil!" When he saw the cutting, Sufyān called out, "O Muḥammad, why are you cutting our wealth? Indeed you will take it if you are victorious against us. And indeed you will put it down to God and the relatives as you claim!" The Messenger of God said, "Indeed, I can put it down to God and the relatives." So the Messenger of God left it.

Abū Wajza al-Saʿdī narrated: The Messenger of God commanded that every man cut the grapes of five ropes. ʿUmar b. al-Khaṭṭāb came to the Messenger of God and said, "O Messenger of God, [Page 929] surely, it is fully grown and its fruit is not yet harvested." So the Messenger of God commanded that they cut down what was already harvested. He said: So they began to cut the first of the first. --------

A man was standing on the fortress and saying, "Depart, O shepherd of the sheep! Depart, flowing garment of Muḥammad! Depart, slaves of Muḥammad! Do you think we will be miserable over the vine-ropes you take from our vineyards?" The Messenger of God said, "O God, send him to the hell-fire!" Saʿd b. Abī Waqqāṣ said: I aimed at him,

and my arrow took his vein, and he fell dead, from the fortress. [Page 930] I saw that the Prophet was happy about that.’ -------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[194] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৮৯- ৫৯০

[195] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ২২-২৪

[196] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩: পৃষ্ঠা ৯২৬-৯২৮; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৫৫

[197] Ibid ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৩৯ – পৃষ্ঠা ৭৭৯:

[198] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১৭৪:

‘বানু কিনানা গোত্র: বৃহৎ মুদারি গোত্র (কিনানা বিন খুযায়েমা বিন মুদরিকাহ বিন আল-ইয়াস বিন মুদার বিন নিযার বিন মাআদ বিন আদনান), যারা মক্কার আশেপাশের অঞ্চল-গুলোতে অবস্থান করতো। কুরাইশ-দের আদি উৎস হলো এই গোত্র।'

[199] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১৭৫: ‘ইবনে হিশাম ও ইবনে সা'দ: 'মায়েমুনা বিনতে আবু সুফিয়ান; আমিনার বিয়ে হয়েছিল অন্যত্র।'

[200] Ibid ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৪৪- পৃষ্ঠা ৭৮০

২১৪: তায়েফ যুদ্ধ-৩: আক্রমণের নেপথ্য কারণ- 'গনিমত!'

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত আটাশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, নবী মুহাম্মদের "মক্কা বিজয়" ছিল গনিমত-শূন্য! আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি মুহাম্মদের সফলতার বাহন হলো, "ওহী বর্ষণ ও অনুসারীদের গণিমতের জোগান নিশ্চিত করণ।" আশ্চর্যজনক সত্য হলো, মুহাম্মদের মক্কা বিজয় (পর্ব:১৮৭-১৯৭) ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হওয়া সত্বেও মুহাম্মদ (আল্লাহ) এই "নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা সমৃদ্ধ" কোন উল্লেখযোগ্য ওহী নাজিল করেন নাই। অন্যদিকে, হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পর মদিনা গমনের প্রাক্কালে তিনি পথিমধ্যেই রচনা করেছিলেন এক সম্পূর্ণ সুরা (পর্ব: ১২৩)। এমন কী তাঁর "হুনায়েন হামলা" বিষয়ে, নির্দিষ্ট ভাবে এই স্থানের নাম উল্লেখ করে, তিনি রচনা করেছেন কমপক্ষে দু'টি শ্লোক (পর্ব: ২০৫)!

'হুনায়েন হামলার' পর মুহাম্মদের এই আগ্রাসী তায়েফ আক্রমণ। এই হামলায় মুহাম্মদ কীভাবে তায়েফ-বাসীর সম্পদ ধ্বংস করেছিলেন তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদের এই তায়েফ আক্রমণের প্রকৃত কারণ যে "গণিমত প্রাপ্তির" প্রত্যাশা, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [201]

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [202] [203]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২১৩) পর:

আমি শুনেছি যে, আল-তায়েফ অবরোধের প্রাক্কালে আল্লাহর নবী আবু বকর-কে বলেছিলেন: "আমি (স্বপ্ন) দেখেছি যে আমাকে একটি বাটি-তে মাখন দেওয়া হয়েছে ও তাতে এক মোরগ এসে ঠোকর দিয়েছে ও তা ভেঙ্গে ফেলেছে।" আবু বকর বলেছিল, "আমি মনে করি না যে তাদের কারণে আপনার বাসনা-টি আপনি আজ সফল করতে পারবেন।" আল্লাহর নবী বলেন যে তিনি ও তাই মনে করেন।

অতঃপর উসমান বিন মাযুনের স্ত্রী খুয়ায়েলা বিনতে হাকিম বিন উমাইয়া বিন হারিথা বিন আল-আউকাস আল-সুলামিয়া (Khuwayla d. Hakim b. Umayya b. Haritha b. al-auqas al-Sulamiya) আল্লাহর নবীর কাছে এই আর্জি করে যে: [204]

যদি আল্লাহ তাঁকে আল-তায়েফের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে তবে যেন তিনি তাকে বাদিয়া বিনতে ঘায়েলান বিন সালামা অথবা আল ফারিয়া বিনতে আকিলের অলংকার-গুলো প্রদান করেন, কারণ এই যে তারা ছিল থাকিফের সবচেয়ে সেরা অলংকার-ধারী মহিলা।

আমাকে যা বলা হয়েছে, তা হলো, আল্লাহর নবী তাকে বলেন, "হে খুয়ায়েলা, আর থাকিফদের বিরুদ্ধে যদি আমাকে বিজয়ী না করা হয়?" সে [খুয়ায়েলা] তাঁর কাছে থেকে চলে আসে ও [বিষয়-টি] উমর-কে জানায়; সে আল্লাহর নবীর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি তাকে সত্যিই তা বলেছেন কিনা। ঘটনা-টির সত্যতা জানার পর সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি তাদের ক্যাম্পগুলো-কে উঠিয়ে নেয়ার আদেশ জারী করবেন কিনা; তাঁর সম্মতি পাওয়ার পর সে তা কার্যকর করে।

সৈন্যরা যখন চলে আসা শুরু করে, তখন সাইদ বিন উবায়েদ বিন আসিদ বিন আবু আমর বিন আল্লাজ চিৎকার করে ডেকে বলে, "এই গোত্রটি তাদের প্রতিরোধে অটল আছে।"
ইউয়েনা বিন হিসন বলে, "হ্যাঁ, মহত্ত্ব ও গৌরবের সাথে।"

মুসলমানদের একজন তাকে বলে, "ইউয়েনা, আল্লাহ যেন তোমাকে যন্ত্রণায় জর্জরিত করে! তুমি কী মুশরিকদের প্রশংসা করছো এই কারণে যে তারা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, যেখানে তুমি এসেছো তাঁকে সাহায্য করতে?"

সে জবাবে বলে:
"আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসি নাই, কিন্তু আমি চেয়েছি যে মুহাম্মদ যেন থাকিফদের সম্পদ দখল করতে পারে, যাতে আমি থাকিফদের এমন এক নারী পাই যাকে আমি মাড়াতে (আল-তাবারী: 'গর্ভবতী করতে') পারি, যাতে সে আমার এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে পারে এই কারণে যে থাকিফের লোকেরা হলো এমন যারা বুদ্ধিমান সন্তানদের জন্ম দেয়।" ----

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [205]

'তারা বলেছে: আবু মিহজান দুর্গের চূড়ার ওপর থেকে তার চওড়া আগা-যুক্ত তীর তাক করে ছিল ও মুসলমানরা ছিল তাদের-কে নিশানা করে। মুযায়েনা গোত্রের এক লোক তার সহচর-কে বলে:

"যদি আমরা আল-তায়েফ জয় করতে পারি তবে তোমার কাছে থাকবে বানু কারিবের নারীরা। নিশ্চিতই তারা সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা, তাদের-কে তুমি হস্তগত করবে, অতঃপর তাদের মাধ্যমে তুমি বড় ধরণের মুক্তিপণ আদায় করতে পারবে যদি তুমি তাদের-কে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে চাও।"

আল-মুঘিরা বিন শুবা তার কথাটি শুনতে পায় ও বলে, "এই যে মুযায়েনা গোত্রের ভাই!"

সে বলে, "আমি তোমার সেবায় হাজির!"

সে [আল-মুঘিরা] বলে, "ঐ লোকটি-কে তীর নিক্ষেপ করো", অর্থাৎ, আবু মিহজান-কে। নিশ্চিতই নারী-দের সম্বন্ধে আল-মুযাননির মন্তব্য-টির পর আল মুঘিরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। সে জানতো যে আবু মিহজান হলো এক নিপুণ তীরন্দাজ ও ইতিপূর্বে যার কোন তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। আল মুযাননি তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, কিন্তু তা তার কোন কিছুই করতে পারে না। আবু মিহজান তার তীরের মাথা-টি তাকে নিশানা করে নিক্ষেপ করে, যা তার শিরায় বিদ্ধ হয় ও তাকে হত্যা করে।

সে বলেছে: আল-মুঘিরা বলেছিল, "সে বানু কারিব গোত্রের নারী-দের নিয়ে পুরুষদের প্রলুব্ধ করেছিল।" আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আউফ আল-মুযাননি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার সব কথায় শুনেছিল; সে তাকে বলে, "হে মুঘিরা, আল্লাহ যেন তোমার সাথে লড়াই করে! আল্লাহর কসম, তুমি এই জন্যই তার বিরোধিতা করেছিলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় দাখিল করেছে। আল্লাহর কসম, যদি ইসলামের বিষয়টি না হতো, তবে আমি তোমাকে হত্যা না করে ছাড়তাম না!" আল-মুযাননি বলতেই থাকে, "সত্যিই সে অত্যন্ত চালাক, যা আমরা জানতাম না। আল্লাহর কসম, আমি কখনই তোমার সাথে কথা বলব না!"

সে বলেছে: আল-মুঘিরা তার এই বিষয়-টি আল-মুযাননি কে গোপন রাখতে বলে। সে জবাবে বলে, "আল্লাহর কসম, কখনোই নয়!" সে বলেছে: আল-কুফায় যখন সে উমরের অধীনে কাজ করছিল, তখন এই বিষয়টি উমর ইবনে আল-খাত্তাবের গোচরে আসে। অতঃপর উমর বলে, "আল্লাহর কসম, এই কর্মের কারণে আল-মুঘিরা-কে চাকুরী-তে নিয়োগ দেয়া উচিত নয়!"----

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণে মুহাম্মদের বহু অনুসারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন "লুটের মালের হিস্যা লাভের (গনিমত) লালসায়!" অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণে অবিশ্বাসীদের পরাস্ত করে তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন ও মুক্ত-মানুষদের বন্দী করে পুরুষদের দাস ও নারীদের যৌন-দাসী-তে রূপান্তর! অতঃপর এই হতভাগ্য বন্দীদের পরিবার পরিজনদের কাছ থেকে অর্থ-আদায়ের বিনিময়ে মুক্তিদান অথবা তাঁদের-কে বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থ-প্রাপ্তি যে তাঁদের কাছে কী পরিমাণ লোভনীয় ছিল, তা আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিশেষ করে অবিশ্বাসীদের স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের জোর পূর্বক ধরে নিয়ে এসে তাঁদের-কে যৌন-দাসী রূপে ব্যবহার, বিতরণ ও বিক্রির বিষয়ে মুহাম্মদ অনুসারীদের লালসা ছিল সবচেয়ে বেশী - যা আদি উৎসে ইউয়েনা বিন হিসন ও আল মুযানিনির উপাখ্যানের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় সুস্পষ্ট। ইসলাম প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে মুহাম্মদের আবিষ্কৃত "জিহাদ ও গণিমতের" ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কী কারণে মুহাম্মদ তাঁর এই জিহাদ-কে "সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম" রূপে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার আলোচনা "জিহাদ এর ফজিলত (পর্ব: ১৩৫)" পর্বে করা হয়েছে।

কে এই ইউয়েনা বিন হিসন?

ইউয়েনা বিন হিসন ছিলেন ঘাতাফান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু ফাযারাহ উপগোত্রের দলনেতা; ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, ইউয়েনা বিন হিসন মুহাম্মদের বানু নাদির গোত্র উচ্ছেদ (পর্ব: ৫৩ ও ৭৫), বানু কুরাইজা গণহত্যা (পর্ব: ৮৭-৯৫) ও খায়বার আগ্রাসনের (পর্ব: ১৩০-১৫২) বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন। [206] এই সেই ইউয়েনা বিন হিসন, যিনি খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর গোত্রের লোকদের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন; যুদ্ধ করেছিলেন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে (পর্ব: ৭৭)। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাম্মদ তাকে কী কারণ ও

প্রক্রিয়ায় "উৎকোচ প্রদানের" সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ৮১)।

'ইসলামের অজানা অধ্যায়:' আলোচনায় - বিবি হাওয়া, জালালুদ্দিন রুমি ও অন্যান্য

কৃতজ্ঞতা:

গত দশ-বারো বছরে মুক্ত-চিন্তার জগতে এক অভূত-পূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে আট বছর পূর্বে (২৮শে জুন, ২০১২ সাল) যখন 'ধর্মকারী' ব্লগে 'ইসলামের অজানা অধ্যায়' বইটির প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়, তখন ইসলামের' যৌক্তিক সমালোচনা-কারী সক্রিয় মুক্তমনা মানুষদের সংখ্যা ছিল নগণ্য; হাতে গোনা। আজ সেই সংখ্যা শত-সহস্র! পরিবর্তন আসছে। আমি আশাবাদী।

মাস চারেক আগে (জুন, ২০২০ সাল) হঠাৎই জানতে পারলাম ইউটিউবে 'ইসলামের অজানা অধ্যায়' বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করেছেন "বিবি হাওয়া। সঞ্চালনায় জালালুদ্দিন রূমি! 'সত্যের সন্ধানে' পেইজ থেকে। সঙ্গে আছেন মুফতি আব্দুল্লাহ আল মাসুদ। মুফতি আব্দুল্লাহ আল মাসুদের ইউটিউব চ্যানেল ও অন্যান্য ইউটিউব চ্যানেল-গুলোতে এ পর্যন্ত মোট চৌদ্দ-টি পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে। জালালুদ্দিন রূমির পরিচালনায় বিবি হাওয়ার আলোচনা-গুলো, **'এক কথায় অনবদ্য!'** তাঁদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভকামনা! নিরাপত্তা জনিত কারণে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। এই অনুষ্ঠানের পরিচালক, আলোচক ও সর্বোপরি দর্শক-শ্রোতা মণ্ডলী বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায়

বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [205]

'They said: Abū Miḥjan was on top of the fortress aiming with broad arrow heads and the Muslims were aiming at them. A man from the Muzayna said to his companion, "If we conquer al-Ṭā'if, you will have women of the Banū Qārib. Indeed, they are the most beautiful women that you will hold, and they will bring a larger ransom if you ransom them." Al-Mughīra b. Shuʿba heard him and said, "O brother of the Muzayna!" He said, "I am at your service!" He said, "Shoot that man," meaning Abū Miḥjan. Indeed, al-Mughīra became zealous when al-Muzannī mentioned the women. He knew that Abū Miḥjan was a marksman, and that an arrow of his did not fail. Al-Muzannī had aimed at him, but his arrow did not do anything. Abū Miḥjan aimed at him with an arrowhead and it fell in his vein and killed him. He said: Al-Mughīra says, "He tempts the men with the women of Banū Qārib." ʿAbdullah b. ʿAmr b. ʿAwf al-Muzannī said to him, and he hears his words, his first and his last, "May God fight you, O Mughīra! You, by God, opposed him for this. Indeed, God has driven him to martyrdom. You, by God, are a hypocrite. By God, if not for Islam I would not leave you until I killed you!" Al-Muzannī kept saying, "Indeed he is very sly and we did not know it. By God, I will never speak to

you!” He said: Al-Mughīra asked al-Muzannī to hide that about him. He said. “Never, by God!” He said: This reached ʿUmar b. al-Khaṭṭāb when he was working for ʿUmar in al-Kūfa. And ʿUmar said: By God, al-Mughīra should not be hired for this deed of his!’

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[201] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৯০:

[202] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ২৪-২৬:

[203] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩: পৃষ্ঠা ৯৩৫-৯৩৭; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৫৮-৪৫৯:

[204] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১৮৩: “খুয়ায়েলার স্বামী উসমান বিন মাযুন ছিলেন ইসলামের গোড়ার দিকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের একজন ও খুব ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি ৬২৪-৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।"

[205] Ibid আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩: পৃষ্ঠা ৯৩০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৫৬

[206] Ibid আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩: পৃষ্ঠা ৯৩২-৯৩৩; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৫৭

২১৫: তায়েফ যুদ্ধ-৪: দাস মুক্তি ও প্রত্যাবর্তন - কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত ঊননব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় যে বিষয়-টি আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, নবী মুহাম্মদ "দাস-প্রথা বিলুপ্তি" বিষয়ে কোন রূপ সুস্পষ্ট আদেশ ও নির্দেশ জারী করেন নাই। শুধু তাইই নয়, কুরআন ও আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত 'সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের' বিশদ পর্যালোচনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে আরও জানি, তা হলো, তিনি তাঁর আবিষ্কৃত "জিহাদ" নামের শিক্ষা ও কর্মকাণ্ডের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ ও উন্মুক্ত শক্তি-প্রয়োগে তাঁদের জোরপূর্বক পরাস্ত ও বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে "মুক্ত-মানুষদের" দাস ও যৌন-দাসী রূপে রূপান্তরিত করেছিলেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর অনুসারীরা এই সব দাস ও যৌন-দাসীদের নিজ কর্মে ব্যবহার; পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের উপহার হিসাবে প্রদান; বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি ও সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিত্তশালী ও প্রতিপত্তি লাভ; ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে দাস প্রথার প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা, "'জিহাদ' এর ফজিলত; 'আল্লাহু আকবর' এক আতঙ্কের নাম (পর্ব: ১৩৫-১৩৬) ও দাস মালিকানা বনাম দাস স্রষ্টা (পর্ব: ১৪০)" পর্বে করা হয়েছে।

অন্যদিকে, এই একই 'কুরআন, সিরাত ও হাদিসের' পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা আরও জানতে পারি, স্ব-ঘোষিত আখারি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিভিন্ন সময় ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বহু দাস-দাসীদের মুক্ত করেছিলেন; ও তাঁদের-কে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান ও তাঁদের প্রতি সমবেদনা ও সদয় আচরণের ব্যাপারে তাঁর অনুসারীদের উৎসাহ যুগিয়েছিলেন! ইসলামের ইতিহাসে "তায়েফ যুদ্ধ" ছিল এমনই একটি ঘটনা, যে যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাম্মদ বেশ কিছু দাস-কে দাসত্ব-মুক্ত করেছিলেন। কী কারণে তিনি এই কাজ-টি করেছিলেন তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ 'সিরাত' গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [207]
(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [208]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২১৪) পর:

'তাঁর [মুহাম্মদের] আল-তায়েফ অবস্থানকালীন সময়ে সেখানে বন্দী হওয়া কিছু সংখ্যক দাস তাঁর কাছে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, আর তিনি তাদের মুক্ত করে দেন।

এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি সন্দেহ করি না, আবদুল্লাহ বিন মুকাদ্দাম হইতে < থাকিফ গোত্রের লোকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে যা বলেছে, তা হলো: আল-তায়েফের লোকদের আত্মসমর্পণের পর তাদের কিছু লোক সেই দাসদের [ফিরিয়ে দেওয়ার] বিষয়ে কথা বলে, কিন্তু আল্লাহর নবী তাদের ব্যাপারে কোন কিছু করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন এই বলে যে, তারা হলো আল্লাহ কর্তৃক মুক্ত-মানুষ। যারা তাদের বিষয়ে কথা বলেছিল, তাদের একজন ছিল আল-হারিথ বিন কালাদা।

এমতাবস্থায়, মারওয়ান বিন কায়েস আল-দাউসির (Marwann b. Qays al-Dausi) পরিবারের লোকদের থাকিফরা ধরে রেখেছিল এই কারণে যে সে নিজে মুসলমান

হয়েছিল ও থাকিফদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী-কে সাহায্য করেছিল। থাকিফদের অভিযোগ - আর, থাকিফরাই হলো এই উপগোত্রের লোকদের পূর্ব পুরুষ ও যার ভিত্তিতেই এই গোত্রের 'কায়েস' নাম-টি - আল্লাহর নবী মারওয়ান বিন কায়েস-কে বলেছিলেন, "তোমার পরিবারের প্রতিশোধ হিসাবে কায়েস গোত্রের যে লোক-টির সাথে তোমার প্রথম সাক্ষাৎ হবে, তাকেই তুমি বন্দী করবে।"

সে উবাই বিন মালিক আল-কুশায়েরির (Ubayy b. Malikal-Qushayri) সাক্ষাৎ পায় ও তাকে সে ধরে রাখে, যতক্ষণে না তারা তার পরিবারের লোকদের তার কাছে ফেরত পাঠায়। আল-দাহহাক বিন সুফিয়ান আল-কিলাবি এই বিষয়-টি তার নিজের হাতে নেয় ও থাকিফদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, যতক্ষণে না তারা মারওয়ানের পরিবারের লোকদের-কে যেতে দেয়। অতঃপর সে [মারওয়ান] উবাই-কে মুক্তি দেয়।----

আল-তায়েফে যে মুসলমানরা শহিদ হয়েছিল, তাদের নামগুলো হলো এই:

কুরাইশদের মধ্যে:

বানু উমাইয়া বিন আবদু শামস গোত্রের:

[১] সায়িদ বিন সায়িদ বিন আল-আস বিন উমাইয়া; ও

[২] উরফুতা বিন জাননাব, আল-আসাদ বিন আল-ঘাউথের সহযোগী;

বানু তায়িম বিন মুররা গোত্রের:

[৩] আবদুল্লাহ বিন আবু বকর [আবু বকরের পুত্র], যাকে তীর-বিদ্ধ করা হয় ও যে আল্লাহর নবীর মৃত্যুর পর মদিনায় মৃত্যুবরণ করে (আল-ওয়াকিদি: 'আবু বকরের শাসন আমলে');

বানু মাখযুম গোত্রের:

[৪] আবদুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া বিন আল-মুঘিরা, সেই দিন তীর-বিদ্ধ হয়ে;

বানু আদি বিন কা'ব গোত্রের:

[৫] আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবিয়া, এক মিত্র;

বানু সাহম বিন আমর গোত্রের:

[৬-৭] আল-সায়েব বিন আল-হারিথ বিন কায়েস বিন আদি, ও তার ভাই আবদুল্লাহ;

বানু সা'দ বিন লেইথ গোত্রের:

[৮] জুলায়েহা বিন আবদুল্লাহ।

আনসারদের মধ্যে:

বানু সালিমা গোত্রের:

[৯] থাবিত বিন আল-জাদহা;

বানু মাযিন বিন আল-নাজজার গোত্রের:

[১০] আল-হারিথ বিন সাহল বন আবু সা'সা;

বানু সায়িদা গোত্রের:

[১১] আল-মুনধির বিন আবদুল্লাহ;

আল-আউস গোত্রের:

[১২] রুকায়াম বিন থাবিত বিন যায়েদ বিন লাউধান বিন মুয়াবিয়া।

আল-তায়েফে আল্লাহর নবীর বারো জন অনুসারী শাহাদত বরণ করে; কুরাইশদের মধ্যে সাত জন, আনসারদের মধ্যে চার জন ও বানু লেইথ গোত্রের এক ব্যক্তি।' ---

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [208] [209]

'আল্লাহর নবীর এক ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা করে, "যে দাস দুর্গ থেকে নেমে আমাদের কাছে আসবে, সেই হবে মুক্তি-প্রাপ্ত!" সে কারণেই, কতিপয় দশ ব্যক্তি দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে। তারা হলো:

[১] আবু বাকরা,
[২] আল-মুনবা'থ - যার নাম ছিল আল-মুদতাজা, কিন্তু যখন সে ধর্মান্তরিত হয় তখন আল্লাহর নবী তার নাম রাখেন আল-মুনবা'থ; সে ছিল উসমান বিন আম্মার বিন মুয়াত্তিবের এক দাস।
[৩] আল-আযরাক বিন উকবা বিন আল-আযরাক - সে ছিল বানু মালিক গোত্রের কালাদা আল-থাকাফির দাস; পরবর্তীতে সে বানু উমাইয়া গোত্রের সহযোগী হয় ও তারা তাকে বিবাহ দেয়;
[৪] ওয়ারদান - আল ফুরাত বিন যায়েদ বিন ওয়ারদানের দাদা আবদুল্লাহ বিন রাবিয়া আল-থাকাফির দাস;
[৫] ইউহান্নাস আল-নাব্বায়ি - ইয়াসার বিন মালিকের দাস, যে পরবর্তীতে ধর্মান্তরিত হয় ও আল্লাহর নবী তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেন। আল-তায়েফে তারা ছিল দাস।
[৬] ইবরাহিম বিন জাবির - সে ছিল খারাশা আল-থাকিফির দাস, ও
[৭] ইয়াসার - উসমান বিন আবদুল্লাহর দাস, যে তার নির্দেশ পালন করে নাই।
[৮] আবু বাকরা নুফায়ি বিন মাসরুহ - সে ছিল আল-হারিথ বিন কালাদার অধিকারভুক্ত। তাকে আবারা বকরা উপাধি-টি দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে, সে দুর্গের ওপর থেকে এক 'বাকারা' - অর্থাৎ, এক কপিকলের (pulley) সাহায্যে নীচে নেমে এসেছিল।
[৯] নাফি আবু আল-সায়িদ - সে ছিল ঘায়েলান বিন সালামার দাস। পরবর্তীতে ঘায়েলান ধর্মান্তরিত হয় ও আল্লাহর নবী তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেন।
[১০] মারযুক - সে ছিল উসমানের অধিকারভুক্ত এক যুবক।

আল্লাহর নবী তাদের সবাই-কে মুক্ত করে দেন।

আল্লাহর নবী তাদের প্রত্যেক-কে মুসলমান লোকজন-দের কাছে হস্তান্তর করেন, যেন তারা তাদের ও আশ্রয় প্রদান করে। আবু বাকরা কে হস্তান্তর করা হয় আমর বিন সায়িদ বিন আল-আসের কাছে; আল-আযরাক কে খালিদ বিন সায়িদের কাছে; ওয়ারদান কে আবান বিন সায়িদের কাছে; ইউহান্নাস আল-নাব্বায়ি কে উসমান বিন আফফানের কাছে; ইয়াসার বিন মালিক কে সা'দ বিন উবাদার কাছে; ও ইবরাহিম বিন জাবির কে উসায়েদ বিন আল-হুদায়েরের কাছে। আল্লাহর নবী তাদের-কে আদেশ করেন যে তারা যেন তাদের [দাসদের] কাছে কুরআন পাঠ করে ও অনুশীলন-গুলো শিক্ষা দান করে। থাকিফের লোকেরা যখন ধর্মান্তরিত হয়, তখন তাদের প্রবীণরা - যাদের মধ্যে ছিল আল-হারিথ বিন কালাদা - মুক্তি-প্রাপ্ত দাসদের বিষয়ে এই আলোচনা করে যে তাদের-কে যেন পুনরায় দাসত্বের বন্ধনে ফেরত পাঠানো হয়।

আল্লাহর নবী বলেন, "আল্লাহ যাদের মুক্ত করে দিয়েছে, তাদের-কে স্পর্শ করা যাবে না।"

বিষয়-টি আল-তায়েফের লোকদের জন্য এক বিশাল কষ্টের কারণ হয়। তারা তাদের দাসদের বিষয়ে খুব রাগান্বিত হয়। ---

উমর লোকদের প্রস্থানের আহ্বান জানায়। মুসলমানরা একে অপরের সাথে বলাবলি শুরু করে। তারা বলে: "আমরা আল-তায়েফ বিজয় সম্পন্ন করার আগে প্রত্যাবর্তন করবো না! আল্লাহ আমাদের বিজয় নিশ্চিত করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করবো না। আল্লাহর কসম, আমরা যাদের সাথে মোকাবিলা করেছি তাদের মধ্যে এরায় হলো সবচেয়ে দুর্বল ও ক্ষুদ্র। আমরা একদল মক্কা-বাসী ও একদল হাওয়াজিন-বাসীদের সাথে মোকাবিলা করেছি। আল্লাহ সেই দলগুলো-কে ছত্রভঙ্গ

করে দিয়েছে। বরঞ্চ তারা হলো গর্তের ভিতরে থাকা শিয়াল। আমরা যদি তাদের-কে ঘেরাও করে রাখি, তবে তারা তাদের এই দুর্গের ভিতরে মারা যাবে।" তাদের মধ্যে কথাবার্তা-গুলো বৃদ্ধি পায় ও তারা কলহ শুরু করে। তারা আবু বকরের কাছে গিয়ে তার সাথে কথা বলে, আর আবু বকর তাদের-কে বলে: "আল্লাহ ও তার রসূলই সর্বাধিক জানেন। তাঁর কাছে বিষয়-টি নাজিল হয়েছে স্বর্গ থেকে।"

তাই তারা উমরের সাথে কথা বলে, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে ও বলে:
"আমরা আল-হুদাইবিয়া প্রত্যক্ষ করেছি। আল-হুদাইবিয়ায় আমার অন্তরে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহই জানে। সেই সময় আমি আল্লাহর নবীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছিলাম। এমন যদি হতো যে আমি সেরূপ না করতাম! পরিবর্তে, এমন যদি হতো যে আমার পরিবার ও সম্পদ হতো আমার কাছ থেকে হাত ছাড়া! তিনি যা করেছিলেন তার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের কাছে এসেছিল মঙ্গল। বিনা তরবারি-তে হুদাইবিয়া শান্তি-চুক্তির চেয়ে **শ্রেষ্ঠ বিজয়** জনগণদের জন্য আর কিছু ছিল না। যে দিন-টি তে চুক্তি-পত্রটি লেখা হয়েছিল, সেদিন থেকেই ইসলামে দীক্ষিত হওয়া মানুষদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের মতামতের ওপর সন্দেহ পোষণ করো। আল্লাহর নবী যা করেন, সেটাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট। আমি এই ব্যাপারে কখনোই তাঁর সাথে বিতর্ক করবো না, কক্ষনো নয়। বিষয়টি ছিল আল্লাহর আদেশ। সে তার যা ইচ্ছা হয় তা দিয়েই তাঁর নবীকে অনুপ্রাণিত করে।" -----

সে বলেছে: কুথায়ের বিন যায়েদ আমাকে < আল-ওয়ালিদ বিন রিয়াহ হইতে < আবু হুরায়েরা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে অবহিত করিয়েছে, সে বলেছে:

পনেরো রাত্রি যাবত তাদের-কে অবরুদ্ধ করে রাখার পর আল্লাহর নবী নওফল বিন মুয়াবিয়া আল দিলির [পর্ব: ১২৯ ও পর্ব: ১৮৮] কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করেন ও বলেন, "হে নওফাল, তোমার বক্তব্য কিংবা ভাবনার বিষয়ে কী কিছু বলবে?"

নওফল বলে, "হে আল্লাহর নবী, শিয়ালরা এখন গর্তের ভিতরে। যদি আপনি অবস্থান করেন, তবে আপনি তাদের ধরতে পারবেন। যদি আপনি এই স্থান ত্যাগ করেন, তবে তা আপনার কোনই ক্ষতির কারণ হবে না।" [210]

আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত, "আল্লাহর নবী-কে এটি জয় করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।"
সে বলেছে: আল্লাহর নবী উমর-কে আদেশ করেন, আর সে প্রস্থানের আহ্বান জানায়। সে বলেছে: লোকেরা এই নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে। [211]

আল্লাহর নবী বলেন, "প্রত্যুষে যাও ও যুদ্ধ করো।" তাই তারা যুদ্ধ করে, কিন্তু মুসলমানরা হয় আহত। আল্লাহর নবী বলেন, "অবশ্যই আমরা প্রত্যাবর্তন করবো, যদি আল্লাহ চায়।"

তারা এতে আনন্দ প্রকাশ করে ও তা মেনে নেয়। তারা স্থান ত্যাগ শুরু করে, আর আল্লাহর নবী হেসে উঠেন।' ---

সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬১৫: [212]

'আবদুল্লাহ বিন আমর হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী যখন তায়েফ অবরোধ করেন কিন্তু সেখানের লোকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনে হোন ব্যর্থ, তিনি বলেন, "আমরা (মদিনায়) প্রত্যাবর্তন করবো, যদি আল্লাহ চায়।" বিষয়টি (নবীর) অনুসারীদের মর্মপীড়ার কারণ হয় ও তারা বলে, "আমরা কী এটি (অর্থাৎ তায়েফের দুর্গ) জয় না করেই প্রস্থান করবো?"

আল্লাহর নবী (তাদের-কে) বলেন,"আগামীকাল যুদ্ধ করো।" তারা যুদ্ধ করে ও (তাদের অনেকেই) আহত হয়। অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন, "যদি আল্লাহ চায়,

তবে আমরা (মদিনায়) প্রত্যাবর্তন করবো।" এতে তারা আনন্দিত হয় ও তাই নবী হেসে উঠেন। উপ-বর্ণনাকারী, সুফিয়ান একদা বলেছিল, "(নবী) হেসে উঠেছিলেন।"'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি,

'তায়েফ যুদ্ধের প্রাক্কালে যে কারণে মুহাম্মদ মোট দশ জন দাস-কে মুক্ত করেছিলেন, তা হলো: "তাঁদের ইসলাম গ্রহণ!"

"মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরম মানসিকতার অধিকারী এক ব্যক্তি। একদিকে অবিশ্বাসীদের প্রতি যেমন ছিল তাঁর সীমাহীন ঘৃণা, ত্রাস-হত্যা, আগ্রাসী হামলা, নৃশংসতা ও অমানবিকতা; অন্যদিকে অনুসারীদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম সহমর্মিতা, দায়িত্বজ্ঞান ও মানবিকতা" - মুহাম্মদের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল এখানেই (পর্ব: ১৭৯)! একদিকে যেমন তিনি "ইসলাম অবিশ্বাসী" মুক্ত-মানুষদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে তাঁদের-কে নতুন করে দাস ও দাসী রূপে রূপান্তরিত করে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের চাহিদা পূরণ ও 'দাস-মার্কেটের (slave market)' প্রসার ঘটিয়েছেন (পর্ব:১৪০); অন্যদিকে "ইসলাম বিশ্বাসী" কোন মুক্ত মানুষকে দাস-দাসী রূপে রূপান্তরিত করা-কে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন! মুহাম্মদের চরিত্রের এই চরম দ্বৈত মানসিকতার (Extreme dual mentality) সাথে পরিচিত নয় এমন যে কোন ব্যক্তিই ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের সুবিধা জনক 'কুরআন-সিরাত-হাদিসের' উদ্ধৃতি-তে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য।

আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, "তায়েফ যুদ্ধে" মুহাম্মদ বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর মোট ১২ জন অনুসারী নিহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে, ঠিক কতজন তায়েফ-বাসী এই

যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, তার কোন সংখ্যা আদি উৎসের বর্ণনায় উল্লেখিত হয় নাই। "হুনায়েন যুদ্ধের" তুলনায় এটি ছিল মুহাম্মদের চরম পরাজয়। কারণ, হুনায়েন যুদ্ধে "মাত্র তিন জন" মুহাম্মদ অনুসারী নিহত হয়েছিল; তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন (পর্ব:২০৯)। সেই যুদ্ধে তাঁর সফলতার প্রকৃত কারণ ছিল, এই যে, সেটি আদৌ কোন যুদ্ধ ছিল না; ছিল "অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ (বিস্তারিত: পর্ব- ২১১)!" অন্যদিকে 'তায়েফ যুদ্ধে' মুহাম্মদের ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ হলো:

"এটি কোন অতর্কিত আক্রমণ ছিল না! মুহাম্মদের আগমনের খবর পেয়ে তায়েফ-বাসী ছিলেন প্রস্তুত।"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন, "রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত নিরীহ জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের খুন-জখম-বন্দি করে দাস ও দাসী-করণ ও সম্পদ লুণ্ঠন" কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত পারদর্শী; তারা কোন নীতি-পরায়ণ, বীর, শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন না। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৭৫)।

আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, উমর ইবনে খাত্তাব "হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি" প্রাক্কালের স্মৃতি চারণ করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এই বলে যে, তিনি সেই সময় আল্লাহর নবীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন। কী কারণে তিনি এই কাজটি করেছিলেন তার বিশদ আলোচনা 'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি' উপাখ্যান পর্বগুলোতে করা হয়েছে (পর্ব: ১২০-১২১)। উমর হুদাইবিয়া শান্তি-চুক্তি কে **"শ্রেষ্ঠ বিজয়"** রূপে আখ্যায়িত করেছেন, যা মূলত মুহাম্মদের (আল্লাহর) দাবী! কী কারণে তাদের এই দাবী সত্য নয়, তার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা "সূরা আল ফাতহ ও 'আল ফাতহ' বনাম আঠারটি হামলা (পর্ব: ১২৩-১২৪)" পর্বে করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [208]

ʿUmar called out for the departure. The Muslims began talking to each other. They said, "We will not turn back without conquering al-Ṭā'if! We will not leave until God conquers for us. By God, they are the most low, and least of those whom we met. We met a group of Meccans and a group of Hawāzin. And God dispersed those groups. Rather those are the fox in the den. If we besiege them they will die in this fortress of theirs." The words among them increased and they disputed. They went and spoke to Abū Bakr and Abū Bakr said, "God and His messenger know best. The affair was revealed to him from the heavens." So they spoke to ʿUmar and he refused and said, "We have seen al-Ḥudaybiyya. Only Allah knows the doubt that came to me in al-Ḥudaybiyya. I argued with the Messenger of God with words at that time; would that I did not do so. Rather, that my family and my property were gone! It was good coming to us from God with what He did. There was no conquest better for the people than the peace of al-Ḥudayblya, without the sword. The people who entered Islam

doubled from the day Muḥammad was sent to the day the document was written. Doubt your opinion. The best is what the Messenger of God does. I will never argue with him in this matter, ever. The affair was God's command. He inspires His prophet with what He desires." -----

He said: Kuthayyir b. Zayd related to me from al-Walīd b. Riyāḥ from Abū Hurayra, who said: When fifteen nights of besieging them had passed, the Messenger of God [Page 937] sought the advice of Nawfal b. Muʿāwiya al-Dīlī and said, "O Nawfal, what do you say or think?" Nawfal said, "O Messenger of God, the fox is in its hole. If you stay over it you will take it. If you leave it nothing will harm you."

Abū Hurayra said, "It was not permitted to the Messenger of God to conquer it." He said: The Messenger of God commanded ʿUmar, and he called out for the departure. He said: The people began to clamor about that. The Messenger of God said, "Go in the morning and do battle." So they fought and the Muslims were wounded. The Messenger of God said, "Indeed we will return home if God wills." They rejoiced about that and they obeyed. They began to leave, and the Prophet was laughing. ------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[207] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৯০-৫৯১:

[208] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩: পৃষ্ঠা ৯৩১-৯৩২ ও ৯৩৬-৯৩৮; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৫৬-৪৬০:

[209] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ২৪ ও ২৬:

[210] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১৮০:

'আবু হুরায়রা যদিও নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর চার বছরের ও কম সময় পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বহু হাদিস বর্ণনাকারী হিসাবে খ্যাতিমান এক মুহাদ্দিস। তিনি ৬৭৬-৬৭৭ সাল ও ৬৭৮-৬৭৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেন।"

[211] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১৮১:

নওফল বিন মুয়াবিয়া আল দিলি - "তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।"

[212] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬১৫:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-615/

২১৬-হুনায়েনের গণিমত-১: বন্দীদের ফেরত দান – কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত নব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর হুনায়েন আগ্রাসনের সফলতা ও আল-তায়েফ আগ্রাসনের ব্যর্থতার পর মক্কায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হোন ও মক্কা থেকে দশ মাইল দূরবর্তী 'আল-জিররানা' নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি দেন। কারণ, অতর্কিত আক্রমণে হুনায়েনে সমবেত হাওয়াজিনদের পরাস্ত করার পর (পর্ব: ২১১) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে বিশাল "লুটের মাল (গনিমত)" হস্তগত করেছিলেন, মুহাম্মদের নির্দেশে সেগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল এই আল-জিররানা নামক স্থানে। 'হুনায়েন আগ্রাসনে' মুহাম্মদের লুণ্ঠিত সম্পদের মোট পরিমাণ ঠিক কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে যা বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, এই আগ্রাসনে তিনি বন্দী করেছিলেন হাওয়াজিনদের প্রায় ছয় হাজার নারী ও শিশু এবং হস্তগত করেছিলে প্রায় চব্বিশ হাজার উট ও চল্লিশ হাজার ভেড়া বা মেষ।

এই ঘটনার পর হাওয়াজিনবাসী "ইসলামে দীক্ষিত হয়।" অতঃপর তারা তাদের এক প্রতিনিধি দল আল-জিররানায় মুহাম্মদের কাছে পাঠান। এই প্রতিনিধি দল-টি মুহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁকে এই অনুরোধ করে যে, যেহেতু তারা এখন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে তাই মুহাম্মদ যেন তাঁর হাতে বন্দী তাদের নারী ও শিশু ও

সমস্ত সম্পদ-গুলো তাদের-কে ফেরত দেন। তাদের এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ তাদের কী জবাব দিয়েছিলেন, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ 'সিরাত' গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [213]
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [214] [215]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২১৫) পর:

‘আল্লাহর নবী আল-তায়েফ ত্যাগ করেন ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে দাহনার পথ ধরে (আল ওয়াকিদি: 'ও কারান আল-মানাযিল ও নাখলার পাশ দিয়ে') আল-জিররানা নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি দেন; যেখানে বিপুল সংখ্যক হাওয়াজিন লোকদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল। থাকিফদের কাছ থেকে ফিরে আসার দিনটি তে তাঁর অনুসারীদের একজন তাঁকে তাদের-কে অভিশাপ দিতে বলে; কিন্তু তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, থাকিফদের তুমি হেদায়েত দান করো ও তাদের-কে তুমি (ইসলামে) দীক্ষিত করো।" [216]

অতঃপর, হাওয়াজিনদের এক প্রতিনিধি দল আল-জিররানায় তাঁর নিকট আসে, যেখানে তিনি বন্দী করে রেখেছিলেন ৬,০০০ নারী ও শিশু এবং ধরে রেখেছিলেন অগণিত মেষ ও উট; যা তাদের কাছ থেকে তিনি লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিলেন।

আমর বিন শুয়ায়েব <তার পিতা হইতে < তার দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যা বলেছে, তা হলো: হাওয়াজিনদের প্রতিনিধি দল-টি তাদের ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর নবীর কাছে এসেছিল, এই বলে যে তাদের ওপর যে বিপর্যয় ঘটেছে তা সর্বজনবিদিত; তারা তাঁর কাছে এই অনুরোধ করে যে তিনি যেন আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের প্রতি দয়াপরবশ হোন।" [217]

হাওয়াজিনদের বানু সা'দ বিন বকর গোত্রের [আল-তাবারী: ‘আল্লাহর নবীর পালক-মাতা (foster mother) ছিল এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত’] যুহায়ের আবু সুরাদ নামের এক লোক [আল-তাবারী: ‘তিনি ছিলেন হাওয়াজিনদের প্রতিনিধি দলের প্রধান ও তার সঙ্গে ছিল চৌদ্দ জন লোক’] বলে: [218]

"হে আল্লাহর নবী, বন্দী এই লোকদের মধ্যে আছে আপনার ফুপুরা ও খালারা, ও তারা যারা আপনাকে দুধ পান করিয়েছিল, ও তারা যারা আপনাকে দেখাশোনা করতো। আল-হারিথ বিন আবু শিমর [ঘাসানিদ রাজা, যার কাছে মুহাম্মদ চিঠি লিখেছিলেন (পর্ব: ১৬১)] বা আল-নুমান বিন মুনধির [লাখমিদ রাজ্যের সর্বশেষ রাজা।], যাকে আমরা পালক মাতা-পিতার মত সম্মান করেছি। অতঃপর এই পরিস্থিতির মধ্যে আপনি আমাদের রেখেছেন, আমরা তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি; আপনিই হলেন বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম।" [219] [220] [221]

আল্লাহর নবী বলেন: "তোমাদের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় কোনটি? তোমাদের বংশধর ও স্ত্রী-পরিবার, নাকি তোমাদের গবাদি-পশু?"

তারা জবাবে বলে,

"আপনি কি আমাদের-কে আমাদের গবাদি-পশু ও আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে কোন একটি পছন্দ করার প্রস্তাব করছেন? না, আমাদের স্ত্রী-পরিবার ও সন্তানদের আপনি ফিরিয়ে দিন; কারণ সেটাই আমরা সবচেয়ে বেশী কামনা করি।"

তিনি বলেন, "এখন পর্যন্ত ব্যাপারটি হলো, আমি ও বানু আবদুল-মুত্তালিব গোত্রের কাছে যারা আছে তারা হলো তোমাদের। আমি যখন লোকদের সাথে যোহরের নামাজ আদায় সমাপ্ত করবো, তখন তোমারা উঠে দাঁড়াবে ও বলবে, 'আমরা আমাদের সন্তান ও স্ত্রী-পরিবারদের বিষয়ে মুসলমানদের সাথে আল্লাহর নবীর সুপারিশের ও আল্লাহর নবীর সাথে মুসলমানদের সুপারিশের অনুরোধ জানাচ্ছি।'

অতঃপর আমি এদের তোমাদের-কে প্রদান করবো ও তোমাদের পক্ষে আমি তাদের কাছে আবেদন করবো।" আল্লাহর নবী যখন যোহর নামাজ সমাপ্ত করেন, তারা তাই করে যা আল্লাহর নবী তাদের-কে করার আদেশ করেছিলেন; আর তিনি তাই বলেন যা তিনি বলার অঙ্গীকার করেছিলেন।

অতঃপর মুহাজিররা বলে যে, যারা তাদের কাছে আছে তারা হলো আল্লাহর নবীর; আনসাররা ও তাই বলে।

কিন্তু, আল-আকরা হাবিস (আল-তামিমি) বলে, "এখন পর্যন্ত আমি ও বানু তামিম গোত্রের বিষয়টি হলো, 'না'।" ইউয়েনা বিন হিসন তার নিজের (আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদি: 'ও বানু ফাযারাহ গোত্রের') পক্ষে বলে, "না।" (আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদি: 'আব্বাস বিন মিরদাস আল-সুলামি তার নিজের ও বানু সুলায়েম গোত্রের পক্ষে অনুরূপ মন্তব্য করে।) [222]

বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা বলে, "তেমন-টি নয়, আমাদের কাছে যারা আছে তারা হলো আল্লাহর নবীর।" (আল-তাবারী: 'সে কারণেই) বানু সুলায়েম গোত্রের লোকদের-কে আব্বাস বলে, "তোমরা আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছো।" [223]

অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন,
"যাদের অধিকারে এই বন্দীরা আছে, আমি (আল তাবারী: 'আমরা') তাদের-কে তার প্রত্যেক বন্দী বাবদ লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে ছয়-টি করে উট প্রদান করবো।"

অতঃপর তাদের নারী ও শিশুদের তাদের লোকজনদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

আবু ওয়াইযা ইয়াযিদ বিন উবায়েদ আল সাইদ আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহর নবী আলী কে এক যুবতী নারী (girl) প্রদান করেন, যার নাম ছিল রায়েতা বিনতে হিলাল বিন হাইয়ান (Rayta d.Hilal b. Hayyan) বিন উমায়েরা বিন হিলাল বিন নাসিরা

বিন কুসাইয়া বিন নাসর বিন সা'দ বিন বকর। তিনি উসমান-কে প্রদান করেন এক যুবতী নারী, যার নাম ছিল যয়নাব বিনতে হাইয়ান (Zaynab d. Hayyan); আর তিনি উমর-কে প্রদান করেন এক যুবতী নারী, যাকে উমর দান করে তার পুত্র আবদুল্লাহ-কে। [224]

নাফি নামের আবদুল্লাহ বিন উমরের এক আশ্রিত ব্যক্তি < আবদুল্লাহ বিন উমরের [উমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র] কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে যা বলেছে, তা হলো:

"আমি তাকে [মহিলা-টি] বানু জুমাহ গোত্রের আমার আন্টি-দের কাছে পাঠিয়ে দেই, যাতে তারা তাকে আমার জন্য প্রস্তুত করে রাখে, যতক্ষনে না আমি মসজিদ-টি প্রদক্ষিন করে তাদের কাছে ফিরে আসি। আমি চাচ্ছিলাম যে, আমি ফিরে এসে তাকে নিয়ে যাবো। আমি যখন তা সমাপ্ত করে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসি, আমি বিস্মিত হয়ে দেখি যে লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করছে। আমি যখন তাদের-কে জিজ্ঞাসা করে এর কারণ জানতে চাই, তারা বলে যে আল্লাহর নবী তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের-কে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই আমি তাদের বলি যে, তাদের মহিলা-টি বানু জুমাহ গোত্রের লোকদের কাছে আছে ও তারা সেখানে গিয়ে তাকে নিয়ে যেতে পারে; তারা তাই করে।"

ইউয়েনা বিন হিসন হাওয়াজিনদের এক বৃদ্ধা মহিলা-কে ধরে রেখেছিল ও বলেছিল, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে মহিলা-টি হলো এই গোত্রের সামাজিক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্না এক ব্যক্তি, অতএব তার মুক্তিপণ বেশী হওয়ারই সম্ভাবনা।" আল্লাহর নবী যখন প্রত্যেক বন্দী কে ছয়-টি উটের দামে ফিরিয়ে দিয়েছিল, সে তখন তাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। যুহায়ের আবু সুরাদ তাকে বলেছিল যে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয়, এই কারণে যে, তার মুখমণ্ডল-টি ছিল শীতল ও তার স্তনগুলো ছিল সমতল (flat); সে হয়তো গর্ভবতী হতে পারবে না ও তার স্বামী হয়তো তার পরোয়া

করবে না; আর সে হয়তো ধনী নয়। তাই যুহায়ের তাকে বলেছিল যে, সে যেন তাকে ছয়-টি উটের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। তাদের দাবী এই যে, ইউয়েনা যখন আল-আকরা বিন হাবিসের সাথে মিলিত হওয়ার পর তার কাছে এই বিষয়ে তার অসন্তোষ প্রকাশ করে, তখন সে তাকে বলে:

"আল্লাহর কসম, তুমি তো তাকে তার পূর্ণ কুমারী অবস্থায় ধরে আনো নাই, এমনকি তার হৃষ্টপুষ্ট মধ্যবয়সী বয়সে ও নয়!”

[আল তাবারী: "যুহায়েরের এই মন্তব্যের পর সে তাকে ছয়-টি উটের মূল্যে ফেরত দেয়।" আল ওয়াকিদি (পৃষ্ঠা; ৯৫২-৯৫৪): 'শুরুতে তার পুত্র তার মুক্তিপণ বাবদ ইউয়েনা-কে একশত উট প্রদানে রাজী হয়, কিন্তু ইউয়েনা আরও অধিক মূল্য দাবী করে ও তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর, ইউয়েনা তার মুক্তিপণ-মূল্য ক্রমান্বয়ে কমাতেই থাকে কিন্তু তার পুত্র তাকে আর কোনরূপ মুক্তিপণ দিতেই রাজী হয় না। অবশেষে, ইউয়েনা তাকে বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দেয়।']

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [225]

'তারা বলেছে: আল্লাহর নবী আল-জিররানায় পৌঁছেন, আর তাদের সাথের বন্দী ও লুণ্ঠন সামগ্রী-গুলোকে দূরে রাখা হয়। বন্দীরা সূর্যের উত্তাপ থেকে ছায়া পাওয়ার নিমিত্তে একটি বেড়া ব্যবহার করেছিল। আল্লাহর নবী বেড়া-টি দেখার পর সেই সম্পর্কে জানতে চান ও তারা বলে, "হে আল্লাহর নবী, হাওয়াজিনের এই বন্দীরা সূর্যের উত্তাপ থেকে সুরক্ষা চেয়েছিল।"

বন্দীদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার ও উটের সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। লুণ্ঠন সামগ্রীর মোট পরিমাণ জানা যায় নাই। তারা বলেছে যে তা কম-বেশি চল্লিশ হাজার। আল্লাহর নবী সেখানে পৌঁছার পর বুসর বিন সুফিয়ান বিন খুযায়ি-কে আদেশ করেন যে সে যেন মক্কায় গিয়ে বন্দীদের পরিধানের জন্য মুয়াক্কাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে নিয়ে

আসে। তাদের কোন লোক যেন পোশাক পরিধান ছাড়া বাহিরে বের হয়ে না আসে। বুসর পোশাক-গুলো কিনে নিয়ে আসে ও বন্দিদের পরিধান করায়, তাদের সকলকেই।

আল্লাহর নবী যে বন্দীদের-কে বিতরণ করেছিলেন ও অন্য লোকদের দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে আমরা তাঁর সম্মতির আবেদন করি।

সেই নারীদের একজন ছিল আবদ আল-রহমান বিন আউফের কাছে। সে তার সাথে যৌন-সঙ্গম করে, তার সম্পদ হিসাবে।

আল্লাহর নবী তাকে [নারী] হুনায়েনে উপহার হিসাবে প্রদান করেছিলেন। সে আল-জিররানাই তার ঋতুস্রাব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা ঠেকিয়ে রেখেছিল; অতঃপর সে তার সাথে যৌন-সঙ্গম করে।

আল্লাহর নবী সাফওয়ান বিন উমাইয়া-কে প্রদান করেন আরেকজন। তিনি আলী ইবনে ইবনে আবু তালিব-কে প্রদান করেন এক যুবতী দাসী, যার নাম ছিল রায়েতা বিনতে হিলাল বিন হাইয়ান বিন উমায়েরা। তিনি উসমান বিন আফফান-কে প্রদান করেন এক যুবতী দাসী, যার নাম ছিল যয়নাব বিনতে হাইয়ান বিন আমর।

উসমান তার সাথে যৌনসঙ্গম করে ও সে [নারী-টি] তাকে ঘৃণা করে। আলী যৌনসঙ্গম করে নাই।

আল্লাহর নবী উমর ইবনে খাত্তাব-কে প্রদান করেন এক যুবতী দাসী, আর উমর তার পুত্র আবদুল্লাহ বিন উমর-কে তা দান করে। ইবনে উমর তাকে [নারীটি-কে] মক্কায় বানু জুমাহ গোত্রের তার এক আন্কেলের কাছে পাঠিয়ে দেয়, যেন সে তার [নারী] উন্নতি সাধন করতে পারে যতক্ষণে না সে মসজিদ-টি প্রদক্ষিণ করার পর তাদের কাছে ফিরে আসে। সে ছিল এক যুবতী দাসী, নিষ্পাপ ও অপূর্ব। -----

আল্লাহর নবী যুবায়ের বিন মুতিম-কে হাওয়াযিন বন্দীদের মধ্য থেকে প্রদান করেন এক যুবতী দাসী; তাকে গর্ভবতী করা হয় নাই।

আল্লাহর নবী তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ-কে প্রদান করেন এক যুবতী দাসী। তালহা তার সাথে যৌন-সঙ্গম করে।

আর তিনি সা'দ বিন আবি ওয়াকাস-কে প্রদান করেন এক যুবতী দাসী।

আল্লাহর নবী আবু ওবায়েদা বিন আল-জাররাহ কে প্রদান করেন এক যুবতী দাসী ও সে তাকে গর্ভবতী করে।

আল্লাহর নবী যুবায়ের বিন আল-আওয়াম কে প্রদান করেন এক যুবতী দাসী। এই সমস্তই ছিল হুনায়েনে।' ----

সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৩৮, হাদিস নম্বর ৫০৩: [226]

'মারওয়ান বিন আল-হাকাম ও আল-মিসওয়ার বিন মাখরামা হইতে বর্ণিত: ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর, যখন হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল আল্লাহর নবীর কাছে আসে, তিনি উঠে দাঁড়ান। তারা তাদের সম্পদ ও বন্দীদের তাদের-কে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করে। আল্লাহর নবী তাদের-কে বলেন, "আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বক্তব্যটি হলো সেটি, যা সত্য। সুতরাং, তোমাদের সম্পদ কিংবা বন্দীদের যে কোন একটি-কে পুনরুদ্ধার করার উপায় আছে, এই কারণে যে, আমি সেগুলো বিতরণ করতে বিলম্ব করেছি।" বর্ণনাকারী আরও বলেছেন যে, তায়েফ থেকে ফিরে এসে দশ দিনেরও বেশি সময় ধরে আল্লাহর নবী তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

যখন তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহর নবী তাদের-কে দু'টি জিনিসের মধ্যে কেবল একটি ফেরত দিতে পারেন, তখন তারা বলে, "আমরা আমাদের বন্দীদের বেছে নিয়েছি।" তাই আল্লাহর নবী মুসলমানদের এক সমাবেশে উঠে দাঁড়ান, আল্লাহর প্রশংসা করেন যেমনটি তার প্রাপ্য, অতঃপর বলেন, "তারপর! তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে তোমাদের কাছে এসেছে ও তাদের বন্দীদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া-কে আমি যথাযথ বিবেচনা করি। সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এটিকে অনুগ্রহ হিসাবে পছন্দ করে, সে তা করতে পারে। আর তোমাদের মধ্যে যে কেহ তার প্রাপ্ত হিস্যা-টি ধরে রাখতে চায় ও অতঃপর আমরা তাকে তার মূল্য আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের প্রথম লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে পরিশোধ করার পর তা করতে চায়, তারা তা করতে পারে।"

লোকেরা জবাবে বলে, "আল্লাহর নবীর সৌজন্যে আমরা আমাদের হিস্যা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতে রাজি আছি।" অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন, "আমরা জানি না যে তোমাদের মধ্যে কারা রাজি হয়েছে ও কারা তা হয় নাই। ফিরে যাও; তোমাদের যে মতামত তা তোমাদের প্রধানরা আমাদের জানাতে পারে।" তাই, তাদের সকলেই ফিরে যায় ও তাদের প্রধানরা এই বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করে। অতঃপর তারা (অর্থাৎ, তাদের প্রধানরা) আল্লাহর নবীর কাছে এসে জানায় যে তারা (অর্থাৎ, জনগণ) আনন্দ ও স্বেচ্ছায় তাদের হিস্যা-টি ছেড়ে দিয়েছে।' [227]

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭২: [228]

‘নাফি হইতে বর্ণিত: উমর ইবনে খাত্তাব বলেছে, "হে আল্লাহর নবী! প্রাক ইসলামিক সময়ে আমি একদিন ইতিকাফ পালনের মানত করি।" আল্লাহর নবী তাকে তাঁর মানত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। 'উমর হুনাইনের যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে দু'জন মহিলা বন্দী অর্জন করে ও সে তাদের-কে মক্কার কতিপয় বাড়িতে রেখে দেয়। আল্লাহর নবী যখন মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই হুনাইয়েন বন্দীদের মুক্তি দেয়, তখন তারা

হেঁটে রাস্তায় বের হয়ে আসে। উমর (তার পুত্রকে) বলে, "হে আবদুল্লাহ! দেখতো বিষয়টি কী।" আবদুল্লাহ জবাবে বলে, "আল্লাহর নবী মুক্তিপণ ছাড়াই বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছেন।" সে (তাকে) বলে, "যাও ও ঐ দুইজন নারী-দাসী কে মুক্ত করে দাও।" (নাফি যোগ করেছে) আল্লাহর নবী আল-জিররানা থেকে ওমরা পালন করতে যান নাই; যদি তিনি ওমরা পালন করতেন তবে আবদুল্লাহর কাছে তা গোপন থাকতো না।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো হাওয়াজিনরা নিশ্চিতরূপে জানতেন যে, তাঁদের যে নারী-শিশু-পরিবার পরিজনদের মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে তাঁদের-কে "দাস ও যৌন-দাসী" রূপে রূপান্তরিত করেছেন ও তাঁদের যে সম্পদ-গুলো তারা লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছেন; তা ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো:

"মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নেওয়া ও তাঁর 'ইসলামে' দীক্ষিত হওয়া!"

তাঁরা তাই করেছিলেন। তথাপি মুহাম্মদের কবল থেকে তাঁরা তাঁদের "সম্পদ" রক্ষা করতে পারেন নাই। তাঁরা রক্ষা করতে পেরেছিলেন "শুধুমাত্র" তাঁদের নারী-শিশু ও পরিবার-পরিজনদের বন্দী দশা থেকে মুক্ত করতে।

এই ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই! কারণ, খায়বার ও ফাদাক (পর্ব: ১৩০-১৫৩) এবং আল-কাদিদ ও আল-গাবা (খাদিরা) হামলার (পর্ব: ১৭৫-১৭৬) পর হুনায়েনে লুণ্ঠিত "সম্পদ ও দাস ও যৌন-দাসীই" ছিল মুহাম্মদের সর্বশেষ বৃহৎ উপার্জন! মুতা যুদ্ধ (পর্ব: ১৮৪-১৮৬), মক্কা বিজয় (পর্ব: ১৮৭-১৯৭) ও আল-তায়েফ আগ্রাসনে (পর্ব: ২১২-২১৫) মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের জন্য কোন গণিমতের ব্যবস্থা

করতে পারেন নাই। এমত অবস্থায় মুহাম্মদ যদি তাঁর হুনায়েন হামলায় অর্জিত সমস্ত সম্পদ **"এবং"** দাস ও যৌন দাসীদের হাওয়াজিন প্রতিনিধি দলের অনুরোধে তাঁদের-কে ফেরত দেন, তবে তাঁর অনুসারীদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না! মুহাম্মদের বহু অনুসারীই যে "গণিমতের লালসায়" তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তা আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি (পর্ব: ২১৪)।

এমত পরিস্থিতিতে তাঁর অনুসারীদের স্বস্তি ফিরিয়ে আনার উপায় হলো তাদের জন্য গণিমতের জোগাড় নিশ্চিত করা। সম্পদ, কিংবা দাস-যৌন দাসী! যে কোন একটি! মুহাম্মদ তাইই করেছিলেন। সে কারণেই মুহাম্মদ হাওয়াজিন প্রতিনিধিদের-কে তাঁদের সম্পদ রক্ষা **'কিংবা'** পরিবার-পরিজনদের বন্দিত্ব মোচন, এই দু'টির যে কোন একটি বেছে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন; যাতে করে তিনি তাঁর অনুসারীদের-কে এই লুণ্ঠিত সম্পদ 'কিংবা' দাস ও যৌন-দাসী বিতরণের মাধ্যমে স্বস্তি দিতে পারেন।

আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ তাঁর যে যে সমস্ত অনুসারীদের এই সকল বন্দী নারীদের বিতরণ করেছিলেন, তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল:

আবদ আল-রহমান বিন আউফ; সাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালাফ, যার পিতা উমাইয়া বিন খালাফ ও এক ভাই-কে মুহাম্মদ অনুসারীরা বদর যুদ্ধে অমানুষিক নৃসংসতায় হত্যা করেছিল (পর্ব: ৩২); যুবায়ের বিন মুতিম, যিনি ওহুদ যুদ্ধে ওয়াহাশি নামক তার এক দাসের মাধ্যমে মুহাম্মদের চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব-কে হত্যা করেছিল (পর্ব: ৫৪ ও ৬৩); তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ, ওহুদ যুদ্ধে যে মুহাম্মদ-কে গর্ত থেকে টেনে তুলেছিল (পর্ব: ৬০); সা'দ বিন আবি ওয়াকাস, ইসলামের ইতিহাসে যে সর্বপ্রথম শারীরিক আঘাতে প্রতিপক্ষের গায়ের রক্ত ঝরিয়েছিল (পর্ব: ৬০); যুবায়ের বিন আল-আওয়াম, খায়বার যুদ্ধে যে সাফিয়ার স্বামী কিনানার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলেন (পর্ব: ১৪১); ও আবু ওবায়েদা বিন আল-জারারহ। এ

ছাড়াও মুহাম্মদ এই হতভাগ্য বন্দী নারীদের বিতরণ করেছিলেন তাঁর দুই নিজ জামাতা আলী ইবনে আবু তালিব ও উসমান ইবনে আফফান ও তাঁর শ্বশুর উমর ইবনে খাত্তাব-কে। আর উমর তার হিস্যার এই যুবতী নারী-টি কে দান করেছিলেন তার নিজেরই পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর-কে।

আর, আদি উৎসে ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আল-জিররানায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগমনের দশ দিন পর সেখানে হাওয়াজিনদের প্রতিনিধি দল-টি এসেছিল। কিন্তু এই প্রতিনিধি দলের আগমনের ঠিক কতদিন পূর্বে এই সকল বন্দী নারীদের-কে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অনুপস্থিত। যদি আমরা ধরেও নিই যে, 'আল-জিররানা' পৌঁছার ঐ দিনটিতেই মুহাম্মদ সেই বন্দী নারীদের তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন, তথাপি আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত অতিরিক্ত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর এই বর্ণনায় নবী মুহাম্মদের যে দশ জন অনুসারীর নাম উল্লেখ করেছেন, তার "পাঁচ জনই (আবদ আল-রহমান বিন আউফ, উসমান বিন আফফান, যুবায়ের বিন মুতিম, তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ ও আবু ওবায়েদা বিন আল-জাররাহ)" - অর্থাৎ ৫০শতাংশ অনুসারী - এই মাত্র দশ দিন সময়েরই তাদের হিস্যায় প্রাপ্ত বন্দী নারীদের সাথে তাদের ধর্ষণ-কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন! পরবর্তীতে তাঁদের অনেকেই হয়েছিলেন গর্ভবতী।

অর্থাৎ,

"হাওয়াজিনরা তাঁদের স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ফিরে পেয়েছিলেন মুহাম্মদ অনুসারীদের দ্বারা তাদের অনেকেরই ধর্ষিতা হওয়ার পর!"

আর মুহাম্মদই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি অবিশ্বাসীদের স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে তাঁদের-কে তাঁর একান্ত নিকট আত্মীয় ও অনুসারীদের

মধ্যে বণ্টনের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের 'যৌন লালসা' চরিতার্থ করার ব্যবস্থা করেছিলেন!

'একদিকে অবিশ্বাসীদের সম্পদ লুণ্ঠন করে ধনী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ও তাঁদের নারীদের ধরে নিয়ে এসে 'যৌন-সুখ' আহরণের লালসা ('গণিমত আহরণ'), ও অন্যদিক মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আক্রমণে তাদের "গণিমতের উপাদান" হতে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টায়ই যে অবিশ্বাসীদের "দলে দলে" ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার প্রকৃত কারণ, তা আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।'

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [225]

They said: The Messenger of God reached al-Jiʿirrāna, and the prisoners and the plunder with them were put away. The prisoners had used a fence to shade them from the sun, and when the Messenger of God saw that fence, he asked about it and they said, "O Messenger of God, these prisoners from the Hawāzin asked for protection from the sun." The prisoners numbered six thousand and the camels numbered twenty-four thousand. The amount of

the plunder was not known. They had said more or less forty thousand. When the Messenger of God arrived he commanded Busr b. Sufyān al-Khuzāʿī to go to Mecca and purchase material for the prisoners to clothe them with the cloth of Muʿaqqad. A man among them should not go out except dressed. Busr purchased clothes and dressed the prisoners, all of them.

We asked permission from the Messenger of God about the prisoners he had distributed and given to other men. A woman from them was with ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf, who had intercourse with her as his property. The Messenger of God had gifted her to him in Ḥunayn. He resisted her at al-Jiʿirrāna until she menstruated; then, he had intercourse with her. The Messenger of God gave Ṣafwān b. Umayya another. He gave ʿAlī b. Abī Ṭālib a slave girl named [Page 944] Rayṭa bt. Hilāl bt. Ḥayyān b. ʿUmayra; he gave ʿUthmān b. ʿAffān a slave girl named Zaynab b. Ḥayyān b. ʿAmr. ʿUthmān had intercourse with her and she detested him. ʿAlī did not have intercourse. The Messenger of God gave ʿUmar b. al-Khaṭṭāb a slave girl, and ʿUmar gave her to his son, ʿAbdullah b. ʿUmar. Ibn ʿUmar sent her to his uncle in Mecca of the Banū Jumaḥ to improve her until he circumambulated the house and then came to them. She was a slave girl, pure and admirable. -----

The Messenger of God gave Jubayr b. Muṭʿ im a slave girl from the prisoners of the Hawāzin, and she was not impregnated. The Messenger of God gave Ṭalḥa b. ʿUbaydullah a slave girl and Ṭalḥa

had intercourse with her. And he gave Saʿ d b. Abī Waqqāṣ a slave girl. The Messenger of God gave Abū ʿUbayda b. al-Jarrāḥ a slave girl and he impregnated her. The Messenger of God gave al-Zubayr b. al-Awwām a slave girl. This was all in Ḥunayn' ------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[213] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা: ৫৯২-৫৯৩

[214] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা: ২৬-৩০

[215] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৫০-৯৫৪; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৬৫-৪৬৭

[216] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ১৯৫: "দাহনা (Dahna) স্থানটি হলো আল-তায়েফের একটি জেলা।"

[217] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ১৯৮: "আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস তার পিতার আগেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন; তিনি আনুমানিক ৬৮৪-৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।"

[218] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ১৯৯

[219] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২০০: "আল-হারিথ বিন আবু শিমর ছিলেন এক ঘাসামিদ রাজা, আল্লাহর নবী যাকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। ঘাসানিদরা ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধীন ও তাদের সহায়তাকারী। মুসলমানদের সিরিয়া বিজয়ের পর তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

[220] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২০১: আল-নুমান বিন মুনধির - "তিনি ছিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন লাখমিদ রাজ্যসভার সর্বশেষ রাজা।"

[221] Ibid ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৪৫; পৃষ্ঠা-৭৮০: 'অন্য এক বর্ণনায়, "বন্ধুত্ব, পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি ও অন্যান্য বিষয়ে অংশীদারিত্ব করেছি (Had we shared our salt with, &c)।"'

[222] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২০৭: "আল-আকরা বিন হাবিস আল-তামিমি ছিলেন এক বেদুইন প্রধান।"

[223] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২১০: "আব্বাস বিন মিরদাস আল-সুলামি ছিলেন সুলায়েম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আবস বিন রিফাহ ('Abs b. Rifi'ah of Sulaym) উপগোত্রের প্রধান। তিনি ছিলেন এক খ্যাতিমান যোদ্ধা ও কবি। তিনি উসমানের উসমানের খেলাফতের সময় (৬৪৪-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।"

[224] 'আবদুল্লাহ বিন উমর ছিলেন দ্বিতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন উমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র। তিনি ছিলেন মুসলমানদের প্রথম প্রজন্মের এক অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ঘন ঘন হাদিস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসদের একজন। তিনি ৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।'

[225] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯৪৩-৯৪৪; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৬২

[226] সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৩৮, হাদিস নম্বর ৫০৩: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-38/Hadith-503/

[227] অনুরূপ বর্ণনা – সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৪৬, হাদিস নম্বর ৭১৬: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-46/Hadith-716/

সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৪৭, হাদিস নম্বর ৭৫৭; https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-47/Hadith-757/

সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৪৭, হাদিস নম্বর ৭৭৮; https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-47/Hadith-778/

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৬০; https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-53/Hadith-360/

সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬০৮;
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-608/
সহি বুখারী: ভলুম ৯, বই নম্বর ৮৯, হাদিস নম্বর ২৮৮;
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-9/Book-89/Hadith-288/
সুন্নাহ আবু দাউদ: বই নম্বর ১৪ (৮), হাদিস নম্বর ২৬৮৮;
https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-2688/
[228] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭২:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-53/Hadith-372/

২১৭-হুনায়েনের গণিমত-২: বিশাল লুণ্ঠন ও পক্ষপাতদুষ্ট বণ্টন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত একানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'কুরআন' ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনে 'আল্লাহর আদেশের (কুরআনের বানী)' সরাসরি লঙ্ঘন করেছিলেন বহুবার। খায়বার অভিযানের প্রাক্কালে তিনি কীভাবে তাঁর আল্লাহর আদেশের সরাসরি লঙ্ঘন করেছিলেন, তার আলোচনা 'সাফিয়ার স্বপ্নদর্শন বিবাহ ও দাসত্বমোচন' পর্বে (পর্ব: ১৪৩) করা হয়েছে। মুহাম্মদ কী পদ্ধতিতে হুনায়েনে প্রাপ্ত বিশাল অংকের "লুটের মালামালগুলো (গণিমত)" বিতরণ করেছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ 'সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে' বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁদের সেই বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, হুনায়েন অভিযানে প্রাপ্ত 'বিশাল গণিমত' বণ্টনের প্রাক্কালে মুহাম্মদ তাঁর লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনে আবারও তাঁর আল্লাহর আদেশের সরাসরি লঙ্ঘন করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [229]

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [230] [231]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২১৬) পর:

‘আল্লাহর নবী হুনায়েনের বন্দীদের তাদের লোকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার পর যখন চলে আসেন, লোকেরা তাঁর পিছু পিছু যা বলতে বলতে আসে, তা হলো, "হে আল্লাহর নবী, আমাদের লুণ্ঠিত উট ও গবাদি পশুগুলো আমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিন।"

তারা তাঁকে জোর করে এক গাছের সাথে ঠেসে ধরে ও তাঁর আলখাল্লা-টি তাঁর কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসে।

তিনি আর্তনাদ করে বলেন, "হে লোকসকল, আমার আলখাল্লা-টি আমাকে ফিরিয়ে দাও; কারণ, আল্লাহর কসম, তোমাদের কাছে (আল-তাবারী: 'আমার কাছে') যদি তিহামায় বৃক্ষের পরিমাণ মেষও থাকতো তথাপি আমি তা তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম; আমার মধ্যে কোন কৃপণতা বা কাপুরুষতা বা মিথ্যা খুঁজে পেতে না।" [237]

অতঃপর তিনি তাঁর উটের কাছে যান ও তার কুঁজ থেকে একটি চুল নিয়ে তা তাঁর আঙ্গুলের মধ্যে চেপে ধরেন, এই বলে, "হে লোকসকল, আমার কাছে তোমাদের লুণ্ঠন-কৃত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ছাড়া এই চুল পরিমাণও অতিরিক্ত নেই ও আমি আমার এই পঞ্চমাংশ তোমাদের কাছে জমা দেবো; সুতরাং কেয়ামতের দিনে তোমাদের বেইজ্জতির কারণ হয় এমন সমস্তই তোমরা জমা দাও।" [ইবনে হিশাম: অন্য এক বর্ণনায়: আল্লাহর নবী যখন তাঁর লোকদের এই আদেশ করেন যে তারা যা কিছু হস্তগত করেছে, তা যেন তারা ফেরত দেয়; যদিও তা এক সুঁই পরিমাণ ও হউক না কেন। আকিল বিন আবু তালিব একটি সূচ ফেরত দেয়, যা সে হস্তগত করেছিল।] [232]

আনসারদের একজন এক দলা উটের চুল নিয়ে আসে, এই বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি আমার আহত উটের আরামে শোবার জন্য এই দলা-টি নিয়েছিলাম।" তিনি জবাবে বলেন, "এর মধ্যে আমার যে হিস্যা-টি আছে, তা তুমি রেখে দিতে পারো!" সে বলে, "ব্যাপার-টি যদি তেমনই রূপ ধারণ করে তবে আমি তা চাই না।" অতঃপর সে তা দূরে ফেলে দেয়। [233]

আল্লাহর নবী ঐ লোকদের উপহার দান করেন যাদের মন তাঁকে জয় করতে হয়েছিল; বিশেষ করে সেনাবাহিনীর প্রধানদের মন জয় করা ও তাদের মাধ্যমে তাদের লোকদের।

তিনি নিম্নলিখিত লোকদের প্রত্যেক-কে ১০০-টি করে উট প্রদান করেছিলেন:

আবু সুফিয়ান বিন হারব, তার পুত্র মুয়াবিয়া (আল-ওয়াকিদি: ও তার নাতি 'ইয়াযিদ');
হাকিম বিন হিজাম (আল-ওয়াকিদি: তাকে দেওয়া হয়েছিল ৩০০-টি উট);
আল-হারিথ বিন আল-হারিথ বিন কালাদা - বানু আবদুল দা'র গোত্রের এক ভাই;
আল-হারিথ বিন হিশাম;
সুহায়েল বিন আমর;
হুয়ায়েতিব বিন আবদুল উজ্জা বিন আবু কায়েস;
আল-আলা বিন জারিয়া আল-থাকাফি - বানু যুহরা গোত্রের [মুহাম্মদের মা আমিনার গোত্র] এক মিত্র;
ইউয়েনা বিন হিসন বিন হুদায়েফা বিন বদর;
আল-আকরা বিন হাবিস আল-তামিমি;
মালিক বিন আউফ বিন নাসিরি; ও
সাফওয়ান বিন উমাইয়া।

তিনি নিম্নলিখিত কুরাইশ লোকদের প্রত্যেক-কে ১০০-টির কম উট প্রদান করেছিলেন:

মাখরামা বিন নওফল আল যুহরি;
উমায়ের বিন ওহাব আল-জুমাহি;
হিশাম বিন আমর, বানু আমির বিন লুয়াভি গোত্রের এক ভাই; ও অন্যান্য।

তিনি সায়িদ বিন ইয়ারবু বিন আনকাথা বিন আমির বিন মাখযুম ও আল-সাহমি কে (ইবনে হিশাম: 'তার নাম ছিল ছিল আ'দি বিন কায়েস') পঞ্চাশ-টি করে উট প্রদান করেছিলেন। [234]

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [231]

সে বলেছে: আবদুল্লাহ বিন আমর বিন যুহায়ের আমাকে <আল-মাকবুরি হইতে < আবু হুরায়েরা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছে: ----

তারা বলেছে: বেদুইনরা তাঁর পথ আঁকড়ে রাখে ও আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে; তারা তাঁর ওপর অধিকতর চাপ সৃষ্টি করে ও তাঁকে এক সামুরা গাছের সাথে জোর করে ঠেসে ধরে ও তার আলখাল্লা-টি তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়; তাতে তাঁকে এক ফালি চাঁদের মত মনে হয়। আল্লাহর নবী উঠে দাঁড়ান ও বলেন, "আমার আল-খাল্লা টি আমাকে দাও! এই গবাদি পশুর সংখ্যা যদি এই গাছগুলির পরিমাণ ও হতো তথাপি আমি তা তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিতাম ও তোমরা দেখতে পেতে যে আমি না কোন কৃপণ, বা কাপুরুষ বা মিথ্যাবাদী।" [237]

অতঃপর, তিনি যখন বণ্টনের জন্য প্রস্তুত হোন, বলেন, "এমন কি তোমাদের সুঁই-সুতা ও জমা দাও। কখনও চুরি করো না। নিশ্চয়ই চুরি করা কলঙ্কজনক ও কেয়ামতের দিন তা জাহান্নাম-আগুন ও অপমান বয়ে আনে!" অতঃপর তিনি এক

উটের শরীরের পাশ থেকে একটি পশম তুলে নেন ও বলেন, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাদের-কে যে লুটের মাল প্রদান করেছে তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ ছাড়া অতিরিক্ত এই চুল পরিমাণ অংশ ও আমার জন্য অনুমোদিত নয়। আর আমি এই এক-পঞ্চমাংশ তোমাদের কাছে ফেরত দেবো [পৃষ্ঠা ৯৪২-৯৪৩]।"

আল্লাহর নবী আল-জিররানায় ফিরে আসার পর প্রতিনিধি দল-টি তাঁর কাছে আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন। [অতঃপর] তিনি সম্পদ-গুলো বণ্টন করা শুরু করেন। তিনি জনগণের প্রধানদের মধ্যে তা বিতরণ করেন ও তাদের অন্তর বন্ধুত্ব-সুলভ হয়ে যায় (মুআল্লাফা কুলুবুহুম)। আল্লাহর নবী প্রচুর রৌপ্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করেছিলেন; চার হাজার পরিমাণ (মুহাম্মদ ইবনে সা'দ: 'চার হাজার উকিয়া [৪৭৬ কিলোগ্রাম])'। আল্লাহর নবীর সম্মুখে লুণ্ঠন-সামগ্রী গুলো জড়ো করে রাখা হয়েছিল। [235] [236]

আবু সুফিয়ান বিন হারব সেখানে আসে, তার সম্মুখে ছিল রৌপ্য-সামগ্রী।

সে বলে, "হে আল্লাহর নবী, কুরাইশের মধ্যে আপনিই হয়েছেন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি!”

আল্লাহর নবী মৃদু হাস্য করেন। আবু সুফিয়ান বলে, "হে আল্লাহর নবী, এই সম্পদ থেকে আমাকে কিছু দান করুন!" আল্লাহর নবী বলেন, "হে বেলাল, আবু সুফিয়ানের জন্য চার ওজন পরিমাণ [রৌপ্য] ও ১০০-টি উট প্রদান করো।"
আবু সুফিয়ান বলে, "আমার বাচ্চা ইয়াযিদ-কে দান করুন!" আল্লাহর নবী বলেন, "ইয়াযিদ-কে চার ওজন পরিমাণ ও ১০০-টি উট প্রদান করো।"
আবু সুফিয়ান বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমার পুত্র মুয়াবিয়া-কে দান করুন!" তিনি বলেন, "হে বেলাল, তার জন্য চার ওজন পরিমাণ ও একশত উট প্রদান করো।"

আবু সুফিয়ান বলে, “নিশ্চয়ই আপনি উদার। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য হাজির! প্রকৃতই আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি ও যুদ্ধে আপনিই সফলকাম

হয়েছেন। অতঃপর, আমি আপনার সাথে শান্তি স্থাপন করেছি ও শান্তি-স্থাপনে আপনি সফলকাম হয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনা-কে উত্তম প্রতিদান প্রদান করে!" অতঃপর, আল্লাহর নবী বানু আ'সাদ-কে [সম্পদ] দান করেন।

সে বলেছে: মামর আমাকে <আল-যুহরি হইতে <সাইদ বিন আল-মুসায়িব ও উরওয়া বিন আল-যুবায়ের হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যা বলেছে, তা হলো:

'হাকিম বিন হিযাম আমাদের বলেছে: আমি হুনায়েনে আল্লাহর নবীর কাছে একশত উট প্রার্থনা করি ও তিনি আমাকে সেগুলো দান করেন। অতঃপর আমি আবারও তাঁর কাছে একশত উট প্রার্থনা করি ও তিনি আমাকে তা দান করেন। অতঃপর আমি আবারও তাঁর কাছে একশত উট প্রার্থনা করি ও তিনি আমাকে তা প্রদান করেন। অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন, "হে হাকিম বিন হিযাম, যে এটিকে আত্মার উদারতার সাথে গ্রহণ করবে তার কল্যাণ হবে। যে এটিকে গর্বের সাথে গ্রহণ করবে, সে এই থেকে কোন নেয়ামত পাবে না; ঐ ব্যক্তির মত যে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। যে হাত-টি উপরে থাকে (যে দেয়) তা নীচের হাত-টির (যে গ্রহণ করে) চেয়ে উত্তম। তুমি যখন শুরু করবে, তোমার পোষ্যদের-কে দিয়ে তা শুরু করো!"

সে বলেছে যে হাকিম বলেছিল: "যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছে তার কসম, আমি আপনার পরে আর কারও কাছ থেকে কিছুই নেব না!" উমর ইবনে খাত্তাব তাকে দেওয়ার জন্য আহ্বান করেছিল কিন্তু সে তা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাই উমর বলেছিল, “হে লোকসকল, আমি তোমাদের-কে হাকিম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি তাকে দান করার জন্য ডেকেছিলাম, কিন্তু সে তা নিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল।”
সে বলেছে: ইবনে আবি আল-যিনাদ আমাদের জানিয়েছে যে, হাকিম প্রথমেই প্রাপ্ত লোকদের একজন যে একশত উট গ্রহণ করেছিল ও অতঃপর প্রস্থান করেছিল।

বানু আবদ আল-দা'র গোত্রের, আল নাদর বিন আল-হারিথ বিন কালাদার ভাই আল-নুদায়ের পেয়েছিল - ১০০টি উট।

বানু যোহরা গোত্রের মিত্র আসিদ বিন আল-হারিথ পেয়েছিল - ১০০-টি উট।

তিনি আল-আলা বিন জারিয়া-কে প্রদান করেন - ৫০টি উট।

তিনি মাখরামা বিন নওফল-কে প্রদান করেন - ৫০টি উট। আমি দেখেছি, মাখরামা যে হিস্যা গ্রহণ করেছিল তা আবদুল্লাহ বিন জাফর অস্বীকার করেছিল। সে বলেছিল, "আমি আমার লোকদের কাউকেই বলতে শুনি নাই যে তাকে কিছু দেওয়া হয়েছিল।"

বানু মাখযুম গোত্রের আল-হারিথ বিন হিশাম-কে দেওয়া হয় - ১০০টি উট।

তিনি সাইদ বিন ইয়ারবু-কে প্রদান করেন - ৫০টি উট

তিনি বানু জুমাহ গোত্রের সাফওয়ান বিন উমাইয়া-কে প্রদান করেন - ১০০টি উট। সে বলতো যে সে আল্লাহর নবীর সাথে চারিদিকে হাঁটা-হাঁটি করছিল, আর আল্লাহর নবী লুণ্ঠন-সামগ্রী তদারকি করছিলেন। সেই সময় তিনি এক সরু উপত্যকার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে ভর্তি করে রাখা হয়েছিল লুণ্ঠন-সামগ্রী, উটগুলো ও তার রাখালদের। সাফওয়ান তাতে মুগ্ধ হয়েছিল ও তা তাকিয়ে দেখছিল; আর আল্লাহর নবী বলেছিলেন, "হে আবু ওয়াহাব, এই সরু উপত্যকা কী তোমাকে সন্তুষ্ট করেছে?" সে বলে, "হ্যাঁ।"

আল্লাহর নবী বলেন, "এটি ও এর ভিতর যা কিছু আছে সবই তোমার।"

সাফওয়ান বলে, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নবী ব্যতীত অন্য কেহই এগুলো দান করতে পারে না। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রসুল।" [238]

তিনি কায়েস বিন আ'দি-কে দান করেন - ১০০টি উট।

তিনি উসমান বিন ওয়াহাব-কে দান করেন - ৫০টি উট।

আর তিনি বানু আমির বিন লুয়েভি গোত্রের সুহায়েল বিন আমর-কে দেন - ১০০টি উট।

তিনি হুয়ায়েতিব বিন আবদুল উজ্জা-কে দেন - ১০০টি উট।

তিনি হিশাম বিন উমর-কে দান করেন - ৫০টি উট।

তিনি বেদুইনদের মধ্যে দান করেন:

আল-আকরা বিন হাবিস আল-তামিমি-কে দেন ১০০টি উট।

তিনি ইউয়েনা বিন বদর আল-ফাযারি কে দান করেন ১০০-টি উট।

তিনি মালিক বিন আউফ-কে দেন ১০০-টি উট। [পৃষ্ঠা: ৯৪৪-৯৪৬]

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭৬: [237]

যুবায়ের বিন মুতিম হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী তাঁর লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে হুনায়েন থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে যখন সে তাঁর সঙ্গে ছিল, বেদুইনরা আল্লাহর নবীর কাছে এমনভাবে অনুনয় বিনয় করে মালামাল চাওয়া শুরু করে যে তারা তাঁকে একটি সামুরা গাছের নীচে যেতে বাধ্য করে, যেখানে তাঁর বাহিরের ঢিলেঢালা পোশাক-টি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আল্লাহর নবী উঠে দাঁড়ান ও তাদের-কে বলেন, "আমার পোশাক আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই গাছগুলির পরিমাণ উটও থাকতো তবে আমি সেগুলো তোমাদের মধ্যে বিতরণ করতাম; আমার মধ্যে তোমরা কোন কৃপণতা বা কাপুরুষতা বা মিথ্যা খুঁজে পেতে না।"

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩০, হাদিস নম্বর ৫৭৩০: [238]

'ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বিজয় অভিযানে গমন করেছিলেন, অর্থাৎ মক্কা বিজয়; অতঃপর তিনি মুসলমানদের সঙ্গে বাহির হোন ও তারা হুনায়েনে যুদ্ধ করে ও আল্লাহ তাঁর দ্বীন ও মুসলমানদের-কে বিজয় দান করে; অতঃপর আল্লাহর নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) সাফওয়ান বিন উমাইয়া-কে একশত উট দান করেন। তিনি তাকে আবারও একশত উট দান করেন, ও অতঃপর আবারও একশত উট প্রদান করেন। সাইদ বিন মুসায়িব বলেছেন যে, সাফওয়ান তাকে বলেছে:

(আল্লাহর কসম) আল্লাহর নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) আমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়েছিলেন (আর সেই সময় আমার মনের অবস্থাটি ছিল এই যে), তিনি আমার দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে দান করতেই থাকেন যে পর্যন্ত না তিনি এখন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।'

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭৮: [239]

অবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত: হুনায়েন (যুদ্ধের) দিনে, আল্লাহর রসূল কিছু লোককে লুঠের মাল বিতরণের ক্ষেত্রে কিছু লোকদের পক্ষপাতিত্ব করেন (অন্যদের করেন বর্জন)। তিনি আল-আকরা বিন হাবিস-কে একশত উট দান করেন ও একই পরিমাণ দান করেন ইয়য়েনা-কে; আর এ ছাড়াও তিনি কিছু বিশিষ্ট আরবকে এ বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের-কে দান করেন। অতঃপর এক ব্যক্তি এসে বলে,

"আল্লাহর কসম, এই বিতরণ-কর্মে ন্যায়বিচার পরিলক্ষিত হয় নাই, কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিষয়টি ও অনুসরন করা হয় নাই (‘By Allah, in this distribution justice has not been observed, nor has Allah's Pleasure been aimed at.’)।"

আমি (তাকে) বলি, "আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর নবী-কে অবহিত করাবো (যা তুমি বলেছো)"; আমি প্রস্থান করি ও তাঁকে বিষয়-টি জানাই, তিনি বলেন, "যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ন্যায়বিচার না করে থাকে, তবে আর কে আছে যে ন্যায়বিচার করতে পারে। আল্লাহ যেন মূসার প্রতি করুণা বর্ষণ করে, কারণ এর চেয়েও বেশি তার ক্ষতি করা হয়েছিল, তবুও সে ধৈর্য রক্ষা করেছিল।" [240] [241]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> 'ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর' যখন হাওয়াজিনদের এক প্রতিনিধি দল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কবলে বন্দী তাঁদের নারী-শিশু ও পরিবার-পরিজনদের বন্দী দশা থেকে মুক্তি ও তাঁদের কষ্টার্জিত সম্পদ ফেরত দেওয়ার আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, তখন মুহাম্মদ কী প্রক্রিয়ায় "শুধুমাত্র" তাঁদের নারী-শিশু ও পরিবার-পরিজনদের বন্দী দশা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ২১৬)। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাঁদের রচিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থে বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে এই ঘটনাটির বিশদ বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। [242]

তাঁদের সেই বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, মুহাম্মদ যখন তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে হাওয়াজিনদের নারী-শিশু ও পরিবার-পরিজনদের বন্দী-দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তাঁর অনুসারীদের একদল তাঁদের-কে স্ব-ইচ্ছায় মুক্তি দিয়েছিলেন; অন্যদল **"রাজী হোন নাই"**, যাদের কাছ থেকে মুহাম্মদ প্রতিটি বন্দীর মূল্য বাবদ "ছয়টি উট" প্রদানের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্ত করেছিলেন। আর এই মূল্য-টি তিনি পরিশোধ করেছিলে:

"হুনায়েনে অর্জিত লুণ্ঠিত-সম্পদ (গনিমত) থেকে।"

আর আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: "মুহাম্মদ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে হুনায়েনে অর্জিত 'গণিমতের ভাণ্ডার' থেকে যে লুণ্ঠন সামগ্রী বিতরণ করেছিলেন তা ছিল 'ভীষণ পক্ষপাতদুষ্ট'! এতটায় পক্ষপাতদুষ্ট যে, মুহাম্মদের বহু অনুসারী তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, এই বলে যে:

"এই বিতরণ-কর্মে ন্যায়বিচার পরিলক্ষিত হয় নাই, কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিষয়টি ও অনুসরণ করা হয় নাই!"

প্রশ্ন হলো, "কী কারণে মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁদের প্রাণ-প্রিয় নবীর বিরুদ্ধে এমনতর গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন? তাঁদের এই অভিযোগের উৎস কী?"

উৎস হলো 'কুরআন!' মুহাম্মদ তাঁর মদিনায় হিজরতের বছর দেড়েক পরেই (মার্চ-এপ্রিল, ৬২৪ সাল) তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে "আল্লাহর রেফারেন্সে" ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, হামলা-লব্ধ লুণ্ঠিত উপার্জন সামগ্রীর (গনিমত) এক-পঞ্চমাংশের হিস্যা হলো তাঁর নিজের ও তাঁর আল্লাহর ও তাঁর নিকটাত্মীয় ও এতীম-অসহায়-মুসাফিরদের জন্য; আর বাঁকি চার-পঞ্চমাংশ হিস্যা হলো হামলায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের (পর্ব: ২৮)। আল্লাহর ভাষায়,

৮:৪১ (সুরা আনফাল) – *"আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনিমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।"*

যার সরল অর্থ হলো, হুনায়েন আগ্রাসনের "যাবতীয় গনিমতের" মাত্র এক-পঞ্চমাংশের মালিক ছিলেন মুহাম্মদ নিজে, আর বাঁকি চার-পঞ্চমাংশের মালিক ছিলেন হামলায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীরা। সে কারণেই, মুহাম্মদের যে সমস্ত অনুসারী মুহাম্মদের প্রস্তাবে তাঁদের হিস্যায় প্রাপ্ত "বন্দীদের" ফেরত দিতে রাজী ছিলেন না, তাঁদের মালিকানায় থাকা বন্দীদের “মূল্য" তখনও অ-বিতরণকৃত "সম্পূর্ণ গণিমত" এর অংশ-থেকে মুহাম্মদ পরিশোধ করতে পারেন না! কারণ, আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান অনুযায়ী (কুরআন: ৮:৪১) মুহাম্মদ ছিলেন এই সম্পদের মাত্র এক-পঞ্চমাংশের মালিক। যদি তিনি তা করেন, তবে তা হবে আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও "আল্লাহ প্রদত্ত প্রাপ্য অধিকার" থেকে তাঁর অনুসারীদের বঞ্চিত-করণ!

আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের গত-পর্ব ও ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ শুধু এই অপকর্ম-টি সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত হোন নাই, নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনে মুহাম্মদ "হুনায়েনের গনিমত" এর মাত্র এক-পঞ্চমাংশ মালিক হওয়া সত্বেও, বাঁকি চার-পঞ্চমাংশের মালিক অনুসারীদের বঞ্চিত করে 'সম্পূর্ণ গনিমত' থেকে "তাঁর যাকে খুশী তাকে" যথেচ্ছ দান-খয়রাত করেছিলেন। সে কারণেই, মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের এই গুরুতর অভিযোগ: "এই বিতরণ-কর্মে ন্যায়বিচার পরিলক্ষিত হয় নাই, কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিষয়টি ও অনুসরণ করা হয় নাই!"

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, "গণিমত লাভের লালসায়" মুহাম্মদের অনুসারীরা এতটায় উন্মুক্ত ছিলেন যে, এক পর্যায়ে তাঁরা মুহাম্মদ-কে জোরপূর্বক এক গাছের সাথে ঠেসে ধরে তাঁর আল-খাল্লাটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন ও তা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ এই গণিমত থেকে আবু সুফিয়ান-কে দান করেছিলেন ৩০০-টি উট, যে আবু সুফিয়ান মাত্র মাস দেড়েক আগে মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের আগের রাত্রিতে, এক অস্বাভাবিক পরিবেশে, ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন (পর্ব: ১৯০)। তিনি হুয়ায়েতিব বিন আবদুল উজ্জা বিন আবু কায়েস-কে দান করেছিলেন ১০০-টি উট, যিনি হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি পত্রে কুরাইশদের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর-দান করেছিলেন (পর্ব: ১২২)। তিনি ইউয়েনা বিন হিসন বিন হুদায়েফা বিন বদর-কে দান করেছিলেন ১০০-টি উট, যিনি মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন আগে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন ও খন্দক যুদ্ধে মুহাম্মদ যাকে উৎকোচ দিতে চেয়েছিলেন (পর্ব: ৮১)।

তিনি সুহায়েল বিন আমর-কে দান করেছিলেন ১০০-টি উট, যে সুহায়েল হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির প্রাক্কালে ছিলেন কুরাইশদের প্রধান মধ্যস্থতাকারী (পর্ব: ১১৮); আর তিনি সাফওয়ান বিন উমাইয়া-কে দান করেছিলেন এক সরু উপত্যকায় গচ্ছিত সমস্ত লুণ্ঠন

সামগ্রী! এই সেই সুহায়েল বিন আমর ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া, মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের দিনটিতে যারা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের সাথে খণ্ডযুদ্ধ করেছিলেন (পর্ব: ১৯১)! সুহায়েল ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে, আর সাফওয়ান মুহাম্মদের কাছ থেকে হুনায়েনের লুটের মালের "এই বিশাল গিফট" পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন মুশরিক!

অন্যদিকে মুহাম্মদের বহু আনসার (আদি মদিনা-বাসী) অনুসারীরা ছিলেন গনিমত বঞ্চিত। 'খায়বার ও ফাদাক' আগ্রাসনে সু-বিশাল 'গণিমত' অর্জনের (পর্ব: ১৪৬-১৪৯)' পর হুনায়েন আগ্রাসনেই মুহাম্মদ সবচেয়ে বেশী 'গণিমত' হস্তগত করেছিলেন। হুনায়েন আগ্রাসনে অর্জিত বিশাল লুণ্ঠন-সামগ্রী বিতরণে মুহাম্মদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের গভীরতার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই এই সকল বর্ণনা।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [231]

'He said: ʿAbdullah b. ʿAmr b. Zuhayr related to me from al-Maqburī from Abū Hurayra, who said: -----
They said: The Bedouin lay in his path questioning the Messenger of God, and they increased against him until they forced him to the Samura tree, grabbed his cloak and took it out, and he was like a

piece of the moon. The Messenger of God stood, saying, “Give me my cloak! Give me my cloak! If the number of these trees (*ʿIḍa*) were cattle I would apportion it among you, and you will find that I am neither stingy nor cowardly nor false.”

[Page 943] Then, when he was at the apportioning he said, “Give even the thread and the needle. Never steal. Indeed stealing is a scandal and brings hell-fire and disgrace on the Day of Judgment!” Then he took a hair from the side of a camel and said, “By God, what God grants as booty to you is not permissible to me, not the likeness of this hair; except the fifth. And the fifth I will return to you.” -----

When the Messenger of God returned to al-Jiʿirrāna, he waited for the delegation to come to him. He began with the wealth and apportioned it. He gave the first of the people, and their hearts were reconciled (*muallafa Qulubuhum*). The Messenger of God had plundered much silver; four thousand measures. The plunder was gathered in front of the Prophet. Abū Sufyān b. Ḥarb came, and before him was the silver. He said, “O Messenger of God, you have become the most wealthy among the Quraysh!” The Messenger of God smiled. Abū Sufyān said, “Give me from this wealth, O Messenger of God!” The Messenger of God said, “O Bilāl, weigh for Abū Sufyān four measures, [Page 945] and give him a hundred camels.” Abū Sufyān said, “Give my son Yazīd!” The Messenger of God said, “Weigh for Yazīd four measures and give him a hundred camels.” Abū Sufyān said, “Give my son Muʿāwiya, O Messenger of God!” He said, “Weigh for him, O Bilāl, four measures, and give him a hundred camels.” Abū Sufyān said,

"Surely you are generous. May your ransom be my father and mother! Surely I fought you and the goodness of the battle was yours. Then I made peace with you and the goodness of the peace is yours. May God reward you well!" And, the Messenger of God gave the Banū Asad.

He said: Maʿmar related to me from al-Ẓuhrī from Saʿīd b. al-Musayyib and ʿUrwa b. al-Zubayr, who said, Ḥakīm b. Ḥizām related to us: I asked the Messenger of God in Ḥunayn for a hundred camels, and he gave them to me. Then I asked him again for a hundred and he gave them to me. Then I asked him for another hundred and he gave them to me. Then the Messenger of God said, "O Ḥakīm b. Ḥizām indeed this wealth is sweet greenness. Who takes it with generosity of soul will have blessings with it. Who takes it with pride will have no blessings from it, like the one who eats and is not satisfied. The hand above (that gives) is better than the one below (that takes). When you begin start with your dependants!" He said: Ḥakīm said, "By Him who sent you with the truth, I will not take anything from anyone after you!" ʿUmar b. al-Khaṭṭāb used to call him to give him, but he refused to take it, so ʿUmar said, "O People, I testify to you about Ḥakīm that I called him to give him, but he refused to take it." He said: Ibn Abī 1-Zinād related to us that: Ḥakīm took the first hundred and then left.

The Banū ʿAbd al-Dār—al-Nuḍayr, who was the brother of al-Naḍr b. al-Ḥārith b. Kalada, [Page 946] had a hundred camels. The Banū Ẓuhra—Asīd b. Ḥāritha was an ally of theirs—had a hundred camels.

He gave al-ʿAlā’ b. Jāriya fifty camels. He gave Makhrama b. Nawfal fifty camels. I saw ʿAbdullah b. Jaʿfar deny that Makhrama took a share in that. He said, “I did not hear any one of my people mention that he was given something.” From the Banū Makhūzm: al-Ḥārith b. Hishām a hundred camels. He gave Saʿīd b. Yarbūʿ fifty camels. He gave the Banū Jumaḥ Ṣafwān b. Umayya a hundred camels. He says that he circumambulated with the Prophet, and the Prophet scrutinized the plunder. When he passed by the ravine of the booty God gave him, filled with plunder and camels and their shepherds. Ṣafwān admired it and began to look at it, and the Messenger of God said, “Does this ravine please you Abū Wahb?” He said, “Yes.” The Prophet said, “It is for you, and what is in it.” Ṣafwān said, “I testify that no one will give this up, except the Prophet. And I testify that you are the Messenger of God.” He gave Qays b. ʿAdī a hundred camels. He gave ʿUthmān b. Wahb fifty camels. And, he gave Suhayl b. ʿAmr, from the Banū ʿĀmir b. Luāyy, a hundred camels. He gave Ḥuwayṭib b. ʿAbd al-ʿUzzā a hundred camels. He gave Hishām b. ʿUmar fifty camels. He gave among the Bedouin; to al-Aqraʿ b. Ḥābis al-Tamīm a hundred camels. He gave ʿUyayna b. Badr al-Fazārī a hundred camels. He gave Mālik b. ʿAwf a hundred camels. ---'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[229] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা: ৫৯৪-৫৯৫

[230] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা: ৩১-৩৩

[231] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৪১-৯৪৬; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৬১-৪৬

[232] Ibid ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৪৫; পৃষ্ঠা-৭৮০

[233] অনুরূপ বর্ণনা - সুন্নাহ আবু দাউদ: বই নম্বর ১৪ (৮), হাদিস নম্বর ২৬৮৮:
https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-2688/
[234] Ibid ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৪৮; পৃষ্ঠা-৭৮০
[235] কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯, ISBN 81-7151-127-9 (set), ভলুউম-২, পার্ট-১, পৃষ্ঠা ১১০; ইংরেজী অনুবাদ পৃষ্ঠা ১৮৮।
https://kitaabun.com/shopping3/sads-kitab-tabaqat-kabir-print-a-920.html
[236] উকিয়া (Uquiyah): মধ্যযুগে ব্যবহৃত ওজন এর একক। এক উকিয়া = মোটামুটি ৪০ দিরহাম। এক দিরহামের ওজন ২.৯৭৫ গ্রাম) = ১১৯ গ্রাম; অর্থাৎ, ৪০০০ উকিয়া = ৪৭৬ কিলোগ্রাম।
[237] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭৬:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-53/Hadith-376/
'Narated By Jubair bin Mutim: That while he was with Allah's Apostle who was accompanied by the people on their way back from Hunain, the bedouins started begging things of Allah's Apostle so much so that they forced him to go under a Samura tree where his loose outer garment was snatched away. On that, Allah's Apostle stood up and said to them, "Return my garment to me. If I had as many camels as these trees, I would have distributed them amongst you; and you will not find me a miser or a liar or a coward."'
[238] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩০, হাদিস নম্বর ৫৭৩০:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-30/Hadith-5730/
'Ibn Shihab reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) went on the expedition of Victory, i.e. the Victory of Mecca, and then

he went out along with the Muslims and they fought at Hunain, and Allah granted victory to his religion and to the Muslims, and Allah's Messenger (may peace be upon him) gave one hundred camels to Safwan b. Umayya. He again gave him one hundred camels, and then again gave him one hundred camels. Sa'id b. Musayyib said that Safwan told him:
(By Allah) Allah's Messenger (may peace be upon him) gave me what he gave me (and my state of mind at that time was) that he was the most detested person amongst people in my eyes. But he continued giving to me until now he is the dearest of people to me.'

[239] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭৮:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-53/Hadith-378/

[240] অনুরূপ বর্ণনা - সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১৪:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-5/Hadith-2314/

[241] অনুরূপ বর্ণনা - সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১৬:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-5/Hadith-2316/

[242] সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৩৮, হাদিস নম্বর ৫০৩:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-38/Hadith-503/
সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৪৬, হাদিস নম্বর ৭১৬:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-46/Hadith-716/
সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৪৭, হাদিস নম্বর ৭৫৭:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-47/Hadith-757/

সহি বুখারী: ভলুম ৩, বই নম্বর ৪৭, হাদিস নম্বর ৭৭৮:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-3/Book-47/Hadith-778/
সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৬০:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-53/Hadith-360/
সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭২:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-53/Hadith-372/
সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬০৮:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-608/
সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২৫:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-625/
সহি বুখারী: ভলুম ৯, বই নম্বর ৮৯, হাদিস নম্বর ২৮৮:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-9/Book-89/Hadith-288/

২১৮-হুনায়েনের গণিমত-৩: অনুসারীদের অসন্তোষ ও প্রতিবাদ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত বিরানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, হুনায়েন অভিযানে' অর্জিত বিশাল লুণ্ঠিত-সামগ্রী (গণিমত) বিতরণের প্রাক্কালে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনে আল্লাহ প্রদত্ত গণিমতের হিস্যার সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করে যে পক্ষপাতিত্ব আচরণ করেছিলেন, তাতে তাঁর বহু অনুসারীই মুহাম্মদের উপর এতটায় অসন্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁরা প্রকাশ্যে তাঁর সমালোচনা শুরু করেছিলেন। আদি উৎসের 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের লেখকগণ তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে এই ঘটনাগুলোর বর্ণনা বিভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, যার আংশিক আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, হুনায়েন অভিযানে মুহাম্মদের দলে অংশগ্রহণ করেছিলেন কমপক্ষে চারজন নারী। তাঁরা ছিলেন: উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান, উম্মে উমারা, উম্মে সালিত ও উম্মে আল-হারিথ। যে প্রশ্ন-টি অনেকেই করে থাকেন, তা হলো: "অভিযান বা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এইসব 'জিহাদি নারীদের-কে' কী মুহাম্মদ তাঁর পুরুষ অনুসারীদের মতই লুটের মালের হিস্যা (কুরআন: ৮:৪১) প্রদান করতেন? হুনায়েনের গনিমতের

"ন্যায্য হিস্যা" থেকে বঞ্চিত পুরুষ অনুসারীদের মত এইসব নারী অনুসারীরা ও কি মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন?"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ: [243]
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [244] [245]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২১৭) পর:

'তিনি আব্বাস বিন মিরদাস-কে কিছু উট দান করেন (আল-ওয়াকিদি: 'তাকে দেওয়া হয়েছিল চার-টি উট [পৃষ্ঠা ৯৪৬];' মুহাম্মদ ইবনে সা'দ: 'তাকে দেওয়া হয়েছিল ৪০-টি উট'), কিন্তু সে তাতে অসন্তুষ্ট হয় ও নিম্নলিখিত শ্লোকগুলোর মাধ্যমে নবীকে দোষারোপ করে: [246]

সেটি ছিল লুটের মাল যা আমি পেয়েছিনু তখন
যখন আমি সমতলে হাঁকিয়েছিনু মোর ঘোড়া,
রেখেছিনু লোকদের সজাগ যেন তারা না যায় নিদ্রায়,
তারা যখন থাকতো ঘুমে আমি থাকতাম পাহারায়।
লুণ্ঠিত মালে আমার ও আমার ঘোড়া উবাইদার হিস্যায়, [247]
বসিয়েছে ভাগ ইউয়েনা ও আল-আকরায়।
যদিও আমার লোকদের আমি যুদ্ধে করেছি রক্ষা
অরক্ষিত থেকে নিজে,
আমাকে দেওয়া হয়নি কিছুই ক'টি ছোট উট ছাড়া;
সংখ্যা যাদের ছিল চার-টি যেমনটি তাদের পা!
হাবিস ও হিসনের মজলিস হয় না বড় [248]
আমার বাবার চেয়ে,
আমিও তাদের উভয়ের চেয়ে নইকো নিম্নতর।

তুমি যাকে আজ করেছো অপমান হবে না সে উল্লসিত।

আল্লাহর নবী বলেন, "তাকে সরিয়ে নিয়ে যাও ও আমার কাছ থেকে তার জিহ্বা-টি কেটে ফেলো।" তাই তারা তাকে (উটগুলি) দান করতে থাকে, যতক্ষণে না সে সন্তুষ্ট হয় (আল-ওয়াকিদি: তাই তাকে দেয়া হয়েছিল '১০০-টি উট, কিছু লোক বলেছে যে তা ছিল ৫০-টি)। আল্লাহর নবী তাঁর এই আদেশ দ্বারা এটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন।' [অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১০]। [249]

মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন আল-হারিথ আল-তায়িমি আমাকে বলেছে যে এক অনুসারী (আল-ওয়াকিদি; 'সাদ বিন আবি ওয়াকাস' [পৃষ্ঠা: ৯৪৮]) আল্লাহর নবীকে বলে:

"আপনি ইউয়েনা ও আল-আকরা-কে ১০০-টি করে উট দান করেছেন, আর জুয়ায়েল বিন সুরাকা আল দামরি-কে করেছেন বঞ্চিত!"

তিনি জবাবে বলেন, "যার হাতে মুহাম্মদের আত্মা তার কসম, জুয়ায়েল হলো এই দু'জনের মতো লোকদের দ্বারা পুরো পৃথিবী-পূর্ণ লোকদের চেয়ে উত্তম। কিন্তু আমি তাদের সাথে উদারতা-পূর্ণ আচরণ করেছি, এই কারণে যে, যাতে তারা মুসলমান হতে পারে; আর আমি জুয়ায়েলের ইসলাম বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল।"

আবু উবায়েদা বিন মুহাম্মদ বিন আম্মার বিন ইয়াসার আমাকে < আবদুল্লাহ বিন আল-হারিথ বিন নওফলের কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস 'মিকসাম আবুল কাসিম' এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছে:

আমি তালিদ বিন কিলাব আল-লেইথির সঙ্গী হয়ে ‘আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আসের’ কাছে গমন করি, তখন সে একটি স্যান্ডেল হাতে নিয়ে মসজিদ প্রদক্ষিণ করছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাই যে, হুনায়েনের দিনে যখন তামিম

গোত্রের লোকেরা আল্লাহর নবীর সাথে কথা বলছিল তখন সে তাঁর সাথে সেখানে উপস্থিত ছিল কিনা। সে বলে যে সেখানে সে ছিল ও আল্লাহর নবী যখন লোকদের মধ্যে উপঢৌকন-গুলো বণ্টন করছিলেন, তখন তামিমদের 'ধুল-খুয়ায়েসিরা' নামের এক লোক আল্লাহর নবীর পাশে এসে দাঁড়ায় ও বলে:
"মুহম্মদ, আপনি আজ যা করেছেন তা আমি দেখেছি।"
তিনি জবাবে বলেন, "আচ্ছা, তুমি কি মনে করো?"
সে [আবদুল্লাহ বিন আমর] বলেছে, সে জবাবে বলে:

"আমি মনে করি না যে আপনি ন্যায়বিচার করেছেন।"

আল্লাহর নবী রাগান্বিত হোন ও বলেন, "যদি আমার কাছে ন্যায়বিচার পরিদৃষ্ট না হয় তবে তুমি কোথায় ন্যায়বিচার দেখতে পাবে?" উমর তাকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনি বলেন, "তাকে একা থাকতে দাও, কারণ তার অনুসারীরা হবে এমন যারা ধর্মের এত গভীরে প্রবেশ করবে ও তারা তা থেকে এমনভাবে বের হয়ে আসবে, যেমন একটি তীর লক্ষ্য ভেদ করে বের হয়ে আসে। তুমি সেটির অগ্রভাগে তাকাবে ও দেখবে যে সেখানে কিছুই নেই; তুমি সেটির গোড়ার দিকে তাকাবে ও দেখবে যে সেখানে কিছুই নেই; অতঃপর সেটির খাঁজ কাটা অংশে, সেখানে ও কিছুই নেই। মাংস ও রক্ত এর সাথে আটকে যাওয়ার আগেই সেগুলোকে ভেদ করে এটি বের হয়ে এসেছে।" [অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১৬]। [250]

মুহাম্মদ বিন আলী বিন আল-হুসায়েন, আবু জাফর, আমাকে অনুরূপ উপাখ্যান অবহিত করিয়েছে ও জানিয়েছে যে লোকটির নাম ছিল ধুল-খুয়ায়েসিরা (Dhu'l-Khuwaysira)। আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে অনুরূপই জানিয়েছেন।'

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [244]

‘আবু জাফর (আল-তাবারী): আবু সাইদ আল-খুদরি হইতে বর্ণিত, যে ব্যক্তিটি ওপরে উল্লেখিত মন্তব্য-টি করেছিল, তা ছিল ইয়েমেন থেকে আলী কর্তৃক আল্লাহর নবীর কাছে পাঠানো লুণ্ঠন-সামগ্রী সম্পর্কে আল্লাহর নবীর সাথে তার কথোপকথন; যা তিনি একটি দলের লোকদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন, যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ইউয়েনা বিন হিসন, আল-আকরা (বিন হাবিস) ও যায়েদ আল-খাইল [তিনি ছিলেন তাইয়ি গোত্রের প্রতিনিধি দলের প্রধান]। অতঃপর আবু সাইদ আল-খুদরি নিশ্চিত করেছে যে, সেই লোকটি ছিল ধু-আল খুয়ায়েসিরা। [251] [252]

ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ <মুহাম্মদ বিন ইশাক <আবদুল্লাহ বিন আবি বকর [হইতে বর্ণিত]:

'আল্লাহর নবীর এক অনুসারী [আবু রুহম আল গিফারি] যিনি হুনায়েনে উপস্থিত ছিলেন, বলেছেন: "আল্লাহর কসম, আমি খসখসে স্যান্ডেল পরেছিলাম ও আরোহী হয়ে আল্লাহর নবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যখন আমার উটটি তাঁরটির সঙ্গে ভিড় করেছিল, তখন আমার স্যান্ডেলের মাথাটি আল্লাহর নবীর পায়ে (leg) আঘাত করে ও তিনি ব্যথা পান। তিনি আমার পায়ে (foot) চাবুক দ্বারা আঘাত করেন ও বলেন, 'তুমি আমাকে ব্যথা দিয়েছ, আমার পিছনে যাও!' তাই আমি তাঁর পিছনে যাই। পরদিন, আল্লাহর নবী আমার খোঁজ করছিলেন। আমি ভেবেছিলেম যে সেটি ছিল এই কারণে যে আমি আগের দিন তাঁর পায়ে ব্যথা দিয়েছিলাম, তাই আমি [তিরস্কার] প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হই; কিন্তু তিনি বলেন, 'গতকাল তুমি আমরা পায়ে আঘাত দিয়েছিলে যা আমাকে ব্যথা দিয়েছিল, আর আমিও চাবুক দিয়ে তোমার পায়ে আঘাত করেছিলাম। সে কারণে তার প্রতিদান দেওয়ার জন্য আমি তোমাকে ডেকেছি', ও তিনি তাঁর সেই একটি আঘাতের জন্য আমাকে আশি-টি মাদী মেষ প্রদান করেছিলেন।" [253]

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [245]

আবদুল্লাহ বিন জাফর আমাকে < ইবনে আবি আউন হইতে < সা'দ হইতে < ইবরাহিম ও ইয়াকুব বিন উতবা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অবহিত করেছে। তারা বলেছে যে, তাদের-কে দেওয়া হয়েছিল লুণ্ঠন-সামগ্রীর উদ্বৃত্ত। সে বলেছে: মুসা বিন ইবরাহিম তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছে, সে বলেছে: তা ছিল এক-পঞ্চমাংশ থেকে। দুটি বক্তব্য নিশ্চিত করেছে যে এটি ছিল এক-পঞ্চমাংশ থেকে।' ----

আল্লাহর নবী বসে ছিলেন, আর বেলালের পোশাকের মধ্যে ছিল রৌপ্য-সামগ্রী যা তিনি আল্লাহর নিদর্শন অনুযায়ী লোকদের জন্য গচ্ছিত রেখেছিলেন। ধুল খুয়ায়েসিরা আল তামিম তাঁর কাছে আসে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, ন্যায়সঙ্গত আচরণ করো!" উমর বলে, "ওকে আমার হাতে দিন, আমি তার কল্লা কেটে ফেলবো!" আল্লাহর নবী বলেন, "তাকে ছেড়ে দাও, কারণ নিশ্চয়ই তাঁর অনুসারীরা রয়েছে! ------" [অবশিষ্ট বর্ণনা ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনার অনুরূপ; অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম- বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১৬]। [250]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেছে: 'আল্লাহর নবী যখন ঐ উপহার সামগ্রী-গুলো বিতরণ করছিলেন, আমি মুনাফিকদের একজনের কথা শুনতে পাই। সে বলছিল, "নিশ্চিতই, তাদেরকে দেয়া উপহার-গুলো আল্লাহর অভিপ্রেত ছিল না।" আমি বলি, "সত্যিই, আল্লাহর কসম, তুমি যা বলেছো তা আমি আল্লাহর নবী-কে অবহিত করাবো।" অত:পর, আমি আল্লাহর নবীর নিকট আসি ও তাঁকে তা অবহিত করায়। তাঁর রঙ এমনভাবে বদলে যায় যে আমি তাঁকে যা বলেছি তার জন্য অনুতপ্ত হই ও আশা করি যে যদি আমি তাঁকে তা অবহিত না করাতাম। অতঃপর তিনি বলেন, "আল্লাহ যেন আমার ভাই মুসা-কে যেন আশীর্বাদ করে। সে এর চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ও সে ধৈর্য ধারণ করেছিল।" মুয়াত্তিব বিন কুশায়ের আল-আমরি এই সম্পর্কে কথা

বলতো।’ [অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭৮; সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২৪; সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১৪।] [254] [255] [256]

অতঃপর আল্লাহর নবী যায়েদ বিন থাবিত-কে এই নির্দেশ দান করেন যে সে যেন লোকদের সংখ্যা ও গণিমতের পরিমাণ নির্ণয় করে, ও অতঃপর তা লোকদের মধ্যে বিতরণ করে। তাদের হিস্যা ছিল:

প্রত্যেক লোকের জন্য চার-টি উট, অথবা চল্লিশ-টি মেষ। যদি সে অশ্বারোহী হয়, তবে সে পেয়েছিল বারো-টি উট, অথবা একশত বিশ-টি মেষ। যদি তার সাথে একাধিক ঘোড়া থাকে, তবে তার জন্য তিনি কোন ভাগ দেন নাই।

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১০: [249]

রাফি বিন খাদিজ হইতে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহর নবী আবু সুফিয়ান বিন হারব ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও ইউয়েনা বিন হিসন ও আকরা বিন হাবিস, অর্থাৎ এই লোকদের প্রত্যেক-কে ১০০-টি করে উট প্রদান করেছিলেন; আর আব্বাস বিন মিরদাস-কে প্রদান করেছিলেন এর চেয়ে কম। সে কারণে আব্বাস বিন মিরদাস বলে:

আপনি আমার লুটের মালের হিস্যা ও আমার ঘোড়ার অংশ-টি ইউয়েনা ও আকরা-কে প্রদান করেছেন। ইউয়েনা ও আকরা উভয়ের যে মজলিস (Assembly) তা কোন মতেই মিরদাসের (আমার পিতা) চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ নয়। আমি এই লোকগুলোর চেয়ে কোন মতেই হীনপদস্থ নই। অতএব যাকে আজ হতাশ করা হয়েছে তাকে সমুন্নত করা যাবে না।
সে (বর্ণনাকারী) বলেছে: অতঃপর আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাকে ১০০-টি উট প্রদান করেন।'

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১৬: [250]

'জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে যে হুনায়েন থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে এক লোক আল জিরানায় আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) কাছে আসে, সেখানে বেলালের পোশাকের মধ্যে ছিল কিছু রৌপ্য-সামগ্রী। আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সেখান থেকে এক মুঠো নিয়ে লোকদের-কে দান করেছিলেন। সে (জিরানায় যে ব্যক্তিটি নবীর সাথে এসে সাক্ষাত করেছিল) তাঁকে বলে: মুহাম্মদ, ন্যায়বিচার করো। তিনি (নবী করীম সাঃ) বলেন: ধিক, তোমাকে! আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তবে কে আছে এমন যে ন্যায়বিচার করতে পারবে; আর আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তাহলে তুমি হবে দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। এমতাবস্থায় উমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলে: "আমাকে এই ভণ্ডকে হত্যা করার অনুমতি দিন।" তাই তিনি (নবী করীম সাঃ) বলেন: "আল্লাহ যেন রক্ষা করে! লোকেরা হয়তো বলবে যে আমি আমার অনুসারীদের হত্যা করতাম। এই লোকটি ও তার সঙ্গীরা হয়তো কুরআন তিলাওয়াত করতো, তবে তা তাদের কণ্ঠনালীর সীমানা অতিক্রম করতো না; আর তারা তা থেকে বিচ্যুত হয় এমনভাবে যেমন করে একটি তীর তার শিকার ভেদ করে চলে যায়।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> কী কারণে মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁদের নবীর প্রতি এতটা অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ ছিলেন তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় আদি উৎসে বর্ণিত হুনায়েন অভিযান ও তার পূর্বের ও পরের ঘটনা প্রবাহের বিশদ পর্যালোচনায়। অতি সংক্ষেপে:

"এই ঘটনার প্রায় দুই বছর আগে, অতর্কিত আক্রমণে খায়বার জনপদ-বাসীদের পরাস্ত করে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা 'বিশাল গণিমত' হস্তগত করেছিলেন (পর্ব: ১৪৬-১৪৯)। অতঃপর ফাদাকের ইহুদীদের ওপর 'আগ্রাসী আক্রমণের হুমকি' প্রদর্শন

করে মুহাম্মদ বিনা যুদ্ধেই যে বিশাল গণিমত হস্তগত করেছিলেন, তা মুহাম্মদ একাই হস্তগত করেছিলেন তাঁরই আরোপিত আল্লাহর বিধান অনুযায়ী (কুরআন: ৫৯:৬-৮)! তাঁর অনুসারীরা ফাদাকের এই বিশাল সম্পদের হিস্যা থেকে ছিলেন বঞ্চিত (পর্ব: ১৫৩-১৫৮)। অতঃপর মুহাম্মদের আদেশে পর পর কমপক্ষে পনের-টি আগ্রাসী আক্রমণ (পর্ব: ১২৪); যার কোনটিতেই মুহাম্মদ অনুসারীরা শুধু যে কোন "বড় ধরণের গনিমত" অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাইই নয়, 'মুতা অভিযানে' তাদের চরম বিপর্যয় ঘটেছিল (পর্ব: ১৮৪-১৮৬)। অতঃপর মুহাম্মদের নেতৃত্বে অতর্কিত মক্কা আক্রমণ ও বিজয় (পর্ব: ১৮৭-১৯৭)। কিন্তু এই বিজয়ে তাঁর অনুসারীরা কোনরূপ গণিমত অর্জন করতে পারেন নাই।

অতঃপর হুনায়েন অভিযানে যে "অমানুষিক ও নৃশংস প্রক্রিয়ায়" মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা হুনায়েনে বিশাল গনিমত অর্জন করেছিলেন, তা ছিল এই:

'প্রথমাবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে মুহাম্মদের প্রায় সমস্ত অনুসারীদের পলায়ন! অতঃপর মুহাম্মদের আর্ত-চিৎকারে মাত্র একশত জন অনুসারীর প্রত্যাবর্তন! তেত্রিশ-জন মুহাজির ও সাতষট্টি জন আনসার (পর্ব:২০৫)। অতঃপর অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের নির্দেশ: "তারা যেন তাদের হাতে ধৃত বন্দিদের হত্যা করে (পর্ব: ২০৬); অতঃপর তাঁর ঘোষণা: "তাঁর যে অনুসারী যে কোন হাওয়াজিন-কে হত্যা করবে, সেই হত্যাকারী ঐ নিহত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পদের অধিকারী হবে!" মুহাম্মদের এই অমানুষিক নৃশংস বন্দি-হত্যার আদেশ ও গনিমতের প্রলোভনে তাঁর অনুসারীরা রক্তের হোলি-খেলায় এতটায় উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে আবু তালহা নামের তাঁর এক অনুসারী একাই বিশ জন লোক-কে হত্যা করে তাদের মালামাল লুণ্ঠন করেছিলেন (পর্ব: ২০৭)। প্রাণভয়ে পলায়ন-রত হাওয়াজিন-দের পিছু ধাওয়া করে অমানুষিক নৃশংসতায় মুহাম্মদ অনুসারীরা কমপক্ষে ৮৮-১১৮ জন মানুষ-কে হত্যা করেছিলেন! তারা আরও হত্যা করেছিলেন বানু নাসর গোত্রের অজ্ঞাত সংখ্যক লোককে ও ধ্বংস করেছিলেন বানু রিবাব গোত্র-কে(পর্ব-২০৮)।

অন্যদিকে এই অভিযানের প্রাক্কালে "মাত্র দুই জন" মুহাম্মদ অনুসারী নিহত হয়েছিলেন; তারা ছিলেন আয়মান বিন উবায়েদ ও সুরাকা বিন আল-হারিথ বিন আদি'। অন্য একজন নিহত হয়েছিলেন তার ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে, যার নাম ছিল ইয়াযিদ বিন যা'মা। আর আবু আমির আল-আশারি নামের অন্য একজন অনুসারী নিহত হয়েছিলেন এই অভিযান শেষ হওয়ার পরে, বন্দী হাওয়াজিনদের সাথে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রাক্কালে (পর্ব: ২০৯)। এই "অত্যন্ত অসম" হতাহতের পর্যালোচনায় প্রায় নিশ্চিত রূপেই প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদের এই হুনায়েন অভিযান "কোন যুদ্ধ ছিল না!" এটি ছিল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের বহু অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণের আর একটি উদাহরণ মাত্র (পর্ব: ২১১)।

এই সেই অভিযান, যেখানে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের "ধৃত বিবাহিতা মহিলাদের সাথে যৌন-সঙ্গমের" ঐশী বৈধতা প্রদান করেছিলেন (কুরআন: ৪:২৪)!" যখন তাঁর অনুসারীরা এই কাজটিকে "দারুণ অপছন্দ করেছিলেন" এই জন্য যে তারা ছিল বিবাহিতা (পর্ব: ২০৯)।
অর্থাৎ, এই গর্হিত ধর্ষণ কর্মে বিবাহিতা মহিলাদের প্রতি মুহাম্মদ অনুসারীরা মুহাম্মদের চেয়ে ছিলেন অধিক শালীন ও মানবিক!

অতঃপর মুহাম্মদ হুনায়েনের এই বিশাল লুণ্ঠিত সম্পদ ও বন্দী নারী ও শিশুদের (বন্দী পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিল) আল-জিররানায় নিয়ে যাওয়ার আদেশ জারী করেন। আর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি হুনায়েন থেকে সরাসরি তায়েফ গমন করে সেখানকার অধিবাসীদের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ চালান (পর্ব: ২১২)। কিন্তু এই আক্রমণে তিনি হোন বিফলকাম ও এই অভিযানে তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য কোনরূপ গনিমত অর্জন করতে পারেন নাই (পর্ব: ২১৫)। অর্থাৎ, খায়বার আগ্রাসনের পর হুনায়েনের গনিমতই ছিল মুহাম্মদ অনুসারীদের "একমাত্র বৃহৎ উপার্জন!"

তাই তায়েফ অভিযানে ব্যর্থ হয়ে মুহাম্মদ যখন আল-জিররানায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, মুহাম্মদ অনুসারীরা তাদের "প্রাপ্য" গনিমতের হিস্যা লাভের লালসায় ছিলেন ব্যকুল। অতঃপর, হাওয়াজিনদের প্রতিনিধিদলের অনুরোধে মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর বহু অনুসারীদের-কে ফেরত দিতে হয়েছিল তাদের অধিকারে থাকা ধৃত "বন্দী নারী ও শিশুদের"; তাদের অনিচ্ছা সত্বেও (পর্ব: ২১৬)। অতঃপর মুহাম্মদ অনুসারীদের কাঙ্ক্ষিত "লুটের মালের হিস্যা" বণ্টন! আর এই এই বণ্টন-কালে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে নব্য ইসলাম-দীক্ষিত কিংবা তখনও ইসলাম-দীক্ষিত নয় (যথা: সাফওয়ান বিন উমাইয়া, মালিক বিন আউফ বিন নাসিরি) এমন বিশেষ কিছু লোকদের প্রতি মুহাম্মদের পক্ষপাতিত্ব! ফলশ্রুতিতে মুহাম্মদের অসংখ্য অনুসারী তাদের "প্রাপ্য যথাযথ গণিমতের হিস্যা" থেকে হয়েছিলেন বঞ্চিত (পর্ব: ২১৭)। এমত পরিস্থিতিতে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের ওপরে বর্ণিত অভিযোগ, অসন্তোষ ও প্রতিবাদগুলো ছিল সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত।

>>> হুনায়েন অভিযানে অংশগ্রহণকারী চার জন নারীদের-কে মুহাম্মদ লুটের মালের "কোনরূপ হিস্যা" প্রদান করেছিলেন এমন ইতিহাস আদি উৎসে বর্ণিত হয় নাই। আর সে কারণে তাঁরা গনিমতের "ন্যায্য হিস্যা বঞ্চিত" পুরুষ অনুসারীদের মত মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, এমন ইতিহাস আদি উৎসে অনুপস্থিত। উম্মে উমারা কী রূপ অমানুষিক নৃশংসতায় এক হাওয়াজিন-বাসীকে হত্যা করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন (পর্ব: ২০৬)। কিন্তু তাঁর এই অসামান্য কাজের পুরষ্কার-স্বরূপ মুহাম্মদ উম্মে উমারা-কে ঐ নিহত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ প্রদান করেছিলেন, এমন ইতিহাস ও আদি উৎসের কোথাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু মুহাম্মদের পুরুষ অনুসারী হত্যাকারীরা নিহত হাওয়াজিন ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ কীভাবে হস্তগত করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ আদি উৎসের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। অভিযান বা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী ও দাসদের মুহাম্মদ “কী প্রক্রিয়ায়” পুরস্কৃত করতেন, তার

আলোচনা মুহাম্মদের খায়বার অভিযান উপাখ্যানের **"লুটের মাল- কারা ছিলেন হিস্যা বঞ্চিত?"** পর্বে (পর্ব: ১৪৭) করা হয়েছে।

আল্লাহর রেফারেন্সে কুরআনে বর্ণিত মুহাম্মদের সমস্ত আদেশ-নির্দেশ, পুরস্কার ও প্রাপ্তি, আইন ও বাধ্য-বাধকতা; ইত্যাদি প্রায় সমস্তই 'By Default' শুধুমাত্র পুরুষদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত; যদি না সেখানে বিশেষভাবে (Specifically) স্ত্রীলিঙ্গের উল্লেখ থাকে। গণিমতের হিস্যার বিধান (কুরআন: ৮:৪১) ও তার ব্যতিক্রম নয়।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [245]

--- ʿAbdullah b. Jaʿfar related to me from Ibn Abī ʿAwn from Saʿd from [Page 948] Ibrāhīm and Yaʿqūb b. ʿUtba. They said: They were given the surplus of the plunder. He said: Mūsā b. Ibrāhīm related to me from his father, who said: It was from the fifth. Two sayings confirm that it was from the fifth. -----

The Messenger of God sat, and in the garment of Bilāl was silver which he took hold of for the people according to what God showed him. Dhū l-Khuwayṣira al-Tamīm came to him and said, "Be just, O Messenger of God!" The Messenger of God said, "Woe unto you! Who

is just if I am not just?” ʿUmar said, “Hand him to me and I will cut off his head!” Umar said, “Hand him to me and I will cut off his head!” The Prophet said, “Leave him, for indeed he has followers! ---"

ʿAbdullah Ibn Masʿūd said: I heard a man from the Hypocrites at the time the Messenger of God gave those gifts. He says, “Indeed, they were gifts that God did not desire.” I said, “Indeed, by God, I will inform the Messenger of God of what you said.” So I came to the Messenger of God and I informed him. His color changed until I regretted what I did to him, and I wished I had not informed him. Then he said, “May Allah bless my brother Moses. He was harmed by more than this and he was patient.” Muʿattib b. Qushayr al-ʿAmrī used to talk about this. Then the Messenger of God commanded Zayd b. Thābit to count the people and the plunder, and then disperse it among the people. Their portions were, for every man four camels or forty sheep. If it was a rider, he took twelve camels or a hundred and twenty sheep. If he had more than one horse with him he did not apportion for him.’

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[243] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা: ৫৯৫-৫৯৬

[244] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা: ৩৩-৩৫

[245] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৪৬-৯৪৯; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৬৩-৪৬৫

[246] কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯, ভলুউম-২, পার্ট-১, পৃষ্ঠা ১১০; ইংরেজী অনুবাদ পৃষ্ঠা ১৮৯:

https://kitaabun.com/shopping3/sads-kitab-tabaqat-kabir-print-a-920.html

[247] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২৫৬: "আব্বাস বিন মিরদাসের ঘোড়ার নাম ছিল 'উবাইদা।"

[248] হাবিস ও হিসন - এই দুই ব্যক্তি ছিল কবিতাটির ৬-নম্বর লাইনে উক্ত আল-আকরা বিন হাবিস ও ইউয়েনা বিন হিসন এর পিতা।

[249] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১০:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-5/Hadith-2310/

[250] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১৬:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-5/Hadith-2316/

[251] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২৭০: 'আবু সাইদ আল-খুদরি - তিনি মদিনায় আইনী মতামত প্রদান করতেন। তিনি ৬৮২-৬৮৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

[252] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২৭১: 'যায়েদ আল খাইল বিন মুহালহিল - যিনি যায়েদ আল-খায়ের নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তাইয়ি গোত্রের প্রতিনিধি দলের প্রধান।'

[253] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২৭৩ - "আবু রুহম আল গিফারি; এই ঘটনাটি ঘটেছিল তখন যখন আল্লাহর নবী আল-তায়েফ থেকে আল-জিররানায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন।"

[254] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭৮:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-53/Hadith-378/

[255] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২৪:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-624/

[256] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১৪:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-5/Hadith-2314/

২১৯-হুনায়েনের গণিমত-৪: আনসারদের বঞ্চনা ও নবীর ভাষণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত তিরানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় যা আমরা নিশ্চিত জানি, তা হলো, ইসলামের প্রাথমিক বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রায় সমস্তই ঘটেছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনা হিজরতের পর, আদি মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারীদের (আনসার) কল্যাণে। হিজরতের প্রায় আড়াই বছর আগে মদিনায় আল-খাযরাজ গোত্রের ছয় জন লোক যখন মক্কায় তীর্থ করতে আসেন, তখন মুহাম্মদ 'আল-আকাবা' নামক স্থানে তাঁদের সাথে মিলিত হোন ও তাঁর বাণী প্রচার করেন। তারা মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয়। তারা মদিনায় গিয়ে এই নব্য নবী-মুহাম্মদ ও তাঁর বাণী প্রচার শুরু করে। পরের বছর ১২জন তীর্থযাত্রী মদিনা থেকে মক্কায় আসে, তারা 'আল-আকাবা' নামক স্থানে মুহাম্মদের সাথে মিলিত হয়, তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয় ও মুহাম্মদের সাথে এই অঙ্গীকার করে যা তারা ইসলামের রীতি-নীতিগুলো অনুসরণ করবে। ইসলামের ইতিহাসে যা "আকাবার প্রথম শপথ (The First pledge of Aqaba)" নামে বিখ্যাত। [257]

পরের বছর, ৬২২ সালের জুন-জুলাই মাসে, মদিনা থেকে ৭০জন পুরুষ ও দুই জন মহিলা (নুসয়েবাহ বিনতে কা'ব [উম্মে উমারাহ] ও আসমা বিনতে আমর বিন আদি [উম্মে মানি]) মক্কায় তীর্থযাত্রায় এসে 'আল-আকাবায়' মুহাম্মদের সাথে মিলিত হয়।

তাঁরাও মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাঁরা মুহাম্মদ-কে মদিনায় তাদের কাছে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায় ও তাঁকে সর্বপ্রকার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অতঃপর তারা রাতের অন্ধকারে গোপনে মুহাম্মদের সাথে আবারও 'আল-আকাবায়' মিলিত হয়। মুহাম্মদ তাঁর চাচা আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব-কে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে তাদের সাথে শলাপরামর্শ করেন। এই গোপন বৈঠকে মুহাম্মদের পক্ষে মধ্যস্থতা করেছিলেন আল-আব্বাস। আল-আব্বাস প্রথমেই আনসারদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন:

"হে খাযরাজ লোকসকল (আনসারদের খাযরাজ ও আউস গোত্রের উভয়-কে আরবরা একত্রে 'খাযরাজ' নামে অভিহিত করতো), তোমরা জানো যে আমাদের মধ্যে মুহাম্মদের অবস্থান কী। আমরা আমাদের সেই লোকদের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করেছি যারা আমাদের মতো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন।

সে তার নিজের লোকদের কাছে সম্মানিত ও তার এই দেশে সে নিরাপদ। সে তাদের-কে ছেড়ে তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সুতরাং তোমরা যদি মনে করো যে তোমাদের কাছে যাওয়ার পর তার শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি তোমরা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে পারবে, তবে সে দায়িত্ব তোমরা গ্রহণ করো যা তোমরা নিজেরই নিতে চেয়েছ। কিন্তু তোমরা যদি মনে করো যে সে তোমাদের কাছে আসার পরে তোমারা তাকে পরিত্যাগ ও হস্তান্তর করবে, তবে তোমারা তাকে এখনই একা ছেড়ে দাও। কারণ সে তার লোকদের কাছে সম্মানিত ও তার দেশে সে নিরাপদ।" [258]

আনসাররা মুহাম্মদ ও আল-আব্বাস কে প্রতিশ্রুতি দেন যে তারা তাদের আমন্ত্রণে **"মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনে ইচ্ছুক"** মুহাম্মদ-কে যাবতীয় নিরাপত্তা প্রদান করবে। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনাটি "আকাবার দ্বিতীয় শপথ" নামে বিখ্যাত। এই

ঘটনার মাস তিনেক পরেই মুহাম্মদ মদিনায় হিজরত করেন (সেপ্টেম্বর, ৬২২ সাল)। আনসাররা তাঁদের সেই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিলেন। তাঁরা মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসিত মুহাম্মদ ও তাঁর আদেশে মদিনায় হিজরতকারী তাঁর আদি মক্কাবাসী অনুসারীদের (মুহাজির) সাহায্য করেছিলেন সর্বতোভাবে।

অন্যদিকে, ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা আরও জানতে পারি, মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া বিশাল সম্পদ ও ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন শুধুই "মুহাজিররা!" আনসাররা হয়েছিলেন সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। প্রশ্ন হলো, "আনসারদের এই বঞ্চনার ইতিহাসের সূত্রপাত কবে, কোথায় ও কীভাবে সঙ্ঘটিত হয়েছিল?"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ: [259]
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [260] [261]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২১৮) পর:

আসিম বিন উমর বিন কাতাদা আমাকে < মাহমুদ বিন লাবিদ হইতে < আবু সাইদ বিন আল-খুদরি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছে: [262]

আল্লাহর নবী যখন এই উপহার-সামগ্রীগুলো কুরাইশ ও বেদুইন গোত্রের মধ্যে বিতরণ করছিলেন ও আনসাররা তার কিছুই পায় না, আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনক্ষুন্ন হয় ও তারা এ বিষয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা শুরু করে যে পর্যন্ত না তাদের একজন বলে উঠে, "আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবী তাঁর নিজের লোকদের সাথে মিলিত হয়েছে।"

সাদ বিন উবাদা আল্লাহর নবীর কাছে যায় ও যা ঘটেছে তা তাঁকে অবহিত করায়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এ বিষয়ে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কী, সা'দ?" সে বলে, "আমি আমার লোকদের সাথে আছি।"

তিনি বলেন, "তাহলে তুমি তোমার লোকদের এই বেষ্টিত স্থানে একত্রিত করো।" সে তাই করে ও যখন কিছু মুহাজির সেখানে উপস্থিত হয়, সে তাদের-কে আসতে দেয়, ও অন্যদের সে ফেরত পাঠায়। তাদের সবাই-কে একত্রিত করার পর সে আল্লাহর নবীর নিকট গমন করে ও তাঁকে তা জানিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহর নবী তাদের কাছে আসেন ও আল্লাহ প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর তাদের উদ্দেশ্যে বলেন:

"হে আনসার লোকসকল, আমি তোমাদের সম্পর্কে এ কী শুনছি? তোমরা কি মনে মনে আমাকে খারাপ বলে মনে করো? তোমরা যখন পথভ্রষ্ট ছিলে তখন কি আমি তোমাদের কাছে আসি নাই ও আল্লাহ তোমাদের-কে করেছে পথ প্রদর্শন; ছিলে দরিদ্র ও আল্লাহ তোমাদের করেছে ধনী; ছিলে শত্রুভাবাপন্ন ও আল্লাহ তোমদের হৃদয়-কে করেছে নম্র?"

তারা জবাবে বলে, "অবশ্যই হ্যাঁ, আল্লাহ ও তার রসূলই হলো সবচয়ে দয়ালু ও উদার।" তিনি বলতে থাকেন: "হে আনসাররা, কেন তোমরা জবাব দিচ্ছো না?" তারা বলে, "আমরা আপনাকে কী ভাবে জবাব দেবো? দয়া ও উদারতা আল্লাহ ও তার রসুলের অন্তর্ভুক্ত।"

তিনি বলেন, "যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে বলতে পারতে - আর তোমরা সত্য কথাটিই বলতে পারতে যা তোমরা বিশ্বাস করো – 'অপমানিত অবস্থায় আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন ও আপনাকে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম; পালিয়ে এসেছিলেন ও আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম; ছিলেন পলাতক ও আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম; ছিলেন দরিদ্র ও আমরা আপনাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম।'

তোমরা কি মনে মনে বিরক্ত হয়েছো এই কারণে যে, পার্থিব উত্তম জিনিসের মাধ্যমে আমি মানুষের মন জয় করতে চেয়েছি যাতে তারা মুসলমান হয়, আর আস্থা স্থাপন করেছি তোমাদের ইসলাম-বিশ্বাসের প্রতি? তোমরা কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নও যে লোকেরা ফিরে যাবে গবাদি পশুর পালগুলো সঙ্গে নিয়ে, আর তোমারা ফিরে যাবে আল্লাহর নবী-কে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে? যার হাতে মুহাম্মদের আত্মা তার কসম, হিজরতের কারণ ছাড়া আমি নিজে আনসারদেরই একজন। যদি সমস্ত মানুষ এক পথে চলে যায় ও আনসাররা যায় অন্য পথে, আনসারদের পথই আমি গ্রহণ করবো। আল্লাহ যেন আনসার, তাদের সকল পুত্র ও পুত্রের পুত্রদের প্রতি দয়া করে।"

লোকেরা কান্না করতে থাকে যতক্ষণে না অশ্রু তাদের দাড়িগুলো ভিজিয়ে দেয়; আর তারা বলে, "আমরা আল্লাহর নবীকে আমাদের ভাগে ও হিস্যায় পেয়ে সন্তুষ্ট।" অতঃপর আল্লাহর নবী প্রস্থান করেন ও তারা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [261]

'তারা বলেছে: আল্লাহর নবী যখন কুরাইয়েশ ও বেদুইন গোত্রের লোকদের লুণ্ঠিত-সামগ্রীর কিছু জিনিসপত্র দান করছিলেন, তিনি আনসারদের কিছুই প্রদান করেন নাই। এই বিষয়টি আনসার সম্প্রদায়ের লোকদের ভিতর ক্রোধের উদ্রেক করে, যে পর্যন্ত না তাদের আলাপ-আলোচনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও তাদের একজন বলে:

"আল্লাহর নবী তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের খুঁজে পেয়েছেন। যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, আমরা হই তাঁর সহযোগী; আর যখন তিনি হিস্যা প্রদান করেন, তখন তা হয় তাঁর সম্প্রদায় ও গোত্রের লোকদের মধ্যে।

আমরা জানতে চাই যে এটি কিভাবে হলো। এটি যদি আল্লাহর কাছ থেকে হয়ে থাকে তবে আমরা ধৈর্য ধারণ করবো। এটি যদি আল্লাহর নবীর মতামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তবে আমরা তাঁর কাছ থেকে এর ব্যাখ্যা চাইবো।"

বিষয়টি আল্লাহর নবীর গোচরে আসে ও তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হোন। সা'দ বিন উবাদা যখন তাঁর নিকটে আসে, আল্লাহর নবী তাকে বলেন, "তোমার লোকেরা আমার সম্পর্কে কী বলেছে?" সে জবাবে বলে, "হে আল্লাহর নবী, তারা কী বলেছে?"

তিনি বলেন, তারা বলেছে, "যখন যুদ্ধ হয়, আমরা হই তাঁর সহযোগী; আর যখন তিনি হিস্যা প্রদান করেন, তখন তা হয় তাঁর সম্প্রদায় ও গোত্রের লোকদের মধ্যে। আমরা জানতে চাই যে এটি কিভাবে হলো। এটি যদি আল্লাহর কাছ থেকে হয়ে থাকে, তবে আমরা ধৈর্য ধারণ করবে। এটি যদি আল্লাহর নবীর মতামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তবে আমরা তাঁকে অনুরোধ করবো।" "আর সে বিষয়ে তোমার অবস্থান কী, সা'দ?"

সা'দ জবাবে বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি তাদের একজন ছাড়া আর কী? বাস্তবিকই আমরা জানতে চাই, এটি কোথা থেকে এসেছে?" আল্লাহর নবী বলেন, "ঐ আনসারদের এই ঘেরাও করা স্থান-টি তে একত্রিত করো।" তাই আনসাররা সেই বেষ্টিত স্থান-টি তে সমবেত হয়। মুহাজিরদের কিছু লোক সেখানে আসে, সে তাদের অনুমতি প্রদান করে ও তারা ভিতরে প্রবেশ করে। অন্যরাও সেখানে আসে কিন্তু সে তাদের ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর, তারা যখন তার কাছে সমবেত হয়, সা'দ বিন উবাদা তাঁর নিকটে আসে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি আপনার জন্য এই আনসার সম্প্রদায়ের লোকদের একত্রিত করেছি।"

আল্লাহর নবী তাদের সম্মুখে আসেন, আর তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধ পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও আল্লাহর প্রাপ্য গুণকীর্তন আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন:
"হে আনসার লোকসকল, আমি অবগত হয়েছি যে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ক্রুদ্ধ কথাবার্তা শুরু হয়েছে। তোমারা যখন ভ্রান্তি-তে ছিলে, আমি তখন তোমাদের নিকট

এসেছিলাম ও আল্লাহ কি তোমাদের পথ প্রদর্শন করে নাই? তোমার যখন দরিদ্র ছিলে, আমি তখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম ও আল্লাহ কি তোমাদের ধনবান করে নাই? ছিলে শত্রুভাবাপন্ন ও আল্লাহ কি তোমাদের পুনরায় মিলিত করে নাই?"

তারা জবাবে বলে, "অবশ্য, অবশ্যই। আল্লাহ ও তার রসূলই অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়!”
তিনি বলেন, "হে আনসার লোকসকল, কেন তোমরা আমাকে জবাব দিচ্ছ না?" তারা বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমরা আপনাকে কী জবাব দেবো? দয়া ও করুণা আল্লাহর নবীর অন্তর্গত।” আল্লাহর নবী বলেন:

"যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে তোমারা বলতে পারতে, আর তোমরা সত্য কথায় বলতে পারতে, 'আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন অসম্মানিত অবস্থায়, আর আমরা আপনাকে বিশ্বাস করেছি; আপনি ছিলেন একা, আর আমরা আপনাকে সহায়তা করেছি। গৃহহীন ও নির্বান্ধব অবস্থায়, আর আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। ছিলেন সঙ্কটে, আর আমরা আপনাকে সান্ত্বনা দিয়েছি!' হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা দুনিয়ার কিছু বিষয়ে নিজেরা রেগে গিয়েছো; তা হলো আমি নির্দিষ্ট কিছু লোকদের সাথে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি যাতে তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়, এই কারণে যে আমি তোমাদের ইসলাম-বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল। তোমরা কী সন্তুষ্ট নও, যেখানে লোকেরা গবাদি পশু ও উটগুলো-কে তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাবে, পক্ষান্তরে তোমরা ফিরে যাবে আল্লাহর নবীকে তোমাদের ঘোড়ার জিনের ওপরে নিয়ে? যার হাতে মুহাম্মদের আত্মা তার কসম, যদি হিজরতের বিষয়টি না হতো তবে আমি হতাম আনসার সম্প্রদায়েরই একজন। মক্কার লোকেরা যদি কোন ঘাটে যায় আর আনসাররা যায় অন্য ঘাটে, আমি আনসারদের ঘাটেই গমন করতাম।

আমি তোমাদের জন্য আল বাহরাইন সম্পর্কে একটি দলিল লিখবো, আমার পরে এটি হবে বিশেষভাবে তোমাদের জন্য, মক্কার লোকদের জন্য নয়!"

আর সেই সময়টি-তে আনসারদের কারণে তাঁর জন্য আল্লাহ যা প্রস্তুত করেছিল তার মধ্যে সেটিই ছিল সর্বোত্তম। তারা বলে, "হে আল্লাহর নবী, আপনাকে ছাড়া এই পৃথিবীতে আমাদের কী প্রয়োজন?" তিনি জবাব দেন, "সত্যই, আমার পরে তোমরা দেখতে পাবে স্বার্থপরতা। আল্লাহ ও তার রসুলের সঙ্গে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। বাস্তবিকই তোমাদের সাক্ষাতের স্থানটি হলো এক নদী বিধৌত ভূখণ্ডে, যা সানা ও ওমানের মধ্যবর্তী স্থানের মতই বিশাল। যার উপত্যকাগুলোর পরিমাণ নক্ষত্রের সংখ্যার চেয়ে ও বেশি। হে আল্লাহ, আশীর্বাদ করো আনসারদের, আনসারদের সন্তানদের ও আনসারদের সন্তানের সন্তানদের!"

সে বলেছে: লোকেরা এমনভাবে কান্না করে যে তাদের দাড়িগুলো ভিজে যায়। তারা বলে, "হে আল্লাহর রসূল, আমরা আমাদের ভাগ ও হিস্যায় সন্তুষ্ট।" আল্লাহর নবী প্রস্থান করেন ও তারা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।'

সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬১৯: [263]

'আবদুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আসিম হইতে বর্ণিত: হুনায়েনের দিনটি-তে যখন আল্লাহ তার নবীকে যুদ্ধ-লব্ধ লুণ্ঠিত-মালামাল দান করেছিল, তিনি সেই লুটের মালগুলো ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন যাদের অন্তরগুলোর (সম্প্রতি) মিলনসাধন হয়েছিল (ইসলামের প্রতি), কিন্তু তিনি আনসারদের কিছুই প্রদান করেন নাই। তাই মনে হয়েছিল যে তারা রাগান্বিত ও দুঃখিত হয়েছে, এই কারণে যে, অন্যান্য লোকেরা যেমন-টি পেয়েছে তারা, সেইরূপ পায় নাই। অতঃপর আল্লাহর নবী তাদের সম্মুখে এক খুতবা প্রদান করেন, এই বলে: "হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদের-কে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাই নাই ও অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছে? তোমরা বিভিন্ন দলে ছিলে বিভক্ত ও আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের-কে করেছে একত্রিত; তোমরা ছিলে গরীব ও আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের-কে করেছে ধনী।"

আল্লাহর নবী যাইই বলছিলেন, তারা (অর্থাৎ আনসাররা) বলছিল, "আল্লাহ ও তাঁর রসুলই অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী।" আল্লাহর নবী বলেন, "আল্লাহর নবীর প্রশ্নের জবাব দিতে তোমাদের বাধা কোথায়?" কিন্তু তিনি তাদের-কে যাইই বলছিলেন, তারা বলছিল, "আল্লাহ ও তাঁর রসুলই অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী।" অতঃপর নবী বলেন, "তোমরা যদি চাও তবে বলতে পারতে: 'আপনি আমাদের কাছে (মদিনায়) এমন-এমন-অবস্থায় এসেছিলেন।' তোমাদের কি ইচ্ছা হয় না এটি দেখতে যে লোকেরা ভেড়া ও উটগুলো নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর নবী-কে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বাসায় ফিরে যাবে? হিজরতের কারণ-টি না হলে আমি হতাম আনসারদের একজন; আর লোকেরা যদি কোন উপত্যকা বা পর্বতমালা ভিতর দিয়ে রওনা হতো, তবে আমি সেই উপত্যকা বা পর্বতমালা নির্বাচন করতাম যেখানে থাকতো আনসাররা। আনসাররা হলো 'শিয়ার' (অর্থাৎ, সেই পোশাকগুলি যা শরীরের সাথে সরাসরি লেগে থাকে ও যা পরিধান করা হয় অন্যান্য পোশাকের ভিতরের অংশে), আর অন্যান্য লোকেরা হলো 'দিথার' (অর্থাৎ, সেই পোশাকগুলি যা শরীরের সাথে সরাসরি লেগে থাকে না ও যা অন্যান্য পোশাকের ওপরে পরিধান করা হয়)। এতে কোনও সন্দেহ নাই, তোমরা দেখবে যে অন্য লোকরা তোমাদের চেয়ে বেশী অনুগ্রহ-প্রাপ্ত হবে; সুতরাং তোমরা আমার সাথে জলাধারের (হাউজে কাউসারের) পাশে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে।"'

[অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৮ ও ২৩১৩] [264] [265]

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭৫: [266]

'অনাস বিন মালিক হইতে বর্ণিত: আল্লাহ যখন তার রসূল-কে ফাই (লুণ্ঠিত দ্রব্য) হিসাবে হাওয়াজিন গোত্রের সম্পদগুলো দিয়ে অনুগ্রহ করেছিল, তখন তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে কিছু লোকদের প্রত্যেককে ১০০-টি পর্যন্ত উট প্রদান করা শুরু করেছিলেন, যার ফলে আনসারদের কিছু লোক আল্লাহর নবী সম্পর্কে বলেছিল,

"আল্লাহ যেন তার নবী-কে ক্ষমা করে! তিনি কুরাইশদের (লোকদের) দান করছেন আর আমাদের-কে করছেন পরিত্যাগ, এ সত্য সত্ত্বেও যে আমাদের তরোয়াল থেকে এখনও (কাফেরদের) রক্ত ঝরছে।"

তারা যা বলছে তা যখন আল্লাহর নবীকে অবহিত করানো হয়, তিনি আনসারদের ডেকে পাঠান ও তাদের-কে এক চামড়ার তাঁবুর ভিতরে জড়ো করেন, আর তাদের সাথে আর কাউকে ডাকেন না। তারা যখন একত্রিত, আল্লাহর নবী তাদের নিকট আসেন ও বলেন, "আমাকে যা জানানো হয়েছে ও যা তোমরা বলেছ সেই উক্তিটি কী?" তাদের জ্ঞানী লোকেরা জবাব দেয়, "হে আল্লাহর নবী! আমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারা কিছু বলে নাই, কিন্তু আমাদের যুবকেরা বলেছিল, 'আল্লাহ যেন তার রসূল-কে ক্ষমা করে; তিনি কুরাইশদের দান করছেন আর আমাদের-কে দিয়েছেন বাদ, এই সত্য সত্ত্বেও যে আমাদের তরোয়াল থেকে এখনও কাফেরদের (ভেজা) রক্ত ঝরছে।"

আল্লাহর নবী জবাব দিলেন, "আমি ঐ জাতীয় লোকদেরকে দিয়েছি যারা এখনও কাফেরদের নিকটবর্তী পর্যায়ে (অর্থাৎ তারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে ও এখনও তাদের অন্তরের বিশ্বাস দুর্বল)। তোমারা কি এ দেখে সন্তুষ্ট হবে না যে লোকেরা যাবে ধনসম্পদ সঙ্গে নিয়ে, আর তোমারা ফিরে যাবে তোমাদের বাড়ীতে আল্লাহর নবীকে সঙ্গে নিয়ে? আল্লাহর কসম, তোমারা যা নিয়ে ফিরে যাবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তার চেয়ে উত্তম।" আনসাররা জবাবে দেয়, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর নবী, আমরা সন্তুষ্ট।"

অতঃপর আল্লাহর নবী তাদের-কে বলেন, "আমার পরে তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের চেয়ে অন্যদেরই শ্রেয় মনে করা হয়েছে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করো যতক্ষণ না তোমরা আল-কাউসারে (অর্থাৎ, জান্নাতের এক ঝর্না) আল্লাহর সাথে

সাক্ষাত ও তার নবীর সাথে সাক্ষাত করবে।" (আনাস যোগ করেছে:) কিন্তু আমরা ধৈর্য ধরে রাখতে পারি নাই।'
[অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২২ ও ৬২৬; সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৩] [267] [268] [269]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের এই সকল বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, "হুনায়েন আগ্রাসনে" প্রাপ্ত লুটের মাল বণ্টন প্রাক্কালে মুহাম্মদ আনসারদের প্রাপ্য অধিকার (কুরআন: ৮:৪১) থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। অতঃপর তাঁরা যখন মুহাম্মদের আচরণে রুষ্ট হয়ে প্রতিবাদ করা শুরু করেছিলেন, তখন মুহাম্মদ তাঁদের-কে কী প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট করেছিলেন, তা আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, সা'দ বিন উবাদা আনসারদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন।

"কে এই সা'দ বিন উবাদা?"

সা'দ বিন উবাদা আল-খাযরাজি ছিলেন সেই আনসার লোকদের একজন, যিনি "দ্বিতীয় আকাবা শপথ" প্রাক্কালে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির পর মুহাম্মদ সেখানে সমবেত সত্তর জন পুরুষ আনসারদের মধ্য থেকে যে বারো জন প্রতিনিধি (নাকিব) নিযুক্ত করেছিলেন, খাযরাজ গোত্র থেকে নয় জন ও আউস গোত্র থেকে তিনজন, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন আগে গোপনে আল-তায়েফে গিয়ে সেখানকার নেতৃত্ব-স্থানীয় লোকদের সাথে দেখা করে মুহাম্মদ তাঁদের-কে "কুরাইশদের বিরুদ্ধে ক্ষেপীয়ে তোলার" যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হয়। তায়েফের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যখন মুহাম্মদের দুরভিসন্ধি-তে রাজী হয় না, তখন মুহাম্মদ তাঁদের-কে "বিষয়-টি

গোপন রাখার অনুরোধ করেন।" উপরন্তু তায়েফের কিছু লোক মুহাম্মদ-কে মারধর করে বিদায় করে। কুরাইশরা সেই খবর-টি জানার পরেও "নিজ দেশের লোকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী (দেশদ্রোহী)" মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তাঁরা কোনরূপ প্রতিহিংসার আশ্রয় নেন নাই। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তাঁরা মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের প্রতি অতিরিক্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। অতঃপর, মদিনা থেকে প্রথমে বারো (প্রথম আকাবা) ও পরবর্তীতে ৭০জন লোক (দ্বিতীয় আকাবা) এসে "রাতের অন্ধকারে গোপনে মুহাম্মদের সাথে শলাপরামর্শ করছে", এই খবর-টি জানার পর তাঁরা এই বহিরাগত আনসারদের প্রতি রুষ্ট হোন ও তাদের-কে ধরার চেষ্টা করেন। তারা নিশ্চিত জানতেন যে, এই আনসাররা মুহাম্মদের সাথে কোন না কোন গোপন অভিসন্ধি-তে লিপ্ত। তারা সা'দ বিন উবাদা ও আল-মুনধির নামের আর একজন নাকিব-কে ধরে ফেলে। আল-মুনধির পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা সা'দ বিন উবাদা-কে তাঁর ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসে। তারা তাকে মারধর করে ও সুহায়েল বিন আমর (পর্ব: ১১৮) তাকে ভীষণ জোরে এক ঘুষি মারে। অবশেষে যুবায়ের বিন মুতিম বিন আদি বিন নওফল বিন আবদ-মানাফ ও আল-হারিথ বিন উমাইয়া বিন আবদ শামস বিন আবদ-মানাফের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পান। [270]

সা'দ বিন উবাদা ছিলেন ইসলামে নিবেদিত প্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম। তিনি মুহাম্মদের পক্ষে বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ও বেশ কয়েক-টি অভিযানে তিনি যুদ্ধের পতাকা-বাহক হিসাবে ও নিযুক্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি খাযরাজ গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা নিযুক্ত হোন ও নবীর মৃত্যুর পর আনসাররা তাঁকে তাদের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করে। অতঃপর তাঁদের-কে এবং নবী মুহাম্মদের নিজ গোত্র ও তাঁর একান্ত পরিবার-সদস্যদের বঞ্চিত করে উমর ইবনে খাত্তাবের সহায়তায় আবু বকর ইবনে কুহাফা কী প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তার আলোচনা "উমর ইবনে খাত্তাবের কাপুরুষতা" পর্বে (পর্ব: ১৩২) করা হয়েছে। আবু বকর খলিফা হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর, সা'দ বিন উবাদা তাকে তাঁর আনুগত্যের

শপথ প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন ও মদিনা পরিত্যাগ করে হাওরানের (Hawran: সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল থেকে জর্ডানের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত এক বিস্তৃত অঞ্চল) উদ্দেশ্যে রওনা হোন ও সেখানে তিনি আনুমানিক ৬৩৬-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।' [271]

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আনসাররা মুহাজিরদের হাতে বঞ্চনার স্বীকার হোন সর্বতোভাবে। শুধু কী আনসাররা! ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, মুহাম্মদের মৃত্যুর পরের দিনই, মুহাম্মদের রেখে যাওয়া বিশাল সম্পদের উত্তরাধিকার নিয়ে আবু বকর নবী কন্যা ফাতিমা, চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ও নবীর স্ত্রীদের সঙ্গে কী ধরণের রাজনীতি শুরু করেছিলেন তার বিশদ আলোচনা "ফাদাক অধ্যায়ে (পর্ব: ১৫৪-১৫৮)" করা হয়েছে। আবু বকরের মৃত্যুর পর উমর ইবনে খাত্তাব মুহাম্মদের একান্ত নিজস্ব পরিবারের লোকদের বিরুদ্ধে আরও কী ধরনের চরম অবমাননা ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ শুরু করেছিলেন, তার আলোচনা "লুটের মালের উত্তরাধিকার ও পরিণতি" পর্বে (পর্ব-১৫১) করা হয়েছে।

মুহাম্মদ তাঁর দশ বছরের মদিনা জীবনে যে প্রায় একশত-টি হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তার **"মাত্র একটি"** তে তিনি উমর ইবনে খাত্তাব-কে ও অন্য একটি-তে তিনি আবু-বকর কে নেতৃত্ব-পদমর্যাদায় নিয়োগ দিয়েছিলেন। সেই হামলাগুলো হলো যথাক্রমে তুরাবা হামলা ও নাজাদ আক্রমণ (পর্ব: ১৬০)। এই হামলা দু'টি হলো মুহাম্মদের সবচেয়ে অখ্যাত হামলাগুলোর একটি, সিংহভাগ ইসলাম বিশ্বাসী যার নামও কখনো শুনেন নাই!

মুহাম্মদের অধিকাংশ মুহাজির অনুসারীরা মুহাম্মদের কাছে 'রাজনীতি' শিখেছিলেন। অন্যদিকে, আনসাররা মুহাম্মদের কাছে থেকে ঠিক কতটুকু রাজনীতি শিখেছিলেন তা জানা না গেলেও মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁরা যে ক্ষমতার রাজনীতির খেলায় মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সুবিধা করতে পারেন নাই, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্তে মুহাম্মদ যদি তাঁর নিবেদিত প্রাণ অনুসারীদের "আল্লাহ ও মুহাম্মদের অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়ে" তাঁদের-কে তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন, তবে তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত অনুসারী আবু বকর, কিংবা উমর, কিংবা তাঁর অন্য কোন অনুসারী "অনুরূপ কোন রাজনীতি" ব্যবহার করে কেন ক্ষমতা ও সম্পদ কুক্ষিগত করতে পারবেন না?

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [261]

'They said: When the Messenger of God gave the Quraysh and the Bedouin tribes some of the plunder, he did not give the Anṣār anything. This angered the community of Anṣār among themselves, until the words were many and one of them said, "The Messenger of God has found his community. When there is battle, we are his companions; as for when he apportions, it is his community and his tribe. We would like to know from whom this arrived. If it was from God, we will be patient. [Page 957] If this is from the opinion of the Messenger of God, we will solicit him demand an explanation." That reached the Messenger of God and he became very angry. When Sa'd b. 'Ubābda came to him the

Messenger of God said to him, "What did your people say about me?" He replied, "What did they say, O Messenger of God?" He said, "They said, 'As for when it is the battle, we are his companions; as for when he apportions, it is his people and his tribe. We desire to know from where this is. If it is from the command of God, we will be patient; if it is from the opinion of the Messenger of God we will solicit him.'" "And where are you about that, Saʿd?" Saʿd replied, "O Messenger of God, what am I except one of them? Indeed we would like to know from where this comes?" The Messenger of God said, "Gather those of the Anṣār over here in this enclosure."

So the Anṣār gathered in that enclosure. Men from the Muhājirūn came, and he let them, and they entered. And others came and he returned them. And when they gathered to him, Saʿdb. ʿUbāda came to him and said, "O Messenger of God I have gathered this community of Anṣār for you." The Messenger of God came to them, and the anger was visible on his face. And he praised God and commended him with what God deserved. Then he said, "O people of the Anṣār, it has reached me that angry words were found among yourselves. I came to you in your error, and has not God guided you? I came to you in your poverty, and did not God enrich you? In enmity, and did not God reconcile you?" They replied, "But, of course. God and his messenger are most kind and most gracious!" He said, "Why do you not answer me, O people of

the Anṣār?" They said, "What shall we answer you, O Messenger of God? Kindness and graciousness belong to the Messenger of God." He said, "By God, if you wished you could have said, and you would have spoken truly, You came to us discredited and we trusted you; you were alone, and we helped you. [Page 958] Outcast, and we gave you refuge. In distress, and we comforted you! You are angry amongst yourselves, O people of the Anṣār, about something of this world; that I reconciled a people to bring them to Islam, while I entrusted you to your Islam. Are you not satisfied that the people go with the cattle and camels while you return with the Messenger of God to your saddles? By Him in whose hand is the soul of Muḥammad, if not for the migration I was a man from the Anṣār. If the people of Mecca went to a gorge, and the Anṣār to a gorge, I would go to the gorge of the Anṣār. I will write for you a document about al-Bahrayn, that from after me it will be for you, especially, and not the people of Mecca!" And it was at that time the best of what God made for him from the Anṣār. They said, "What is our need in the world after you, O Messenger of God?" He replied, "Indeed, after me you will see selfishness. Be patient until you meet God and His messenger. Indeed your place of meeting is the basin, which is as large as that between Ṣanʿa and ʿUmān. The bowls are more than the number of stars. O God, bless the Anṣār, the children of the Anṣār, and the children of the children of the Anṣār!" He said: The people cried until they wet their beards. They said, "We are

satisfied, O Messenger of God, with a share and a portion.” The Messenger of God turned back and they dispersed.’ -----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[257] আল-তাবারী: ভলুউম ৬, translated and Annotated by W. Montgomery Watt and M.V McDonald, [State university of New York press (SUNY), Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk); পৃষ্ঠা- ১২৪-১২৬

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21291&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[258] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৬, পৃষ্ঠা: ১৩২-১৩৩

[259] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা: ৫৯৬-৫৯৭

[260] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা: ৩৬-৩৭

[261] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৫৬-৫৮; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৬৮-৪৬৯

[262] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ২৭৪:

'মাহমুদ বিন লাবিদ আল-আউসি ৭১৪-৭১৫ সনে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।'

[263] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬১৯:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-619/

[264] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৮:

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-5/Hadith-2308/

[265] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩১৩:

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-5/Hadith-2313/

[266] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৭৫:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-53/Hadith-375/

[267] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২২:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-622/

[268] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬২৬:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-626/

[269] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২৩০৩:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-5/Hadith-2303/

[270] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৬; পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮

[271] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৯, নোট নম্বর ২৭৬:

২২০-হুনায়েনের গণিমত-৫: উৎকোচ প্রদান ও প্রত্যাবর্তন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত চুরানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

কুরআন ও ইসলামে ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অত্যন্ত দু:সহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই দু:সহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টায় মুহাম্মদ মিত্র বাহিনীর ঘাতাফান গোত্রের দুই নেতাকে উৎকোচ (ঘুষ) প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ও অতঃপর কী কারণে মুহাম্মদ তাঁদের-কে এই ঘুষ প্রদানে বিরত হয়েছিলেন তার বিশদ বর্ণনা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ 'সিরাত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, যার আলোচনা 'মুহাম্মদের উৎকোচ (পর্ব: ৮১)' পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের "হুনায়েন আগ্রাসন ও গনিমত বণ্টন" উপাখ্যানের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মক্কা, হুনায়েন ও তায়েফ আগ্রাসন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আবারও এক অবিশ্বাসী-কে উৎকোচ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন! পার্থক্য এই যে, খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বে তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন ও তাঁদের বাধার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তা

বাস্তবায়ন করেন নাই; আর এবারের সিদ্ধান্তের বিষয়টি তিনি তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করেই তা বাস্তবায়ন করেছিলেন!

'মক্কা ও হুনায়েন আগ্রাসনে' সম্পূর্ণ সফলকাম হওয়া সত্বেও, তিনি "তাঁর কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে" এই অবিশ্বাসী-কে উৎকোচ প্রদান করেছিলেন, তার প্রাণবন্ত বর্ণনা ইসলামের ইতিহাসের "সবচেয়ে আদি উৎসের" প্রায় সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ "পূর্ণাঙ্গ" সিরাত গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ [272]

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [273] [274]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২১৯) পর:

'আল্লাহর নবী হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের লোকদের কাছে [পর্ব: ২১৬] মালিক বিন আউফের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ও তারা বলেছিল যে সে থাকিফদের সাথে আল-তায়েফে অবস্থান করছে। আল্লাহর নবী তাদের-কে বলেন যে,

সে যদি মুসলমান অবস্থায় তাঁর কাছে আসে, তবে তিনি তাকে তার পরিবার ও সম্পদ ফিরিয়ে দেবেন ও তাকে প্রদান করবেন ১০০-টি উট।

এটি জানার পর মালিক আল-তায়েফ থেকে বের হয়ে আসে। সে আশংকা করেছিল যে আল্লাহর নবী যা বলেছেন তা থাকিফরা হয়তো জানতে পারে ও তাকে হয়তো অবরুদ্ধ করতে পারে; তাই সে আদেশ করে যে তার উট-টি কে যেন তার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয় ও একটি ঘোড়া আল-তায়েফে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। সে রাত্রি কালে বের হয়ে আসে, তার ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয় ও তাকে দ্রুত চালনা করে তার উট-টি যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে চলে আসে; অতঃপর সে তার ওপর

সওয়ার হয়ে আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ও আল-জিরানা কিংবা মক্কায় তাঁর নাগাল ধরে ফেলে। তিনি তাকে তার পরিবার ও সম্পদ ফিরিয়ে দেন ও তাকে প্রদান করেন ১০০-টি উট। সে উত্তম মুসলমানে পরিণত হয়েছিল, আর তখন সে বলেছিল:

"আমি কখনো শুনি নাই বা দেখি নাই এমন কোন মানুষ
সমগ্র এই পৃথিবীতে মুহাম্মদের মতো,
কথায় বিশ্বাসী ও উদার যখন চাওয়া হয় উপহার তার কাছে,
আর যখনই চাইবে তুমি বলে দেবে সে ভবিষ্যতের খবর।
সশস্ত্র বাহিনীর দল যখন দেখায় তার শক্তি
বর্শা ও তরোয়ালের আঘাতে,
ধূলিময় স্থানে যুদ্ধে সে সিংহের মতো
রক্ষা করে যে গর্তে থাকা তার শাবকদের।"

আল্লাহর নবী তাকে তাঁর ঐ লোকদের নেতা-রূপে নিযুক্ত করেছিলেন যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, আর সেই গোত্রগুলো ছিল (আল-তাবারী: 'আল-তায়েফের চারিপাশে') থুমালা, সালিমা ও ফাহম। [275]

সে তাদের-কে সঙ্গে নিয়ে থাকিফদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে: তাদের গবাদি পশুর পালগুলোর কোনটিই বাহিরে বের হয়ে এসে তার আক্রমণের কবল থেকে রক্ষা পেতো না (আল-তাবারী: 'ও সে তাদের গলায় শক্ত ফাঁস দিয়ে তাদের-কে কব্জা করতো'), যতক্ষণে না সেগুলোর অবস্থা কালশিটে আকার ধারণ করে।

আবু মিহজান বিন হাবিব [এক থাকিফ নেতা ও প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ (পর্ব: ২১৪)] বিন আমর বিন উমায়ের বিন আল-থাকাফি বলেছিল:
"শত্রুরা আমাদের এলাকায় ছড়াচ্ছে ভীতি সর্বক্ষণ

আর বানু সালিমা মোদের করছে অতর্কিত আক্রমণ এখন!
আমাদের বিরুদ্ধে মালিক তাদের এনেছে ডেকে
ভঙ্গ করে তার চুক্তি ও দ্বীনের শপথ।
মোদের বসতি-গুলোতে তারা করছে আক্রমণ
মোরা সেই লোক যারা নেয় প্রতিশোধ গ্রহণ।" ----

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [274]

'আল্লাহর নবী প্রতিনিধি দলের লোকদের বলেন, "মালিক (বিন আউফের) কী হয়েছে?" তারা বলে, "সে পালিয়ে আল-তায়েফের দুর্গে গিয়ে নিজেকে থাকিফদের সাথে যুক্ত করেছে।" আল্লাহর নবী বলেন:

"তাকে জানিয়ে দাও যে, যদি সে মুসলমান হয় তবে তাকে আমি তার পরিবার ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দেব ও তাকে প্রদান করবো ১০০-টি উট।"

আল্লাহর নবী এই আদেশ জারী করেছিলেন যে মালিকের পরিবার সদস্যদের বন্দী করে তাদের-কে যেন মক্কায় তাদের অ্যান্টি উম্মে আবদুল্লাহ বিনতে আবু উমাইয়ার সঙ্গে রাখা হয়। প্রতিনিধি দলের লোকেরা বলে, "হে আল্লাহর নবী, এরা হলো আমাদের অধিপতি, আমাদের সবচেয়ে প্রিয়জন।" আল্লাহর নবী বলেন, "সত্যই আমি তাদের সর্বোত্তম মঙ্গলকামনা করি।" তিনি মলিকের সম্পদগুলো রেখে দিয়েছিলেন ও তিনি তা ভাগ-বাটোয়ারা করেন নাই।

মালিকের কাছে যখন খবর পৌঁছে যে আল্লাহর নবী তার লোকদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছেন, ও তিনি তাকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ও তার পরিবার ও সম্পদ-গুলো রক্ষিত আছে; মালিক এই আশংকা করে যে থাকিফরা তার বিরোধিতা করতে পারে এই কারণে যে আল্লাহর নবী তাকে কী বলেছেন তা তারা জেনেছে, তাই তারা

তাকে হয়তো বন্দী করতে পারে। সে আদেশ করে যে তার সওয়ারি পশুটি-কে যেন দাহনায় [আল-তায়েফের একটি জেলা] নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর, সে আদেশ করে যে তার ঘোড়া-টি কে যেন রাত্রিকালে তার কাছে নিয়ে আসা হয়; তারপর সে রাত্রি কালে তার দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে; ও দ্রুতবেগে দাহনায় গমন করে; সেখান থেকে সে তার উট-টির পিঠে সওয়ার হয় ও আল্লাহর নবীর আল-জিররানা থেকে রওনা হয়ে আসার পথে সে তাঁর সাথে এসে মিলিত হয়।

তার সম্প্রদায় ও আল-তায়েফের আশে-পাশের হাওয়াজিন ও ফাহম গোত্রের যে লোকেরা ধর্মান্তরিত [ইসলামে দীক্ষিত] হয়েছিল, আল্লাহর নবী তাকে সেই লোকগুলোর নেতা-রূপে নিযুক্ত করেন। মুসলমানদের একটি দল তাদের সাথে যোগদান করে। আল্লাহর নবী তার জন্য একটি পতাকা (banner) মঞ্জুর করেন। সে অবিশ্বাসী লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। সে তার লোকদের সাথে নিয়ে থকিফদের অতর্কিত আক্রমণ করেছিল ও তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। থাকিফদের গবাদি পশুগুলো বাহিরে বের হলে সে সেগুলো-কে আক্রমণ করে ধরে নিয়ে আসতো।

অতঃপর তিনি [মুহাম্মদ] প্রত্যাবর্তন করেন ও যখন তিনি তা করেন, লোকেরা তাদের গবাদি পশুগুলো চারণ করে। তারা যখন দেখেছিল যে নবী তাদের কাছ থেকে দূরে চলে এসেছে, তখন তারা নিরাপদ বোধ করে।

কিন্তু তারা পশু-চারণ করতে পারতো না এই কারণে যে মালিক সেগুলো ধরে নিয়ে আসতো। আর মালিক কাউকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা না করে ছাড়ে না। সে যা হস্তগত করতো তার এক-পঞ্চমাংশ নবীর কাছে পাঠিয়ে দিত: একবার, একশো-টি উট; আর একবার এক হাজার ভেড়া।

সত্যই সে আল-তায়েফের লোকদের গবাদি পশুগুলোর ওপর আক্রমণ করেছিল ও এক সন্ধ্যার মধ্যেই সে এক-হাজার ভেড়া হস্তগত করেছিল। আবু মিহজান বিন হাবিব

বিন আমর বিন উমায়ের বিন আল-থাকাফি এ বিষয়ে বলেছিল: ----[কবিতা পঙক্তি: ইবনে ইশাকের বর্ণনার অনুরূপ]।' ----

আল্লাহর নবীর ওমরাহ পালন ও প্রত্যাবর্তন:

ইবনে ইশাকের বর্ণনা (আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ): [276]

'অতঃপর আল্লাহর নবী ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে আল-জিরানা ত্যাগ করেন। তিনি এই আদেশ জারী করেন যে, অবশিষ্ট লুণ্ঠিত-সম্পদগুলো যেন মারুল-যাহরানের নিকটবর্তী মাজাননা নামক স্থানে ফেরত নিয়ে রাখা হয়। ওমরাহ পালন সমাপ্ত করার পর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আততাব বিন আসিফ-কে মক্কার দায়িত্বে রেখে আসেন (ইবনে হিশাম: 'তার মজুরী ছিল প্রতিদিন এক দিরহাম')। তিনি তার সাথে আরও রেখে আসেন মুয়াদ বিন জাবাল (আল ওয়াকিদি: 'ও আবু মুসা আল আশারি') কে, লোকদের দ্বীনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কুরআন শিক্ষার নিমিত্তে। অবশিষ্ট লুণ্ঠন-সামগ্রীগুলো রেখে দেওয়ার পর তিনি নিজে রওনা হোন। [277] [278]

আল্লাহর নবী ওমরাহ পালন করেন জিলকদ মাসে ও তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন ঐ মাসের শেষের দিকে কিংবা জিলহজ মাসে। (ইবনে হিশাম: 'আমর বিন আল-মাদানির তথ্য মতে, আল্লাহর নবী মদিনায় আগমন করেন জিলকদ মাসের ২৪ তারিখে')। [279]

সেই বছর লোকেরা (পৌত্তলিক) আরবদের মতো তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করে, যেভাবে তারা তা করতো। হিজরি ৮ সালের সেই বছর-টি তে আততাব মুসলিমদের সাথে তীর্থ-কর্ম সম্পন্ন করে। জিলকদ মাসে [আল-তাবারী: 'মার্চ, ৬৩০ সাল] আল্লাহর নবীর রওনা হওয়ার সময় থেকে পরের বছর রমজান মাস পর্যন্ত ['জানুয়ারি, ৬৩১

সাল] আল-তায়েফের লোকেরা তাদের শহরে তাদের পৌত্তলিকতা ও দৃঢ়তা অব্যাহত রাখে।'

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা:

'আল্লাহর নবী আল-জিররানায় পৌঁছেন জিলকদ মাসের [হিজরি ৮ সাল] ৫ তারিখে, বৃহস্পতিবার। তিনি আল-জিররানায় তেরো দিন অবস্থান করেন। তিনি যখন মদিনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করেন, তিনি বুধবার রাতে আল জিররানা থেকে যাত্রা শুরু করেন, জিলকদ মাসের অবশিষ্ট বারো রাত্রি বাঁকি থাকা কালীন সময়ে। তিনি সবচেয়ে দূরের মসজিদের স্থানটি-তে (আল-মসজিদ আল-আকসা) এসে 'ইহরাম' পরিধান করেন, যে টি ছিল উপত্যকাটির নিম্নভাগের সবচেয়ে দূরের ঢালু স্থানটি-তে। ---- আল্লাহর নবী শুধু ঐ লোকদেরই উপত্যকা-টি তে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন যারা ছিল ইহরাম পরিহিত অবস্থায়। তিনি কালো পাথর-টি স্পর্শ না করা অবধি লাব্বাইকা পাঠ বন্ধ করেন নাই। যা বলা হয়েছে: তিনি যখন (কাবা) ঘর-টি দেখতে পান, তিনি লাব্বাইকা পাঠ বন্ধ করেন। যখন তিনি আগমন করেন, তিনি তাঁর উটটি বানু সেইবা গোত্র প্রবেশের স্থানটি-তে বসিয়ে রাখেন।

তিনি তার ভিতরে প্রবেশ করেন ও তিনবার দ্রুত তার কোণ থেকে কোণ প্রদক্ষিণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উটটির পিঠে চড়ে রওনা হোন ও আল-সাফা ও আল-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানটি প্রদক্ষিণ করেন। সপ্তম বার প্রদক্ষিণরত অবস্থায় যখন তিনি আল-মারওয়ায় পৌঁছেন, তিনি তাঁর মস্তক মুণ্ডন করেন। আবদ বানু বায়েদা গোত্রের আবু হিন্দ তাঁর চুলগুলো কামিয়ে দিয়েছিল। কিছু লোক বলে যে তাঁর চুলগুলো কামিয়ে দিয়েছিল খিরাশ বিন উমাইয়া। আল্লাহর নবী সেখান থেকে কোরবানির পশুগুলো নিয়ে আসেন নাই।

অতঃপর আল্লাহর নবী এক রাত্রিতে আল-জিররানা অভিমুখে এমনভাবে ফিরে যান যেন মনে হয় তিনি সেখানে এক রাত্রি অতিবাহিত করবেন। আল-জিররানায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা শুরু করেন ও আল-জিররানা উপত্যকাটির মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি সারিফে (Sarif) আসার পূর্ব পর্যন্ত এই উপত্যকাটির ভিতর দিয়ে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তিনি বড় রাস্তা ধরে যাত্রা করেন ও 'মার আল-যাহরান' পৌঁছার পর্যন্ত তিনি তা অব্যাহত রাখেন।

আল্লাহর নবী আততাব বিন আসিব-কে মক্কার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। জনগণ-কে কুরআন ও ফিকাহ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি মুয়াধ বিন জাবাল ও আবু মুসা আল-আশারি-কে নিযুক্ত করেন। --------আল্লাহর নবী শুক্রবার দিন আগমন করেন, জিলকদ মাস শেষ হওয়ার তিন দিন পূর্বে।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> কে এই মালিক বিন আউফ? এই সেই মালিক বিন আউফ যিনি ছিলেন হুনায়েন প্রান্তে সমবেত সকল অবিশ্বাসীদের সাধারণ দিকনির্দেশনার দায়িত্বে নিয়োজিত দলনেতা, ৩০ বছর বয়সী এক যুবক (পর্ব: ২০২)। মুহাম্মদ তাঁর স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে "কী শর্তে" তাকে তার লুণ্ঠিত সমস্ত সম্পদ ফেরত প্রদান ও তার সকল পরিবার পরিজনদের মুক্তি দান ছাড়াও তাকে অতিরিক্ত "নগদ আরও একশত উট" প্রদান করেছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মুহাম্মদের শর্ত ছিল, "যদি সে মুসলমান হয় তবে তাকে আমি তার পরিবার ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দেব ও তাকে প্রদান করবো ১০০-টি উট"; যার সরল অর্থ হলো, মুহাম্মদ তাকে তাঁর দল "ইসলামে অন্তর্ভুক্ত" করেছিলেন উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে! যেমন করে আজকের পৃথিবীর নীতি-ভ্রষ্ট কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনে অন্য দলের লোকদের বিভিন্ন

প্রলোভন, সুযোগ-সুবিধা ও নগদ সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে তাদের-কে নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত করেন, মুহাম্মদ ও তাই করেছিলেন!

অর্থাৎ,

"মালিক বিন আউফের ইসলাম গ্রহণ, মুহাম্মদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়; তা ছিল উৎকোচ প্রাপ্তির বিনিময়ে!!"

অতঃপর মালিক 'মুহাম্মদের পার্টির পক্ষে' তায়েফ-বাসীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও ডাকাতি কর্ম-কাণ্ড শুরু করেছিলেন ও এই ডাকাতি লব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (কুরান: ৮:৪১) মদিনায় মুহাম্মদের কাছে নিয়মিত পাঠিয়ে দিতেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মুহাম্মদের এই উৎকোচ প্রদান কোন দু:সহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ (যেমন, খন্দক যুদ্ধ পরিস্থিতি), নিজ কিংবা পরিবার-পরিজনদের জীবন নাশের আশংকা, কিংবা কোন অত্যাচারীর সম্ভাব্য অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে ছিল না। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এই কর্ম-টি সংঘটিত করেছিলেন, তাঁর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সম্পদ-লাভ ও তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

সুতরাং, প্রশ্ন হলো,

"মুহাম্মদ কী সত্যই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী কোন ঈশ্বর-কে আদৌ বিশ্বাস করতেন? না কি তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত ধুরন্ধর প্রকৃতির এক সন্ত্রাসী 'নাস্তিক (ঈশ্বর অবিশ্বাসী)', যিনি তাঁর নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের লালসায় 'ঈশ্বর-কে ব্যবহার করেছিলেন তার লক্ষ্য অর্জনের বাহন হিসাবে?"

এই অনন্ত মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা (যদি থাকে) সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণা থাকা কোন সত্যিকারের ঈশ্বর-বিশ্বাসী কী সেই ঈশ্বর-কে তারই সৃষ্ট জীবের প্রতি নির্লজ্জ যথেচ্ছ "অভিশাপ বর্ষণ-কারী" রূপে আখ্যায়িত করতে পারে (পর্ব:১১)?

এই অসীম মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণা থাকা কোন সত্যিকারের ঈশ্বর-বিশ্বাসী কি সেই ঈশ্বর-কে এক "কসম-খোর" চরিত্রে চিত্রায়িত করতে পারে (পর্ব:৮)?

কোন সত্যিকারের ঈশ্বর বিশ্বাসী কি ঈশ্বরের নামে তার মতবাদ (পর্ব:১০) প্রচার ও প্রসারে মৌখিক প্রশ্নকারী, সমালোচনা-কারী ও বাধাদানকারী মানুষদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ "হুমকি-শাসানী-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপ" করতে পারে (পর্ব: ২৬-২৭)?

কোন সত্যিকারের ঈশ্বর বিশ্বাসী কি ঈশ্বরের নামে রাতের অন্ধকারে তাকে অবিশ্বাস ও তার মতবাদের সমালোচনা-কারী-কে "প্রতারণার আশ্রয়ে" হত্যা করার আদেশ জারী করতে পারে (পর্ব: ৪৮ ও ৫০)? কিংবা পারে রাতের অন্ধকারে ঘাতক পাঠিয়ে পাঁচ সন্তানের কোন জননী-কে তাঁর সন্তান-কে স্তন্যপান করানো অবস্থায় খুন করতে (পর্ব: ৪৭)? কিংবা পারে ১২০ বছর বয়সী কোন অতিবৃদ্ধ মানুষ-কে রাতের অন্ধকারে ঘাতক পাঠিয়ে অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করতে (পর্ব: ৪৬)?

কোন সত্যিকারের ঈশ্বর বিশ্বাসী কি পারে "জিবরাইলের অজুহাতে" একটি গোত্রের সমস্ত মানুষ-কে তাঁদের শত শত বছরের আবাস-ভূমি ও ভিটে মাটী থেকে এক-বস্ত্রে বিতাড়িত করে তাদের সমস্ত সম্পদ হস্তগত করতে (পর্‌ব: ৫২ ও ৭৫)? কিংবা পারে "জিবরাইলের অজুহাতে" একটি গোত্রের ৬০০-৮০০জন "গুপ্ত-অঙ্গে লোম (Pubic hair) গজানো" সমস্ত পুরুষ সদস্যদের একে একে গলা কেটে হত্যা করে তাঁদের সকল নারীদের "যৌন-দাসী" ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকল পুত্র সন্তানদের "দাস" হিসাবে রূপান্তর করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি ও বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে (পর্ব: ৮৭-৯৫)?

কোন সত্যিকারের ঈশ্বর বিশ্বাসী কি পারে ঈশ্বরের নামে রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণে নিরীহ বাণিজ্য-ফেরত কাফেলা কিংবা জনপদ-বাসীদের ওপর আক্রমণ

চালিয়ে তাদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন ও তাঁদের-কে ও তাঁদের নারী ও শিশুদের দাস ও যৌন-দাসী রূপে ভাগাভাগি করতে (অসংখ্য উদাহরণ)?

অসীম ক্ষমতাধর সর্বশক্তিমান কোন ঈশ্বর বিশ্বাসী কি পারে "লুটের মালের (গনিমত)" অর্থে তার জীবিকা নির্বাহ করতে (কুরআন: ৮:৪১ ও ৫৯:৬-৮)? অসীম ক্ষমতাধর "কুন ফা ইয়া কুন ('তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হও’ তখনই তা হয়ে যায় [কুরআন: ৩৬:৮২])" ক্ষমতায় ঈশ্বর বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি কি পারে তার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিপক্ষ-কে উৎকোচ প্রদান করতে?"

এই অনন্ত ও অসীম মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা (যদি থাকে) কি এতটা নীচ হতে পারে?

হিজরি ৮ সালে (মে, ৬২৯ - এপ্রিল, ৬৩০ সাল) আর যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছিল:

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [280]

'এই বছর, আল্লাহর নবী আমর বিন আল-আস [পর্ব: ১৭৭] কে আযদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আল-জুলানদার গোষ্ঠীর জায়ফার ও আমরের কাছ থেকে যাকাতের অর্থ (সাদাকা) আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারা আমর বিন আল-আস কে (বিনা হস্তক্ষেপে) যাকাতের অর্থ প্রদানে রাজী হয়; তাই সে তা (শুধুমাত্র) ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে ও দরিদ্রদের-কে তা (যা কিছু সে আদায় করেছিল) ফিরিয়ে দেয়। সে জোরোস্ট্রিয়ানদের (আল-মাজুস) কাছ থেকে 'জিযিয়া' আদায় করে, যারা ছিল ঐ অঞ্চলের আদিবাসী; পক্ষান্তরে আরবরা বাস করতো আশেপাশের গ্রামাঞ্চল-গুলোতে। [281] [282] [283] [284]

এই একই বছর [হিজরি ৮ সাল], আল্লাহর নবী আল-কিলাবিয়া-কে বিবাহ করেন, যাকে ডাকা হতো ফাতিমা বিনতে আল-দাহহাক বিন সুফিয়ান নামে। যখন তাকে [এই দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে যে কোন একটি] বাছাই-করে নেওয়ার সুযোগ দেয়া হয়, সে এই দুনিয়া-কে পছন্দ করে। কথিত আছে যে, সে আল্লাহর নবীর কাছে তার সুরক্ষার আবেদন করে, তাই তিনি তাকে ছেড়ে চলে আসেন। আবু ওয়াযাহ আল সাদি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবরাহিম বিন ওয়াথিমা বিন মালিক বিন আউস বিন আল-হাদাথান বর্ণনা করেছে যে, জিলকদ মাসে নবী তাকে বিবাহ করেছিলেন। [285]

এই বছর, জিলহজ মাসে, মারিয়া [পর্ব: ১৬১] ইবরাহিম-কে প্রসব করে, আর আল্লাহর নবী উম্মে বারদা বিনতে আল-মুনধির বিন যায়েদ বিন লাবিদ বিন খিদাশ বিন আমির বিন ঘানম বিন আদি বিন আল-নাজজারের (যার স্বামী ছিল আল-বারা বিন আউস বিন খালিদ বিন আল-জা'দ বিন আউফ বিন মাবধুল বিন আমর বিন ঘানম বিন আদি বিন আল-নাজজার) ওপর তার সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। মারিয়া আল্লাহর নবীর কাছ থেকে মুক্তি-প্রাপ্ত সালমা নামের এক ক্রীতদাসী-কে পেয়েছিল, যে আবু রাফির [সালমার স্বামী] কাছে গমন করে ও তাকে জানায় যে মারিয়া এক পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। অতঃপর আবু রাফি আল্লাহর নবীর কাছে এই সুখবর-টি ঘোষণা করে, যিনি তাকে উপহার হিসাবে একটি দাস প্রদান করেন। মারিয়া যখন পুত্র সন্তান প্রসব করে, আল্লাহর নবীর পত্নীরা অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> মারিয়া আল-কিবতিয়া হলো স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সেই যৌন-দাসী, যাকে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার (মিশর) সম্রাট আল-মুকাওকিসের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রতীয়মান হয় যে মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভের সন্তান ইবরাহিম, মুহাম্মদের ঔরসজাত সন্তান ছিল না। মারিয়া পুত্র ইবরাহীমের সম্ভাব্য পিতা কে ছিলেন, তার আলোচনা "মুহাম্মদের যৌন জীবন ও সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা (পর্ব: ১০৮)” পর্বে করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [274]

The Messenger of God said to the delegation, “What happened to Mālik (b. ʿAwf)?” They said, “He fled and attached himself to the fortress of al-Ṭā’if with the Thaqīf.” The Messenger of God said, “Inform him that if he becomes a Muslim I will return his family and property to him and give him a hundred camels.” The Messenger of God commanded [Page 955] the imprisonment of the family of Mālik in Mecca with their aunt Umm ʿAbdullah bt. Abī Umayya. The delegation said, “O Messenger of God, those are our lords, the most dear to us.” The Messenger of God said, “Indeed I desire the best for them.” He held the property of Mālik and did

not apportion it. When the news reached Mālik b. ʿAwf of what Muḥammad did with his people, and what he promised him, and that his family and his property were preserved, Mālik feared the opposition of the Thaqīf against him, that they knew what the Messenger of God said to him, and that they would, therefore, imprison him. He commanded that his riding animal be brought to Daḥnā. Then, he ordered his horse to be brought to him at night, and set out from the fortress by night, and raced until he came to Daḥnā, from where he rode his camel and joined the Messenger of God who caught up with him riding from al-Jiʿirrānana. The Prophet returned his family and his property and gave him a hundred camels, and Mālik converted and his Islam was good. It was also said that he joined the Messenger of God in Mecca.

The Messenger of God appointed him over those who converted among his people, and those tribes around al-Ṭā'if from the Hawāzin and Fahm. A group of Muslims joined him. The Prophet granted him a banner. He used to fight those who were disbelievers. He raided the Thaqīf with them and fought them. The cattle did not leave the Thaqīf, but he attacked them.

And he returned when he returned and the people grazed their cattle. They felt secure when they saw the Prophet turn away from them. But they were not able to graze, except Mālik took it. And Mālik did not attack a man except he killed him. He used to send the Prophet the fifth from what he captured: once, a hundred

camels; and once a thousand sheep. Indeed he attacked the cattle of the people of al-Ṭā'if and captured a thousand sheep in a single evening. Abū Miḥjan b. Ḥabīb b. 'Amr b. 'Umayr al-Thaqafī said about that: ---------'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[272] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা: ৫৯৩-৫৯৪

[273] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা: ৩০-৩১

[274] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৫৪-৯৫৬ ও ৯৫৮-৯৬০; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৬৭-৪৬৮

[275] Ibid আল-তাবারী -নোট নম্বর ২২৪: "এই তিন গোত্রের সবাই ছিল আযদ (Azd) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।"

[276] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা: ৫৯৭; Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা: ৩৭-৩৮; Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯৫৮-৯৬০, ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৬৯-৪৭০

[277] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ২৮৩ ও ২৮৪:

মাজাননা - 'ইসলাম পূর্ব আরবে মক্কা থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে আল-আসগার (al-Asghar) নামের এক পর্বতের নিকটবর্তী এই স্থান-টি ছিল প্রসিদ্ধ বাজারগুলো একটি।' মার আল-যাহরান - 'মদিনা থেকে মক্কা যাত্রা পথের একটি শহর; মক্কা থেকে প্রায় ১৩-মাইল দূরবর্তী। বর্তমানে এটি-কে বলা হয় ওয়াদি ফাতিমা।'

[278] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৫২, পৃষ্ঠা ৭৮১-৭৮২

[279] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৫৩, পৃষ্ঠা ৭৮২

[280] আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯

[281] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ২৯০: সাদাকা: দু'টি পৃথক অর্থে এই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়: ১) যাকাতের (কুরআন: ৯:১০৩) সমার্থক হিসাবে, যা বাধ্যতামূলক ও যার পরিমাণ নির্দিষ্ট; (২) স্বেচ্ছায় সেবামূলক দান অর্থে। এখানে প্রথমটির অর্থে ব্যবহৃত।

[282] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ২৯১:

জায়ফার ও আমর - 'এই দুই ভাইয়ের উভয়েই ছিলেন ওমানের শাসক জুলানদার গোষ্ঠীর প্রধান ও তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

[283] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ২৯২: আযদ গোত্র-টি ছিল আসির ও ওমানের উঁচুভূমিতে অবস্থানকারী এক প্রাচীন আরব উপজাতি।

[284] 'জিযিয়া' - 'ইসলামী রাষ্ট্রে আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) বা আহলে ধিম্মিদের (Dhimmi) ওপর আরোপিত একটি কর (কুরআন: ৯:২৯)।

[285] Ibid আল-তাবারী- নোট নম্বর ৯০৩ (পৃষ্ঠা- ১৩৬):

ফাতিমা বিনতে আল-দাহহাক বিন সুফিয়ান: বিভিন্ন স্কলারগণ তার নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমন: ফাতিমা বিনতে আল-দাহহাক, আমরা বিনতে ইয়াযিদ, আল-আলিয়া বিনতে যাবিয়ান ও সাবা বিনতে সুফিয়ান।

ষষ্ঠ খণ্ডের তথ্যসূত্রের প্রধান সহায়ক গ্রন্থ:

[1] কুরআন: কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর: http://www.quraanshareef.org/

কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/]

[2] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ); সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ); ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk)

https://books.google.com/books?id=gZknAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kitab+al+Magazi-

[4] "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ - এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (৩rd Reprint), ISBN ৮১-7151-127-9 (set)
http://www.islamicbookstore.co.in/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=766&category_id=34&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1

[5] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী: ভলুউম ৬, translated and Annotated by W. Montgomery Watt and M.V McDonald, [State university of New York press (SUNY), Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk); পৃষ্ঠা- ১২৪-১২৬
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21291&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[6] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী: ভলুউম ৮, ইংরেজি অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN ০-7914-3150—9 (pbk)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[7] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী, ভলুউম ৯, (The Last Years of the Prophet) – translated and Annotated by Ismail K.

Poonawala [State university of New York press (SUNY), Albany 1990, ISBN 0-88706-692—5 (pbk)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21294&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[8] সহি বুখারী: লেখক - ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল)https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA
http://hadithcollection.com/sahihbukhari.html

[9] সহি মুসলিম: লেখক - ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল)
http://hadithcollection.com/sahihmuslim.html
https://quranx.com/Hadith/Muslim/USC-MSA/

[10] সুন্নাহ আবু দাউদ: লেখক - ইমাম আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ সাল)
http://hadithcollection.com/abudawud.html
https://quranx.com/Hadith/AbuDawud/Hasan/

[11] সুনান আল-তিরমিজী: লেখক - ইমাম তিরমিজী (৮২৪-৮৯২ সাল)
http://hadithcollection.com/shama-iltirmidhi.html
https://quranx.com/Hadith/Tirmidhi/DarusSalam/

[12] মুয়াত্তা মালিক: লেখক - ইমাম মালিক ইবনে আনাস (৭১১-৭৯৫ সাল):
https://quranx.com/Hadith/Malik/USC-MSA/

পূর্ববর্তী ৫টি খণ্ডের ডাউনলোড লিংক:

(প্রচ্ছদে মাউস ক্লিক/টাচ করলেই লিংক পেয়ে যাবেন)
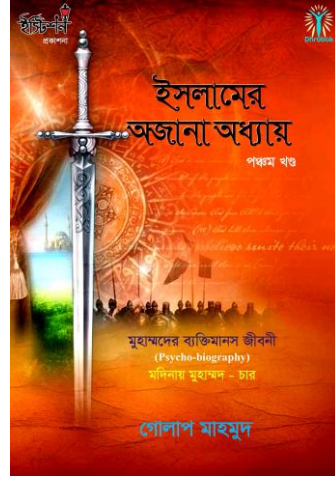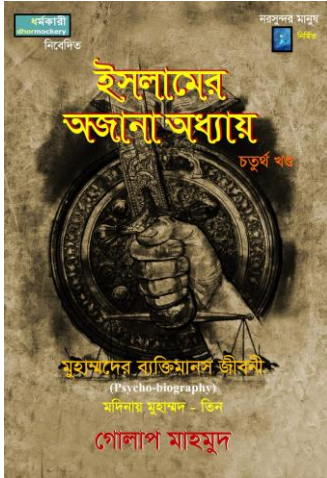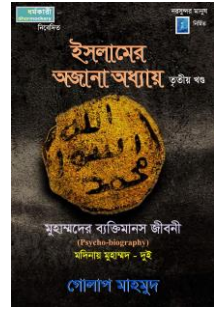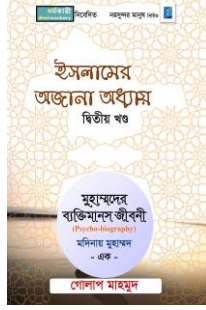
ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর ***এমিল লুদভিগের*** (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; **আলী দস্তি** বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদকে** দিয়ে শেষ হতে পারতো!

নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু **গোলাপ মাহমুদ**-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা এটাই প্রথম।

এটি তাঁর গবেষণা সিরিজের *ষষ্ঠ ইবুক।*